بسم الله الرحمن الرحيم

الطريق إلى القرآن

এসো কোরআন শিখি

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ
শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ

প্রকাশনায়
দারুল কলম
আশ্‌রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা - ১৩১০
ফোন ঃ ৭৩২ ০২২০

<u>হযরত পাহাড়পুরী হুজুরের দু'আ</u>

আমার প্রিয় মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

মানুষ যখন বৃক্ষ রোপণ করে এবং সেই বৃক্ষে যখন ফল আসে তখন তার বড় আনন্দ হয়; আমার 'বৃক্ষের ফল' দেখে আমিও আজ বড় আনন্দিত। ফলেই তো বৃক্ষের পরিচয়, তবু আমি আমার 'প্রিয় বৃক্ষ' সম্পর্কে এখানে কিছু কথা বলতে চাই।

আজকের মাওলানা আবু তাহের মিছবাহকে তার ছেলেবেলায় প্রথম যখন আমি দূর থেকে দেখি তখন আমার মনে হলো, তার মাঝে ইলমের তলব রয়েছে। তারপর যখন নিকট থেকে দেখার সুযোগ হলো তখন ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হলো এবং আমার অন্তরে তার প্রতি এক আশ্চর্য মুহব্বত পয়দা হলো। সাধারণ নিয়মে মুহব্বত হয় ধীরে ধীরে অনুকূল সময় ও পরিবেশের মাধ্যমে, কিন্তু মাওলানার প্রতি আমার মুহব্বত ছিলো প্রথম দিনের প্রথম দেখাতে এবং আমি সবসময় বলি, এ মুহব্বত ছিলো 'আল্লাহর তরফিয়া'। তাকে আমি আপন সন্তানের মত মুহব্বত করি, যদি বলি, তাহলে ইনশাআল্লাহ অসত্য হবে না।

কম তো নয়, ত্রিশ বছর কিংবা আরো বেশী, অথচ মনে হয়, এই সেদিনের কথা। মরহূম মাওলানা মেছবাহুল হক ছাহেব তাকে আমার কাছে নিয়ে এলেন এবং খুব আবেগ ও জযবার সাথে বললেন, আল্লাহর উপর ভরসা করে 'আপনার হাতে দিয়ে গেলাম, মেহেরবানি করে গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।'

আল্লাহর ইচ্ছায় এ আকাঙ্ক্ষা তো আমার দিলে পয়দা হয়েছিলো সেদিনই যেদিন তাকে দূর থেকে দেখেছি। এভাবেই তার সঙ্গে আমার এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের সূচনা, যা তাই সানন্দেই তাকে 'গ্রহণ' করলাম। আল্লাহর রহমতে জান্নাত পর্যন্ত দায়েম-কায়েম থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মাওলানার মাঝে বেশ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিলো, ফলে তখন থেকেই আমি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী ছিলাম; তবে আমার মতে যে জিনিসটি তার জন্য কামিয়াবি ও সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে তা হলো উস্তাদের শাসন ও তারবিয়াত গ্রহণ করার জযবা। তিনি আন্তরিকভাবেই আমার শাসন ও তারবিয়াত গ্রহণ করেছেন। এখনো প্রয়োজনে তাকে আমি শাসন করি এবং তিনি তা অম্লান বদনে গ্রহণ করেন। প্রথম দিন তিনি আমার যেমন ছাত্র ছিলেন, এখনো তিনি আমার তেমনই ছাত্র রয়েছেন, যা বর্তমান যামানায় খুব দুর্লভ।

মাওলানাকে আল্লাহ এ বুঝ দান করেছেন যে, উস্তাদের নেগরানিতে চলাই হলো তালিবে ইলমের কামিয়াবির রায এবং উস্তাদের নেগরানি ছাড়া নিজের মতে চলাই হলো মাহরূমির কারণ। তাই মাওলানা তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ

আমার অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া করেন নি, এখনো করেন না।

একবার মাওলানার দিলে শাওক পয়দা হলো হজ্জের সফরনামা লেখার। তিনি অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, আমার ইচ্ছা, এ সফর একান্তভাবে আপনারই থাকুক। মাওলানা অম্লান বদনে তা মেনে নিয়েছেন। তারপর কয়েকবার আল্লাহ তাকে বাইতুল্লাহর সফর নছীব করেছেন। একবার তো আমাদের উভয়কে আল্লাহ তার ঘরের ছায়ায় একত্র করেছেন, কিন্তু তিনি সফরনামা লেখার চিন্তা আর করেন নি।

অনেকবার আমি বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে দু'আ করেছি, আল্লাহ তা'আলা যেন মাওলানার দ্বারা ইলমের বড় বড় খিদমত নেন। হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহমাতুল্লাহি আলাইহিও মাওলানাকে অত্যন্ত মুহব্বত করতেন এবং দিল থেকে দু'আ করতেন। একজন তালিবে ইলমের যিন্দেগীর কামিয়াবির জন্য ইলমি মিহনত ও মোজাহাদার চেয়েও বেশী প্রয়োজন হলো উস্তাদের দু'আ, মুরুব্বির নেক নযর এবং মা-বাবার সন্তুষ্টি। আল্লাহর শোকর, মাওলানা আবু তাহের মেছবাহকে আল্লাহ তা'আলা এ নেয়ামতগুলো বিশেষভাবে দান করেছেন। এর সুফলও আমরা তার যিন্দেগীতে দেখতে পাই।

একটি শিক্ষা মাওলানাকে আমি দেয়ার চেষ্টা করেছি যে, যোগ্যতা দ্বারা কাজ হয় না, আল্লাহ তাওফীক দ্বারা হয়। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া বড় বড় যোগ্যতাও নষ্ট হয়ে যায়। আলহামদু লিল্লাহ এ শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছেন, তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে যোগ্যতার চেয়ে অধিক কাজ করার তাওফীক দান করছেন। দু'আ করি, আল্লাহ যেন তাকে আরো যোগ্যতা এবং আরো ইখলাছ দান করেন এবং দ্বীনের উঁচা থেকে উঁচা খিদমতের তাওফীক দান করেন। আমীন।

মাওলানার প্রতি আমার দিলের আবেগ ও জাযবা এত প্রবল যে, অনেক কথা বলেও মনে হয় অনেক কথা বলা হয় নি; তাছাড়া সবকথা প্রকাশ করা মুনাসিবও নয়। সুতরাং 'বৃক্ষের' পরিবর্তে এখন তার ফল সম্পর্কে কিছু বলি।

ছাত্র যামানা থেকেই আল্লাহ তা'আলা মাওলানার অন্তরে 'মিফতাহুল কোরআনি ওয়াস সুন্নাহ' হিসাবে আরবীভাষার প্রতি বে-পানাহ মুহব্বত দান করেছেন। সেই সঙ্গে দ্বীন প্রচারের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাওফীক দান করেছেন। ফলে শুরু থেকেই আরবীভাষা ও মাতৃভাষায় যোগ্যতা অর্জনের সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। যখন তিনি আমার কাছে 'রওযাতুল আদব' পড়তেন তখন থেকে আমিও এ বিষয়ে তাকে উৎসাহ দান করে এসেছি। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা মাওলানাকে আরবী-বাংলা উভয় ভাষায় অতুলনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। তার সম্পাদিত আরবী ও বাংলা পত্রিকা এবং তার রচিত আরবী ও বাংলা গ্রন্থাবলী এর উজ্জ্বল নমুনা।

আমার পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ দরসে নেযামীর যুগোপযোগী সংস্কারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করেছেন এবং সেই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্ররূপে তিনি

মাদরাসাতুল মাদীনাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহর তাওফীক ও মদদের উপর ভরসা করে মাদানী নেছাব নামে যে মিহনত তিনি শুরু করেছেন যদিও এখনো তা অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং আখেরি মঞ্জিল এখনো বহু দূরে, তবু ইতিমধ্যে তা আহলে ইলমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। মাওলানার প্রতি আমার এবং তার অন্যান্য আসাতেযা কেরামের পরিপূর্ণ আস্থা ও দু'আ রয়েছে; সর্বোপরি স্বয়ং হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ) মাওলানাকে নেছাব তৈরীর কাজ করার আদেশ দিয়েছেন এবং তাওফীক ও কামিয়াবির দু'আ দিয়েছেন। তাই আমার বিশ্বাস, এই নিছাবি মিহনত একদিন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। বরং আমি তো আল্লাহর বে-ইনতিহা রহমতের কাছে আশা করি, মাদানী নিছাব শুধু বাংলাদেশে নয়, পাক-ভারত উপমহাদেশেও মাকবুল হবে ইনশাআল্লাহ।

আমি অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমার মাওলানা আবু তাহের মিছবাহকে হায়াতে তাইয়েবা দান করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে মাদানী নেছাবের মহান খেদমত পূর্ণ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মাদানী নেছাবের যে কয়টি কিতাব এ পর্যন্ত রচিত হয়েছে তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হলো الطريق إلى العربية (এসো আরবী শিখি) যা আরবীভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি বরকতপূর্ণ কিতাবরূপে মাকবুল হয়েছে। আর সাম্প্রতিকতম কিতাব হলো الطريق إلى القرآن (এসো কোরআন শিখি) এটি তারজামাতুল কোরআনের পূর্ণাঙ্গ নেছাবের প্রথম অংশ। এ সম্পর্কে মাওলানা তার ভূমিকায় বিস্তারিত বলেছেন।

কিতাবটি উপকারী ও মুফীদ হওয়ার জন্য আমার কাছে তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, এটি আমার প্রিয় মাওঃ আবু তাহের মিছবাহের রচিত, তবু পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ আমি দেখেছি, মাশাআল্লাহ ধারণার চেয়ে উত্তম পেয়েছি। তারজামাতুল কোরআনের নেছাব সম্পর্কে মাওলানা যে চিন্তা পেশ করেছেন তা আমি মনে করি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিষয়, আর আল্লাহ তাঁর ফযল যাকে ইচ্ছা করেন দান করেন। দু'আ করি আল্লাহ যেন অবশিষ্ট অংশগুলোও অতিদ্রুত সমাপ্ত করার তাওফীক দান করেন। বলাবাহুল্য যে, এতে করে তারজামাতুল কোরআনের তা'লীমের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের এক বিরাট শূন্যতা পূর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমার 'লাখতে জিগর' মাওলানা আবু তাহের মিছবাহকে আল্লাহ হেফাযত করুন, ছিহ্হাত ও সালামাত দান করুন এবং তার সম্পর্কে তার মা-বাবার, তার আসাতেযা কেরামের এবং আল্লাহর বান্দাদের সমস্ত নেক দু'আ আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।

আব্দুল হাই পাহাড়পুরী
২৮ / ৬ / ২৫ হিঃ

কিছু কথা

আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবীতে, মানুষ করে এবং মুসলমান করে, আমি তাঁর প্রশংসা করি, যে প্রশংসা রাব্বে কারীমের শান-উপযোগী।

আমাকে যিনি ইলম দান করেছেন, কোরআন থেকে এবং সুন্নাহ থেকে, আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যে কৃতজ্ঞতা বান্দায়ে ফাকীরের হাল-উপযোগী।

আমাকে যিনি দান করেছেন কলম এবং কলমের কালি, আমাকে যিনি দান করেছেন কলব এবং কলবের 'তাজাল্লি' আমি তার নামে তাসবীহ পড়ি, যে তাসবীহ তাঁর চিরপবিত্রতার উপযোগী।

রহমান-রাহীম আল্লাহ যেন কবুল করেন কমযোর বান্দার কমযোর কলমের 'টুটা-ফাটা' এই হামদ-ছানা এবং এই তাসবীহ- শোকরানা। আমীন।

তা'লীম-তাছনীফ ও শিক্ষা-গবেষণার ক্ষেত্রে এক নগণ্য খাদেম হিসাবে আল্লাহর রহমতে আমার জীবনে সন্তোষ ও সন্তুষ্টি এবং তৃপ্তি ও পরিতৃপ্তির কিছু মুহূর্ত এসেছে। এখন থেকে ছাব্বিশ বছর পূর্বে الطريق إلى العربية (এসো আরবী শিখি)-এর প্রথম প্রকাশের সৌভাগ্য-স্মৃতি এবং অন্যান্য কিতাবের আত্মপ্রকাশের আনন্দ-অনুভূতি এখনো হৃদয়কে আমার রাব্বে কারীমের প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করে। কিন্তু আজ الطريق إلى القرآن -এর আত্মপ্রকাশের মুহূর্তটি আমার জীবনের অন্যরকম এক মুহূর্ত। হৃদয় ও আত্মার শান্তি ও প্রশান্তির অনন্য এক মুহূর্ত। কেননা الطريق إلى القرآن হলো আমার কলমের প্রথম ফসল, যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আল্লাহর কালাম আলকোরআনের সঙ্গে। আল্লাহর কালামের কোন হক আদায় করতে পারি নি। ন্যূনতম আদব রক্ষা করাও সম্ভব হয় নি; সেই সঙ্গে ইলমের দৈন্য ও দারিদ্র্য তো ছিলোই, তবু মেহেরবান আল্লাহ মাহরূম করেন নি। বান্দাকে তিনি তাঁর পাক কালামের খিদমতে কলম ব্যবহার করার তাওফীক দান করেছেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা তাঁরই মেহেরবানি। শোকর আলহামদু লিল্লাহ। এখানে প্রসঙ্গক্রমে দু'টি কথা আরয করতে চাই।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, তালিবে ইলমের যিন্দেগীর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো আল্লাহর কালাম বুঝতে পারা। আমাদের নেছাবে তা'লীমের যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজন এবং সাধনা ও অনুশীলনের এটাই হলো আসল মাকছূদ। আর আল্লাহর কালাম বোঝার প্রথম স্তর হলো 'তারজামাতুল কোরআন'। এর

মাধ্যমেই আমরা কোরআনুল কারীমের মহাজ্ঞানসমুদ্রের তীরে উপনীত হই। তারপর তাফসীরুল কোরআনের মাধ্যমে সেই মহাসমুদ্রে অবগাহন করি। এক্ষেত্রে আল্লাহ যাকে যত তাওফীক দান করেন সে ঐ মহাসমুদ্রের তত গভীরে ও তলদেশে পৌছতে পারে এবং সেই পরিমাণ 'মণিমুক্তা' সংগ্রহ করতে পারে। এখানে কোন অন্ত নেই, সব অনন্ত; এখানে কোন সীমা নেই, সব অসীম। কেননা সাগর যদি হয় কালি তবে কালি ফুরিয়ে যাবে, আমার রাবের কালাম ফুরোবে না

لو كان البحر مدادا لكلمت ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمت ربي

و لو جئنا بمثله مددا

সুতরাং কোরআন হলো একজন তালিবে ইলমের জীবনব্যাপী সাধনা এবং 'তা-যিন্দেগী' মুজাহাদার বিষয়। আর তারজামাতুল কোরআনই হলো এই মহাসাধনা ও মুজাহাদার জগতে উপনীত হওয়ার 'প্রবেশপথ'। সুতরাং তারজামতুল কোরআনের গুরুত্ব ও পয়োজনীয়তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমাদের নিছাবে তা'লীমে কখনো তারজামাতুল কোরআনকে স্বতন্ত্র বিষয় ও 'ফন' হিসাবে যথাযোগ্য গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি এবং এখনো পর্যন্ত তারজামাতুল কোরআনের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোন পাঠব্যবস্থা ও পাঠ্যগ্রন্থ প্রণীত হয় নি। ফলে আমাদের ছাত্রজীবনে যেমন দেখেছি, তেমনি শিক্ষকজীবনেও দেখতে পাই, অধিকাংশ তালিবে ইলম তারজামাতুল কোরআনকে যথাযথভাবে আত্মস্থ করতে পারে না। খুব মেধাবী যারা তারা হয়ত কোনভাবে উতরে যায়, তবে অধিকতর সফলতার সম্ভাবনা থেকে তারাও বঞ্চিত হয়। সাধারণ তালিবানে ইলম যারা তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। এটা আমাদের নিছাবে তা'লীমের এমনই এক আশ্চর্য 'অপূর্ণতা' যার গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা নেই।

এ মন্তব্য এক কল্যাণকামী আপনজনের ব্যথিত হৃদয়ের মন্তব্য। কারণ দরসে নিযামীর 'শাজারায়ে তাইয়েবা'রই আমি এক ক্ষুদ্র ফল। আমার যা কিছু রস, গন্ধ ও স্বাদ তা এ 'শুভবৃক্ষ'-এরই অবদান। আমার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত দরসে নিযামীর মহান পরিবারের সঙ্গেই জড়িত এবং সেজন্য আমি গর্বিত। সুতরাং আশা করি, গভীর চিন্তা ও পূর্ণ সহৃদয়তার সাথেই আমার মন্তব্য বিবেচনা করা হবে। তাছাড়া আজ থেকে বহু বছর আগে তাঁর সময়ে হযরত মাদানী (রাহ)ও এ বিষয়ে আফসোস করেছেন, সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তারপরো বিষয়টি 'সতৃষ্ণ'ই রয়ে গেছে।

তবে এটা তো সত্য যে, আমাদের মহান পূর্ববর্তীগণ সর্বদা পূর্ণ থেকে পূর্ণতরের সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন এবং পরবর্তীদেরও সেই সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যাওয়াই তো আমাদের কর্তব্য

এবং তাঁদের রেখে যাওয়া আমানতকে, পূর্ণতরের অব্যাহত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থেকে পরবর্তীদের হাতে অর্পণ করে যাওয়াই তো আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

আল্লাহর শোকর, আমার যাঁরা আসাতিযায়ে কেরাম, তাঁদেরই ছোহবত থেকে এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের চেতনা আমার অন্তরে জাগ্রত হয়েছিলো এবং শিক্ষকজীবনের শুরু থেকেই এ চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো যে, তারজামাতুল কোরআনের তা'লীমকে কীভাবে সর্বস্তরের তালিবানে ইলমের জন্য সহজ ও ফলপ্রসূ করা যায়? তাত্ত্বিক চিন্তার পাশাপাশি প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও আমি আমার ছাত্রদের উপর কিছু মেহনত অব্যাহত রেখেছিলাম। কয়েক বছরের চিন্তা ও মেহনতের নতিজা হিসাবে আমার মনে হয়েছে, যদি–

(ক) আমাদের নেছাবে তা'লীমের শুরু থেকে আরবীভাষা শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তালিবে ইলমের মাঝে আরবীভাষার ন্যূনতম একটি যোগ্যতা তৈরী করা সম্ভব হয়

(খ) তারপর কোরআনুল কারীমের সহজ আয়াতগুলো নির্বাচন করে পর্যায়ক্রমে তরজমা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং

(গ) চূড়ান্ত স্তরে পূর্ণ ইলমী আন্দাযে সমগ্র কোরআনের তরজমার তা'লীমের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ –

(ক) শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই কোরআন ও তারজামাতুল কোরআনের সঙ্গে তালিবে ইলমের মুনাসাবাত ও পরিচয় গড়ে ওঠবে।

(খ) ধারাবাহিক তরজমার পরিবর্তে 'সহজ পর্যায়ক্রম পদ্ধতি' অনুসরণের ফলে তালিবে ইলমের কাছে তারজামাতুল কোরআন কোন কঠিন বিষয় মনে হবে না, বরং হৃদয় ও আত্মার জন্য প্রশান্তি এবং রূহ ও কলবের জন্য সুকূন ও সাকীনার বিষয় মনে হবে।

(গ) তারজামার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বতন্ত্র বিষয় ও 'ফন' হিসাবে পূর্ণ তারজামাতুল কোরআন আত্মস্থ করা সহজে সম্ভব হবে। এভাবে তার সামনে খুলে যাবে তাফসীরুল কোরআনের বিশাল জগতে উপনীত হওয়ার 'প্রবেশপথ'।

অবশ্য এজন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করা অপরিহার্য, যা তারজামাতুল কোরআনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তালিবে ইলমকে সঠিক পথ দেখাবে এবং তার অন্তর্গত যোগ্যতা ও ইসতি'দাদের বিকাশ ঘটাবে।

এ চিন্তাভাবনা আমি আমার পরমপ্রিয় মুরুব্বীর খিদমতে – আল্লাহ তাঁকে উত্তম জীবন দান করুন – পেশ করলাম এবং তিনি এ চিন্তাকে 'মিনজানিবিল্লাহ'

বলে অনুমোদন করলেন। সর্বোপরি আমার মুরুব্বীরও মুরুব্বী হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সন্তুষ্টি ও ইতমিনান প্রকাশ করে কালবী দু'আ দান করলেন।

বড়দের দু'আ হলো ছোটদের চলার পথের পাথেয়। বড়রা যখন দু'আ করেন, ছোটরা তখন কমযোর কদমেও পথ চলার হিম্মত পায় এবং এক সময় মনযিলেও পৌঁছে যায়। যুগে যুগে এমনই হয়েছে, যুগে যুগে এমনই হবে।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ) এর নেক দু'আর বরকতে – কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগিচা করে রাখুন – আমিও পথ চলার প্রেরণা লাভ করলাম এবং আমার হৃদয়ের নিভৃতে একটি আকাঙ্ক্ষা অংকুরিত হলো। তারজামাতুল কোরআনের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা! যুগে যুগে আল্লাহর কত বান্দা কতভাবে আল্লাহর কালামের খিদমতে যিন্দেগী কোরবান করে ধন্য হয়েছেন, সেই মোবারক সিলসিলায় এ অধমকেও যদি রাব্বে কারীম শামিল করে নেন! আমি আমার ইলমী ও আমলী যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। কিন্তু হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কখনো যোগ্যতার সীমারেখা অনুসরণ করে না। হৃদয় তো তার আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করে আল্লাহর দরবারে। আর আল্লাহর দান কখনো বান্দার যোগ্যতার সিঁড়ি বেয়ে নামে না; আল্লাহর দান নেমে আসে রহমতের ঝর্ণাধারায় প্রবাহিত হয়ে। সেই রহমতে ইলাহীরই ওছিলায় আমার হৃদয়ের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা এখন পূর্ণ হতে চলেছে এবং তারজামাতুল কোরআনের প্রথম পাঠ্যগ্রন্থরূপে الطريق إلى القرآن প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করছে।

فلله الحمد أولا و اخرا

আজমের যে কোন ভাষার মুসলমানের জন্য আল্লাহর কালাম কোরআনুল কারীমের প্রাথমিক তরজমাটুকু বোঝাও খুব সহজ বিষয় নয়। এজন্য প্রথমে অর্জন করতে হয় আরবী ভাষার ব্যাকরণসম্মত বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সাহিত্যবোধ। তাই মাদরাসাতুল মাদীনায় 'মাদানী নিছাব' নামে নিছাবে তা'লীমের সংস্কারের যে মেহনত চলছে তাতে প্রথম বর্ষ থেকেই আরবীভাষা শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ফলে আল্লাহর রহমতে আরবীভাষার উপর একবছরের মেহনতে – সত্যি সত্যি যদি মেহনত করা হয় – একজন তালিবে ইলমের এই পরিমাণ যোগ্যতা অর্জিত হয় যে, সমগ্র কোরআন থেকে বেশ কিছু আয়াতের তরজমা সে মোটামুটি বুঝতে পারে। সেই নির্বাচিত আয়াতগুলোই তারজামাতুল কোরআনের প্রথম পাঠরূপে মাদানী নিছাবের (দ্বিতীয় বর্ষের দুই পর্বে) এতদিন পড়ানো হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে নিছাবী কিতাব তৈরীর মেহনতও অব্যাহত রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! রাব্বে কারীমের অশেষ মেহেরবানীতে

আমাদের টুটা-ফাটা মেহনতের প্রথম ফসলরূপে الطريق إلى القرآن। প্রথমখণ্ড এখন আত্মপ্রকাশ করছে। এতে প্রথম পনের পারার নির্বাচিত আয়াতগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পনের পারার নির্বাচিত আয়াতগুলো নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড (অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে ইনশাআল্লাহ।)

আলোচ্য কিতাবে তালিবে ইলমের বুঝ ও মেধার স্তর অনুযায়ী প্রত্যেক আয়াতের নীচে প্রয়োজনীয় শব্দবিশ্লেষণ ও বাক্যবিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং ক্ষেত্রবিশেষে সহজে বোঝার জন্য তারকীব ভিত্তিক শাব্দিক তরজমা তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষে প্রতিটি আয়াতের সরল বাংলা তরজমা পেশ করা হয়েছে।

মেহেরবান আল্লাহ যদি 'যিন্দেগীর চেরাগে রৌশনি' বহাল রাখেন তাহলে অপেক্ষাকৃত কঠিন আয়াতগুলোর নির্বাচিত অংশ (তৃতীয় বর্ষের জন্য) তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডরূপে প্রকাশ করার এবং পরবর্তী বর্ষের জন্য পূর্ণাঙ্গ 'ইলমী তারজামাতুল কোরআন' প্রকাশ করার নিয়ত রয়েছে। و ما توفيقي إلا بالله

আল্লাহর শোকর, এ উপলব্ধি আমাদের অবশ্যই রয়েছে যে, চৌদ্দশ বছর ধরে আল্লাহর কালাম তার 'আন-বান' ও 'শান-মান' সহ মাহফূয রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত মাহফূয থাকবে। আমাদের মত নগণ্য ইনসানের মেহনত ও খেদমতের কোন প্রয়োজন কোরআনের নেই। কারণ –

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون

এ তো শুধু করুণাময়ের করুণা যে, খাদিমানে কোরআনের নূরানী তালিকায় আমাদেরও তিনি শামিল করে নিলেন। যদি আজকের এবং আগামীকালের তালিবানে ইলম আল্লাহর কালাম বোঝার ক্ষেত্রে এ ক্ষুদ্র মেহনত থেকে সামান্য ফায়দাও হাছিল করতে পারে, সর্বোপরি মেহেরবান আল্লাহ যদি কবুল করেন, তাহলেই নিজেকে ধন্য ও কামিয়াব মনে করবো।

আজ সৌভাগ্যের এ পরম মুহূর্তে কৃতজ্ঞচিত্তে আমি স্মরণ করি প্রাণপ্রিয় মুরশিদ হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে, যিনি অধমকে তাঁর সিনায় লাগিয়ে একদিন একটি দু'আ করেছিলেন, যে দু'আর বরকতে এত স্খলন ও পদস্খলন সত্ত্বেও ইলমের পথে, আমলের পথে এখনো অন্তত আমার যাত্রা অব্যাহত রয়েছে । আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম নছীব করুন।

স্মরণ করি – মাটির উপরে এবং মাটির নীচে – আমার সকল আসাতিয়া কেরামকে যাদের ইলম ও আমল, ইখলাছ ও তাকওয়া এবং তা'লীম ও তারবিয়াতের ওছিলায় আল্লাহ আমাকে আজকের তালিবানে ইলমের সামান্য খিদমত করার তাওফীক দান করেছেন।

বিশেষভাবে স্মরণ করি হযরত মীর ছাহেবকে, এক সুন্দর সকালে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যিনি বলেছিলেন, أنت من أهلي স্মরণ করি হযরত ইমাম ছাহেবকে, হযরত মুফতি ইবরাহীম ছাহেবকে, হযরত মাওলানা হারূন ছাহেবকে, যারা আমাকে অনেক 'পাথেয়' দান করেছেন। আরো যারা জীবন 'সমাপ্ত' করে 'জীবনদাতার' সান্নিধ্যে গমন করেছেন। رحمهم الله رحمة واسعة

স্মরণ করি হযরত যাওক ছাহেবকে, যিনি বাইতুল্লাহর সামনে বলেছেন, 'আমার সারা জীবনের সবচে' প্রিয় ছাত্র'। স্মরণ করি হযরত জাদীদ ছাহেবকে, হযরত কাদীম ছাহেবকে, হযরত মাওলানা আইয়ুব ছাহেবকে এবং আরো যারা অতীতের নমুনারূপে এখনো দুনিয়াতে বর্তমান রয়েছেন। যারা আমার ছালাহ ও ফালাহ-এর জন্য এখনো দু'আ করছেন। متعنا الله بطول بقائهم

আমার প্রাণপ্রিয় মুরুব্বী হযরতুল উসতায পাহাড়পুরী হুজুর? তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ের অনুভূতি কীভাবে প্রকাশ করি! শুধু বলতে পারি, আমার জীবন আজ অন্যরকম হতো, তাঁর ছোহবতে ও সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য যদি না হতো! কার জন্য তিনি কেমন, জানি না, আমার জন্য তো তিনি শফীক উস্তাদ, মুহসিন মুরুব্বী, দরদী 'বন্ধু' এবং ..... فجزاه الله أحسن الجزاء

আর আমার মা-বাবা! যাদের সম্পর্কে আমার আসাতেযা কেরাম বলেছেন, 'এমন মা-বাবা আর কোন তালিবে ইলমের কখনো তারা দেখেন নি!' যে মা আমাকে আলিফ বা পড়িয়েছেন, যে বাবা আমাকে 'হামিলে কোরআন' বানিয়েছেন! যে বাবা মৃত্যুশয্যায়ও আমার 'সমস্যা' নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন! যে মা নিজেকে ভুলে এখনো আমাকে ভাবেন! হে আল্লাহ! তুমি তোমার পাক কালামে যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছো, হৃদয়ের সবটুকু 'মিনতি' তোমার কাছে নিবেদন করে সে দু'আই শুধু করি – رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

আল্লাহর কতিপয় বান্দা আছেন, দ্বীনী ও ইলমী মেহনতের ওছিলায় যাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। যারা আল্লাহর জন্য আমাকে ভালোবাসেন, আমার জীবনের জন্য এবং আমার উত্তম কর্মের জন্য প্রার্থনা করেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তাদেরও স্মরণ করি এবং দু'আ করি, আল্লাহ তাদের সকলকে দ্বীন-দুনিয়ার খোশহালি দান করুন।

আমার যারা ছাত্র, আমার যারা তালিবে ইলম, আজ এ সৌভাগ্যের সময় তাদের কথাও আমাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে শোকরের সাথে এবং 'ইমতিনানের' সাথে। যদিও আমি তাদের কোন হক আদায় করতে পরিনি, যদিও আমি তাদের কোন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারি নি, বরং আমার দ্বারা তাদের অনেক হক তলফী হয়েছে এবং অনেক সময় জুলুমও হয়েছে তবু তারা আমাকে

ভালোবাসে, আমার সৌভাগ্য কামনা করে, আমার দুঃখে দুঃখী হয় এবং আমার সুখে সুখী হয়। শিক্ষকজীবনে এ আমার পরম প্রাপ্তি। কষ্ট শুধু এই যে, চিন্তার ও কর্মের অভিযাত্রায় আমার জীবন-মরণের সহযাত্রী হতে এখনো কেউ এগিয়ে এলো না। অবশ্য এটা আমারই ব্যর্থতা, আমারই সীমাবদ্ধতা। আমি শুধু দু'আ করি, আল্লাহ তাদের সবাইকে এবং সত্যি সত্যি সবাইকে ইলমে নাফে', আমলে ছালেহ, রিযকে ওয়াছি' এবং হায়াতে তাইয়িবা দান করুন। আমীন

একদিন জীবনের শেষ দিন অবশ্যই হাযির হবে। তখন আল্লাহ যেন রহম করেন। ঈমানের সাথে, আসানির সাথে, মাগফিরাতের সাথে, রিযামান্দির সাথে এবং কাফালাতের মওত নছীব করেন। হে প্রিয় পাঠক! তোমার কাছে এই দু'আ কামনা করি এবং তোমার জন্য এই দু'আ করি। আল্লাহ কবুল করুন। সবকিছুর আগেও তিনি, সবকিছুর পরেও তিনি।

মা'আস-সালাম
আবু তাহের মিছবাহ
মাদরাসাতুল মাদীনাহ
আশরাফাবাদ, ঢাকা- ১৩১০
৩ / ৭ / ২৫ হিঃ

পুনশ্চ ঃ প্রিয় পাঠক! আমার আম্মা হঠাৎ কঠিন অসুখে শয্যাশায়িনী, তোমার কাছে যদি আমার কোন দু'আ প্রাপ্য থাকে তাহলে সে দু'আ করো আমার মায়ের জন্য, তাঁর সুস্থতার জন্য, তার প্রশান্তির জন্য এবং তার সুন্দর দীর্ঘ জীবনের জন্য। তোমাকেও আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করবেন।

الإهداء

إلى من أحببته من بعيد، و عشت أفكاره من قريب، فكنت بعيدا عنه قالبا، قريبا منه قلبا

إلى من سعيت أن أتبع خطاه في طريق الحياة، بل في طريقي إلى الممات، ليكون محياي و مماتي لله رب العالمين

إلى من تمنيت أن يكون قلمي كقلمه، تبنع منه حروف النور و كلمات الخبر، و أن يكون قلبي كقلبه تفيض منه بركات الحب، و تفوح روائح الخلوص

إلى من علمني كيف أتفكر و كيف استفيد، كيف اتزود و كيف أسير، .كيف اتسلح و كيف أجاهد ضد طغاة العلم و طواغيت القلم

إلى فقيد الامة الإسلامية السيد أبي الحسن على الحسني الندوي اتشرف بإهداء هذا الكتاب

رحمه الله تعالى رحمة واسعة و اسكنه فسيح جنانه

المؤلف

أهم المراجع

١ - إعراب القرآن و صرفه و بيانه.

٢ - الإعراب المتصل لكتاب الله المرتل

٣ - التبيان في إعراب القرآن

٤ - صفوة التفاسير

٥ - معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم

٦ - معجم مفردات ألفاظ القرآن

٧ - المعجم الوسيط (من مجمع اللغة العربية)

٨ - لسان العرب

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى في القرآن عن القرآن :

و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

নিঃসন্দেহে কোরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, সুতরাং আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী।

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) الحمدُ لِلّٰهِ ربِّ العٰلمين * الرحمٰنِ الرحيمِ * مٰلكِ يوم الدِّينِ * اِيَّاك نعبدُ و اياك نَستعينُ * اهْدِنا الصِّراطَ المُستقيمَ * صِراطَ الذين أنعمتَ عليهم ، غَيْرِ المغضوبِ عليهم وَ لا الضَّالينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

الرحمٰن - الرحيم শব্দ দু'টি رَحْمَةٌ মাছদার থেকে নির্গত। فَعْلان ওযনটি আধিক্য বোঝায়, আর فَعِيلٌ ওযনটি স্থায়িত্ব বোঝায়, সুতরাং رَحْمٰن অর্থ– অতি দয়াবান এবং رحيم অর্থ– চিরদয়াময়।

رَبٌّ (প্রতিপালক) বহু أَرْباب – অন্যান্য অর্থ– মালিক, অধিকারী। (رَبُّ البَيْتِ গৃহকর্তা, رَبَّةُ البيتِ গৃহকর্ত্রী)

العٰلمين (জগতসমূহ) العَالَمُ এর বহু, একেকটি সৃষ্টিকে একেকটি জগত ধরা হয়েছে, যেমন প্রাণীজগত, উদ্ভিদ্জগত, জড়জগত, তদ্রূপ জ্বিন ও ফিরেশতাদের জগত এবং মানুষের জগত, ইত্যাদি।

الدين জাযা ও প্রতিদান। يَوْمُ الدِّينِ প্রতিদান-দিবস।

نَستعين (আমরা সাহায্য চাই) اِستَعانَ - يَسْتَعِين - اِسْتِعانَةٌ সাহায্য চাওয়া। (عون) হলো মাদ্দাহ।

نعبدك আমরা আপনার ইবাদত করি। إياك نعبد আমরা আপনারই ইবাদত করি (অন্য কারো নয়)। إياك نستعين আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই (অন্য কারো কাছে নয়)। (مفعول এর যুক্ত যামীরকে ফেয়েল থেকে বিযুক্ত করতে হলে যামীরের শুরুতে إيا যোগ করা হয়।)

دعـوتُـه - إيَّاه دعوتُ	دعـوتُـهم - إياهم دعـوت
دعـوتُـهـا - إيـاها دعوتُ	دعـوتـهـن - إياهُـنَّ دعـوتُ
دعـوتُـكم - إيـاكُـمْ دعـوتُ	دعـاني راشـد - إيَّـايَ دعـا راشـد
دعـوتُـكـن - إيـاكُـنَّ دعـوت	دعـانا راشـد - إيَّانَـا دعـا راشـد

اهدِنا ... (আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন) (ض) هِدايَـةً কোমলভাবে পথ দেখানো।

مستقيم (সোজা, সরল) اِسْتِقَامَـةً - يَسْتَقِيمُ - اِسْتَقَامَ সোজা ও সরল হওয়া। সঠিক হওয়া। সুষ্ঠু হওয়া। (قوم) হলো মাদ্দাহ।

أَنْعَمْتَ (আপনি নেয়ামত দান করেছেন) أَنْعَمَ اللّٰهُ عليه আল্লাহ তার প্রতি করুণা করলেন। তাকে নেয়ামত দান করলেন।

الضالينِ ইসমুল ফাইল (ض) ضَلاَلَـةً - يَضِـلُّ - ضَـلَّ পথভ্রষ্ট হওয়া। ضَالٌّ পথভ্রষ্ট।

বাক্য বিশ্লেষণ

بِسْمِ اللّٰهِ এখানে اسـم এর الـف কে বিনা নিয়মে حذف করা হয়েছে, কিন্তু بِاسْمِ رَبِّكَ-এর ক্ষেত্রে তা করা হয় নি।
حرف الجر টি أَبْـدَأُ এই উহ্য فعل এর সাথে متعلق অর্থাৎ
أَبْدَأُ بِسْمِ اللّٰهِ

الرحمٰن الرحيم – শব্দ দু'টি الله এই মহান শব্দের صفـة

لِله হরফুল জার ও মাজরূর মিলে ثَابِتٌ এই উহ্য شِبْـهُ الفِعْلِ এর সাথে متـعـلـق আর شبه الفعل টি তার شبه الفاعل ও متعلق কে নিয়ে পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর। মূল রূপ– الحمد ثابت لله। الحـمـد এর ال অব্যয়টি ব্যাপকতা ও সার্বিকতাজ্ঞাপক, অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা।

رب العالمين এ অংশটি الله এই মহান শব্দের صفـة কেননা رب অর্থ প্রতিপালক এবং তা গুণবাচক শব্দ। কিংবা তা الله থেকে بـدل কারণ الله যে মহান সত্তাকে বলা হয়, رب الـعـلـمين সেই মহান সত্তাকেই বলা হয়। আর উভয় শব্দ দ্বারা একই সত্তা উদ্দেশ্য

হলে দ্বিতীয় শব্দটিকে بدل আর প্রথমটিকে مبدل منه বলে।
مبدل ও بدل তেমনি صفة ও موصوف এর إعراب যেমন অভিন্ন তেমনি
منه এর إعراب ও অভিন্ন।

الرحمن এবং الرحيم এবং مالك يوم الدين সম্পর্কে একই **কথা**।
অর্থাৎ এগুলো الله এ মহান শব্দের صفات কিংবা তা থেকে بدل

الصراطَ المستقيمَ অংশটি اهد ফেয়েলের দ্বিতীয় مفعول به ।

صِراطَ الذين অংশটি পূর্ববর্তী الصراط المستقيم থেকে بدل কেননা الصراط
المستقيم দ্বারা যে পথটি উদ্দেশ্য صراط الذين أنعمت عليهم
দ্বারাও ঐ পথই উদ্দেশ্য।

الذين হচ্ছে اسم الموصول এবং أنعمتَ عليهم হচ্ছে তার صلة আর هم
হচ্ছে عائدٌ إلى الموصولِ
اسم الموصول এর পরবর্তী বাক্যকে صلة বলে, আর প্রতিটি
ছিলায় একটি ضمير 'উক্ত' বা 'অনুক্ত' থাকা জরুরী, যা اسم
الموصول এর দিকে راجع হবে। এটাকে عائد إلى الموصول বলে।

الضالين এ অংশটি **معطوف** হয়েছে المغضوبِ عليهم এর উপর। আর
لا অব্যয়টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ غيرِ المغضوب عليهم و الضالين –
معطوف ও **معطوف عليه** মিলে غيرِ এর مضاف إليه হয়েছে।

غير المغضوب .... অংশটি الذين أنعمتَ عليهم থেকে بدل হয়েছে।
কেননা الذين أنعمت عليهم দ্বারা যাদেরকে বোঝানো হয়েছে
তারাই হচ্ছে غيرِ المغضوبِ عليهم و لا الضالين (অ-অভিশপ্তগণ
এবং অভ্রষ্টগণ)

শাব্দিক অর্থ– আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন, অর্থাৎ ঐ
লোকদের পথ যাদের উপর আপনি নেয়ামত বর্ষণ করেছেন,
যারা مغضوب عليهم (অভিশপ্ত) নয় এবং ضالون (পথভ্রষ্ট) নয়।
مغضوب عليهم এর অর্থ– এমন সমস্ত লোক যাদের উপর গযব
নাযিল করা হয়েছে, সংক্ষেপে– অভিশপ্ত বা গযবগ্রস্ত।

তরজমা ঃ অত্যন্ত দয়ালু ও চিরদয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত

প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, অত্যন্ত দয়ালু, চিরদয়াময়, যিনি বিচার দিবসের মালিক। আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন, ঐ লোকদের পথ যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন, যারা গযবগ্রস্ত নয় এবং গোমরাহ নয়।

(٢) ذٰلكَ الكتٰبُ لا ريبَ فيه ، هدىً للمتقين * الذين يؤمنون بالغَيْبِ وَ يُقيمون الصَّلٰوةَ، ومما رزقنٰهم يُنفقون * وَ الذين يُؤمنون بِما اُنْزِلَ اليك و ما اُنْزِلَ مِنْ قَبلِك، وَ بالاٰخرَةِ هم يُوقنون * اولئك على هُدىً من ربهم و اولئك هم المفلحون *

শব্দ বিশ্লেষণ

غيب — যা ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অনুভব করা সম্ভব নয়। অদৃশ্য বিষয়।

هدىً — (أي هادٍ) পথ প্রদর্শনকারী। এটি يهدي – هدى এর একটি মাছদার, তবে এখানে اسم الفاعل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

مُتَّقٍ — (ال যোগে المتقي) বহুবচনে متقون নছব ও জর-এর অবস্থায় متقين (এটি باب الافتعال থেকে اسم الفاعل) যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে মুত্তাকী বলে।

مُفلح — (সফল) إفلاح এর باب الإفعال اسم الفاعل মাছদার সফল হওয়া। قد أفلح المؤمنون

বাক্য বিশ্লেষণ

ذلك الكتابُ لا ريبَ فيه শাব্দিক অর্থ– ঐ কিতাবটি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মূল রূপ ছিল– لا ريبَ في ذلك الكتابِ (ঐ কিতাবে কোন সন্দেহ নেই।)

رَيْبَ হলো النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ لا এর اسم আর حرف الجر তার مجرور কে নিয়ে موجودٌ এর সঙ্গে متعلق এবং তা لا النافيةُ للجنسِ এর خبر পূর্ণ রূপ হলো–

لا ريبَ (موجودٌ) في ذلكَ الكتابِ
(ঐ কিতাবে কোন সন্দেহ [বিদ্যমান] নেই)

এরপর مجرور কে আগে এনে মুবতাদা বানানো হয়েছে এবং ضمير কে مجرور এর স্থানে রাখা হয়েছে। এখন لا ريب فيه জুমলাটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর হয়েছে এবং مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

هدى (اسم الفاعل এর অর্থে ব্যবহৃত মাছদার) এটি উহ্য মুবতাদার খবর, অর্থাৎ هو هادٍ للمتقين

الذين .... এ অংশটি المتقين এর صفة হয়ে مجرور এর স্থানে রয়েছে।

مما رزقنهم এটি من ও ما এর যুক্তরূপ।

ما رزقنهم হচ্ছে موصول ও صلة – তারপর মাওছূল ও ছিলাহ মিলে من এর مجرور এর স্থানে এসেছে।

مِنْ অব্যয়টি ينفقون এর সঙ্গে متعلق হয়েছে। সুতরাং মূলরূপ হলো– وَ ينفقون مِمَّا رزقنهم

শাব্দিক অর্থ– তা পথ প্রদর্শনকারী ঐ মুত্তাকীদের জন্য যারা গায়বের প্রতি ঈমান রাখে এবং ঐ জিনিস (সম্পদ) থেকে খরচ করে যা আমি তাদেরকে রিযিকিরূপে দান করেছি।

أولئك মুবতাদা, ... على هدىً এটি ثابتون এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق এবং তা খবর।

هدى মাওছূফ এবং من ربهم অংশটি نازل এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق আর شبه الفعل টি তার متعلق কে নিয়ে صفة

শাব্দিক অর্থ– ওরা ওদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ হিদায়াতের উপর অবিচল (বা স্থির) রয়েছে।

أولئك মুবতাদা, আর هم হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদা, আর المفلحون তার খবর। هم المفلحون অর্থ– তারাই সফল। তারপর এই মুবতাদা খবর মিলে জুমলা হয়ে প্রথম মুবতাদার খবর।

তরজমা ঃ ঐ কিতাবে কোন সন্দেহ নেই। তা মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক,

যারা গায়বের প্রতি ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে (আমার রাস্তায়) খরচ করে, তারাই আপন প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর অবিচল রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

(٣) خَتَمَ اللّٰهُ على قُلوبِهم و على سَمْعِهم، و على أَبْصارِهم غِشاوَةٌ، و لهم عذاب عظيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

ختم (ض) خَتْمًا মোহর মেরে দেয়া। (যাতে ভিতরে কিছু ঢুকতে না পারে এবং ভিতরের কিছু বের হতে না পারে।)

خَتَمَ على شَيْءٍ মোম, গালা ইত্যাদি দ্বারা কোন কিছুর মুখ বন্ধ করে দিলো। ঐ বস্তুটিকে مختوم বলা হয়।

আল্লাহ বলেছেন– يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ তাদেরকে (জান্নাতীদেরকে) মোহর করা (খাঁটি) শরাব থেকে পান করানো হবে।

خَتَمَ علىٰ فَمِهِ তার মুখ বন্ধ করে দিলো। তার বাকশক্তি রহিত করলো। আল্লাহ বলেন–

اليومَ نَخْتِمُ علىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ

আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দেবো, আর তাদের হাতগুলো আমাদের সাথে কথা বলবে।

خَتَمَ اللّٰهُ على قَلْبِه আল্লাহ তার কলবকে বোধশক্তিরহিত করে দিলেন।

سَمْعٌ বহু أَسْمَاعٌ শ্রবণশক্তি। بَصَرٌ বহু أَبْصار চোখ, দর্শনশক্তি।

غِشاوة পর্দা, আবরণ।

বাক্য বিশ্লেষণ

غِشاوَة পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা (مُبتدأٌ مُؤَخَّرٌ) আর على أبصارهم হচ্ছে شبه الفعل এর সাথে متعلق আর موجودة এই উহ্য شبه الفعل টি তার متعلق ও شبه الفاعل কে নিয়ে অগ্রবর্তী খবর)

لهم عذاب عظيم বাক্যটির মূলরূপ এই– لهم (موجود) عذاب عظيم

(বিরাট আযাব তাদের জন্য বিদ্যমান রয়েছে।)

عذابٌ عظيم হচ্ছে পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, আর لهم হচ্ছে উহ্য

شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর।

তরজমা ঃ আল্লাহ তাদের হৃদয়ে এবং তাদের শ্রবণশক্তিতে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট আযাব।

(٤) فِي قُلوبِهم مَرَضٌ، فَزادَهم اللّٰهُ مَرَضًا و لهم عذابٌ أليم بِما كانوا يَكذِبون *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَرَضٌ — বহু أَمْرَاضٌ রোগ, ব্যাধি (জ্বর-সর্দি হলো শরীরের ব্যাধি, আর কুফুর, নেফাক, হাসাদ, রিয়া ইত্যাদি হলো কলবের ব্যাধি)

زادَ — (ض) زِيادَةٌ বৃদ্ধি পাওয়া, বৃদ্ধি করা। (مُتَعَدٍّ ও لازِمٌ দু'ভাবে ব্যবহৃত।) زادَ الشيءُ - زادَ الشيءَ

زادَهم اللّٰهُ مَرَضًا বাক্যটির মূলরূপ এই–

زادَ اللّٰهُ مَرَضَهم আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما — এটি حرف المصدر যা পরবর্তী فعل কে মাছদারে পরিণত করে, সুতরাং بِما كانوا يكذبون এর মূলরূপ হলো بِكِذْبِهِمْ এখানে ب অব্যয়টি কারণবাচক (তাদের মিথ্যাচারের কারণে)

তরজমা ঃ তাদের কলবে ব্যাধি রয়েছে, তাই আল্লাহ তাদের ব্যাধিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের মিথ্যাচারের কারণে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(٥) وَ إِذا قيلَ لهم لا تُفسِدوا في الأَرْضِ قالوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحون * أَلا إِنَّهم هم المفسِدون و لٰكِنْ لا يشعرون * و اذا قيل لهم آمِنوا كَما آمَنَ الناسُ، قالوا أَنُؤْمِنُ كما

اٰمَنَ السُّفَهَآءُ، اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

و إذا قيل لهم (আর যখন তাদেরকে বলা হয়।) قيل হচ্ছে ماضي مجهول এর فعل আর هم যামীর হচ্ছে তার নায়েবুল ফায়েল, যা হরফুলজরযোগে ব্যবহৃত হয়েছে।

مصلح (সংশোধনকারী) باب الإفعال থেকে اسم الفاعل

مفسد (ফাসাদ সৃষ্টিকারী) বাবুল ইফ'আল থেকে اسم الفاعل

لا يشعرون (তারা অনুভব করে না) (ن) شُعُوْرًا অনুভব করা। ব্যবহার ب অব্যয়যোগে। شَعَرَ بِالْخَوْفِ ، شَعَرَ بِالْجُوْعِ

سَفِيْهٌ বোকা, নির্বোধ। বহু سفهاء

বাক্য বিশ্লেষণ

إذا এটি اسْمُ الظَّرْفِ তবে কখনো কখনো তাতে شرط এর অর্থ থাকে, যেমন এখানে রয়েছে। তখন তা তার جواب الشرط এর ظرف রূপে نصب এর স্থানে থাকে।

قيل لهم ... এই বাক্যটি شرط আর قالوا এ বাক্যটি جوابُ الشَّرْطِ

المفسدون হচ্ছে إنَّ এর خبر আর إن এর সঙ্গে যুক্ত هم যামীরটি হচ্ছে إن এর اسم (দ্বিতীয় هم হচ্ছে তার مُؤَكِّد)

كما এই ما হচ্ছে حرفُ المصدرِ অর্থাৎ كَإِيْمَانِ النَّاسِ এবং كَإِيمانِ متعلق আর الجر حرف টি পূর্ববর্তী فعل এর সঙ্গে السُّفَهَاءِ

তরজমা : আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না তখন তারা বলে, আমরা তো সংশোধনকারী। শোনো! তারাই হলো ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা (তা) অনুভব করে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আনো যেমন লোকেরা (ছাহাবাগণ) ঈমান এনেছে, তখন তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনবো যেমন নির্বোধ

লোকেরা ঈমান এনেছে! শোনো! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা (তা) জানে না।

(٦) يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدوا ربَّكم الذي خلقكم وَ الذين مِنْ قَبْلِكم لعلكم تَتَّقون * الذي جعلَ لكم الاَرْضَ فِراشًا و السمآءَ بِناءً، وَ اَنْزَلَ مِنَ السمآءِ ماءً فَاَخْرَجَ بهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزقًا لكم، فلا تجعلوا لله اَنْدادا و انتم تعلمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

تتقون বাবুল ইফতি'আল থেকে مضارع এর حاضر مذكر جمع মাছদার اِتَّقَى - يَتَّقِيْ - اِتَّقِ ভয় করা, মুত্তাকী হওয়া। اِتِّقاءٌ

فراش বিছানা (এখানে উদ্দেশ্য হলো সমতল ও বিস্তীর্ণ)

بناء ভবন, তাঁবু (এখানে উদ্দেশ্য হলো ছাদ)

ثَمَرٌ ফল (জাতিবাচক শব্দ বা اسم جنس) বহুবচনে أَثْمار একবচনে ثَمَرَةٌ এটা থেকে আবার বহুবচন হয়েছে ثَمَرات ফলফলাদি।

اسمُ جِنْسٍ থেকেও বহুবচন হয়, আবার ة যুক্ত مفرد থেকেও বহুবচন হয়, যেমন– زهر থেকে أ زهار এবং زَهْرَةٌ থেকে زَهَرات

نِدٌّ সমকক্ষ, সমতুল্য, প্রতিদ্বন্দ্বী। বহু أنداد

বাক্য বিশ্লেষণ

ربكم হচ্ছে اعبدوا এর مفعول به আর الذي خلقكم হচ্ছে তার صفة, الذين من .... অংশটি خلق এর مفعول به এর উপর معطوف সুতরাং এটি خلق এর مفعول به এর অন্তর্ভুক্ত।

من قبلكم এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। আর قبلكم হচ্ছে مضوا এই উহ্য ফেয়েলের ظرف

উহ্য فعل ও فاعل ও ظرف মিলে জুমলা হয়ে الذين এর ছিলাহ।

শাব্দিক অর্থ– তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে।

الذي جعل .... এটি পূর্বের الذي থেকে بدل হয়েছে, কারণ উভয় الذي দ্বারা একই সত্তা উদ্দেশ্য।

الأرض فراشًا হচ্ছে جعل এর প্রথম ও দ্বিতীয় مفعول به এবং لكم হচ্ছে الارض فراشا এর উপর معطوف আর السماءَ بناءً হচ্ছে جعل এর সঙ্গে متعلق

শাব্দিক অর্থ– (তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো) যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন।

تعلمون এর مفعول به উহ্য রয়েছে, আর তা হলো
و أنتم تعلمونَ أنَّ اللّٰهَ واحِد، لا شَرِيكَ له

তরজমা ঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ লোকদেরকে (সৃষ্টি করেছেন) যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা করেছেন এবং আসমানকে ছাদ বানিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন, তারপর তা দ্বারা ফলফলাদি থেকে তোমাদের জন্য রিযিক বের করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য বিভিন্ন সমকক্ষ নির্ধারণ করো না, অথচ তোমরা জানো (যে, আল্লাহ এক, তার কোন শরীক নেই।)

(٧) وَإِنْ كنتُم في رَيبٍ مِمَّا نَزَّلْنا على عَبْدِنا فَأْتُوا بِسورَةٍ مِن مِّثْلِه، و ادعوا شُهداءَكم مِنْ دُونِ اللّٰهِ ان كنتم صٰدقين *

শব্দ বিশ্লেষণ

فَأْتُوا (ض) إِتْيَانًا আসা। (ب অব্যয়যোগে) আনা।
أتى راشدٌ خالدًا রাশেদ খালেদের কাছে এলো।

أَتَى رَاشِدٌ بِشَيْءٍ রাশেদ কোন কিছু আনলো।

شُهَدَاءُ — এটি شَهِيد এর বহু। আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারী। সাহায্যকারী। (এখানে এ অর্থটি উদ্দেশ্য।)

বাক্য বিশ্লেষণ

إن — এটি حرف الشرط যা পরবর্তী দু'টি فعل مضارع কে شرط ও جواب الشرط রূপে جزم দান করে। আর فعل ماضي কে مُستقبَل এর অর্থে রূপান্তরিত করে।
এখানে كنتم في ريبٍ বাক্যটি شرط আর فأتوا بِسُورَةٍ বাক্যটি جواب الشرط

كنتم — এটি فعل ناقص এবং تم যামীরটি তার ইসম।

في ريبٍ — এ অংশটি واقعين এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق এবং তা فعل ناقص এর খবর।
(ف) وَقَعَ - يَقَعُ - وُقوعًا পড়া, পতিত হওয়া। وَاقِعٌ পতিত।
শাব্দিক অর্থ– আর যদি তোমরা সন্দেহে পতিত হয়ে থাকো।

ما — এটি اسم الموصول আর পরবর্তী বাক্যটি তার ছিলাহ। এখানে عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ نَزَّلْنَاه মাওছুল ও ছিলাহ মিলে مِن এর مجرور এর স্থানে রয়েছে।

তরজমা ঃ আর যদি তোমরা সন্দিহান হও ঐ কিতাবের বিষয়ে যা আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি তাহলে তার অনুরূপ কোন একটি সূরা তোমরা এনে দেখাও। আর তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাহায্যকারীদেরকে ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(٨) فَإِن لَّمْ تَفعلوا و لَنْ تفعلوا فَاتَّقُوا النارَ التي وَ قُودُها النَاسُ وَالحِجَارَةُ ، أُعِدَّتْ لِلكٰفِرين *

শব্দ বিশ্লেষণ

اتقوا — (তোমরা ভয় করো) (و، ق، ي) اِتَّقَى - يَتَّقِي - اِتَّقِ মূলতঃ اِوْتَقَى - يَوْتَقِي - اِوْتَقِ মাছদার اِتِّقَاءً মূলতঃ اِوْتِقَاءً নিয়ম

অনুযায়ী وا و কে তা দ্বারা বদল করে ت কে ت এর মাঝে ادغام করা হয়েছে।

وَقود জ্বালানী কাঠ, জ্বালানী।

বাক্য বিশ্লেষণ

وقودها মুবতাদা, النَّاسُ و الحِجارةُ হচ্ছে খবর। বাক্যটি التى এর ছিলাহ। আর মাওছূল-ছিলাহ মিলে النار এর صفة

لم تفعلوا এটি إن এর شرط আর فاتقوا বাক্যটি جواب الشرط

তরজমা ঃ আর যদি তোমরা না পারো এবং কিছুতেই পারবে না, তাহলে ঐ আগুনকে ভয় করো যার ইন্ধন হলো মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

(৯) وَ بَشِّرِ الذين اٰمنوا و عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لهم جَنٰتٍ تَجْرِي مِن تحتها الاَنْهارُ ·

শব্দ বিশ্লেষণ

بَشِّرْ (সুসংবাদ দাও) تَبْشِيرًا সুসংবাদ দেয়া। (ব্যবহার ب অব্যয়-যোগে) بَشِّرْهُمْ بِالجَنَّةِ তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। কটাক্ষ করে বলা হয়। بَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أليمٍ

جنَّة বহু جِنانٌ، جَنَّات উদ্যান, বাগান, জান্নাত।

বাক্য বিশ্লেষণ

أن لهم جناتٍ সুসংবাদের বিষয়টির আগে ب অব্যয় যুক্ত হয়। সুতরাং এখানে ب অব্যয় উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ .... بِأَنَّ لهم جنتٍ এবং তা بشر এর সঙ্গে متعلق হবে।

جَنّٰت হলো أن এর ইস্‌ম, আর হরফুল জর ও মাজরূর মিলে এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق আর তা أن এর موجودة খবর।

تجري .... এই বাক্যটি جَنّٰت এর صفة হয়ে نصب এর স্থানে এসেছে।

তরজমা ঃ আর যারা ঈমান এনেছে তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য

রয়েছে এমন বাগ-বাগিচা যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।

(১০) كَـيْـفَ تَـكْـفُـرُونَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ أَمْـوَاتًا فَـأَحْيَـاكُمْ ثُمَّ يُـمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْـيِيكُمْ ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَـعُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تكفرون (তোমরা কুফুরি কর) (ن) كُفْرًا، كُفْرَانًا ব্যবহার–
كَفَرَ الرجلُ লোকটি কুফুরি করলো, কাফির হলো, অর্থাৎ তাওহীদ বা নবুয়ত অস্বীকার করলো।
كَفَرَ بِاللّٰهِ আল্লাহকে অস্বীকার করলো।
كَفَرَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করল। আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

مَيْتٌ বহু أَمْوَات মৃত। مَيِّت বহু أَمْوَاتٌ، مَوْتَى মৃত।
مـيـتـة মৃত পশু।

تُرْجَعُون (তোমাদের ফেরানো হবে) (ن) رُجُوعًا (إلى অব্যয়যোগে)
ফেরা (এটি لازم) (ن) رَجْعًا ফেরানো (এটি متعدي)
إرجاعًا ফেরানো। (এটি رَجْعًا এর সমার্থক)
مضارع مجهول এটি تُرْجَعُون কিংবা إرجاعًا থেকে رَجْعًا

বাক্য বিশ্লেষণ

أمواتًا এটি فعل ناقص এর خبر আর বাক্যটি حال হয়েছে تكفرون এর فاعل থেকে। আর পরবর্তী বাক্যগুলো حرفُ العَطْفِ যোগে এই বাক্যটির উপর معطوف হয়েছে।

তরজমা ঃ কীভাবে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করো, অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন, তারপর তোমাদেরকে জীবন দান করবেন, তারপর তোমাদেরকে তার কাছে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

(১১) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَـلٰئِـكَةِ انِي جَاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَلِيفَةً،

الـدّمآءَ * و نحن نُسَبِّحُ بِحَمْدِك و نُقَدِّس لك، قال اني أعلم ما لا تعلمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

جاعل (ইসমুল ফাইল) (ف) جَعْلاً মাছদারটির বিভিন্ন অর্থ দেখো–
جَعَلَ اللّٰهُ الأرضَ আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।
جَعَلَ شَيْئًا কোন কিছু তৈরী করলো।
جَعَلَه صَدِيقًا তাকে বন্ধু বানালো, বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো।

خليفة বহু خُلَفاءُ প্রতিনিধি, খলীফা।

يسفك (প্রবাহিত করে) (ض) سَفْكًا প্রবাহিত করা।

نسبح (আমরা তাসবীহ্ পাঠ করি)

نقدس (আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করি)

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ এটি مَبْنِيٌّ على السُّكونِ এবং ظرفُ زمانٍ টি (সুকূনের উপর স্থির) এখানে এটি أُذْكُرْ এই উহ্য فعل এর مفعول به রূপে نصب এর স্থানে রয়েছে।
শাব্দিক অর্থ– আর আপনি ঐ সময়টিকে স্মরণ করুন যখন ...

في الأرض এটি جاعل এর সাথে متعلق আর خليفة হচ্ছে তার مفعول به
من يفسد ... মাওছূল ও ছিলাহ্ মিলে تجعل এর مفعول به

ما এটি اسم الموصول আর পরবর্তী বাক্যটি তার ছিলাহ্। এখানে عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لا تعلمونه মাওছূল ও ছিলাহ্ মিলে أعلم এর مفعول به

তরজমা ঃ আর আপনি ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফিরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করবো। তারা বললো, আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ্ পাঠ করি এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ্ বললেন, তোমরা যা জানো না তা আমি জানি।

(১২) وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، أَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ و كَانَ مِنَ الْكَافِرِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

أبى (সে অস্বীকার করলো) (ف) إباءً অস্বীকার করা, প্রত্যাখ্যান করা। إستكبر (অহংকার করল)

বাক্য বিশ্লেষণ

كان এটি فعل ناقص এবং তার মাঝে সুপ্ত যামীরটি তার ইসম।

من الكفرين এটি معدودا এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা كان এর খবর। (আর সে অস্বীকারকারীদের মধ্য হতে গণ্য ছিলো)

তরজমা ঃ আর আপনি ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন তারা সিজদা করলো, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করলো এবং বড়াই করলো, আর সে তো কাফির ছিলো।

(১৩) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا و كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا اولٰئك اصحٰبُ النَّارِ، هم فيها خٰلدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

خٰلدون (চিরস্থায়ী) (ن) خُلودًا স্থায়ী/চিরস্থায়ী হওয়া, অমর হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين كفروا و كذبوا মাওছূল-ছিলাহ মিলে مبتدأ আর اولئك أصحب النار মুবতাদা-খবর মিলে জুমলা হয়ে পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।

فيها হরফুল জর ও মাজরূর মিলে পরবর্তী شبه الفعل এর সাথে متعلق হয়েছে। মূলতঃ ছিল خالدون فيها

তরজমা ঃ আর যারা কুফুরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ওরা জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

(١٤) اَقِيموا الصَّلٰوةَ و اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الراكعين * أَ تَأْمُرُون الناسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ انتم تتلون الكِتٰبَ، أَفَلا تَعْقِلون * وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ و الصَّلٰوةِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

آتُوا (তোমরা প্রদান করো, দাও) آتِ - يُؤْتِي - آتٰى মাছদার হলো إِيْتَاءً প্রদান করা, দেওয়া। মাদ্দাহ أتـي

اٰتٰى - اٰتَتْ - اٰتَيْتَ - اٰتَيْتِ - اٰتَيْتُ

يُؤتي - تُؤتي - تُؤتي - تؤتين - أُوْتي

اٰتِ - اٰتِيْ - لا تُؤت - لا تؤتي

آتٰى এর মূলরূপ أَأْتَيَ (على وزنِ أَفْعَلَ) এবং إِيْتاءً এর মূলরূপ إِأْتَايًا (على وَزنِ إفعالاً)

آتُوا এর মূলরূপ أَأْتِيُوا (على وَزنِ أَفْعِلُوا)

اركعوا (তোমরা রুকু করো) (ف) رُكوعًا রুকু করা।

اركعوا مع الركعين এর অর্থ صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّين তোমরা নামায আদায়কারীদের সঙ্গে নামায আদায় করো। (অংশ দ্বারা সমগ্রকে বোঝানো হয়েছে।)

أفلا تعقلون (তবে কি তোমরা বোঝবে না?) (ض) عَقْلاً মাছদারটির বিভিন্ন অর্থ দেখো–

عَقَلَ الرجلُ লোকটি বুদ্ধিসম্পন্ন হলো। عَقَلَ الغُلامُ বালক বুদ্ধির বয়সে উপনীত হলো। عَقَلَ الشَّيْءَ জিনিসটি বুঝলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

و أنتم .... এখানে و অব্যয়টি حالية এবং পরবর্তী বাক্যটি حال হয়েছে تأمرون এবং تنسون এর فاعل থেকে।

তরজমা ঃ তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের আদেশ

করো, অথচ নিজেদের কথা ভুলে যাও। আর তোমরা ছবরের মাধ্যমে এবং ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।

(١٥) وَ إِذْ نَجَّيْناكم مِنْ آلِ فرعونَ يَسُومونكم سُوْءَ العَذابِ يُذَبِّحون أَبناءَكم و يَسْتَحْيُونَ نِساءَكم، و في ذٰلكم بَلاءٌ مِن رَبِّكم عَظيم * وَ إذ فَرَقْنا بِكُم البَحْرَ فَانْجَيْنٰكم و اَغرقنا آلَ فرعونَ و انتم تَنْظُرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

يسومون (ن) سَوْمًا (ফেয়েলটির ব্যবহার দেখো-)

سَامَهُ الذُّلَّ তার উপর অপদস্থতা চাপিয়ে দিলো।

سَامَهُ العذابَ তার উপর আযাব বা নিপীড়ন চাপিয়ে দিলো।

سامَهُ سُوْءَ العَذابِ তার উপর নিকৃষ্ট আযাব বা নির্যাতন চাপিয়ে দিলো।

سُوْءُ العَذابِ এর শাব্দিক অর্থ- আযাবের বা নির্যাতনের নিকৃষ্টতা/ভীষণতা। মতলব হলো নিকৃষ্ট বা ভীষণ আযাব।

يَسْتَحْيُونَ (তারা জীবিত রাখে) মাছদার استحياء (মূল- ح - ي - ي) জীবিত রাখা। ব্যবহার দেখো-

إِسْتَحْيَ الأَسِيْرَ বন্দীকে (হত্যা না করে) জীবিত রাখলো।

إِسْتَحْيَ النساءَ নারীদেরকে (হত্যা না করে) জীবিত রেখে দাসী বানালো।

অন্য অর্থ- إِسْتَحْيَاه / منه তাকে লজ্জা পেলো।

بَلاء বিপদ। পরীক্ষা।

أغرقنا (আমরা ডুবিয়েছি) إغراقًا ডোবানো। (س) غَرَقًا ডুবে যাওয়া

فَرَقْنا (ভাগ করলাম) (ن) فَرْقا، فُرْقانًا ভাগ করা, পৃথক করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

سُوْءَ العَذابِ এটি يسومون এর দ্বিতীয় مفعول به আর كم যামীরটি হচ্ছে প্রথম مفعول به

يسـومونكم ... এ বাক্যটি نجينا এর مفعول به থেকে حال হয়েছে।

بلاء আর তা متعلق এর সঙ্গে شبه الفعـل এটি نازل এই উহ্য من ربكم এর প্রথম صفة এবং عظيم হচ্ছে দ্বিতীয় صفة

তরজমা ঃ ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআউনের গোষ্ঠী থেকে মুক্তি দিলাম, যারা তোমাদেরকে ভীষণভাবে নির্যাতন করছিলো; তারা তোমাদের পুত্রদেরকে জবাই করতো আর তোমাদের নারীদেরকে জীবন্ত দাসী বানিয়ে নিতো। আর তাতে ছিলো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিরাট পরীক্ষা।

আর ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে ভাগ করেছিলাম। অতঃপর তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং ফেরআউনের গোষ্ঠীকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, এমন অবস্থায় যে তোমরা তা দেখছিলে।

(١٦) وَ اِذ اَخـذنا مِـيـثاقَـكم و رَفـعنا فَوْقَكُمُ الطُّـوْرَ، خُـذوا مـا اٰتَـيْنٰـكم بِـقُـوَّةٍ وَّ اذْكُـروا ما فيـه، لـعـلكم تتـقـون *

শব্দ বিশ্লেষণ

مِيثاق প্রতিশ্রুতি, লিখিত চুক্তি। বহু مَواثِيقُ

آتينا (আমরা দিয়েছি) মাছদার اِيتاءٌ দেয়া। (দেখো, পৃঃ ১৬)

বাক্য বিশ্লেষণ

ما اتينكم মাওছূল-ছিলাহ মিলে خذوا এর مفعول به (এখানে ما দ্বারা উদ্দেশ্য কিতাব আর দ্বিতীয় ما দ্বারা উদ্দেশ্য 'বিধান')

بقوة এটি خذوا এর সাথে متعلق

فيه এটি موجود এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর شبه الفعل এর মাঝে বিদ্যমান هو যমীর হচ্ছে شبه الفاعل এভাবে شبه الفعل তার شبه الفاعل ও متعلق কে নিয়ে شبه الجملة হয়ে مَا الْمَوْصُولَةُ এর صِلة

তরজমা ঃ আর তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম, এবং তোমাদের উপর তূর পাহাড়কে উত্তোলন করলাম। (আর বললাম) তোমাদেরকে আমি যে কিতাব দান করেছি তা

শক্তভাবে আকড়ে ধরো এবং তাতে যে বিধান রয়েছে তা স্মরণ রাখো, যাতে তোমারা মুত্তাকী হতে পারো।

(١٧) وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِن اللّٰهَ يَاْمُرُكم اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرةً

তরজমা ঃ আর আপনি ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন মূসা তার কাওমকে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী জবাই করার আদেশ করছেন।

ঘটনা – বনী ইসরাঈলে একটি লোক নিহত হয়েছিলো। লোকেরা আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে বললো, আপনি হত্যাকারীর পরিচয় বলে দিন। তখন আল্লাহ (তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য) বললেন, হে মূসা! আপনি বলুন, তারা যেন একটি গাভী জবাই করে, তারপর গাভীর গোশ্‌ত নিহত লোকটির শরীরে লাগিয়ে দেয়, তখন সে আল্লাহর কুদরতে জীবিত হয়ে হত্যাকারীর পরিচয় বলে দেবে।

(١٨) كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى، وَ يُرِيكم اٰيٰتِهٖ لعلكم تَعْقِلون * ثم قَسَتْ قُلُوبُكم مِن بعد ذٰلك، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ......، وَ ما اللّٰهُ بِغافِلٍ عَمَّا تعملون *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَوْتٰى — পিছনে দেখো, পৃঃ ১৩

يري — (তিনি দেখান) أَرٰى - يُرِي - أَرِ মাছদার إراءة দেখানো।

ايـة — চিহ্ন। নিদর্শন। আয়াত। বহু آيَاتٍ، آيٍ

تعقلون — পিছনে দেখো, পৃঃ ১৬

قست — (কঠিন হয়ে গেলো।) (ن) قَسْوًا، قَسَاوَةً কঠিন হওয়া। শক্ত হওয়া। قَاسٍ কঠিন, নিষ্ঠুর, নির্দয়। قَسْوَةٌ কঠিনতা। নির্দয়তা।

كذلك — এ অংশটি يُحْيِي এর সঙ্গে متعلق হয়েছে। ذلك দ্বারা বনী ইসরাঈলের مَيِّت এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ–

يُحْيِي المَوْتٰى كَإِحْيَاءِ ذٰلك الميت

শাব্দিক অর্থ– তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন ঐ মৃতকে জীবিত করার মত।

كَالْحِجَارَةِ — এ অংশটি قاسية এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق এবং তা هي এর খবর।

أَشَدُّ قَسْوَةً এই অংশটি أو অব্যয়যোগে كالحجارة এর উপর معطوف হয়েছে।

أَشَدُّ শব্দটি اسم التفضيل এখানে এর متعلق উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَهِيَ قَاسِيَةٌ كَالْحِجَارَةِ أو أَشَدُّ مِنَ الحجارةِ قَسْوَةً

قسوةً শব্দটি تمييز হয়েছে, (تمييز এর পরিচয় পরে জানতে পারবে, ইনশাআল্লাহ)

শাব্দিক অর্থ– সুতরাং তা পাথরের মত কঠিন, কিংবা কঠিনতার দিক থেকে পাথরের চেয়ে ভীষণ।

عما — এটি ما ও عن এর যুক্তরূপ। এখানে ما হচ্ছে হরফুল মাছদার, অর্থাৎ عَنْ عَمَلِكم

তরজমা ঃ এভাবে আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। তারপর তোমাদের কলব কঠিন হয়ে গেলো, ফলে তা পাথরের মত, কিংবা পাথরের চেয়ে কঠিন। .... আর আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে গাফেল নন।

(١٩) أَ فَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكم وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهم يَسْمَعُونَ كلامَ اللّٰهِ ثم يُحَرِّفُونَه مِن بَعْدِ ما عَقَلُوه و هم يَعْلَمُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

تطمعون (তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো) (س) طَمَعًا লোভ করা, আকাঙ্ক্ষা করা। ব্যবহার, في অব্যয়যোগে, তবে أن দ্বারা مصدر হলে في অব্যয়টি উহ্য থাকে, যেমন–

طَمِعَ (في) أَنْ يَكْسِبَ المالِ - طَمِعَ في كَسْبِ المالِ

فريق দল।

يُحرفون (তারা বিকৃত করে) تَحْرِيفًا বিকৃত করা। পরিবর্তন করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

وقد كان এখানে و অব্যয়টি হচ্ছে واو الحال এবং পুরো বাক্যটি হচ্ছে حال

منهم এটি معدود এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق আর তা فريق এর صفة (তাদের মধ্য হতে গণ্য একটি দল)

من بعد এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত অর্থাৎ–

يُحَرِّفُونه بَعْدَ ما عَقَلُوه

ما হচ্ছে حرف المصدر যা পরবর্তী ফেয়েলকে مصدر এ রূপান্তরিত করেছে। অর্থাৎ بَعْدَ عَقْلِهِمُ التَّحْرِيفَ (বিকৃতি সাধনের বিষয়টি তারা বোঝার পরও)

শাব্দিক অর্থ– এমন অবস্থায় যে, তাদের মধ্য হতে গণ্য একটি দল, আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো, অতঃপর তা বিকৃত করতো, বিকৃতির বিষয়টি তারা বোঝার পরও।

و هم يعلمون এটি حال হয়েছে, আর يعلمون এর مفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ وَ هم يعلمونَ أنَّ هذه جَرِيمَةٌ

তরজমা ঃ তাহলে তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে, অথচ তাদের একটি দল আল্লাহর কালাম শুনতো, অতঃপর বুঝে শুনে তা বিকৃত করে ফেলতো, অথচ তারা জানতো (যে, এটা জঘন্য অপরাধ)।

(٢٠) أَوَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنون *

শব্দ বিশ্লেষণ

يُسرون (তারা গোপন করে) إسرارًا গোপন করা।
أَسَرَّ شيئًا কোন কিছু গোপন করলো। অন্য ব্যবহার–
أَسَرَّ إليه حديثًا তাকে গোপনে কোন কথা বলল।

বাক্য বিশ্লেষণ

أَنَّ اللّٰهَ يعلم ... পুরো অংশটুকু পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول به
ما হলো اسم الموصول এবং পরবর্তী বাক্যটি তার صلة – আর ছিলাহ-মাওছূল মিলে يعلم এর مفعول به
صلة অংশে একটি ضمير উহ্য রয়েছে যা اسم الموصول এর দিকে ফিরেছে, অর্থাৎ ما يُسِرُّونَه وَ ما يُعْلِنُونَه

তরজমা ঃ আর তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ জানেন ঐ সব বিষয় যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে।

(٢١) فَوَيْلٌ لِّلَّذين يَكتبون الكِتٰبَ بِأَيْدِيهم ثم يقولون هذا مِن عند اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا به ثَمَنًا قَلِيلًا، فَوَيلٌ لَّهم مما كتبت أَيديهم وَ وَيل لهم مما يكسِبون *

শব্দ বিশ্লেষণ

ويل ধ্বংস, বরবাদি।
يَدٌ (হাত) বহুবচনে أَيْدٍ (ال যোগে) الأَيْدِي। মুযাফ অবস্থায় أَيديهم
ثمنا মূল্য। (ব্যবহার দেখো–) دَفَعَ المشترى الثمَنَ – سَتَدْفَعُ ثَمَنَ خَطَئِك – اشتريتُ الشيءَ بِثَمَنٍ رخيصٍ، كم ثَمَنُه ؟

বাক্য বিশ্লেষণ

ويل মুবতাদা, আর بأيديهم..... للذين অংশটুকু উহ্য খবর ثابت এর সাথে متعلق
من عند الله এটি نازل এর সাথে متعلق এবং তা هذا এর খবর।

..... ليشتروا এ অংশটুকু يقولون এর সাথে متعلق

به — এটি يشترون এর সাথে متعلق এবং ضمير টি الكتب এর দিকে راجع হয়েছে।

مما — এটি من ও ما এর যুক্তরূপ। من অব্যয়টি কারণ ও হেতু প্রকাশক এবং ما হচ্ছে اسم الموصول তার عائد উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ مما كتبته أيديهم এবং مما يكسبونه

তরজমা ঃ সুতরাং ধ্বংস ঐ লোকদের জন্য যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে, তারপর বলে, এটা আল্লাহর নিকট হতে নাজিল হয়েছে। (তারা এটা বলে) এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য লাভ করার জন্য। সুতরাং তারা নিজ হাতে যা লিখেছে সে কারণে তাদের ধ্বংস হোক এবং তারা যে (হারাম) উপার্জন করে সে কারণে তাদের ধ্বংস হোক।

(٢٢) وَ الذين اٰمَنوا وَ عَمِلوا الصّٰلحٰتِ اولئك اصحبُ الجنة، هم فيها خٰلدون *

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين — মাওছূল ও ছিলাহ মিলে মুবতাদা। أولئك হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদা। أصحٰب الجنة হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। তারপর বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর হয়েছে। أولئك শব্দটি না থাকলে اصحٰب الجنة অংশটি সরাসরি الذين এর খবর হতো।

তরজমা ঃ আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা জান্নাতী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

(٢٣) وَ إذا قيل لهم اٰمِنوا بما أَنْزَلَ اللّٰهُ، قالوا نؤمن بما أُنْزِلَ علينا

বাক্য বিশ্লেষণ

إذا — এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৮

ما — এটি اسم الموصول এবং পরবর্তী বাক্যটি তার صلة এবং মাওছূল ও ছিলাহ মিলে حرف الجر এর مجرور এর স্থানে রয়েছে। আর

হরফুল জরটি متعلق হয়েছে পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে।

তরজমা ঃ আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আনো যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, আমরা ঐ কিতাবের প্রতি ঈমান আনি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে।

(٢٤) وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم وَ رَفَعنا فوقَكم الطُّوْرَ، خُذوا ما اٰتينٰكم بِقُوَّةٍ و اسمَعُوا، قالوا سَمِعنا وَ عَصَينا

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ পিছনে দেখো, পৃঃ ১৪

ما أتيناكم بقوة পিছনে দেখো, পৃঃ ১৮

তরজমা ঃ আর তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তেমাদের উপর তূর পাহাড়কে উত্তোলন করেছিলাম। (আর বলেছিলাম,) আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিয়েছি তা তোমরা মজবূতভাবে আকড়ে ধরো এবং শোনো। তখন তারা বললো, আমরা শোনলাম এবং অমান্য করলাম।

(٢٥) وَ قالَتِ اليَهودُ ليسَتِ النصٰرٰى على شيءٍ، و قالَتِ النصٰرٰى ليسَتِ اليهودُ على شَيءٍ و هم يتلون الكتٰبَ، كذٰلك قال الذين لا يعلمون مِثْلَ قولِهم، فاللّٰه يَحكم بينَهم يَوْمَ القيٰمَةِ فيما كانوا فيه يختلفون *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَحْكُمُ (ফায়সালা করবেন) (ن) حُكْمًا، حُكومةً ফয়সালা করা। শাসন করা।

يختلفون (তারা মতবিরোধ করে) اختلاف। মতপার্থক্য করা। মতবিরোধ করা। (অন্য অর্থ– বিভিন্ন হওয়া)

বাক্য বিশ্লেষণ

و هم يتلون الكتب এ বাক্যটি حال হয়েছে قالت এর فاعل থেকে আর و অব্যয়টি হচ্ছে واو الحال।

فيما   মাওছুল ও ছিলাহ মিলে في এর مجرور এর স্থানে রয়েছে। আর حرف الجر টি يحكم এর সাথে متعلق হয়েছে।

كانوا فيه يختلفون এ বাক্যটি صلة আর فيه হচ্ছে يختلفون এর সাথে متعلق আর যমীরটি عائد إلى الموصول

তরজমা ঃ ইহুদীরা বলে, নাছারারা কোন সঠিক বিষয়ের উপর নেই, আর নাছারারা বলে, ইহুদীরা কোন সঠিক বিষয়ের উপর নেই, অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। যারা জানে না তারা তাদের কথার মত এমনই কথা বলে। সুতরাং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো।

(٢٦) إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا و نَذِيرًا و لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيمِ * وَ لَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى،

শব্দ বিশ্লেষণ

بشير   সুসংবাদদাতা نذير সতর্ককারী।

لن ترضى (কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না) رَضِىَ (س) (عن অব্যয়যোগে)

مِلَّةٌ   ধর্ম, তরীকা। মতাদর্শ। বহুবচনে مِلَلٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

بِالْحَقِّ   এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত হচ্ছে– بِإِقَامَةِ الْحَقِّ ب অব্যয়টি হেতুপ্রকাশক। অর্থাৎ لِإِقَامَةِ الْحَقِّ
بشيرا و نذيرا এটি مفعول به থেকে حال হয়েছে।

حتى تتبعَ   এটি إلى এর সমার্থক হরফুল জর। এর পর হরফুল মাছদার أن উহ্য থেকে পরবর্তী ফেয়েলকে মাছদারে পরিণত করে (এবং নছব দান করে)। মূলরূপ হলো حَتّٰى اتِّبَاعِكَ مِلَّتَهم

তরজমা ঃ আপনাকে আমরা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। আর আপনাকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।

আর ইহুদীরা এবং নাছারারা কিছুতেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ

না আপনি তাদের মিল্লাত অনুসরণ করেন। আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রদত্ত হেদায়াতই হলো প্রকৃত হেদায়াত।

(২৭) رَبَّنا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُولاً مِنهم يتلو عليهم ايْتِك وَ يُعَلِّمُهم الكِتْبَ وَ الحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِم، اِنَّك انتَ العزيزُ الحكيمُ*

শব্দ বিশ্লেষণ

حكمة (প্রজ্ঞা) প্রকৃতজ্ঞান। দ্বীন ও শরীয়াতের আসল সমঝ ও বুঝ।

يزكيهم (তাদেরকে পবিত্র করবেন) زَكّى، يُزَكِّي، تَزْكِيَةً পবিত্র করা। আত্মশুদ্ধি করা। (মাদ্দাহ زكو)

عزيز মহাপরাক্রমশালী। حكيم মহাপ্রজ্ঞাময়।

বাক্য বিশ্লেষণ

منهم এটি (উহ্য معدودا এর সঙ্গে متعلق হয়ে) رسولا এর صفة

يتلو عليهم বাক্যটি رسول এর দ্বিতীয় صفة

বাইতুল্লাহ নির্মাণের পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই দু'আ করেছিলেন।

তরজমা ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মাঝে আপনি তাদের মধ্যহতে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদেরকে আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিঃসন্দেহে আপনি মহাপরাক্রমশালী এবং মহাপ্রজ্ঞাময়।

(١) الذين اٰتَيْنٰهم الكتٰبَ يعرفونه كما يعرفون ابناءَهم و إنَّ فريقًا منهم لَيَكْتُمون الحَقَّ و هم يعلمونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اٰتينا (আমরা দান করেছি) মাছদার إيتاء বাবুল ইফ'আল।

اتي মাদ্দাহ اٰتٰى - يُؤتِي - اٰتِ

اٰتاهم الله العلمَ আল্লাহ্ তাদেরকে ইলম দান করেছেন।

يُؤتِي الحكمةَ مَن يشاءُ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে হিকমত দান করেন।

الحكمة। অর্থ– দ্বীন ও শারীঅতের পূর্ণ সমঝ ও জ্ঞান।

اٰتِهِمْ حَقَّهم তুমি তাদেরকে তাদের হক প্রদান করো।

اَمَرَ اللّٰهُ الأغنياءَ بإيتاءِ الزَّكاةِ আল্লাহ ধনীদেরকে যাকাত আদায় করার আদেশ করেছেন।

آتَوْا - آتَيْنَ - آتَيْتُم - آتَيْتُنَّ - آتَيْنا

يُؤْتُونَ - يُؤْتِيْنَ - تُؤْتُونَ - تُؤْتِيْنَ - نُؤْتِي

اٰتُوا - اٰتِيْنَ - لا تُؤْتُوا - لا تُؤْتِيْنَ (দেখো, পৃঃ ১৬)

ليكتمون (তারা অবশ্যই গোপন করে) (ن) كتمانا ، كَتْما গোপন করা। কখনো ফেয়েলটি দুই مفعول به যোগে متعدى হয়, যেমন– كَتَمْتُه الحديثَ আমি কথাটি তাকে গোপন করেছি। আবার প্রথম مفعول به এর শুরুতে من যোগে বলা হয়– كَتَمْتُ منه الحديثَ। কথাটি তার থেকে গোপন করেছি।

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين হচ্ছে اسم الموصول পরবর্তী جملة টি তার صلة এবং هم হচ্ছে

عـائـد إلى المـوصـول – তারপর মাওছূল ও ছিলাহ মিলে মুবতাদা এবং পরবর্তী বাক্যটি খবর।

كما এখানে ك অব্যয়টি حرف الجر আর ما হচ্ছে হারফুল মাছদার, বা ما المصدرية সুতরাং মূল ইবারত হলো–
يَعرِفُونه كَمَعْرِفَتِهم أَبناءَهم শাব্দিক অর্থ– তারা তাঁকে চেনে, তারা তাদের পুত্রদেরকে চেনার মত।
বাক্যটি ما দ্বারা مصدر হয়ে حرف الجر এর مجرور এর স্থানে এসেছে এবং হরফুল জর ও মাজরূর মিলে পূর্ববর্তী فعل এর সাথে متعلق হয়েছে।

منهم অর্থাৎ من اليهود و النصارى এটি معدودا উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা فريقا এর صفة
শাব্দিক অর্থ– ইহুদী ও নাছারাদের মধ্য হতে গণ্য একটি দল। (এখানে তাদের ধর্ম-নেতাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।)

وهـم ... এটা يكتمون এর فاعل থেকে حال
শাব্দিক অর্থ– ইহুদী ও নাছারাদের মধ্য হতে গণ্য একটি দল অবশ্যই সত্য গোপন করে এমন অবস্থায় যে, তারা তা জানে।

তরজমা ঃ আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা তাঁকে চেনে, যেমন চেনে আপন পুত্রদেরকে। আর নিঃসন্দেহে তাদের একটি দল জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে।

(٢) فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكم وَ اشكروا لي و لا تَكفرونِ * يٰاَيُّها الذين اٰمَنوا اسْتَعِينوا بالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ، إنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرينَ * و لا تقولوا لمن يُقْتَلُ في سَبيلِ اللّٰهِ اَمْوات، بَلْ أَحْياءٌ و لٰكن لا تشعرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

اذكركم নিয়ম এই যে, فعل الأمر এর পরে فعل مضارع মাজযূম হয়। কারণ সেখানে শর্তের অর্থ নিহিত (লুকায়িত) থাকে। এখানে

মূলতঃ ছিলো– إِنْ تَذكرونى أذكُرْكم

لا تكفرون (তোমরা আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না) মূলতঃ ছিলো لا تكفرونى – ياء তার পূর্বে كسرة চায়। সেই কাসরাকে গ্রহণ করার জন্য একটি نون আনা হয়েছে, যাতে فعل এর কাঠামোটি অক্ষত থাকে, এটিকে نُوْنُ الوِقايَةِ (রক্ষা করার নূন) বলে। পরবর্তীতে ضمير منصوب কে حذف করা হয়েছে, কিন্তু نونُ الوِقايَةِ বহাল রয়ে গেছে। কোরআন শরীফে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

مـن হচ্ছে اسم الموصول শব্দগতভাবে এটি واحد مذكر তবে অর্থগত-ভাবে সর্ববচনে ও সর্বলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

এখানে من এর শব্দগত দিক লক্ষ্য করে মুফরাদ ফেয়েল يقتل বলা হয়েছে, আর অর্থগত দিক থেকে من শব্দটি এখানে বহুবচন, কারণ এখানে আল্লাহর রাস্তায় নিহত সকল ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। সে হিসাবে এখানে বহুবচনের শব্দ أموات বলা হয়েছে।

শুধু শব্দগত দিক লক্ষ্য করে و لا تقولوا لمن يقتل .... ميت বলা যেতো, আবার শুধু অর্থগত দিক লক্ষ করে و لا تقولوا لمن يقتلون ..... أموات বলা যেতো।

বাক্য বিশ্লেষণ

أموات হচ্ছে খবর। এখানে মুবতাদা উহ্য রয়েছে। মূলতঃ هم أموات أحياء সম্পর্কে একই কথা, অর্থাৎ هم أحياء

শাব্দিক অর্থ– ঐ লোকদের সম্পর্কে বলো না যাদেরকে হত্যা করা হয় যে, তারা মৃত, বরং তারা জীবিত।

لا تشعرون এর متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ لا تَشعرون بِحَياتِهِم

তরজমা ঃ সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, (তাহলে) আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার শোকর আদায় করো, আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। অবশ্যই আল্লাহ ছবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।

আর যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় কতল করা হয় তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা (তাদের জীবন) অনুভব করতে পারো না।

(٣) وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْن * الذين إذا أَصابَتْهم مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا اليه راجعون * اولئك عليهم صَلَوٰت من ربهم و رَحْمَةٌ و اولئك هم المهتدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَصابَتْ (আক্রান্ত করল) إِصابة আক্রান্ত করা। মাদ্দাহ صوب

أَصابَ شَيْئًا কোন কিছু ধরলো, লাভ করলো। আয়ত্ত করলো।

أَصابَه شَيءٌ কোন কিছু তাকে আক্রান্ত করলো। (অর্থাৎ সে কোন কিছুতে আক্রান্ত হলো। যেমন أَصابَتْه مُصِيبَةٌ

অন্যান্য ব্যবহার–

أَصابَ নির্ভুল করলো। সঠিক করলো। (أَخْطَأَ এর বিপরীত)

أَصابَ خالِدٌ وَ أَخْطَأَ راشِدٌ খালেদ ঠিক করলো, আর রাশেদ ভুল করলো।

أَصابَ السَّهْمُ الهَدَفَ তীর লক্ষ্য ভেদ করলো।

أَصابَ مِنْ شَيْءٍ কোন কিছু গ্রহণ করলো।

صَلَوٰت এটি صلاة এর বহু, করুণা, প্রার্থনা, নামায।

المهتدون (হেদায়াতপ্রাপ্তগণ) مُهتدٍ (ال যোগে المهتدي) এর বহু। اِهْتَدِ - يَهْتَدِي - اِهْتَدٰى মাছদার اِهْتِداءٌ হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া। পথপ্রাপ্ত হওয়া। এটা আখেরাতের ব্যাপারে হতে পারে, আবার দুনিয়ার ব্যাপারে হতে পারে। আখেরাতের উদাহরণ- فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا (যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হলো।) আর দুনিয়ার উদাহরণ- جَعَلَ لَكُمُ النُّجومَ لِتَهْتَدُوا بها (তিনি তোমাদের

জন্য নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা সেগুলোর সাহায্যে পথপ্রাপ্ত হও।) মাদ্দাহ هدي

বাক্য বিশ্লেষণ-

الذين — মাওছূল ও ছিলাহ মিলে الصابرين এর صفة
أصابتهم مصيبة এ বাক্যটি إذا এর شرط আর قالوا হচ্ছে جواب الشرط পুরো বাক্যটি موصول এর صلة আর هم হচ্ছে عائد إلى الموصول
শর্তের বাক্যটি মাছদার-এ রূপান্তরিত হয়ে إذا এর مضاف إليه হয়ে থাকে এবং مضاف ও مضاف إليه মিলে جواب الشرط এর ظرف হয়ে থাকে। সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ হলো- الذين قالوا حِيْنَ إصابَتِهِمْ مُصيبةٌ (যারা বিপদ তাদেরকে আক্রান্ত করার সময় বলে)

أولئك — মুবতাদা عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ বাক্যটি তার খবর।
صلوت মুবতাদা, عليهم হচ্ছে واجبة এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা خبر আর মুবতাদা-খবর মিলে জুমলাহ হয়ে পূর্ববর্তী أولئك এর খবর। বাক্যটি মূলতঃ ছিলো- عَلىٰ أُولٰئِكَ صَلَوٰتٌ অর্থাৎ মূল তারকীবে ছিলো এক মুবতাদা এবং এক খবর। তারপর مجرور কে শুরুতে এনে مبتدأ বানানো হয়েছে এবং তার স্থানে যামীরকে مجرور করা হয়েছে। ফলে এখন দুই مبتدأ হয়েছে এবং প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে জুমলাহ।

من ربهم — এটি نازلة এর সাথে متعلق এবং তা صلوت এর صفة
শাব্দিক অর্থ- তাদের উপর রয়েছে এমন করুণা ও রহমত যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

أولئك هم المهتدون দেখো, পৃঃ ৫

তরজমা ঃ আর (হে নবী!) আপনি সুসংবাদ দিন ছবরকারীদের, যারা কোন বিপদে আক্রান্ত হওয়ার সময় বলে, আমরা তো আল্লাহর জন্য, এবং আমরা তো আল্লাহরই কাছে ফিরে যাবো। তাদেরই উপর রয়েছে আল্লাহর পক্ষ

হতে করুণা ও রহমত এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

(٤) اِنَّ الذين كَفَروا وَ ماتوا وَ هم كُفّارٌ اولئك عليهم لعنةُ اللّٰهِ وَ المَلٰئِكَةِ و الناسِ اَجْمَعِيْن * خٰلدين فيها لا يُخَفَّفُ عنهم العَذابُ وَ لا هم يُنْظَرُون * وَ اِلٰهكُمْ اِلٰهٌ واحد، لا اِلٰهَ اِلاَّ هُو الرحمٰن الرحيم *

শব্দ বিশ্লেষণ–

لا يُخفف (লাঘব করা হবে না) باب التفعيل থেকে مضارع مجهول
تَخفيفًا লাঘব করা। হালকা করা।

يُنْظَرون বাবুল ইফ'আল থেকে مضارع مجهول এর جمع مذكر غائب
মাছদার اِنظارًا অবকাশ দেয়া। সময় দেয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين كفروا و ماتوا এ অংশটুকু إن এর اسم

وهم كفار হচ্ছে ماتوا এর فاعل থেকে حال

أولئك عليهم لعنة الله এ ধরনের তারকীব পূর্বপর্তী আয়অতে দেখো। এ বাক্যটি إن এর খবর।

أولئك عليهم لعنة الله এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো عَلىٰ أولئك لعنةُ اللّٰهِ
পুরো বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো–

اِنَّ لعنةَ اللّٰهِ عَلىٰ الذين كَفَروا

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করে, আর কাফের অবস্থায় মারা যায় তাদেরই উপর রয়েছে আল্লাহর এবং ফিরিশতাদের এবং সকল মানুষের লা'নত– এমন অবস্থায় যে, তারা চিরকাল ঐ লা'নতের মাঝে থাকবে। তাদের থেকে আযাবকে লাঘব করা হবে না, এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না।

আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যিনি অতি দয়ালু, চিরদয়াময়।

(٥) اِنَّ الذين يَكْتُمون ما اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يشترون به

ثَمنًا قليلًا اولئك ما يأكلون في بُطونِهم اِلاَّ النارَ و لا يُكلِّمُهم اللّهُ يومَ القيٰمةِ وَ لا يُزكّيهم وَ لهم عذاب اليم *

শব্দ বিশ্লেষণ

ثـمـن বহুবচনে أثـمان মূল্য। পিছনে দেখো, পৃঃ ২২

لا يزكيهم (তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন না।) দেখো, পৃঃ ২৬

বাক্য বিশ্লেষণ

ما أنزل الله এটি মাওছূল ও ছিলাহ عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ما أنزله الله আর من الكتاب হচ্ছে ما এর ব্যাখ্যা।

ويشترون এ অংশটুকু يكتمون এর উপর معطوف এবং সবটুকু হচ্ছে إن এর اسم

শাব্দিক অর্থ– নিঃসন্দেহে যারা গোপন করে ঐ জিনিস যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, অর্থাৎ কিতাব

(আরেকটু সহজ তরজমা–) যারা ঐ কিতাব গোপন করে যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন) এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করে (গ্রহণ করে)।

أولئك হচ্ছে مبتدأ এবং ما يأكلون হচ্ছে خبر তারপর মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে إن এর খবর।

أولئك শব্দটি না থাকলে ما يأكلون বাক্যটি সরাসরি إن এর خبر হতো।

তরজমা ঃ যারা কিতাবের ঐ অংশ গোপন করে যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন এবং তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছু ভরে না। আর আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পাকছাফ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(٦) يايها الذين اٰمنوا كُتِبَ عليكم الصِّيامُ كما كُتِبَ على الذين مِنْ قَبْلِكم لعلكم تتقون *

শব্দ বিশ্লেষণ

كتب عليكم (তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।)

كَتَبَ اللّٰهُ عليه شيئًا আল্লাহ তার উপর কোন কিছু ফরয করেছেন। (على যোগে كَتَبَ এর এ অর্থ হয় فَرَضَ)

تتقون (তোমরা মুত্তাকী হবে।) দেখো, পৃঃ ১১

বাক্য বিশ্লেষণ

من এটি অতিরিক্ত قَبْلَكم হচ্ছে উহ্য ফেয়েল مَضَوْا এর ظرف আর পুরো বাক্যটি الذين এর صلة

ما হচ্ছে হরফুল মাছদার, পরবর্তী বাক্যটি ما দ্বারা মাছদার হয়ে لِ হরফুল জরের মাজরূরের স্থানে এসেছে। আর হরফুল জরটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে متعلق হয়েছে।

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছে ঐ লোকদের উপর যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।

(٧) وَ اَنْ تَصُوموا خَيْرٌ لكم اِن كنتم تعلمون *

বাক্য বিশ্লেষণ

أن تصوموا এ অংশটি মুবতাদা خير হচ্ছে خبر আর لكم হচ্ছে এই خير এর সাথে شبه الفعل متعلق

তরজমা ঃ আর রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে পারো।

(٨) يُريد اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ و لا يُريد بِكُم العُسْرَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يُسر সহজতা। সচ্ছলতা। عُسْر কঠিনতা। অসচ্ছলতা।

তরজমা ঃ আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতা (করতে) চান, কঠিনতা (করতে) চান না।

اِنَّ اللّٰهَ لا يحب الْمُعْتَدين * وَ اقْتُلوهم حَيْثُ ثَقِفْتُموهم و اَخرِجوهم من حيثُ اَخْرَجُوكم، وَ الِفتنةُ اَشَدُّ منَ القتلِ، و لا تُقٰتِلوهم عندَ المسجدِ الحرامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوكم فيه، فان قٰتَلُوكم فَاقْتُلُوهم، كذلك جَزاءُ الكٰفرين * فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفور رَحيم * وَ قٰتِلُوهم حَتّٰى لا تَكونَ فِتْنَةٌ وَ يكونَ الدينُ لِلّٰهِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تعتدوا (তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না।) اِعْتَدٰى - يَعْتَدِي - اِعْتَدِ
মাছদার اعتداءٌ লঙ্ঘন করা। মাদ্দাহ عدو ব্যবহার-
اِعْتَدٰى الحَقَّ/عَنِ الحَقِّ সত্যের সীমা লঙ্ঘন করলো।
(على অব্যয়যোগে) اِعْتَدٰى عليه তার উপর জুলুম করলো।

ثَقِفتم (পাকড়াও করেছো।) (س) ثَقَفًا ধরা, পাকড়াও করা।

انتهوا (তারা বিরত হলো।) মাছদার اِنتهاءٌ মাদ্দাহ نهي
اِنْتَهٰى شيءٌ কোন কিছু শেষ হলো।
اِنْتَهٰى عَنْ شيءٍ কোন কিছু থেকে বিরত হলো।
اِنتهٰى مِنْ شيءٍ কোন কিছু থেকে ফারেগ হলো।
اِنتهٰى إليه الخَبَرُ তার কাছে খবরটি পৌঁছলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين يقاتلونكم এ অংশটি মাওছূল-ছিলাহ মিলে قاتلوا এর مفعول به

حَيثُ এটি স্থানবাচক اسمُ الظَّرفِ এবং مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ (বা যাম্মার উপর স্থির) এটি مَكانَ এর সমার্থক।

একটি জরুরী কথা-

যে কোন اسم الظرف পরবর্তী جملة এর দিকে مضاف হয় এবং পরবর্তী جملة টি মাছদারের অর্থ দান করে। সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ হবে اُقْتُلوهم مَكانَ ثَقْفِهِمْ (আর তোমরা তাদেরকে

হত্যা করো তাদেরকে পাকড়াও করার স্থানে।)

مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكم এর মূলরূপ হবে مِنْ مَكَانِ إِخْرَاجِكم

শাব্দিক অর্থ– আর তোমরা তাদেরকে বের করো তোমাদেরকে বের করার স্থান থেকে।

حتى ... (শাব্দিক অর্থ– সেখানে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আগ পর্যন্ত) (দেখো, পৃঃ ২৫)

انتهوا ফেয়েলটির متعلق উহ্য রয়েছে আর তা হলো عَنِ الشِّرْكِ

এ বাক্যটি إن এর شرط এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে।

অর্থাৎ– فَإِنِ انْتَهَوا عَنِ الشِّرْكِ فَلا تَقْتُلوهم

فإن الله এটি جواب الشرط এর عِلَّة বা হেতু।

لا تكون এটি لا تَبْقَى এর সমার্থক। এটি উহ্য أن দ্বারা মাছদার হয়ে হরফুল জরের মাজরূরের স্থানে এসেছে।

শাব্দিক অর্থ– ফিতনা না থাকা পর্যন্ত।

তরজমা ঃ আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে সীমা লঙ্ঘন করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

আর তোমরা তাদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদেরকে পাও। আর তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করেছে। আর ফেতনা তো হত্যার চেয়ে কঠিন অপরাধ।

আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। অবশ্য তারা নিজেরাই যদি (সেখানে) তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করো। সেটাই হলো কাফিরদের শাস্তি।

আর তারা যদি (শিরক থেকে) বিরত থাকে (তাহলে তাদেরকে হত্যা করো না) কেননা আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

আর ফেতনা শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

وَ اَحْسِنُوا، اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين * وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تَهْلُكَةً (ধ্বংস ও বরবাদি) (ض) هَلَكَ এর তিনটি মাছদার হচ্ছে–
هَلاكًا - مَهْلِكًا - تَهْلُكَةً

أحسنوا (তোমরা নেক আমল করো) إحسانًا সদাচরণ করা, নেক কাজ করা, উত্তমরূপে করা, (إلى অব্যয়যোগে) কারো প্রতি সদাচার করা, অনুগ্রহ করা।

بأيديكم এখানে ب অব্যয়টি অতিরিক্ত أَلْقٰى يَدَه/بِيَدِه দু'ভাবে ব্যবহৃত হয় ألقى يَدَه অর্থ ألقى نَفْسَه (অংশ দ্বারা সমগ্র উদ্দেশ্য) لاتلقوا بأيديكم তোমরা নিজেদেরকে নিক্ষেপ করো না।

তরজমা ঃ আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো, আর নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না, আর তোমরা সদাচার করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সদাচারকারীদের ভালোবাসেন। আর তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে হজ্জ ও ওমরাকে পূর্ণ করো।

(١١) وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى، وَ اتَّقُونِ يٰاُولِي الْاَلْبَابِ*

শব্দ বিশ্লেষণ

تَزَوَّدُوا (তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো।) تَزَوُّدًا পাথেয় গ্রহণ করা। ফেয়েলটির দু'টি متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ
تَزَوَّدُوا لِاٰخِرَتِكُمْ بِالتَّقْوٰى

التَّقْوٰى (ال ছাড়া) (تَقْوَى اللّٰهِ) تَقْوَى আল্লাহর ভয়। মাদ্দাহ وقي

اتقون আসলে ছিলো اتقوني এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ২৯

বাক্য বিশ্লেষণ

ياولي الألباب (হে জ্ঞানের অধিকারীগণ)

أُولُو এ শব্দটি ذو এর বহুবচন। (এটি جَمعٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِه) আরেকটি বহুবচন হলো ذَوُوْ (এটি جَمْعٌ مِنْ لَفْظِه)

رفع - نصب ও جر এর অবস্থায় أولو এর ব্যবহার–

هم أُولُو الأَلْبابِ - أُحِبُّ أُولِي الأَلْبابِ - سَلِّمْ عَلىٰ أُولِي الأَلْبابِ

ألباب — এটি لُبٌّ এর বহু। আকল, বুদ্ধি।

لُبُّ شَيْءٍ কোন কিছুর 'সার' অংশ।

لُبُّ اللَّوْزِ বাদামের ভিতরের অংশ বা দানা।

يا أولي الألباب এখানে منادى টি مضاف হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে এবং نصب হয়েছে ياء দ্বারা, مسلمون এর মত।

التقوى خير الزاد (তাকওয়া হলো উত্তম পাথেয়) এখানে التقوى হলো মুবতাদা, خير الزاد হলো খবর। আর خير الزاد التقوى (উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া) এ বাক্যে خير الزاد হলো মুবতাদা, التقوى হলো খবর। (কোরআনে দ্বিতীয় তারকীবটি এসেছে।)

তরজমা ঃ আর তোমরা (তোমাদের আখেরাতের জন্য তাকওয়ার মাধ্যমে) পাথেয় সংগ্রহ করো, কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। আর হে জ্ঞানের অধিকারীগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো।

(١٢) رَبَّنا اٰتِنا في الدنيا حَسَنَةً و في الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عذابَ النارِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَسَنَة — বহুবচনে حَسَنات নেক আমল, উত্তম জিনিস, কল্যাণ।

قِنا — (আমাদের রক্ষা করুন) قِ – يَقِي – وَقىٰ মাছদার وِقايَةٌ (ض) রক্ষা করা। মাদ্দাহ وقي

الدنيا — مؤنث এর اسم التفضيل শব্দটি (على وزن فعلى) دَنا – يَدْنُو – أُدْنُ (ن) মাছদার دُنُوًّا নিকটবর্তী হওয়া। الدنيا এর অর্থ অধিকতর নিকটবর্তী। الحياةُ الدُّنْيَا অধিকতর নিকটবর্তী জীবন, পার্থিব জীবন। দুনিয়ার জীবন।

বাক্য বিশ্লেষণ

عذاب النار এটি قِ এর দ্বিতীয় مفعول به (বাংলায় এর তরজমা হয়

حرف الجر ও مجرور এর মত।)

তরজমা ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

(١٣) زُيِّنَ لِلذين كَفَروا الحَيٰوةُ الدنيا و يَسْخَرون مِنَ الذين اٰمَنوا، و الذين اتَّقَوْا فَوْقَهُم يومَ القِيٰمَةِ، وَ اللّٰهُ يَرزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يسخرون (তারা উপহাস করে) سَخَراً، سَخْراً، سُخْراً، سُخْرِيَةً، (س) سُخْرِيَّةً উপহাস করা। من অব্যয়যোগে ব্যবহৃত, যেমন- لا تَسْخَرْ مِنْ أَحَدٍ কাউকে উপহাস করো না। (বাংলায় এর তরজমা হয় مفعول به এর মত।)

বাক্য বিশ্লেষণ

الحياة الدنيا হচ্ছে زين এর نائب الفاعل - ফেয়েলটি ঐচ্ছিকভাবে مذكر হয়েছে نائب الفاعل টি مُؤَنَّثٌ غيرُ حَقيقِيٍّ হওয়ার কারণে। ফেয়েলটি এখানে مؤنث ও হতে পারতো।

والذين اتقوا হচ্ছে مبتدأ এবং فوقهم হচ্ছে ثابتون এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق আর তা পূর্ববর্তী مبتدأ এর خبر আর يوم القيامة হচ্ছে উহ্য خبر এর ظرف الزمان

من يشاء মাওছূল ও ছিলাহ মিলে يرزق এর مفعول به এখানে عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ من يشاؤه

তরজমা ঃ কাফিরদের জন্য পার্থিব জীবনকে মোহনীয় করা হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদেরকে উপহাস করে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কেয়ামতের দিন তারা (মর্যাদায়) তাদের উপরে থাকবে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বেহিসাব রিযিক দান করেন।

(١٤) اِنَّ الذين اٰمَنوا وَ الذين هاجَروا و جٰهَدُوا في سبيلِ اللّٰهِ

اولئك يرجون رحمَتَ اللّٰهِ، وَ اللّٰهُ غفور رحيم * يسئلونك عَنِ الخَمْرِ وَ الميْسِرِ، قُل فيهما اِثْمٌ كبير و مَنافِعُ لِلناس وَ اِثْمُهُمـا اكبَرُ مِنْ نَفْعِهما، وَ يسئلونك ماذا يُنفقون، قُلِ الْعَفْوَ، كذلك يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الاٰيٰتِ لعلكم تتفكرون * في الدنيا و الاٰخرةِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ميسر	যে কোন ধরনের জুয়া খেলা।
إثم	পাপ।
منافع	(উপকারী জিনিসসমূহ) منفعة এর বহু, উপকার, লাভ।
عفو	প্রয়োজনের অতিরিক্ত।
تَفَكُّراً	চিন্তা করা। تَفْكِيرًا চিন্তা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

এ اولئك يرجون رحمة الله এবং اسم এর إن এটি الذين ... في سبيل الله	
	বাক্যটি إن এর খবর أولئك শব্দটি না থাকলে يرجون رحمة الله বাক্যটি إن এর خبر হতো।
	দ্বিতীয় الذين হচ্ছে প্রথম الذين এর উপর معطوف আর جهدوا হচ্ছে هاجروا এর উপর معطوف
العفو	এটি উহ্য ফেয়েল ينفقون এর مفعول به
الايت	এটি يبين এর مفعول به রূপে منصوب হয়েছে এবং جمع مؤنث سالم বলে فتحة এর পরিবর্তে كسرة দ্বারা منصوب হয়েছে।

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর রহমত প্রত্যাশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াশীল।

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন যে, তাতে রয়েছে বিরাট পাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকার। তবে ঐ দু'টির পাপ ঐ দু'টির উপকারের চেয়ে বেশী।

আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তারা (আল্লাহর রাস্তায়) কী পরিমাণ খরচ করবে। আপনি বলে দিন যে, (প্রয়োজনের) অতিরিক্তটুকু (খরচ করবে।) এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে চিন্তা করতে পারো।

(١٥) وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ، وَ لَاَمَةٌ مؤمِنَةٌ خير مِن مشرِكَةٍ وَ لَوْ اَعْجَبَتْكُم، وَ لا تُنْكِحوا المشركين حَتّٰى يُؤْمِنُوا، وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خير من مُشْرِكٍ وَ لَوْ اَعْجَبَكُم، اولٰئك يدعون الى النارِ، وَ اللّٰهُ يدعو الى الجنة و المغفِرَةِ بِاِذْنِه، وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِه للناس لعلهم يتذكرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تَنْكِحوا (তোমরা বিবাহ করো না) (ض) نِكاحًا বিবাহ করা। ব্যবহার–
نَكَحَ الرجلُ المَرْأةَ পুরুষটি মহিলাটিকে বিবাহ করলো।
أَنْكَحَ المرأةَ সে মহিলাটিকে বিবাহ দিলো।
أنكح الرجلَ المرأةَ পুরুষটির কাছে মহিলাটিকে বিবাহ দিলো।

أعجبتكم (তোমাদেরকে মুগ্ধ করেছে।) (مصدر معروف) إعْجَابًا মুগ্ধ করা।
(مصدر مجهول) إعْجابًا মুগ্ধ হওয়া (ب অব্যয়যোগে)।
أَعْجَبَنِي هذا المنظَرُ এই দৃশ্যটি আমাক মুগ্ধ করলো।
أُعْجِبْتُ بِهٰذا المَنْظَرِ আমি এই দৃশ্যটিতে মুগ্ধ হলাম।

باذنه আপন অনুগ্রহে।

يتذكرون (তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।) تَذَكُّرًا স্মরণ করা, উপদেশ গ্রহণ করা। تَذْكِيْرًا স্মরণ করানো, উপদেশ প্রদান করা।

حتى يؤمن এর মূল রূপ হবে حَتّٰى إِيْمانِهِنَّ (তাদের ঈমান আনা পর্যন্ত) আর حتى يؤمنوا এর মূলরূপ হবে حَتّٰى إِيْمانِهِمْ (দেখো, পৃঃ ২৫)

বাক্য বিশ্লেষণ

لأمة مؤمنة মাওছূফ-ছিফাত মিলে মুবতাদা, لام তাকীদের জন্য خير

খবর مشركة من হচ্ছে خير এর সঙ্গে متعلق

তরজমা ঃ আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিঃসন্দেহে একজন মুমিন দাসীও একজন মুশরিক নারী হতে উত্তম; যদিও মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।

আর তোমরা মুশরিকদের কাছে (কোন মুসলিম নারীকে) বিবাহ দিও না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম দাসও একজন মুশরিক হতে উত্তম; যদিও মুশরিক তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।

তারা জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ আপন অনুগ্রহে জান্নাতের দিকে এবং মাগফিরাতের দিকে আহ্বান করেন।

আর তিনি লোকদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(١٦) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تائب এর অতিশয়ী শব্দ হলো تواب অর্থ– উত্তমরূপে তাওবাকারী।

متطهر (পবিত্রতা অর্জনকারী) باب التفعل থেকে اسم الفاعل

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।

(١٧) وَ اذْكُروا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَليكم و مَا اَنْزَلَ عليكم مِنَ الكِتٰبِ وَ الحِكْمَةِ يَعِظُكم به، وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعلموا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم *

বাক্য বিশ্লেষণ

عليكم এটি نازلة এর সাথে متعلق এবং তা نعمة الله থেকে حال হয়েছে। শাব্দিক অর্থ- আর তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর এমন অবস্থায় যে, তা তোমাদের উপর নাযিল হয়।

و ما أنزل এটি معطوف হয়েছে نعمت الله এর উপর।

من الكتاب و الحكمة এটি হচ্ছে ما এর ব্যাখ্যা।

يعظكم به এটি أَنزل এর ضمير থেকে حال

তরজমা ঃ আর তোমরা স্মরণ করো তোমাদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর নেয়ামতকে এবং (স্মরণ করো) ঐ কিতাব ও হিকমতের কথা যা তিনি তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন।

(١٨) كذلك يُبين اللّٰهُ لكم اٰيٰتِه لعلكم تعقلون *

তরজমা ঃ এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা বুঝতে পারো।

(١٩) اَلَمْ تَرَ اِلى الذين خَرَجُوا مِن دِيارهم وَ هم اُلُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ، فَقالَ لهم اللّٰهُ موتوا ثم اَحياهم، اِن الله لَذُو فَضْلٍ عَلٰى الناس وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ الناسِ لا يَشْكُرون * وَ قاتِلُوا في سبيلِ اللّٰهِ وَ اعْلَمُوا انَّ اللّٰهَ سَميعٌ عَليم *

শব্দ বিশ্লেষণ

ألم تر — সামনে দেখো, পৃঃ ৯৭

حَذَرَ الموتِ — (মৃত্যুর ভয়ে) (س) حَذَرًا ভয় করা, সতর্ক হওয়া। (ব্যবহার সরাসরি مفعول به) اِحْذَرْه তার থেকে সতর্ক হও। (বাংলায় এর তরজমা হয় হরফুল জর ও মাজরূরের মত।)

ألوف — শব্দটি ألف এর বহু, এক হাজার।

فضل — দান, অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব, উদ্বৃত্ত অংশ।
ذُو فضلٍ অনুগ্রহময়, দানশীল, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

وهم ألوف — এ অংশটি خرجوا এর فاعل থেকে حال হয়েছে। শাব্দিক অর্থ– তারা বের হলো এমন অবস্থায় যে, তারা কয়েক হাজার।

حذر الموت — এ অংশটি مفعول له এটি পূর্ববর্তী ফেয়েল-এর হেতু প্রকাশ করেছে। শাব্দিক অর্থ– মৃত্যুকে ভয় করার কারণে।

যে মাছদার পূর্ববর্তী ফেয়েলের কারণ প্রকাশ করে ঐ
মাছদারকে مفعول له বলে এবং তা মানছুব হয়। যেমন–
مَاتَ الْفَقِيْرُ جُوْعًا

على الناس এটি فضل এর সাথে متعلق

لكن এটি إن এর সমগোত্রীয় الحرف المشبه بالفعل
منصوب হলো اسم التفضيل লكن এটি لكن এর اسم রূপে أكثر
হয়েছে। আর لا يشكرون বাক্যটি হলো لكن এর খবর।

তরজমা ঃ আপনি কি ঐ লোকদেরকে দেখেন নি যারা মৃত্যুর ভয়ে আপন জনপদ থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো, আর (সংখ্যায়) তারা ছিলো হাজার হাজার। তখন আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা মৃত্যুবরণ করো। তারপর তিনি তাদেরকে (পুনরায়) জীবন দান করলেন। আসলে আল্লাহ মানুষের উপর দয়াশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না।
আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করো এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(٢٠) وَ قَالَ لهم نَبِيُّهم إن اللّٰهَ قد بَعَثَ لكم طالوتَ مَلِكًا، قالوا أَنّٰى يكونُ له الْمُلْكُ علينا و نحن أَحَقُّ بالمُلْكِ منه و لم يُؤْتَ سَعَةً من المالِ * قال إِنَّ اللّٰهَ اصطفٰه عليكم و زاده بَسْطَةً في العلمِ وَ الجسمِ و اللّٰهُ يُؤتي ملكَه من يشاء و الله واسع عليم *

শব্দ বিশ্লেষণ

بعث (প্রেরণ করেছেন) (ف) بعثا পাঠানো, (মৃত্যুর পর) পুনর্জীবন দান করা।

ملك বহুবচনে ملوك বাদশাহ।

أنى এটি প্রশ্ন-শব্দ, এবং من أين এর সমার্থক, যেমন–
أَنّٰى جئت এবং متى এর সামর্থক, যেমন– يا مريم أنى لَكِ هذا

এবং كيف এর সমার্থক। এখানে كيف অর্থে ব্যবহৃত।

أَحَقٌّ এটি اسم التفضيل এর শব্দ। أحق منه তার চেয়ে বেশী হকদার। উভয় হারফুল জার أحق এর সাথে متعلق হয়েছে।

لم يؤت (তাকে দেয়া হয় নি) يُؤْتِي ছিলো لم এর কারণে فعل টি مجزوم হয়েছে এবং ناقص বলে جزم দেয়া হয়েছে লাম কালিমাকে ফেলে দিয়ে। (এটি মাজহূলের ফেয়েল)

سعة প্রশস্ততা। সচ্ছলতা। মূল হরফ وسع

زاده بسطة তাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রাচুর্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

ملكا শব্দটি بعث এর مفعول به থেকে حال

لم يؤت سعة এখানে يؤت এর মাঝে বিদ্যমান هو যমীর হচ্ছে نائب الفاعل যা মূলত ফেয়েলটির প্রথম مفعول به ছিলো, سعة হচ্ছে দ্বিতীয় مفعول به

من المال এ অংশটি حاصِلَةٌ এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা سعة এর صفة শাব্দিক অর্থ– আর তাকে দান করা হয়নি এমন সচ্ছলতা যা মাল দ্বারা অর্জিত হয়। (মতলব– আর তাকে আর্থিক সচ্ছলতা দান করা হয়নি।)

اصْطَفَى (নির্বাচন করেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন) বাবুল ইফতি'আল থেকে মাছদার اِصْطِفَاءٌ

افتعال এর ت কে ط দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। মাদ্দাহ صفو

তরজমা ঃ আর তাদের নবী তাদেরকে বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ করে পাঠিয়েছেন। তারা বললো, কীভাবে আমাদের উপর তার রাজত্ব চলতে পারে, অথচ রাজত্বের ব্যাপারে আমরা তার চেয়ে অধিক হকদার। আর তাকে তো সম্পদের প্রাচুর্য দান করা হয় নি।

তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও শরীরে প্রাচুর্য দান করেছেন। আর আল্লাহ তার রাজত্ব যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন। আর আল্লাহ মহাদানশীল ও মহাজ্ঞানী।

(٢١) قَالوا لا طاقَةَ لنا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنودِهٖ قالَ الذين يَظنون اَنَّهم مُلٰقُوا اللّٰهِ، كَمْ من فئةٍ قليلَةٍ غلَبَتْ فِئَةً كثيرةً بِاِذْنِ اللّٰهِ، وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرين * وَ لَمَّا بَرَزُوا لجالوتَ وَ جُنودِهٖ قَالوا رَبَّنا اَفرِغْ عَلينا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ اَقْدامَنا وَ انصُرْنا على القوم الكٰفرين * فَهَزَمُوهم بِاِذْنِ اللّٰهِ و قَتَلَ داوٗدُ جالوتَ وَ اٰتٰهُ اللّٰهُ المُلكَ وَ الْحِكْمَةَ و عَلَّمَهٗ مِمَّا يشاء *

শব্দ বিশ্লেষণ

طاقة সামর্থ্য, ক্ষমতা।

جُنْدٌ সৈন্যদল, বহু جُنُود একজন সৈনিক جُنْدِيٌّ

مُلاقٍ (ال যোগে المُلاقِي) সাক্ষাৎকারী। ভোগকারী। বহুবচনে مُلاقون لاقِ - يُلاقِي - لاقٰى মাছদার مُلاقاةٌ সাক্ষাৎ করা, লাভ করা, ভোগ করা।

مُلٰقُوا اللّٰهِ এখানে اسم الفاعل তার مفعول به এর দিকে مضاف হয়েছে। মূলতঃ ছিলো مُلاقونَ اللّٰهَ মুযাফ হওয়ার কারণে جمع এর نون পড়ে গেছে। যেমন مُعلموا المدرسةِ - مُسلموا مَكَّةَ - مُجاهدوا الإسلامِ

اسم الفاعل কে مضارع এর অর্থে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং هم ملاقوا الله এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

فِئَةٌ বহুবচনে فِئَات দল। মাদ্দাহ فيأ

غَلَبت (পরাস্ত করেছে।) (ض) غَلَبَةٌ কাবু করা, পরাস্ত করা। প্রাধান্য বিস্তার করা। (ব্যবহার দেখো—)

غَلَبَهٗ সে তাকে পরাস্ত/কাবু করলো।

غَلَبَهُ الدَّيْنُ ঋণ তাকে কাবু/বিপর্যস্ত করে ফেললো। একই অর্থে غَلَبَ عَلَيْهِ الدين ও বলা হয়।

بإذن الله আল্লাহর ইচ্ছায়/হুকুমে।

بَـرَزُوا (সামনে এলো) (ن) بُـرُوزًا আত্মপ্রকাশ করা। (إلى অব্যয় যোগে) কোন দিকে অগ্রসর হওয়া বা গমন করা।

بَرَزَ سُؤَالٌ একটি প্রশ্ন দেখা দিলো।

بَـرَزَ إلى الوُجودِ অস্তিত্ব লাভ করলো।

بَـرَزَ إلى الميدانِ মাঠে নামলো।

أفرغ (ঢেলে দাও) إفْـرَاغًا খালি করা, ঢালা।

أَفْـرَغَ الإِنَاءَ পাত্র খালি করলো؛ أَفْـرَغَ الماءَ পানি ঢাললো

أَفْـرَغَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الصَّبْرَ আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করলেন

أَفْـرَغَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ الصَّبْرَ আল্লাহ তার হৃদয়ে ধৈর্য দান করলেন

ثَبِّتْ (দৃঢ় করুন) تَثْبِيتًا দৃঢ় করা, প্রতিষ্ঠিত করা, স্থির করা

هزموا (তারা পরাস্ত করল) (ض) هَزِيْمَةً পরাস্ত/পরাজিত করা

বাক্য বিশ্লেষণ

أنهم ملاقوا الله এটি يظنون এর مفعول به আর ملاقوا الله হচ্ছে أن এর خبر

كم (কত) এই শব্দটি প্রশ্নবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন পরবর্তী শব্দটি منصوب হয়। উদাহরণ–

كَمْ كِتَابًا عِنْدَكَ، كَمْ تِلْمِيذًا فِي الْفَصْلِ

কখনো কখনো আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন পরবর্তী শব্দটি مجرور হয়। উদাহরণ كَمْ مالٍ أنفَقْتَ (কত মাল খরচ করেছি!) অর্থাৎ অনেক মাল খরচ করেছি।

আধিক্যবাচক অর্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রে كم এর পরে সাধারণত অতিরিক্তরূপে من আসে। আলোচ্য আয়াতে যেমন এসেছে।

তরজমা ঃ তারা বললো, আজ জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। যারা বিশ্বাস করতো যে, তারা আল্লাহর সম্মুখীন হবে, তারা বললো, কত ক্ষুদ্র দল আল্লাহর ইচ্ছায় কত বড় দলকে পরাস্ত করেছে! আর আল্লাহ তো ছবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।

আর যখন তারা জালূত ও তার বাহিনীর সম্মুখীন হলো তখন তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং আমাদেরকে অবিচল রাখুন এবং আমাদেরকে কাফির কাওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। অতঃপর তালূতের বাহিনী জালূতের বাহিনীকে আল্লাহর ইচ্ছায় পরাজিত করলো এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলেন। আর আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে শিক্ষা দিলেন যা তিনি ইচ্ছা করেন তা থেকে।

(١٠) يٰاَيُّهَا الذين اٰمَنوا أَنْفِقُوا مِمَّا رزقْنٰكم مِنْ قبلِ ان يأتِيَ يومٌ لا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لا خُلَّةٌ و لا شَفاعَةٌ، و الكٰفرون هم الظلمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

خلة — অন্তরঙ্গতা, গভীর বন্ধুত্ব। (অন্য অর্থ) বন্ধু (এ অর্থে উভয় লিঙ্গে এবং একবচনে ও বহুবচনে ব্যবহৃত, দ্বিবচনে خلتان)

شفاعة — (সুফারিশ) (ف) شَفْعًا সুফারিশ করা।
شَفاعَةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
شَفَعْتُ له তার জন্য সুফারিশ করলাম।
شَفَعْتُ في أمرٍ কোন বিষয়ে সুফারিশ করলাম।

বাক্য বিশ্লেষণ

أنفقوا — (তোমরা খরচ করো) এর مفعول به হলো উহ্য شيئا

مـا — হচ্ছে اسم الموصول পরবর্তী جملة টি তার صله আর عائد إلى الموصول এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ رزقناكموه
موصول ও صلة মিলে من এর مجرور এর স্থানে এসেছে।
... مما অংশটি أنفقوا এর সাথে متعلق হয়েছে।

مِنْ قَبْلِ — এখানে حرف الجر টি অতিরিক্ত। আর مجرور টি মূলতঃ أنفقوا এর ظرف الزمان

لا بيع فيه — এটা يوم এর صفة হিসাবে رفع এর স্থানে এসেছে।

يوم — হচ্ছে يأتي এর فاعل আর এ বাক্যটি أن দ্বারা মাছদার হয়ে قبل এর مضاف إليه হয়েছে। অর্থাৎ قَبْلَ اِتْيانِ يَوْمٍ

هم الظلمون — খবর সাধারণতঃ نكرة হয়, কিন্তু خبر যখন ال যুক্ত معرفة হয় তখন مبتدأ ও خبر এর মাঝে যমীরের মত একটি শব্দ আনা হয়। তারকীবে এর কোন স্থান নেই এবং এর আলাদা কোন

অর্থ নেই, তবে তা তাকীদ প্রকাশ করে। আর মুবতাদা-খবর এবং মাওছূফ-ছীফাত-এর মাঝে পার্থক্য করে। এটাকে فاصل বলে। উদাহরণ দেখো–

رَاشِدٌ عَاقِلٌ (মুবতাদা ও খবর)

رَاشِدٌ الْعَاقِلُ (মাওছূফ ও ছিফাত)

رَاشِدٌ هُوَ الْعَاقِلُ (মুবতাদা ও খবর)

(মাঝখানে هو না থাকলে বোঝার উপায় নেই যে, তা মাওছূফ-ছিফাত, না মুবতাদা-খবর।)

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! যেদিন কোন বেচা-কেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুফারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না, সেদিন আসার আগেই তোমরা আমার দেয়া রিযিক থেকে আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করো। আর কাফিররাই হলো যালিম।

(٢) لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ و لا نَومٌ، له ما في السَّمٰوٰتِ و ما في الأَرْضِ، مَنْ ذا الذي يَشْفَعُ عِنْدَه إِلَّا باذنه، يَعْلَمُ ما بينَ اَيْدِيهِم وَ ما خَلْفَهُم *

শব্দ বিশ্লেষণ

سِنَة — তন্দ্রা। মূলরূপ وسن নিয়মের বাইরে و কে ফেলে তার পরিবর্তে শেষে ة যোগ করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

في السموت এ অংশটি موجود এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق হয়েছে, আর شبه الفعل এর মাঝে বিদ্যমান هو যমীর হচ্ছে তার شبه الفاعل (এবং এটাই عائد إلى الموصول)

شبه الفعل - شبه الفاعل ও متعلق মিলে شبه الجملة হয়ে ما الموصولة এর صلة হয়েছে।

في الأرض সম্পর্কে একই কথা।

ما في الأرض এই অংশটি ما في السموت এর উপর معطوف

معطوف ও معطوف ما في السموت و ما في الأرض এ অংশটি
عليه মিলে মুবতাদা হয়েছে।

له হচ্ছে ثابتان এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق আর
شبه الفعل টি তার شبه الفاعل ও متعلق কে নিয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী
মুবতাদার অগ্রবর্তী খবর হয়েছে। বাক্যটির মূলরূপ এই–
ما (موجودٌ) في السمٰوٰتِ و ما (موجودٌ) في الأرضِ (ثابتان) له

من — এটি প্রশ্ন-শব্দ এবং সুকূনের উপর মাবনী (স্থির) এখানে তা
مبتدأ হিসাবে رفع এর স্থানে আছে, আর ذا হলো اسم الإشارة।
এটি من এর خبر

ذا। কারণ بدل থেকে اسم الإشارة এ অংশটি الذي يشفع عنده
দ্বারা যে সত্তার দিকে ইশরা করা হয়েছে الذي يشفع عنده
দ্বারা তাকেই বোঝানো হয়েছে। আর উভয় শব্দের লক্ষ্য অভিন্ন
সত্তা হলে প্রথমটিকে مبدل منه ও দ্বিতীয়টিকে بدل বলে।

من ذا। মানে কে সে ?

من ذا الذي يشفع কে সে যে সুফারিশ করবে ?

ما بين — এখানে ما হচ্ছে موصول আর بين ايديهم হচ্ছে موجود এই উহ্য
شبه الفعل এর ظرفُ مكانٍ – আর شبه الفعل এর মাঝে
বিদ্যমান هو যামীর হচ্ছে তার شبه الفاعل

صلة শবه الجملة হয়ে মিলে ظرف ও شبه الفاعل - شبه الفعل.
আর صلة ও موصول মিলে يعلم এর مفعول به

وما خلفهم — এটি একই ভাবে شبه الجملة হয়ে ... ما بين এর উপর معطوف
শাব্দিক অর্থ– তিনি জানেন ঐ সকল বিষয় যা তাদের সামনে
বিদ্যমান রয়েছে এবং যা তাদের পিছনে বিদ্যমান রয়েছে।

তরজমা ঃ তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সমস্ত আসমানে এবং যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই জন্য। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে কে সুফারিশ করতে পারে? (কেউ পারে না।)
তিনি তাদের সামনের-পিছনের সমস্ত বিষয় জানেন।

(٣) اللّٰهُ وَلِيُّ الذين اٰمَنُوا يُخْرِجُهم مِنَ الظُّلُمٰتِ الى النُّورِ، و الذين كَفَروا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونهم مِنَ النور الى الظلمٰتِ، اُولئك اصحٰب النار هم فيها خٰلِدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

ولي — সাহায্যকারী, বন্ধু, অভিভাবক, বহুবচনে أَوْلِيَاءُ

طاغوت — আল্লাহ্ ছাড়া যে কোন বাতিল উপাস্য। স্বেচ্ছাচারী। শয়তান (উভয় লিঙ্গে এবং একবচনে ও বহুবচনে এর ব্যবহার, তবে বহুবচনের আলাদা শব্দ হলো طَوَاغِيْتُ দ্বিবচনে طاغوتان)

বাক্য বিশ্লেষণ

الله — মুবতাদা, আর ولي الذين امنوا হচ্ছে খবর।
مضاف إليه الذين امنوا অংশটি মাওছূল ও ছিলাহ্ মিলে

و الذين كفروا — অংশটি মুবতাদা, আর اولياؤهم হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদা, আর الطاغوت হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। তারপর মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে প্রথম মুবতাদার খবর।
বাক্যটির সংক্ষিপ্ত রূপ– أَوْلِيَاءُ الذين كَفَروا الطاغوتُ

তরজমা ঃ আল্লাহ ঈমানদারদের সহায়, তিনি তাদেরকে সর্বপ্রকার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরি করে তাদের বন্ধু হলো তাগুত (বা মিথ্যা উপাস্যগণ)। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে আনে। ওরাই হলো জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(٤) اَلَمْ تَرَ اِلى الذي حَاجَّ ابرهيمَ في رَبِّهٖ اَنْ اٰتٰه اللّٰهُ الملكَ اِذْ قال ابرهيمُ رَبِّيَ الذي يُحْيي و يُميت، قال اَنا اُحْيي و اُميت قال ابرهيم فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ المشرقِ فَأْتِ بها من المغرب فَبُهِتَ الذي كَفَرَ، وَ اللّٰهُ لا يهدي القومَ الظلمين *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَاجَّ (বিতর্ক করেছে) مفاعلة মূলরূপ حَاجَجَ এখানে ج কে ج এর মাঝে ادغام করা হয়েছে। মাছদার مُحَاجَّةً মূলরূপ مُحَاجَجَةً ব্যবহার- حَاجَّه তার সাথে বিতর্ক করলো। حاج معه নয়।

يأتي بِ (আনয়ন করেন) (দেখো, পৃঃ ১০)

أَتَيْتَ بِمُنْكَرٍ عظيم তুমি একটি বিরাট অন্যায় করেছো।

مَشْرِقٌ অর্থ شُروق বা উদয়ের স্থান। مَغْرِبٌ অর্থ غُروب বা অস্ত যাওয়ার স্থান।

بهت (লাজবাব হয়ে গেলো) (ف) بَهْتًا হতবাক ও হতবুদ্ধি করা। بَهَتَهُ شَيْءٌ কোন কিছু তাকে হতবুদ্ধি করল। (মাজহূলের অর্থ- সে হতবুদ্ধি হলো।)

(অন্য অর্থ) (ف) بُهْتَانًا অপবাদ দেয়া। بَهَتَنِي

বাক্য বিশ্লেষণ

اتاه الملك বাক্যটি أن দ্বারা মাছদার হয়ে উহ্য حرف الجر এর مجرور এর স্থানে এসেছে। মূলতঃ ছিলো- لِأَنْ آتَاهُ الْمُلْكَ অর্থ- আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করার কারণে।

الذي يحيى মাওছূল ও ছিলাহ মিলে ربي এর খবর।

إذ এটি حاج এর ظرف الزمان অর্থাৎ ঐ সময় বিতর্ক করেছে যখন ইবরাহীম বললেন।

তরজমা ঃ আপনি কি ঐ লোকটিকে দেখেন নি যে ইবরাহীম-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো এ কারণে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছেন, (ঐ সময়) যখন ইবরাহীম বললেন, আমার প্রতিপালক ঐ সত্তা যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। সে বললো, আমিই তো জীবন দান করি এবং মৃত্যু দান করি।

(লোকটির নির্বুদ্ধিতা দেখে) ইবরাহীম বললেন, আচ্ছা, আল্লাহ তো সূর্যকে মাশরিক থেকে উদিত করেন, সুতরাং তুমি মাগরিব থেকে তা উদিত করো দেখি! তখন ঐ কাফের লা-জবাব হয়ে গেলো। আসলে আল্লাহ যালিম কাওমকে হেদায়াত করেন না।

(৫) مَثَلُ الذين يُنفقون اموالَهم في سبيل الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِأَةُ حَبَّةٍ، وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ اللّٰهُ واسِعٌ عليم *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَبٌّ (দানা, শস্য) এটি اسمُ جِنْسٍ বা জাতিবাচক শব্দ। বহুবচনে حُبوبٌ একবচনে حَبَّةٌ এবং তা থেকে বহুবচন حَبَّاتٌ
(এ সম্পর্কে আলোচনা দেখো, পৃঃ ৯)

انبتت (অংকুরিত করল) إنْباتًا অংকুরিত করা। ফলানো।
نَبْتاً، نَباتًا (ن) অংকুরিত হওয়া, ফলা।
نَبَتَ الزَّرْعُ ফসল ফলেছে।
أَنْبَتَ المطرُ الزرعَ বৃষ্টি ফসল ফলিয়েছে।

سُنْبُلٌ শীষ। এটি اسمُ جِنْسٍ বহুবচনে سَنابِلُ একবচনে سُنْبُلَةٌ তা থেকে বহুবচন سُنْبُلاتٌ

يضاعف (দ্বিগুণ করেন) مفاعلة থেকে।
تَضاعَفَ দ্বিগুণ হলো। গুরুতর হলো। تفاعل থেকে।

বাক্য বিশ্লেষণ

... مثل الذين মূলতঃ ছিল- مَثَلُ إنْفاقِ الَّذِين এখানে إنفاق শব্দটি একই সাথে مضاف ও مضاف إليه হয়েছে। (যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাদের খরচের উদাহরণ হল)
এখানে إنفاق শব্দটির প্রয়োজন এ কারণে যে, খরচকারীরা দানার মত নয়, বরং তাদের খরচকৃত মাল হচ্ছে শস্যদানার মত।

... أنبتت এই বাক্যটি حبة এর صفة হয়ে جر এর স্থানে এসেছে।

مأة حبة হচ্ছে পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, আর الجر حرف ও مجرور মিলে شبه الفعل এর সাথে متعلق আর এই উহ্য موجودة شبه الفعل - شبه الفاعل ও متعلق মিলে অগ্রবর্তী খবর।

তরজমা ঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাদের খরচের উদাহরণ হলো এমন শস্যদানা যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করেছে; (আর) প্রতিটি শীষে রয়েছে একশটি দানা (অর্থাৎ একটি দানা খরচ করে সাতশটি দানা প্রতিদান পাবে।) আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বহুগুণ করে দেন। আর আল্লাহ অতিদানশীল, সর্বজ্ঞ।

(٦) يَاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقٰتِكم بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تُبْطِلُوا (তোমরা বাতিল করো না) إِبْطَالاً বাতিল করা, নষ্ট করা।
(ن) بُطْلَانًا বাতিল/নষ্ট হওয়া।

مَنٌّ (অনুগ্রহ ফলানো) (ن) مَنًّا অনুগ্রহ করা, অনুগ্রহ ফলানো।
(ব্যবহার على অব্যয়যোগে)
مَنَّ اللّٰهُ عَلَينا আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।
لا تَمُنُّوا على الفُقَراءِ দরিদ্রদের প্রতি অনুগ্রহ ফলিও না।

أَذًى (ال যোগে الاَذٰى) কষ্ট (س) أَذًى কষ্ট পাওয়া।
أَذِيَ بِشَيْءٍ কোন কিছু দ্বারা কষ্ট পেলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

صدقاتكم এটি مفعول به এবং الف ও ت দ্বারা جمع হওয়ার কারণে فتحة এর পরিবর্তে كسرة দ্বারা منصوب হয়েছে। (দেখো, পৃঃ ৪০)

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহ ফলানো ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের দান-ছাদাকাকে নষ্ট করো না।

(٧) الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً منه و فَضْلًا و اللّٰه واسع عليم *

শব্দ বিশ্লেষণ

يعدكم (তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন) (ض) وَعْدًا، عِدَةً প্রতিশ্রুতি দেয়া, ওয়াদা করা। (ব্যবহার)
وَعَدَهُ أَمْرًا/بِأَمْرٍ তাকে কোন বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিলো।

وَعِيْدًا (ض) হুমকি দেয়া, ভয় দেখানো। (ব্যবহার-)

وَعَدَهُ شَرًّا/بِشَرٍّ তাকে অনিষ্টের ভয় দেখালো।

فقر — দারিদ্র্য।

فحشاء — (এবং فُحش) অশ্লীল কথা বা কাজ। فاحشة অশ্লীল কথা বা কাজ। বহুবচনে فَواحِشُ

বাক্য বিশ্লেষণ

منه — এটি نازلةً এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق এবং তা معطوف এর উপর مغفرة হচ্ছে فضلا আর صفة এর مغفرةً

তরজমা ঃ শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায়, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ হতে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দান করেন। আর আল্লাহ্ অতিদানশীল ও সর্বজ্ঞ।

(٨) الذين يُنفِقون اَموالَهم بِاللَّيْلِ و النهار سِرًّا وَ عَلانِيَةً فَلَهُم اَجْرُهم عِنْدَ رَبِّهم، وَ لا خَوْفٌ عليهم و لا هم يَحْزَنُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

سِرًّا وَعلانِيَةً (গোপনে ও প্রকাশ্যে) سر গোপন কথা, ভেদ, রহস্য। أَسْرَارٌ হচ্ছে বহুবচন। علانية প্রকাশ্য বিষয়।

أجر — প্রতিদান। বহুবচনে أُجور

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين ينفقون এ অংশটি মুবতাদা لهم أجرهم عند ربهم বাক্যটি খবর

عند ربهم এটি موجودًا এর সাথে متعلق এবং তা حال বাক্যটির মূলরূপ-

أَجْرُهم (ثابِتٌ) لَهُمْ (مَوجودًا) عندَ رَبِّهم

শাব্দিক অর্থ- তাদের প্রতিদান তাদের জন্য সাব্যস্ত রয়েছে, এমন অবস্থায় যে, তা তাদের প্রতিপালকের নিকট বিদ্যমান।

بالليل — এখানে ب অব্যয়টি ظرف এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ في الليل

سرا و علانية শব্দ দু'টি মাছদার, তবে اسم الفاعل এর অর্থে حال হয়েছে।

অর্থাৎ مُسِرِّيْنَ وَ مُعْلِنِيْنَ (গোপনকারী ও প্রকাশকারী অবস্থায়)

তরজমা ঃ যারা রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই। আর তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

(৯) قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ، وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَحَلَّ (হালাল করেছেন) إِحْلاَلاً হালাল করা।

حَرَّمَ (হারাম করেছেন।) تَحْرِيْمًا হারাম করা।

الربوا (ال ছাড়া) رِبًا সুদ।

বাক্য বিশ্লেষণ

انما — ما অব্যয়টি হলো إن এর আমল রোধকারী। এটি না থাকলে إن অব্যয়টি পরবর্তী مبتدأ কে তার اسم রূপে নছব দিতো এবং إن البيعَ مثلُ الربوا পড়া হতো। এটিকে ما الكافة বলে। (অর্থাৎ আমল রোধকারী ما)

إن সর্বদা মুবতাদা ও খবরের শুরুতে আসে। কিন্তু ما الكافة যুক্ত হলে فعل এর শুরুতেও আসতে পারে। যেমন- إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا - আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে আলিমগণই শুধু আল্লাহকে ভয় করে।

তরজমা ঃ তারা বলে, বেচা-কেনা তো সুদের মত। (অর্থাৎ দু'টোই বৈধ) অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اٰتُوْا (তারা দিলো) দেখো, পৃঃ ২৭ ও ১৬

ذَرُوْا (তোমরা বর্জন করো, ত্যাগ করো, ছাড়ো) এই মাদ্দাহ থেকে أمر ও مضارع ব্যবহৃত হয়, ماضي ও مصدر ব্যবহৃত হয় না। ماضي এর জন্য ترك এবং মাছদারের জন্য الترك ব্যবহৃত হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما হচ্ছে موصول আর من الربوا অংশটি হচ্ছে موصول এর ব্যাখ্যা।

সহজ তরজমা– ঐ সুদ ছেড়ে দাও যা অবশিষ্ট রয়েছে গেছে।

সহজতম তরজমা– অবশিষ্ট সুদ ছেড়ে দাও।

শাব্দিক অর্থ– ঐ জিনিস ছেড়ে দাও যা অবশিষ্টি রয়ে গেছে অর্থাৎ সুদ।

إن كنتم مؤمنين পরবর্তীতে جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ–

إن كنتم مؤمنين فَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الربوا

পূর্ববর্তী وذروا বাক্যটি جواب الشرط এর প্রতি ইঙ্গিত করছে। এটি جواب الشرط নয়। কারণ جواب الشرط কখনো شرط এর আগে আসতে পারে না।

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং ছালাত কায়েম করেছে এবং যাকাত আদায় করেছে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যে সুদ অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

ব্যাখ্যা ঃ সুদের হুরমতের হুকুম নাযিল হওয়ার আগে ছাহাবা কেরামের মাঝেও সুদের লেনদেন ছিলো। সুদ হারামের হুকুম নাযিল হওয়ার সময় অনেকের কাছে সুদের টাকা পাওনা ছিলো। সেগুলো ছেড়ে দেয়ার এবং না নেয়ার হুকুম এখানে দেয়া হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

ترجعون (দেখো, পৃঃ ১৩)

বাক্য বিশ্লেষণ

فيه ترجعون فيه বাক্যটি يوما এর صفة হিসাবে نصب এর স্থানে এসেছে। এর ضمير হচ্ছে عائد إلى الموصول জুমলা যখন পূর্ববর্তী نكرة এর صفة হয় তখন ছিফাত-বাক্যে একটি ضمير থাকা জরুরী, যা موصوف এর দিকে ফেরে। এভাবে موصوف ও صفة এর মাঝে একটি বন্ধন ও সংযোগ সৃষ্টি হয়।

তরজমা ঃ আর তোমরা ঐ দিনকে ভয় করো যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

(١٢) وَ اتَّقُوا اللّٰهَ و يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليمٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

بكل شيء এ অংশটি عليم এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেন, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত।

(١٣) لِلّٰهِ ما في السَّمٰوٰتِ و ما في الارضِ وَ اِنْ تُبْدوا ما في اَنْفُسِكم اَوْ تُخفوه يُحاسِبْكم به اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إن تبدوا (যদি তোমরা প্রকাশ করো) إِبْداءٌ প্রকাশ করা। মাদ্দাহ بدو –
(ن) بَدا - يَبْدُو - بُدُوًّا প্রকাশ পাওয়া।
يَبدوا أَنَّكَ ضَعيفٌ মনে হচ্ছে যে, তুমি দুর্বল।
أن পরবর্তী জুমলাকে মাছদারে পরিণত করে, তাই বাক্যটির মূলরূপ হলো يَبْدُو ضَعْفُكَ তোমার দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে।

يحاسبكم (তিনি তোমাদের হিসাব নেবেন) حِسَابًا ও مُحَاسَبَةً
حاسَبَه তার থেকে হিসাব নিলো। তাকে প্রতিদান দিলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

لله ما في السَّمٰوٰتِ و ما في الأرض এর তারকীব দেখো, পৃঃ ৫০

تبدوا এটি إن এর شرط রূপে مجزوم হয়েছে, আর تخفوا হচ্ছে تبدوا এর উপর معطوف

يحاسبكم এটি جواب الشرط রূপে مجزوم হয়েছে।

তরজমা ঃ আসমানে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহর জন্য। আর তোমাদের অন্তরে যা আছে যদি তোমরা তা প্রকাশ করো, কিংবা গোপন করো সে বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা করেন তাকে মাফ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আযাব দেবেন।

(١٤) رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا، وَ اغْفِرْ لَنا، وَ ارْحَمْنا، انتَ مَوْلٰنا فَانصُرْنا على القومِ الكٰفِرِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تحملنا (আমাদের উপর চাপাবেন না)
حَمَّلَهُ شَيْئًا أو أَمْرًا কোন বস্তু বা বিষয় তার উপর চাপালো। তাকে বহন করতে বাধ্য করলো।

اعف عنا (আমাকে ক্ষমা করুন) (ن) عَفْوًا ক্ষমা করা, (ব্যবহার عَن অব্যয়যোগে) (বাংলায় এর তরজমা হয় مفعول به এর মত)

مَوْلًى (ال যোগে المَوْلىٰ) মনিব, বন্ধু, অভিভাবক।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما এটি موصول আর لا طاقَةَ لنا به বাক্যটি হচ্ছে صلة আর ه যমীরটি হচ্ছে عائد إلى الموصول ছিলাহ-মাওছূল মিলে لا تُحَمِّلْ এর দ্বিতীয় مفعول به

الموصولة। ما-এর নিজস্ব অর্থ হলো ঐ জিনিস যা, যাকে, যার, তবে প্রতিটি বাক্যে বিদ্যমান الموصولة। ما -এর একটি স্থানীয় অর্থ আছে, যা বাক্যের ঐ স্থানের উপযোগী হয়ে থাকে। যেমন- أَكَلْتُ مَا طَبَخَتْهُ أُمِّي (ما এর নিজস্ব অর্থ হিসাবে বাক্যটির তরজমা হবে) আমি ঐ জিনিস খেয়েছি যা আমার আম্মা তৈরী করেছেন, তবে এই স্থানে ما দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'খাবার'। সুতরাং ما এর স্থানীয় অর্থ হিসাবে তরজমা হবে, আমি ঐ খাবার খেয়েছি যা আমার আম্মা রান্না করেছেন। বাক্যস্থ ما এর স্থানীয় অর্থটি বোঝা যায় ما এর পূর্বাপর শব্দ থেকে। যেমন এখানে أَكَلْتُ এবং طَبَخَتْ থেকে বোঝা যায় যে, ما দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'খাবার'।

আলোচ্য আয়াতে ما الموصولَةُ এর নিজস্ব অর্থ হিসাবে তরজমা হবে- আপনি আমাদের উপর ঐ জিনিস চাপাবেন না যার সাধ্য আমাদের নেই। আর ما الموصولة এর স্থানীয় অর্থ হিসাবে তরজমা হবে- আপনি আমাদের উপর ঐ দায়িত্ব চাপাবেন না যার সাধ্য আমাদের নেই।

তরজমা ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে এমন দায়িত্ব বহনে বাধ্য করেন না যার সাধ্য আমাদের নেই। আর আপানি আমাদের পাপ মোচন করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে করুণা করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক, সুতরাং কাফির কাওমের বিরুদ্ধে আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন।

(١٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

عزيز — আল্লাহর গুণবাচক নাম। মহাপরাক্রমশালী, যাকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না। অন্যান্য অর্থ- মর্যাদাবান, প্রিয়, দামী মূল্যবান, অসহনীয়।

عِـزًّا (ض) পরাক্রমশালী হওয়া। মর্যাদাবান হওয়া।

عَـزَّ الْأَمْرُ عليـهِ বিষয়টি তার জন্য কঠিন বা অসহনীয় হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

لهم عذاب شـديد এই বাক্যটি إن এর خبـر

لا يَخْفىٰ عَلىٰ اللّٰهِ شيءٌ - বাক্যটি মূলতঃ এই- إن الله لا يخفى عليه شيء

ফেয়েলের শুরুতে إن ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই মাজরূরকে

শুরুতে এনে মুবতাদা বানাতে হবে এবং তার স্থলে যমীর

বসাতে হবে। যেমন - اللّٰهُ لا يَخْفىٰ عليه شَيْءٌ এবার শুরুতে

إن যোগ করো।

في الأرض এটি شيء এর صفة এবং তা متعلق এর সাথে موجود

ولا في السـماء এখানে لا অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে তাকীদের জন্য এসেছে।

আর في السـماء অংশটি معطوف হয়েছে في الأرض এর উপর।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

নিঃসন্দেহে আসমান-যমীনের কোন কিছু আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।

(١٦) رَبَّنا لا تُزِغْ قُـلوبَنَا بعـدَ إذْ هَدَيْـتَـنا وَهَبْ لنـا مِـن لدُنْـكَ رحمـةً، إنـكَ انـتَ الوَهَّـاب * رَبَّنا انك جامِعُ النَّاسِ لِـيَوْمٍ لا ريـبَ فيه، إنَّ اللّٰهَ لا يُخْلِف المـيـعادَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تزغ (বক্র করবেন না) إزاغَةً বক্র করা, ঝুঁকানো, গোমরাহ করা।

زَيْغًا، زَيـوغًا (ض) বক্র হওয়া, গোমরাহ হওয়া।

(বিভিন্ন ব্যবহার)

زاغَتِ الشـمسُ সূর্য অস্ত যাওয়ার দিকে ঝুঁকলো। অর্থাৎ অস্তপ্রায় হলো। زاغَ عَنِ الطَّرِيقِ পথ থেকে সরে গেলো।

زَاغَ الْقَلْبُ হৃদয় বক্র হলো। (অর্থাৎ অসত্যের দিকে ঝুঁকলো।)

هَبْ (দান করুন) (ف) وَهْبًا، هِبَةً দান করা। ব্যবহার-
وَهَبْتُ له شَيْئًا আমি তাকে কোন জিনিস দান করলাম।
(আমি হলাম وَهَّابٌ - وَهُوبٌ - وَاهِبٌ প্রথমটি اسم الفاعل আর অপর দু'টি হলো অতিশয়ী শব্দ।)

لدن এটি اسم الظرف সুকূনের উপর মাবনী عِنْدَ এর সমার্থক। তবে উভয়ের মাঝে ব্যবহারগত পার্থক্য আছে।

ميعاد (প্রতিশ্রুত সময় বা স্থান) বহুবচনে مَوَاعِيدُ

لا يخلف الميعاد (ওয়াদা খেলাফ করেন না) (ব্যবহার)
أَخْلَفَ الوَعْدَ/بِالْوَعْدِ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো।
أَخْلَفَ الْمِيعَادَ প্রতিশ্রুত স্থান বা সময়ের অন্যথা করলো। (অর্থাৎ যে সময় বা স্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা রক্ষা করলো না।)

বাক্য বিশ্লেষণ

بعد এটি لا تزغ এর ظرف الزمان আর إذ হচ্ছে কালবাচক اسم ظرف এটি بعد এর مضاف إليه আর إذ এর পরের বাক্যটি হচ্ছে إذ এর مضاف إليه মূলরূপ- بعدَ زمانِ هِدايَتِنا আমাদেরকে হেদায়েত দানের সময়ের পরে। (দেখো, পৃঃ ৩৫)

أنتَ الوهَّابُ খবরটি ال যুক্ত বলে তার পূর্বে فصل এসেছে। কিংবা أنت হচ্ছে إن এর ইসমের তাকীদ।

الناس এখানে اسم الفاعل তার مفعول به এর দিকে مضاف হয়েছে।

ليومٍ এটি جامع এর সাথে متعلق

لا ريبَ فيه বাক্যটি يوم এর صفة রূপে مجرور এর স্থানে এসেছে।

তরজমা ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর আমাদের কলবকে গোমরাহ করেন না, আর আমাদেরকে আপনার পক্ষ হতে রহমত দান করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই পরম দাতা।
হে আমাদের প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে আপনি মানুষকে এমন একদিন একত্র করবেন, যেদিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ তো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

(١٧) إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم و لا أولادهم من الله شيئا ، و اولئك هم وقود النار *

শব্দ বিশ্লেষণ

لن تغني (কিছুতেই কোন কাজে আসবে না) বাবুল ইফ'আল।
أغنى الرجل عنك লোকটি তোমার জন্য যথেষ্ট হলো।
لا يغني عنك مالك (شيئا) তোমার মাল তোমার (কোন) কাজে আসবে না।
لا يغني عنك مالك من الله شيئا আল্লাহর মোকাবেলায় তোমার মাল তোমার কোন কাজে আসবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

و لا أولادهم এখানে لا অব্যয়টি অতিরিক্ত, পূর্বের نفى কে আরো জোরদার করার জন্য এসেছে। أولادهم হচ্ছে أموالهم এর উপর معطوف

شيئا এটি لن تغني এর مفعول به

أولئك মুবতাদা, هم দ্বিতীয় মুবতাদা وقود النار হচ্ছে তার খবর। আর এই জুমলাটি প্রথম মুবতাদার খবর।
যমীরটি না থাকলে وقود النار সরাসরি أولئك এর خبر হতো, তবে বর্তমান তারকীবে তাকীদ ও বিশিষ্টতার অর্থ রয়েছে।

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করে তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের কোনই কাজে আসবে না। আর তারাই হলো জাহান্নামের ইন্ধন।

(١٨) و الله بصير بالعباد * الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار *

শব্দ বিশ্লেষণ

بصير আল্লাহর গুণবাচক নাম। সর্বদর্শী, যিনি সবকিছু দেখেন।
بصر بشيء (ك) بصرا ও بصارة চক্ষুষ্মান হওয়া। بصر بشيء কোন কিছু অবলোকন করলো। أبصر অবলোকন করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين হচ্ছে العباد এর صفة

وقنا عذاب النار দেখো, পৃঃ ৩৮

তরজমা ঃ আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদের গোনাহ মাফ করুন এবং আমাদেরকে আযাব হতে রক্ষা করুন।

(১৯) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤتِي الْمُلْكَ مَن تشاء وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشاء و تُعِزُّ مَن تشاء وَ تُذِلُّ من تشاء، بِيَدِكَ الخيرُ، إنَّكَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ * تُولِجُ الليلَ في النهارِ و تُولِجُ النهارَ في الليلِ و تُخرِجُ الحيَّ مِنَ الميتِ و تُخرِجُ الميتَ مِنَ الحَيِّ و ترزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حسابٍ*

শব্দ বিশ্লেষণ

تنزع (আপনি ছিনিয়ে নেন) (ض) نَزْعًا উপড়ে ফেলা, টেনে আনা। (বিভিন্ন ব্যবহার দেখো–)

نَزَعَ الشيءَ مِنْ مَكانِه বস্তুটিকে স্ব-স্থান থেকে উপড়ে ফেললো।

نَزَعَ الماءَ مِنَ البِئْرِ কুয়া থেকে পানি টেনে তুললো।

نَزَعَ يدَه من جَيْبِه সে তার জামার 'বুকফাড়া' দিয়ে তার হাত বের করলো।

تولج (আপনি প্রবেশ করান) أَوْلَجَ – يُولِجُ – أَوْلِجْ মাছদার إيلاجًا (মলতঃ إولاجا) প্রবেশ করানো।

وَلَجَ – يَلِجُ – لِجْ মাছদার (ض) وُلوجًا প্রবেশ করা। (ব্যবহার)

وَلَجَ البيتَ ; وَلَجَ شيءٌ في شيءٍ ١

تشاء (ইচ্ছা করেন, চান) (ف) شَاءَ – يَشاءُ – شَيْئًا ইচ্ছা করা, চাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

اللهم আসলে ছিল يا الله – এখানে حرف النداء এর পরিবর্তে শেষে মুশাদ্দাদ م যোগ করা হয়েছে।

مالك الملك এটা দ্বিতীয় منادى – এর শুরুতে يا উহ্য রয়েছে।

من تشاء মাওছূল ও ছিলাহ মিলে تُؤتى এর দ্বিতীয় مفعول به আর عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ من تشاؤه

الخير হচ্ছে পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, আর بِيَدِكَ অংশটি موجودٌ এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর।

الخيرُ بِيَدِكَ (কল্যাণ আপনার হাতে রয়েছে।) পরবর্তীকে অগ্রবর্তী করলে حَصْرٌ বা বিশিষ্টতার অর্থ হয়। তাই بِيَدِكَ الخيرُ এর অর্থ– কল্যাণ আপনারই হাতে রয়েছে (অন্য কারো হাতে নয়) حَصْرٌ কিছুকে কিছুর সাথে বিশিষ্ট করা।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, হে আল্লাহ! হে রাজত্বের অধিকারী! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে রাজত্ব দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা করেন রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে মর্যাদা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে অপদস্থ করেন। আপনারই হাতে রয়েছে সর্বকল্যাণ। নিঃসন্দেহে আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।
আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। আর যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বেহিসাব যিরিক দান করেন।

ব্যাখ্যা– আল্লাহ আপন কুদরতে দিন-রাতকে ছোট বড় করেন। আর জীবিতকে মৃত থেকে বের করার উদাহরণ হলো, ডিম থেকে প্রাণী বের করা, আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করার উদাহরণ হলো প্রাণী থেকে ডিম বের করা। এসবই আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রমাণ।

(٢٠) قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُم أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ

يـعـلَـمُ مـا فـي الـسَّـمٰوٰتِ و مـا فـي الارض و الله عَلىٰ كُـلِّ شَـيْءٍ قـديـرٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

في صُدورِكم এর তারকীব في السمٰوٰتِ এর মত, পৃঃ ৫০। মাওছূল ও ছিলাহ মিলে تخفوا এর مفعول به

تبدوه এটি معطوف হয়েছে تخفوا এর উপর। আর ه যমীরটি ফিরেছে ما الموصولة এর দিকে।

يعلم ফেয়েল দু'টি إن এর شرط রূপে مجزوم হয়েছে, আর ফেয়েলটি جواب الشرط রূপে مجزوم হয়েছে।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, যদি তোমরা তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন করো বা প্রকাশ করো আল্লাহ তা জানবেন। আর আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন। আর আল্লাহ তো সর্ববিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

(٢١) قُـلْ إِنْ كُـنـتم تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَـاتَّـبِـعُـوني يُحْـبِـبـكم اللّٰهُ و يغـفِـرْ لَكم ذُنـوبَـكـم وَ اللّٰه غـفـورٌ رحـيـم *

বাক্য বিশ্লেষণ

اتبعوني (তোমরা আমাকে অনুসরণ করো) اِتِّبـاعًا অনুসরণ করা। এটি إن এর جواب الشرط – আর يحبب ফেয়েলটি মজযূম হয়েছে, আমরের পরে আসার কারণে। আমরের পর مضارع মাজযূম হয়। কেননা মূলতঃ তা উহ্য شرط এর جواب আসলে ছিলো– إن تَتَّبِعوني يُحْبِبْكم اللّٰهُ

তরজমা ঃ আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

(٢٢) كُلَّمـا دَخَلَ عليـهـا زَكرِيَّـا المحرابَ وَجَدَ عِـنـدَهـا رزقًـا قـال يٰـمـريـمُ اَنّٰى لَكِ هـذا قـالـت هـو مِن عـنـدِ اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ يـرزُقُ

مَن يشاء بِغَيْرِ حِساب * هُنالِكَ دعا زكريّا رَبَّه قالَ ربِّ

هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنكَ ذُرِّيَّةً طيبةً، اِنكَ سَميعُ الدُّعاءِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مِحْراب (মিহরাব) বহুবচনে مَحارِيبُ কক্ষ, ঘরের উত্তম অংশ। মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার স্থান।

أنى দেখো, পৃঃ ৪৪ هب দেখো, পৃঃ ৬৩ لدن দেখো, পৃঃ ৬৩

ذرية (সন্তান-সন্ততি)

বাক্য বিশ্লেষণ

كُلَّما (যখনই) كُلّ ও ما যুক্ত হয়ে ব্যাপকতাজ্ঞাপক ظرفُ الزمانِ এর অর্থ দেয়। এটি وجد এর ظرف রূপে منصوب হয়েছে।

من عند الله এ অংশটি مبعوث (প্রেরিত) এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর।

তরজমা ঃ আর যখনই যাকারিয়্যা তার কাছে (মসজিদসংলগ্ন) কক্ষে প্রবেশ করতেন, তার সামনে বিশেষ রিযিক (বে-মৌসমি ফল) দেখতে পেতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, হে মারয়াম, এটি তোমার কাছে কোথেকে এলো? তিনি বলতেন, তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত। আল্লাহ তো যাকে ইচ্ছা করেন তাকে বেহিসাব রিযিক দান করেন। তখন যাকারিয়্যা তার প্রতিপালকের কাছে দু'আ করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার পক্ষ হতে আমাকে উত্তম সন্তান দান করুন। আপনি তো (বান্দার) দু'আ শোনেন।

(২৩) وَ اِذ قالَتِ الملٰئِكَةُ يٰمريَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفٰكِ على نِساءِ العٰلَمينَ * يمرمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرّٰكِعينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اصطفى (তিনি নির্বাচন করেছেন) মূলতঃ ছিলো اصتفى – পরে ت কে ط দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। (على অব্যয়ের কারণে অন্যের

উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অর্থ এসেছে।)

اقنتي (তুমি অনুগত হও) (ن) قنوتا আল্লাহর আনুগত্য করা।

اركعي এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ১৬

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ এটি উহ্য ফেয়েল اذكر এর مفعول به এটি حين এর সমার্থক اسم الظرف সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে তার مضاف إليه হবে। মূলরূপ এই- وَاذْكُرْ حِيْنَ قَوْلِ الْمَلٰئِكَةِ ফিরিশতাদের এ কথা বলার সময়টিকে স্মরণ করুন। (দেখো, পৃঃ ৩৫)

তরজমা ঃ আর ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন ফিরেশতারা বললেন, হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে (বিশেষ বান্দীরূপে) নির্বাচন করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন। আর তোমাকে নারীসমাজের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। হে মারয়াম! তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হও এবং সিজদা করো এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু করো।

(٢٤) إن اللّٰهَ ربي و رَبُّكم فَاعبُدوه هذا صِراطٌ مستقيم * فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى منهم الْكُفْرَ قال مَنْ اَنْصارى إلى اللّٰه قال الحَوارِيُّونَ نحنُ اَنْصارُ اللّٰهِ اٰمَنا بِاللّٰهِ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسلِمُونَ، رَبَّنا اٰمَنَّا بِما اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشّٰهِدين *

শব্দ বিশ্লেষণ

أحس (অনুভব করলেন) إحساسًا অনুভব করা। (ব্যবহার- ب অব্যয় যোগে বা সরাসরি)
أَحَسَّ شَيْئًا أو بِشَيْءٍ কোন কিছু অনুভব করলো।

نصير (সাহায্যকারী) বহুবচনে أَنْصارٌ ও نُصَرَاءُ

حواري বহুবচনে حواريون অনুচর, শিষ্য। (হযরত ঈসা আঃ এর শিষ্য)

اشهد (সাক্ষী থাকুন) (س) شَهَادَةً সাক্ষ্য দেয়া। সাক্ষী হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

إلى الله এটি ذاهبا এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা حال হয়েছে। (অর্থ– আল্লাহর দিকে গমনকারী অবস্থায় কারা আমার সাহায্যকারী)

من أنصاري মুবতাদা ও খবর

مَنْ শব্দটি কখনো হয় প্রশ্নবাচক শব্দ বা اسم استفهام যেমন এখানে হয়েছে। আর কখনো হয় اسم الموصول যেমন يرزق من ফউপর যা আপনি নাযিল করেছেন।)

ما الموصولة এর অর্থ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৬১

الشاهدين কিছু অংশ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مع الشاهدين لك بالوحدانية (আপনার পক্ষে একত্বের সাক্ষ্যদানকারীদের সঙ্গে)

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তার ইবাদত করো। এটাই সরল পথ। তারপর ঈসা যখন তাদের (বনী ইসরাঈলের) পক্ষ হতে কুফুরি অনুভব করলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বললেন, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণ-কারী।

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। আর আমরা রাসূলকে অনুসরণ করেছি। সুতরাং আপনি আমাদের নাম লিখে রাখুন (আপনার একত্বের) সাক্ষ্যদানকারীদের সঙ্গে।

(٢٥) فَاَمَّا الذين كَفَروا فَاُعَذِّبُهم عذابًا شديدًا في الدنيا و الاٰخرَةِ و ما لهم مِنْ نٰصِرين * وَ اَمَّا الذين اٰمَنُوا وَ عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجورَهم، وَ اللّٰهُ لا يحب الظّٰلمين *

শব্দ বিশ্লেষণ

يُوَفِّيْ (পূর্ণ করবেন) وَفَّ - يُوَفِّيْ - وَفَّى মাছদার تَوْفِيَةً
(মাদ্দা وفي) পূর্ণ করা। পূর্ণরূপে দান করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

عذابا — এটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول مطلق
ফেয়েলের পর ঐ ফেয়েলের মাছদারকে مفعول مطلق বলে। এর একটি উদ্দেশ্য হলো, পূর্ববর্তী ফেয়েলের অর্থকে জোরদার করা।

أجورهم — এটি يوفي এর দ্বিতীয় مفعول به আর هم হচ্ছে প্রথম مفعول به

তরজমা ঃ আর যারা কুফুরি করে তাদেরকে আমি দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন আযাব দেবো, আর তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।
আর যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তাদেরকে তিনি তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দান করবেন। আর আল্লাহ্ যালিমদের পছন্দ করেন না।

(١) لَنْ تَنالُوا البِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون، وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰه به عليم *

শব্দ বিশ্লেষণ

البر পূণ্য, ছাওয়াব, নেক কাজ।

حتى এটি حرف الجر এবং স্থান ও সময়ের সীমানাজ্ঞাপক অব্যয়। যেমন ذهبتُ حَتّٰى حُدُودِ البِلَادِ দেশের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছি। سَأُقاتِلُ في سَبِيلِ اللّٰهِ حَتّٰى المَوتِ মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবো।

حرف الجر সবসময় ইসমের আগে আসে, ফেয়েলের আগে আসতে পারে না। তাই حتى যখন فعل এর আগে আসে তখন তার পরে হরফুল মাছদার أن উহ্য থেকে ফেয়েলটিকে নছব দান করে এবং মাছদারে পরিণত করে, যেমন- قاتلوهم حتى يؤمنوا অর্থাৎ حَتّٰى إِيْمانِهِمْ তদ্রূপ এখানে تنفقوا ফেয়েলটি উহ্য أن দ্বারা মানছূব হবে এবং মাছদারে পরিণত হবে, অর্থাৎ- حَتّٰى إِنْفاقِكُم مِّمَّا تحبون

বাক্য বিশ্লেষণ

ما মাওছূল-ছিলাহ মিলে من এর মাজরূরের স্থানে রয়েছে। عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مما تحبونه

مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيْضِيٌّ বা আংশিকতাজ্ঞাপক। সুতরাং এটি بعض এর সমার্থক। অর্থাৎ حَتّٰى تُنْفِقُوا بَعْضَ مَا تُحِبونه যা তোমরা ভালোবাসো তার কিছু অংশ তোমাদের খরচ করা পর্যন্ত। হারফুল জরটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের সঙ্গে متعلق হয়েছে।

و ما تنفقوا এখানে ما الموصولة টি شرط এর অর্থ ধারণ করছে। এ কারণেই تنفقوا ফেয়েলটি شرط রূপে مجزوم হয়েছে।

من شيء হচ্ছে الموصولة ما এর বয়ান বা ব্যাখ্যা। এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تَجِدُوا أَجْرَه عِنْدَ اللّٰهِ (ফেয়েলটি مجزوم)

فإن ف অব্যয়টি কারণবাচক। إن الله به عليم এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ তোমরা কিছুতেই ছাওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস্ থেকে কিছু (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করবে। আর তোমরা যা কিছু খরচ করবে (আল্লাহর কাছে তার আজর ও প্রতিদান পাবে।) কেননা আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবগত থাকেন।

(২) قُلْ يٰـاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ شَهِيدٌ علٰى مَا تَعْمَلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

شَهِيد (সাক্ষী) সাহায্যকারী, শহীদ, বহুবচনে شُهَدَاءُ

বাক্য বিশ্লেষণ

على ... এটি شهيد এর সঙ্গে متعلق

ما تعملون ছিলাহ-মাওছূল, আর উহ্য যামীর হচ্ছে عائد إلى الموصول অর্থাৎ على ما تعملونه

এখানে ما এর স্থানীয় অর্থ হলো 'আমল' যা পরবর্তী বাক্য থেকে বোঝা যায়। শাব্দিক অর্থ– আল্লাহ তোমাদের ঐ আমলের সাক্ষী, যা তোমরা করো।

কিংবা حرف المصدر অর্থাৎ عَلٰى عَمَلِكُمْ (এটাই সহজ)

و الله ... এ বাক্যটি تكفرون এর فاعل থেকে حال হয়েছে। এই বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করো, অথচ আল্লাহ তোমাদের কৃত আমলের সাক্ষী আছেন!

(৩) يٰاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا إن تُطِيعُوا فرِيقًا مِن الذين اُوْتُوا الكِتٰبَ يَرُدُّوكم بَعْدَ إِيْمانِكم كٰفِرِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

أُوْتُوا (তাদেরকে দেয়া হয়েছে) ইফ'আল থেকে ماضي مجهول মাছদার إيتاء। মাজহূলের বহুবচনের ফেয়েলগুলো এই–

أُوْتُوا - أُوْتِيْنَ - أُوْتِيْتُمْ - أُوْتِيْتُنَّ - أُوتِيْنا

يُؤْتَوْنَ - يُؤْتَيْنَ - تُؤْتَوْنَ - تُؤْتَيْنَ - نُؤْتَى

يردوكم (তারা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে) جواب الشرط রূপে فعل টি مجزوم হয়েছে এবং جزم এর আলামত রূপে نُونُ الإعرابِ পড়ে গেছে।

(ن) رَدًّا ফিরিয়ে দেয়া। প্রত্যাখ্যান করা। খণ্ডন করা। উত্তর দেয়া। (বিভিন্ন ব্যবহার দেখো)

رَدَّهُ عن ... তাকে কোন কিছু থেকে ফিরিয়ে দিলো।

رَدَّهُ إلى ... তাকে কোন দিকে ফিরিয়ে দিলো।

ردَّ عليه তার কথা রদ/খণ্ডন করলো।

رَدَّ عليهِ الهَدِيَّةَ সে তার হাদিয়া ফিরিয়ে দিলো।

رَدَّ عليهِ السَّلامَ সে তার সালামের উত্তর দিলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

تطيعوا .. এ অংশটুকু إن এর شرط এবং يردوكم হচ্ছে جواب الشرط

من ... الكتاب হচ্ছে معدودا এর সাথে متعلق এবং তা فريقا এর صفة (শাব্দিক অর্থ– যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে তাদের মধ্য হতে গণ্য একটি দলকে তোমরা যদি অনুসরণ করো,)

كٰفرين এটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول به থেকে حال

الذين এর صلة এবং عائد إلى الموصول নির্ধারণ করো।
أُوتوا الكتاب বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি ঐ লোকদের একটি দলকে অনুসরণ করো যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে তাহলে তারা তোমাদের ঈমান আনয়নের পর তোমাদেরকে কুফুরির দিকে ফিরিয়ে দেবে।

দ্রষ্টব্য – আরবী তারকীবের حال বাংলা তরজমায় হরফুল জর ও মাজরূর হয়েছে (অর্থাৎ يَرُدُّوكم إلى الكُفْرِ)

(٣) وَ كيفَ تكفُرون وَ اَنْتم تُتْلٰى عليكم اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فيكم رسولُه، و مَنْ يَعْتَصِم باللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ إلٰى صِرَاطٍ مُستقيمٍ *

বাক্য বিশ্লেষণ

و من يعتصم (আর যে আকড়ে ধরে) (পরবর্তী আয়াতে দেখো)

أنتم মুবতাদা تُتْلٰى ... اٰيٰتُ اللهِ বাক্যটি হচ্ছে খবর, পুরো বাক্যটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের فاعل থেকে حال

ايت الله হচ্ছে تتلى এর نائب الفاعل

فيكم হচ্ছে موجود এর সাথে متعلق আর شبه الفعل – شبه الفاعل ও متعلق মিলে অগ্রবর্তী খবর। আর رسوله হচ্ছে পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা। বাক্যটির মূলরূপ এই– فيكم (موجودٌ) و رسولُه এ বাক্যটি হচ্ছে দ্বিতীয় حال

من এটি اسم الموصول এবং পরবর্তী বাক্যটি তার صلة ও شرط তাই ফেয়েলটি مجزوم মাওছূল-ছিলাহ মিলে মুবতাদা। পরবর্তী বাক্যটি খবর এবং جواب الشرط (দেখো, পৃঃ ৭০)

তরজমা ঃ আর কীভাবে তোমরা কুফুরি করো, অথচ তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনানো হয়, আর তোমাদের মাঝে রয়েছেন তাঁর রাসূল। আর যে আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে থাকবে তাকে সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করা হবে।

(٤) وَ اعْتَصِموا بِحَبْلِ اللّٰهِ جميعًا و لا تَفَرَّقوا و اذكروا نِعمَتَ اللّٰهِ عليكم إذْ كنتُمْ اعداءً فَألَّفَ بينَ قُلوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه اخوانًا، وَ كنتم عَلٰى شَفا حُفْرَةٍ منَ النارِ فَاَنْقَذَكُمْ منها، كذلك يُبَيِّن اللّٰهُ لكم اٰيٰتِه لعلكم تهتدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

اعتصموا (তোমরা আকড়ে ধরো) اِعْتِصَامًا (ب অব্যয়যোগে)
اِعْتَصَمَ بِاللّٰهِ - اِعْتَصَمَ بِحَبْلِ اللّٰهِ
(ض) عَصْمًا (إلى অব্যয়যোগে) আশ্রয় নেয়া।
(ض) عِصْمَةً রক্ষা করা। عَصَمَه اللّٰهُ مِنَ الشَّرِّ/الخَطَإِ

حبل (রশি, রজ্জু) বহুবচনে حبال

لا تَفَرَّقُوا (তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না) تفرقا বিচ্ছিন্ন হওয়া, ছত্রভঙ্গ হওয়া। تَفْرِيقًا বিচ্ছিন্ন করা, ছত্রভঙ্গ করা, পার্থক্য করা।
لا نُفَرِّق بين أحد من رسله তাঁর রাসূলদের মধ্য হতে কারো মাঝে আমরা পার্থক্য করি না।

أَلَّفَ (জোড়/সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন) تأليفا রচনা করা, যুক্ত করা, সম্প্রীতি সৃষ্টি করা। ব্যবহার–
أَلَّفَ بينَهُم তাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করলো
أَلَّف كِتابًا (শব্দের সঙ্গে শব্দ যুক্ত করে) গ্রন্থ রচনা করলো

شَفا কিনার, প্রান্ত। حُفْرَةٌ গর্ত, বহুবচনে حُفَر
(ض) حَفْرًا খনন করা, খোদা حَفَرَ بِئْرًا কুয়া খনন করলো

أَنْقَذَكُم (তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন) إِنقاذًا উদ্ধার করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

جَمِيعًا শব্দটি مُجْتَمِعِين অর্থে حال হয়েছে واعتصموا এর فاعل থেকে।
(শাব্দিক অর্থ) তোমরা একত্রিত অবস্থায় আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরো।

عليكم এটি نازِلَةً এর সঙ্গে متعلق এবং তা نِعمَةَ اللّٰهِ থেকে حال
শাব্দিক অর্থ– তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো এমন অবস্থায় যে, তা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

اذ كنتم এটি نازِلَةً এই উহ্য شبه الفعل এর ظرف
শাব্দিক অর্থ– অবতীর্ণ হয়েছে ঐ সময় যখন তোমরা ......

إذ পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে এর مضاف إليه হয়েছে। সুতরাং

মূল ইবারত হলো– حِيْنَ كَونِكُم أعداءً (তোমরা শত্রু থাকার সময়)। (এখানে فعل ناقص এর মাছদারকে তার ইসমের দিকে مضاف করা হয়েছে।)

على شفا ... এটি قائمين এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق আর তা فعل ناقص এর খবর।

من النار হচ্ছে معدودة এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق এবং তা حفرة এর صفة

তরজমা ঃ আর তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আকড়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

আর তোমরা তোমাদের উপর অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা শত্রু ছিলে; তারপর তিনি তোমাদের হৃদয়ের মাঝে জোড় সৃষ্টি করেছেন, ফলে তোমরা তাঁর নেয়ামতের কল্যাণে পরস্পর ভাই হয়েছো।

আর তোমরা আগুনের (জাহান্নামের) গর্তের কিনারে (দাঁড়ানো) ছিলে। তারপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করেছেন।

আর এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত লাভ করতে পারো।

(٥) وَ لْتَكُن مِنْكُم امَّةٌ، يَدعُونَ إلى الخيرِ وَ يَأمُرونَ بِالمعروفِ

وَ يَنْهَوْنَ عنِ المنكَرِ وَ اولئك هم المفلِحُونَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

كان এই ফেয়েলটি দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ناقص রূপে, আর কখনো কখনো تام রূপে।

ناقص হওয়ার অর্থ এই যে, তা مبتدأ ও خبر এর শুরুতে আসবে এবং خبر কে নছব দেবে। যেমন– كان الولدُ صادِقًا – يَكونُ الولدُ صادِقًا – كُنْ صادِقًا –

আর تام হওয়ার অর্থ এই যে, তার পরে একটি শব্দ থাকবে, যা তার فاعل হবে। তখন তা সাধারণ কোন ফায়েলওয়ালা

ফেয়েলের সমার্থক হবে। যেমন كَانَ الْمَطَرُ এটি نَزَلَ المطرُ এর সমার্থক। তদ্রূপ سَتَظْهَرُ أُمَّةٌ এটি سَتكونُ أُمَّةٌ এর সমার্থক। لِتَظْهَرْ مِنكُمْ أُمَّةٌ এটি لِتَكُنْ مِنكم أُمَّةٌ এর সমার্থক।

এবার তুমি ৩৬ নং পৃষ্ঠায় حَتّٰى لا تَكونَ فِتنةٌ বাক্যটি দেখো এবং বলো, উক্ত ফেয়েলটি নাকিছ, না তাম। আর فتنة শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে?

لتكن — এটি مضارع – মূলত ছিলো تكون আর ل হচ্ছে لام الأمر যা مضارع কে جزم দান করে এবং তাকে فعلُ الأمرِ এ রূপান্তরিত করে। দুই সাকিন একত্র হওয়ায় حرفُ العلّةِ পড়ে গেছে।
এটি فعل تام সুতরাং أمة হলো তার فاعل এবং منكم হচ্ছে ফেয়েলটির সাথে متعلق

يدعون — এই বাক্যটি أمة এর صفة হয়ে مرفوع এর স্থানে রয়েছে।

أولئك هم المفلحون বাক্যটির তারকীব করো। (দেখো, পৃঃ ৫)

তরজমা ঃ আর তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল আত্মপ্রকাশ করুক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কর্মের আদেশ করবে, আর অসৎ কর্ম হতে নিষেধ করবে। ওরাই হলো সফলকাম।

(٦) وَ لا تَكونوا كالَّذين تَفَرَّقوا وَ اخْتَلَفوا مِن بعدِ ما جاءَهم البَيِّنٰتُ وَ أولئك لهم عذابٌ عظيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

بينة — প্রমাণ, নিদর্শন। বহুবচনে بينات

من — অব্যয়টি তার مجرور কে নিয়ে اختلفوا এর সঙ্গে متعلق

ما — হচ্ছে حرف المصدر এবং পরবর্তী বাক্যটি مصدر হয়ে بعد এর مضاف إليه অর্থাৎ– بعد مجيئهم البينت (তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ আসার পর থেকে।)
মাছদারকে مفعول এর مضاف করা হয়েছে, আর البينت শব্দটি মাছদারের فاعل রূপে مرفوع রয়ে গেছে।

أولئك — প্রথম মুবতাদা, আর عذابٌ عظيم হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদা, আর

لهم হচ্ছে ثَابِتٌ এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق এবং তা
অগ্রবর্তী খবর, তারপর এই বাক্যটি প্রথম মুবতাদার খবর
হয়েছে। বাক্যটি সংক্ষেপে لِأُوْلَئِكَ عذابٌ عظيم

لا تكونوا এর اسم ও خبر নির্ধারণ করো।

তরজমা ঃ আর তোমরা ঐ লোকদের মত হয়ো না, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ আসার পরও তারা মতভেদ করেছে। আর ওদেরই জন্য রয়েছে বিরাট আযাব।

(٧) كنتُمْ خيرَ أمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلناس تَأْمُرون بِالْمعرُوفِ و تَنْهَوْنَ عَنِ المنْكَرِ، وَ تُؤمِنُونَ بِاللّٰهِ، وَ لَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْرًا لهم، منهم المؤمنون وَ اكثَرُهم الفسِقُوْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

فاسق (পাপাচারকারী) (ن) فُسُوقًا ও فَسْقًا পাপাচার করা
فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه তার প্রতিপালকের আদেশ লংঘন করলো

বাক্য বিশ্লেষণ

كنتم হচ্ছে صرتم এর সমার্থক। خيرَ أمةٍ হচ্ছে তার خبر

أخرجت (বের করা হয়েছে, সৃষ্টি করা হয়েছে) এটি أمةٍ এর صفة
শাব্দিক অর্থ– তোমরা এমন শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছো, যাকে মানুষের (কল্যাণের) জন্য বের করা হয়েছে।

لكان এর ضمير ফিরেছে পূর্ববর্তী آمنَ এর মাঝে বিদ্যমান إيمان মাছদারের দিকে। অর্থাৎ لَكانَ الإيمانُ خيرًا لهم

একটি জরুরী কথা–

প্রতিটি ফেয়েল মূলতঃ একটি মাছদার এবং একটি কাল প্রকাশ করে। যেমন, جَلَسَ মানে حَدَثَ الجلوسُ في الماضي
يَجْلِسُ মানে يَحْدُثُ الجلوسُ في المستقبَلِ أو في الحالِ
তদ্রূপ اِجْلِسْ মানে أَحْدِثِ الجُلوسَ فِي المستقْبَلِ
তদ্রূপ آمَنَ এর অর্থ– أَحْدَثَ الإيمانَ في الماضِي সুতরাং আমরা

বলতে পারি, آمن ফেয়েলের মাঝে إيمان মাছদার রয়েছে।

المؤمنون পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা, منهم হচ্ছে موجودون এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী خبر আর من অব্যয়টি تَبْعِيضِيٌّ বা আংশিকতাপ্রকাশক যা بعض এর সমার্থক। (অর্থাৎ بَعْضُهُم المؤمِنُونَ তাদের কতিপয় মুমিন)

أكثرهم الفسقون এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কর্মের আদেশ করবে এবং অসৎ কর্ম হতে নিষেধ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। কিতাবীরা যদি ঈমান আনতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের একটি অংশ তো মুমিন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ হলো ফাসিক-অবিশ্বাসী।

(٨) يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ اولئك مِنَ الصّٰلِحِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

سارَعَ إلى ... ধাবিত হলো ... سارَعَ في ... সচেষ্ট হলো

বাক্য বিশ্লেষণ

من অব্যয়টি معدودون এর সাথে متعلق

و اليوم الآخر এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ তারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত-দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং নেক কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং কল্যাণকর কাজসমূহে সচেষ্ট হয়। আর তারাই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

(٩) اِنَّ الذين كَفَروا لن تُغْنِيَ عنهم اَمْوَالُهم وَ لا اَوْلادُهم مِنَ اللّٰهِ شَيْـئًا وَ اولئك اَصْحٰبُ النارِ، هم فيها خٰلدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

لـن تغني এ ফেয়েলটি সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৬৪

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين كفروا হচ্ছে إن এর اسم এবং لن تغني ... হচ্ছে তার خبر

عنهم এটি لن تُغْنِيَ এর সাথে متعلق অর্থগত দিক থেকে এটি مفعول به কেননা لن تُغْنِيَ عنهم এর অর্থ لن تَنْفَعَهم

لا অব্যয়টি অতিরিক্ত, যা পূর্ববর্তী نفي এর তাকীদ করছে।

فيـها কার সাথে متعلق হয়েছে ? এ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করে তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবেলায় কিছুতেই তাদের কোন উপকার করতে পারবে না। আর তারা হলো জাহান্নামী, তাতে তারা চিরদিন থাকবে।

(١٠) وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدرٍ و انتم اَذِلَّةٌ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ لعلكم تشكرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

أذلة এটি ذليل এর বহুবচন। হীন, অপদস্থ। হীনবল, দুর্বল। ذَلَّ - يَذِلُّ - ذِلَّةً، ذُلاًّ (ض) দুর্বল ও হীনবল হলো, অপদস্থ হলো। ذَلَّ له তার অনুগত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ببدر (বদরে) بِ অব্যয়টি في এর সমার্থক। (অর্থাৎ এটি ظرف এর অর্থ দান করছে) এটি কার সাথে متعلق বলো।

و أنتم أذلة এ বাক্যটি حال হয়েছে نصر এর مفعول به থেকে।

তরজমা ঃ আর আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন, যখন তোমরা হীনবল ছিলে, সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা শোকরগুজার হতে পারো।

বাক্য বিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির তারকীব করো। (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ৫০)

يشاء — এ বাক্যটি صلة – এখানে عائد إلى الموصول চিহ্নিত করো।

তরজমা ঃ আর আল্লাহ্‌রই জন্য আসমান-যমীনের সবকিছু। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে মাফ করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আযাব দেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।

(١٢) وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لعلكم تُفْلِحونَ، وَ اتَّقُوا النارَ التي أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِين وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسولَ لعلكم تُرْحَمون *

বাক্য বিশ্লেষণ

التي — এটি النار এর صفة হয়ে منصوب এর স্থানে রয়েছে।

للكفرين .... اتقوا و — বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। আর তোমরা জাহান্নামকে ভয় করো, যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হও।

(١٣) وَ سَارِعُوا إلىٰ مَغْفِرَةٍ من رَّبكم وَ جَنَّةٍ عرضُها السَّمٰوٰتُ و الارضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين * الذين يُنفِقون في السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الكٰظِمِينَ الغَيْظَ وَ العافِينَ عن الناسِ، وَ اللّٰهُ يُحِبُّ المحسنِينَ * وَ الذين إذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم ذَكَروا اللّٰهَ فاستغفِروا لِذُنوبهم وَ مَنْ يَغْفِرُ الذنوبَ إلَّا اللّٰهُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

عرض — প্রশস্ততা। প্রস্থ

سَرَّاءُ সচ্ছল অবস্থা, সুখের অবস্থা।

ضَرَّاءُ অসচ্ছল অবস্থা, দুঃখের অবস্থা।

الكٰظمين (সম্বরণকারীগণ) (ض) كَظْمًا সম্বরণ করা, বন্ধ করা।

كظم الغيظ ক্রোধ সম্বরণ করলো।

العافين (ক্ষমাকারীগণ) (ن) عَفْواً ক্ষমা করা (عن অব্যয়যোগে)

عَفَىٰ اللّٰه عنك আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন (বা ক্ষমা করুন)। ! أُعْفُ عنى يا سَيدي

فاحشة দেখো, পৃঃ ৫৬

ظلموا (ض) ظُلْماً জুলুম করা। (ব্যবহার, সরাসরি مفعول به)

ظَلَمَ نَفْسَه নিজের উপর অবিচার করলো।

لا تَظْلِمْ أحدًا কারো উপর জুলুম করো না। (على أحد নয়)

বাক্য বিশ্লেষণ

من ربكم এটি نازلةٍ এর সঙ্গে متعلق এবং তা مغفرة এর صفة

جنة এটি و অব্যয়যোগে مغفرة এর উপর معطوف

عرضها ... হলো مبتدأ এবং السموات و الأرض হলো خبر এই বাক্যটি جنة এর صفة হয়ে مجرور এর স্থানে এসেছে।

الذين মাওছূল ও ছিলাহ মিলে المتقين এর صفة হয়ে مجرور এর স্থানে রয়েছে।

و الكاظمين এটি معطوف হয়েছে الذين এর উপর। এভাবে এটিও متقين এর صفة হয়েছে। الغيظ এর তারকীব বলো।

و العافين এটি কার উপর معطوف এবং عن الناس কার সাথে متعلق ?

و الذين إذا .... এটি معطوف হয়েছে পূর্ববর্তী الذين এর উপর, সুতরাং এটিও المتقين এর صفة হয়েছে।

فعلوا ... أنفسهم এটি إذا এর شرط

ذكروا الله হচ্ছে جواب الشرط আর شرط ও তার جواب মিলে ছিলাহ।

من এটি প্রশ্নবাচক স্থির শব্দ (اسمُ استفهامٍ مَبْنِيٌّ علىٰ السُّكونِ) তারকীবে এটি মুবতাদা, আর يغفر হচ্ছে খবর।

إلا الله আল্লাহ ছাড়া

তরজমা ঃ আর তোমরা ধাবিত হও তোমাদের রাবের মাগফিরাতের দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা হলো আসমান ও যমীনের মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য; যারা সচ্ছল অবস্থায় এবং অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে এবং যারা ক্রোধকে দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আর আল্লাহ সদাচারকারীদের ভালোবাসেন।
আর যারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের উপর কোন অবিচার করে ফেলে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তারপর নিজেদের গোনাহের জন্য মাফ চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গোনাহ মাফ করবে?

(١٤) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُم سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

خلت (বিগত হয়েছে) (ن) خُلُوًّا খালি হওয়া, বিগত হওয়া।
خَلا المكانُ / الإناءُ (স্থানটি বা পাত্রটি খালি হলো)
خَلا البيتُ مِن أَهْلِه أو عَن أهلِه (ঘরটি বাসিন্দাশূন্য হলো)
خَلا شَبابُه তার যৌবন বিগত হলো
خَلا فلانٌ بِصَاحِبِه (أو إليه أو معه) অমুক তার বন্ধুর সাথে একান্তে মিলিত হলো। (এ ক্ষেত্রে মাছদার خَلْوَةٌ ،خَلْوًا)

سنة বহুবচনে سُنَنٌ তরীকা, পন্থা, ধর্ম।
سُنَّةُ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليهِ وَسلم নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বা তরীকা বা সুন্নাহ।
سُنَّةُ اللّٰهِ আল্লাহর অমোঘ বিধান।

عاقِبَةٌ পরিণাম, পরিণতি। বহুবচনে عَواقِبُ

বাক্য বিশ্লেষণ

سُنَنٌ শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে, বলো।

عاقِبَةٌ এটি كان এর اسم এবং كيف হচ্ছে তার خبر
'প্রশ্ন-শব্দ' বাক্যের অগ্রভাগ দাবী করে, তাই এখানে كان এর

খবরকে তার ইসমের আগে, এমনকি স্বয়ং فعل ناقص এরও আগে আনতে হয়েছে।

عاقبة হচ্ছে مؤنث غير حقيقي তাই فعل ناقص কে ঐচ্ছিকভাবে مذكر ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে كانت বলা যায়।

তরজমা ঃ আর তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়, সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, (রাসূলকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কেমন ছিলো।

(১৫) قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ * فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ و اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إسرافنا বাবুল ইফ'আলের মাছদার। বিভিন্ন ব্যবহার দেখো–

أَسْرَفَ المَالَ (সরাসরি مفعول به) মালের অপচয় করল।

أَسْرَفَ فِي أَمْرٍ (في অব্যয়যোগে) কোন বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করলো। أَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ (على অব্যয়যোগে) নিজের উপর অবিচার করলো।

حُسْنَ উত্তমতা। حَسَنٌ উত্তম।

ثبت (দৃঢ়/অবিচল করুন) تثبيتا দৃঢ়/ অবিচল করা

(ن) ثُبُوتًا، ثَبَاتًا স্থির হওয়া। অবিচল হওয়া।

ثَبَتَ الأَمْرُ বিষয়টি সাব্যস্ত/সুপ্রমাণিত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ثَوَابَ এটি اٰتى ফেয়েলের দ্বিতীয় مفعول به

حُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ প্রথমে এই অংশটির তারকীব করো, তারপর বলো এই অংশটি তারকীবে কী হয়েছে ?

তরজমা ঃ তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের পাপ এবং আমাদের বিষয়ে আমাদের সীমালঙ্ঘন এবং আমাদের

কদমকে মজবূত করে দিন এবং কাফির কাওমের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।
তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার ছাওয়াব এবং আখেরাতের উত্তম ছাওয়াব দান করলেন। আর আল্লাহ্ তো সদাচারকারীদের ভালোবাসেন।

(١٦) فَبِما رَحْمَةٍ منَ اللّٰهِ لِنْتَ لهم وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلَكَ فَاعْفُ عنهم وَ استَغْفِرْ لَهم وَ شَاوِرْهُم في الاَمْرِ، فَاذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ على اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰه يُحِبُّ المتوكلين * إن يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلا غَالِبَ لَكم وَ ان يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذي يَنْصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ، وَ علىٰ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المتوكلُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

لنت (আপনি কোমল হয়েছেন) (ض) لِيْنًا কোমল হওয়া।
إِلانَةً কোমল করা। (কোরআনে وَ اَلَنَّا لَه الحديدَ)

فظ রুক্ষ, রূঢ়, রুক্ষব্যবহারকারী।

غليظ মোটা, গাঢ়, শক্ত, কঠিন।
قَلْبٌ غليظٌ কঠিন হৃদয়।
غَليظُ القَلْبِ (رجل) কঠিনহৃদয় (ব্যক্তি)।
غَلِيظُ الْقَلْبِ শব্দ দু'টি বাহ্যত مضاف ও مضاف إليه কিন্তু অর্থগত দিক থেকে غليظ হচ্ছে شبه الفعل আর القلب হচ্ছে شبه الفعل এর فاعل
মূল তারকীব ছিলো– غليظٌ قَلْبُه
এখানে شبه الفاعل এর সঙ্গে যুক্ত যমীরকে حذف করে এবং তার শুরুতে ال যোগ করে شبه الفعل কে شبه الفاعل এর দিকে إضافة করা হয়েছে।
এবার তুমি رَاشِدٌ جَمِيلُ الوَجْهِ বাক্যে جميلَ الْوَجْهِ সম্পর্কে

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ لَيِّنَ الْقَلْبِ বাক্যে لين القلب সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

(ك) غَلْظًا، غِلْظَةً কঠিন/শক্ত/গাঢ় হলো। রুক্ষ হলো।

لَانْفَضُّوا (তারা অবশ্যই দূরে সরে পড়তো) মাছদার

اِنْفِضَاضًا ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া। ভেঙ্গে যাওয়া।

عزمت (ض) عَزْمًا প্রতিজ্ঞা করা (على অব্যয়যোগে) عَزَمَ عَلٰى أَمْرٍ কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করলো।

يخذل (ن) خِذْلَانًا পরিত্যাগ করা। নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

فبما এখানে ما অব্যয়টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ فبرحمة

من الله হচ্ছে نازلة এর সঙ্গে متعلق এবং তা رحمة এর صفة আর ب অব্যয়টি لنت এর সঙ্গে متعلق – মূল ইবারত এই– لِنتَ لَهم بِرَحْمَةٍ نازِلَةٍ مِنَ اللّٰهِ (আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ রহমতের কারণে আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন।)

من حولك এটি لَانْفَضُّوا এর সঙ্গে متعلق

إذا এর شرط ও جواب الشرط চিহ্নিত করো।

من ذا الذي ينصر এর মত। দেখো, পৃঃ ৫১ مَنْ ذا الذي يشفع এর তারকীব مَنْ ذا الذي يشفع এর মত। দেখো, পৃঃ ৫১

فلا غالب لكم এটি إن এর جواب الشرط

غالب হচ্ছে لا النافية لِلْجِنْسِ এর اسم এবং مبني على الفتح

لكم এটি موجود হয়েছে متعلق এই شبه الفعل এর সঙ্গে এবং তা لا النافية لِلجنسِ এর خبر

من بعده এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর ضمير ফিরেছে الله। এই মহান শব্দের দিকে, এখানে একটি শব্দ উহ্য রয়েছে, সুতরাং بعده এর অর্থ بعد خذلانه (তাঁর পরিত্যাগের পর)

على الله কার সাথে متعلق বলো।

তরজমা ঃ আল্লাহর রহমতের কারণেই আপনি তাদের জন্য কোমল হয়েছেন। আর আপনি যদি রুক্ষ ও কঠিনহৃদয় হতেন তাহলে অবশ্যই তারা আপনার কাছ থেকে সরে যেতো। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করুন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ

করুন। তারপর যখন আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবেন তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।

(১৭) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ علی المؤمنین إذْ بَعَثَ فیهم رَسولاً مِن اَنفُسِهم یتلوا علیهم اٰیٰتِه و یُزَکّیهم و یُعَلّمهم الکِتٰبَ وَ الحِکْمَةَ وَ ان کانوا مِنْ قَبْلُ لفي ضَلٰلٍ مُبین *

শব্দ বিশ্লেষণ

من (অনুগ্রহ করেছেন) দেখো, পৃঃ ৫৫

ضلال গোমরাহী, ভ্রষ্টতা (পৃঃ ৯৮)

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ এটি من এর ظرف الزمان এখানে بَعَثَ فیهم رسولاً বাক্যটি إذ এর مضاف إلیه মূলরূপ হলো حین بعث الرسول فیهم (তাদের মাঝে রাসূল পাঠানোর সময়।)
(মাছদারকে مفعول به এর দিকে مضاف করা হয়েছে, আর فاعل কে حذف করা হয়েছে।) (দেখো, পৃঃ ৩৫)

من أنفسهم এটি معدودا এর সঙ্গে متعلق এবং তা رسولا এর صفة
শাব্দিক অর্থ– এমন রাসূল যিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে গণ্য।

مِن قبلُ নিয়ম এই যে, قبل (এবং এই জাতীয় অন্যান্য শব্দ) এর مضاف إلیه কে যখন حذف করা হয় তখন তা مَبْنِيٌّ عَلى الضَّمِّ হয়, যেমন এখানে হয়েছে।
من অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত। মূল ইবারত এরূপ–
قَبْلَ بَعْثِ الرَّسولِ (রাসূলকে প্রেরণের পূর্বে)।

তরজমা ঃ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি করুণা করেছেন (ঐ সময়) যখন তিনি তাদের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শোনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও (রাসূলকে প্রেরণের) পূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলো।

عِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تحسبن (তুমি কিছুতেই ধারণা করো না) (س) حُسْبَانًا ، حِسْبَانًا ধারণা করা।

এটি فعل النهي এর واحد مذكر حاضر মূল ছিলো لا تحسب এটি আসলে مضارع যা لا الناهية দ্বারা مجزوم হয়েছে। এই ফেয়েলটির শেষে نونُ التَّوْكِيدِ যুক্ত হয়েছে। আর পাঁচটি ফেয়েলের শেষে نون التوكيد যুক্ত হলে লাম কালিমা মাফতূহ হয়, যথা- يَفْعَلُ - تَفْعَلُ - تَفْعَلُ - أَفْعَلُ - نَفْعَلُ

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين ... মাওছূল-ছিলাহ মিলে لا تحسبن এর প্রথম مفعول به, আর দ্বিতীয় مفعول به তুমি عائد إلى الموصول চিহ্নিত করো। امواتا

أحياء এটি খবর। এর উহ্য مبتدأ টি তুমি উল্লেখ করো।

عند ربهم এটি يرزقون এর ظرف

তরজমা ঃ আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট রিযিক দান করা হয়।

(١٩) إِنَّ الذين اشْتَرَوُا الكُفْرَ بالايمانِ لن يَضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا و لهم عذاب اليم *

শব্দ বিশ্লেষণ

لن يضروا (তারা কিছুতেই ক্ষতি করতে পারবে না।)

(ن) ضَرًّا ক্ষতি করা। (ব্যবহার)

ضَرَّهُ / ضَرَّ بِهِ তার ক্ষতি করলো।

لا يَضُرُّكَ حَسَدُ الناسِ، هٰذا يَضُرُّ بِصِحَّتِكَ

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে إن এর اسم ও خبر নির্ধারণ করো এবং শেষ বাক্যটির তারকীব বলো।

شيئا এটি لن يضروا এর দ্বিতীয় مفعول به

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফুরি গ্রহণ করেছে, তারা কিছুতেই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(٢٠) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الذين قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ و نحنُ اَغْنِياءُ، سَنكتُبُ ما قالوا وَ قَتْلَهُم الاَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ و نقولُ ذُوقوا عَذابَ الحريقِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ذُوقوا (তোমরা চেখে দেখো) (ن) ذَوْقًا চাখা, চেখে দেখা, স্বাদ গ্রহণ করা। ভোগ করা।

ذَاقَ الطعامَ খাবারের স্বাদ গ্রহণ করলো। খাবার চেখে দেখলো

أَذاقَه شَيْئًا তাকে কোন কিছু চাখালো।

أذاقَهم اللّٰهُ العذابَ আল্লাহ তাদেরকে আযাব ভোগ করালেন।

عذاب الحريق আগুনের আযাব।

বাক্য বিশ্লেষণ

قولَ الذين قالوا এ অংশটুকু سمع এর مفعول به

قول হচ্ছে مضاف আর الذين قالوا হচ্ছে مضاف إليه

ما এটি ما المصدرية অর্থাৎ سَنَكْتُبُ قولَهم (অবশ্যই আমি তাদের কথা লিখে রাখবো)

وقتلهم এটি قالوا এর ما এর উপর معطوف এখানে مصدر তার فاعل এর দিকে مضاف হয়েছে। الأنبياء হচ্ছে مصدر এর مفعول به

بِغَيْرِ حَقٍّ এটি কার সাথে متعلق হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ অবশ্যই আল্লাহ ঐ লোকদের কথা শুনেছেন যারা বলেছে,

আল্লাহ তো দরিদ্র, আর আমরা ধনী। আমি অবশ্যই লিখে রাখবো তাদের কথা এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে তাদের হত্যা করার বিষয়টি(ও লিখে রাখবো). আর বলবো, আগুনের আযাব চেখে দেখো।

(২১) وَ لِلّٰهِ ملكُ السَّمٰوٰتِ وَ الاَرْضِ وَ اللّٰه عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ*

বাক্য বিশ্লেষণ

الأرض এর তারকীব বলো ? السمٰوت و الأرضِ এর তারকীব বলো। ملك السموت و الأرض এর তারকীব বলো? لله কার সাথে متعلق হয়েছে?

তরজমা ঃ আর আল্লাহরই জন্য আসমান-যমীনের রাজত্ব। আর আল্লাহ সব কিছুরই উপর ক্ষমতাবান।

(২২) اِنَّ في خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الاَرْضِ وَ اخْتلافِ اللَّيلِ وَ النهار لاٰيٰتٍ لِّاُولِى الاَلْبَابِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

اِختلاف বাবুল ইফতি'আলের মাছদার। বিভিন্ন হওয়া। মতভেদ করা। اِخْتَلَفَ العُلَماءُ - اِخْتَلفَتِ الأَلْوانُ

বাক্য বিশ্লেষণ

لآيٰتٍ এখানে لَ অব্যয়টি তাকীদের জন্য। আর ايٰتٍ হচ্ছে إن এর পশ্চাদবর্তী ইসম।

... في خلق এটি موجودةٌ এর সঙ্গে متعلق আর তা إن এর خبر مقدم

لأولى الألباب এটি نافعة এই شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق, আর তা ايت এর صفة অর্থাৎ لآيٰتٍ نافِعَةً لاولي الألباب

শাব্দিক অর্থ– এমন নিদর্শন যা জ্ঞানের অধিকারীদের জন্য উপকারী। (أولو الألباب সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৩৭)

النهار কার উপর معطوف ? الليلِ و النهارِ এর তারকীব কী? الليلِ و النهارِ কার উপরে معطوف اختلافِ ?

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।

(২৩) إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمـا يَأكُلـونَ في بَطـونِهِم نارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سعيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يصلون (তারা ঝলসে যাবে) صَلِيَ - يَصْلٰى - اِصْلَ মাছদার صَلًّى ও صِلِيًّا (ব্যবহার দেখো)

صلِيَ النارَ أو بالنارِ আগুনে পুড়লো, ঝলসে গেলো।

صَلاه النارَ أو في النارِ أو عَلٰى النارِ তাকে আগুনে ঝলসালো বা পোড়ালো। মাছদার صَلْيًا (ض)

ظُلْمًا অর্থাৎ ظالمين (যালিম অবস্থায়) (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

سعير আগুন। আগুনের শিখা।

إنما (এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৫৭)

إنما يأكلون ... পুরো বাক্যটি খবর হয়েছে إن এর।

তরজমা ঃ যারা অন্যায়ভাবে এতীমদের সম্পদ গ্রাস করে তারা তাদের পেটে শুধু আগুন ভরে। আর অচিরেই তারা জাহান্নামের আগুনে ঝলসে যাবে।

(١) وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لكم، وَ اللّٰه غفور رحيم * يُريد اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لكم وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الّذين مِنْ قَبْلِكُم و يتوبَ عَليكم و اللّٰهُ عليم حكيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

يتوب (إلى) تَوْبَةً (ن) অব্যয়যোগে) তাওবা করা। (على অব্যয়যোগে) তাওবা কবুল করা।
تابَ إلى اللّٰهِ সে আল্লাহর কাছে তাওবা করলো।
تابَ اللّٰهُ عليهِ আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। তাকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ করলেন।

سنن এটি سنة এর বহুবচন, তরীকা, ধর্ম।

حكيم আল্লাহর গুণবাচক নাম, অনন্ত প্রজ্ঞার অধিকারী। মহাপ্রজ্ঞাময়। (মানুষের ক্ষেত্রে) প্রজ্ঞাবান। বহুবচনে حكماء

বাক্য বিশ্লেষণ

أن تصبروا خير لكم বাক্যটির তারকীব করো।

ليبينَ لكم আসলে ছিলো أَنْ يُبينَ لكم এখানে ل অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর ফেয়েলটি উহ্য أن দ্বারা مصدر হয়ে يريد এর مفعول به সংক্ষেপনের জন্য يبين এর مفعول به কে حذف করা হয়েছে। অর্থাৎ يبين الحلالَ و الحرامَ

و يهديَكم এটি معطوف হয়েছে يبينَ এর উপর।

من قبلكم এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর قبلكم হচ্ছে উহ্য صلة এর ظرف অর্থাৎ سُنَنَ الذين مَضَوْا قَبْلَكُمْ

তরজমা ঃ আর তোমাদের ছবর করা তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, চিরকরুণাময়। আল্লাহ তোমাদের জন্য (হালাল-হারামের বিধান) বিশদভাবে বর্ণনা করতে চান এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের

(নবীগণের) তরীকার দিকে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চান। (যেন তোমরা তাদের অনুসরণ করতে পারো।) আর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করতে চান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(٢) وَ اللّٰهُ يُرِيدُ أن يتـوبَ عليكم و يُرِيدُ الـذين يَتَّبِعـونَ الشَّـهَواتِ أن تَـمِيلُوا مَيْلاً عـظِيمًا * يُريد اللّٰهُ أن يُخَفِّفَ عنكم وَ خُلِقَ الإنْسـانُ ضَعِيفًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

شَـهَوات এটি شَهْوَةٌ এর বহুবচন। নফসের খাহেশ। প্রবৃত্তি।

أن تميلوا বাবে যারাবা থেকে মাছদার مَيْلاً، مَيَلانًا (বিভিন্ন ব্যবহার)

مَالَ إلى شيءٍ কোন দিকে ঝুঁকলো। কাত হলো।

مَالَ عن الطريق পথ থেকে সরে গেলো।

مَال عَن الحقِّ সত্য থেকে বিচ্যুত হলো।

مَالَ عليه তার উপর হামলা করলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো।

يُخَفِّفَ মাছদার تَخْفِيفًا হালকা করা, লাঘব করা, লঘু করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

... أن تميلوا এখানে عَنْ طَرِيقِ الحَقِّ উহ্য রয়েছে। পুরো অংশটি يريد এর مفعول به আর مَيْلاً عظيمًا হচ্ছে مفعول مطلق

خُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا বাক্যটির তারকীব বলো।

তরজমা ঃ আর আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা ও অনুগ্রহ করতে চান, অথচ যারা খাহেশাতের অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা (সত্য পথ থেকে) অনেক বিচ্যুত হয়ে পড়ো। আল্লাহ তোমাদের প্রতি (শরীয়তের বিধান) হালকা (ও সহজ) করতে চান। আর মানুষকে তো দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(٢) وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِه وَ حَكَمًا مِنْ اَهْلِها ، اِنْ يُرِيدا اِصلاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بينَهُما ، اِنَّ

اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا * وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَ كَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

شقاق (বিরোধিতা, শত্রুতা) এটি باب المفاعلة এর মাছদার। শাকু - يشاقق - شاقق মূলরূপ شَاقَّ - يُشَاقُّ - شَاقٌّ এখানে قاف কে قاف এর মাঝে ادغام করা হয়েছে।
شَاقُّوا اللّٰهَ و رَسُولَه তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছে।

حكم বিচারক। মধ্যস্থতাকারী।

يوفق تَوْفِيقًا তাওফীক দান করা, জোড়মিল/সম্প্রতি সৃষ্টি করা। (এখানে এ অর্থটিই উদ্দেশ্য।)

خبير এটি আল্লাহর গুণবাচক শব্দ। সর্বজ্ঞ।
(মানুষের ক্ষেত্রে) অবগত। বিশেষ অবগত। বহু خُبَرَاءُ

نصير সাহায্যকারী। আল্লাহর গুণবাচক শব্দ।
মানুষের ক্ষেত্রে বহুবচন হলো نُصَرَاءُ

كفى (যথেষ্ট হয়েছেন) (ض) كِفَايَةً যথেষ্ট হওয়া।
كَفَى الشَّيءُ বস্তুটি যথেষ্ট হলো।
(فاعل এর শুরুতে ب অব্যয়টি অতিরিক্তরূপে আসে।) যেমন
كَفٰى بِاللّٰهِ মূলত كَفٰى اللّٰهُ
كفاه الشيءُ বস্তুটি তার জন্য যথেষ্ট হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

إن উভয় إن এর شرط ও جواب الشرط চিহ্নিত করো। (এবং এখানে উভয় إن এর মাঝে পার্থক্য কী, বলো)

اسم التفضيل এটি أعلم এর সাথে متعلق আর তা عالم এর بأعدائكم

وليا ও نصيرا এ দু'টি كفى এর فاعل অর্থাৎ بالله থেকে حال হয়েছে।

كان এখানে এটি অতিরিক্তরূপে এসেছে।

তরজমা ঃ যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদের আশংকা করো, তাহলে

স্বামীর পরিবারের পক্ষ হতে একজন মধ্যস্থতাকারী এবং স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ হতে একজন মধ্যস্থতাকারী প্রেরণ করো।

যদি তারা সংশোধন চায় তবে আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে জোড়মিল সৃষ্টি করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবগত, সর্বজ্ঞ।

আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক অবগত। আর আল্লাহ অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট, আর আল্লাহ সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।

(২) إِنَّ اللّٰهَ لا يحب مَنْ كانَ مُختالًا فَخُورًا * الذين يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرونَ الناسَ بِالْبُخْلِ، وَ يَكْتُمُون ما آتٰهم اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَ اَعْتَدْنا لِلْكٰفِرِين عَذابًا مُهِينًا

শব্দ বিশ্লেষণ

مختالا (অহংকারী, দাম্ভিক) افتعال এর اسم الفاعل

اِخْتالَ - يَخْتَالُ - اِخْتِيالًا অহংকার/ দম্ভ করা। মাদ্দাহ خيل

اِختالَ في مَشْيِه দম্ভভরে হাঁটলো। অহংকারী চালে হাঁটলো।

فخورا (গর্বিত, গর্বকারী) (ف) فَخْرًا، فَخَارًا গর্ব করা।

فخور হচ্ছে اسم الفاعل এর অতিশয়ী শব্দ। অতি গর্বিত।

اعتدنا (আমরা প্রস্তুত করেছি) মূলরূপ হলো اعددنا

مهين অপমানজনক। অপমানকারী। اسم الفاعل বাবুল ইফ'আল।

মাছদার إهانَةً অপমান করা। মাদ্দাহ هون

বাক্য বিশ্লেষণ

من এটি اسم الموصول এবং كان مختالا فخورا হচ্ছে তার صلة আর موصول ও صلة মিলে لا يحب এর مفعول به

الذين ... এটি مَنْ থেকে بدل হয়েছে।

শব্দগত দিক থেকে مَنْ হচ্ছে واحد مذكر আর অর্থগত দিক থেকে তা উভয় লিঙ্গে ও সর্ববচনে ব্যবহৃত হয়।

من এর শব্দগত দিক লক্ষ্য করে ছিলাহকে واحد مذكر আনা যায়, আবার অর্থগত দিকটিও বিবেচনা করা যায়।

এখানে مَنْ এর ছিলাহকে واحد مذكر আনা হয়েছে শব্দগত

দিক লক্ষ্য করে, আর من এর بدل কে جمع مذكر আনা হয়েছে من এর অর্থগত দিক লক্ষ্য করে। কারণ من দ্বারা এখানে অহংকারী ও দাম্ভিক সকল ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং অর্থগতভাবে তা جمع مذكر (এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ২৯)

من فضله হচ্ছে ما এর بيان বা ব্যাখ্যা।

ما الموصولة এর স্থানীয় অর্থটি বাক্যের পূর্বাপর থেকে বোঝা যায়। তবে কখনো কখনো ما এর স্থানীয় অর্থটি من অব্যয়-যোগে বয়ান করে দেয়া হয়, যেমন এখানে করা হয়েছে।

ما اٰتٰهم اللّٰه এখানে صلة ও موصول মিলে তারকীবে কী হয়েছে, বলো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না; যারা (নিজেরাও) কার্পণ্য করে, আবার মানুষকে কৃপণতা করতে বলে, আর আল্লাহ্ তাদেরকে যে ধনসম্পদ দান করেছেন, তা তারা গোপন করে। আর আমি কাফিরদের জন্য অপমানকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

দ্রষ্টব্য ঃ এই আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল করা হয়েছে। তারা মদীনায় আনছারকে কুপরামর্শ দিতো যে, তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে রাখেন।

(٣) أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتٰبِ يشترون الضَّلٰلَةَ وَ يُرِيدون أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُم، وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا و كَفٰى بِاللّٰهِ نصيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

ألم تر (তুমি কি দেখো নি!) মূলতঃ ছিলো ترى এটি لم এর কারণে مجزوم হয়েছে এবং ناقص হওয়ার কারণে جزم এর আলামত রূপে লাম কালিমা পড়ে গেছে।

এখানে প্রশ্নের আকারে আশ্চর্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঐ লোকদের অবস্থা কী আশ্চর্যজনক, যারা......

نَصِيبٌ অংশ, হিস্সা, কিছু পরিমাণ। نُصُبٌ ও أَنْصِبَةٌ

تضلوا (ض) ضَلالاً، ضَلالَةً পথ হারানো। গোমরাহ হওয়া। সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া।

ضَلَّ الطريقَ/ عَنِ الطَّرِيقِ পথ হারিয়ে ফেললো।

ضَلَّ السَّبِيلَ/ عَنِ السَّبِيلِ সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হল।

أَضَلَّهُ اللهُ আল্লাহ তাকে গোমরাহ করলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

أوتوا جمع এর যমীর واو হচ্ছে نائب الفاعل যা মূলতঃ প্রথম مفعول به ছিলো। আর نصيبا হচ্ছে দ্বিতীয় مفعول به (দেখো, পৃঃ ৭৪)

من الكتاب এটি معدودا এর সাথে متعلق আর তা نصيبا এর صفة

يشترون এ বাক্যটি اوتوا এর نائب الفاعل থেকে حال হয়ে منصوب এর স্থানে এসেছে।

السبيل এটি تضلوا এর مفعول به

الله أعلم بأعدائكم এবং كفى بالله نصيرا বাক্য দু'টির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আপনি কি ঐ লোকদের দেখেন নি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছে। তারা (হেদায়াতের পরিবর্তে) পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে, আর তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়া কামনা করে। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক অবগত। আর আল্লাহ অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট। আর আল্লাহ সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।

(٤) أُولٰئِكَ الذين لَعَنَهُمُ اللّٰهُ و مَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ له نَصِيرًا، اِن الذين كَفَروا بِاٰيٰتِنا سَوفَ نُصْلِيهِم نارًا، كلَّما نَضِجَتْ جُلودُهم بَدَّلْنٰهم جُلودًا غَيْرَها لِيَذُوقوا العَذابَ، اِن اللّٰهَ كان عزيزًا حكيمًا ✱

শব্দ বিশ্লেষণ

نُصليهم (তাদেরকে আগুনে পোড়াব) إِصلاءً পোড়ানো, ঝলসানো।
أَصْلاه النار তাকে আগুনে ঝলসালো। (দেখো, পৃঃ ৯২)

نضجت (সিদ্ধ হলো) نَضْجًا ও نَضَجًا (س) نُضْجًا পাকা, সিদ্ধ হওয়া।

نَضِجَ الثَّمَرُ ফল পাকলো (ثَمَرٌ نَاضِجٌ)

نَضِجَ اللَّحْمُ গোশত সিদ্ধ হলো। পূর্ণ রান্না হলো। (لَحْمٌ نَاضِجٌ)

نَضِجَ العَقْلُ আকল ও বুদ্ধি পরিপক্ব হলো (عَقْلٌ نَاضِجٌ)

جُلُود এটি جِلْدٌ এর বহুবচন। চামড়া।

بَدَّلْنَا (আমরা পরিবর্তন করেছি) تَبْدِيلًا পরিবর্তন করা। বদলানো। تَبَدُّلًا পরিবর্তিত হওয়া। বদলে যাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

أولئك মুবতাদা, আর الذين لَعَنَهُم اللهُ এ অংশটি খবর।

من এটি اسم الشرط ও اسم الموصول সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি شرط ও صلة এখানে عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ وَ مَنْ يَلْعَنْهُ اللهُ

মাওছূল ও ছিলাহ মিলে مبتدأ আর فلن تجد হলো خبر এবং جواب الشرط (দেখো, পৃঃ ৭০)

سَوْفَ نُصْلِيهِم ... الذين كفروا মাওছূল ও ছিলাহ মিলে إن এর اسم আর نارًا এ অংশটি إن এর خبر

كلما (দেখো, পৃঃ ৬৮) এখানে এটি بدلنا এর ظرف রূপে منصوب

هم এটি بدلنا এর প্রথম مفعول به আর جلودا দ্বিতীয় مفعول به

তরজমা ঃ ওরাই ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, আর আল্লাহ যাকে অভিশাপ দেন, তার জন্য তুমি কিছুতেই কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না।

যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অবশ্যই তাদেরকে আমি আগুনে ঝলসাবো। যখনই তাদের চামড়া সিদ্ধ হবে, তখনই তাদেরকে আমি অন্য চামড়া পরিবর্তন করে দেবো, যাতে তারা (চূড়ান্ত) আযাব ভোগ করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

(٤) وَ الذين اٰمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهم جَنّٰتٍ تجري من

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ، لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَبَدًا — হাঁবাচক ও নাবাচক উভয় ফেয়েলের সাথে তা ব্যবহৃত হয়।

أَفْعَلُهُ أَبَدًا আমি তা সর্বদা করবো।

لا أفعله أبدًا আমি তা কখনো করবো না। (তবে নাবাচক ব্যবহারই বেশী)

زَوْجٌ — স্বামী। স্ত্রী। বহুবচনে أَزْوَاجٌ

ظِلٌّ ظَلِيلٌ স্থায়ী ছায়া (যে ছায়া কখনো রোদ দ্বারা বিঘ্নিত হবে না)।

বাক্য বিশ্লেষণ

و الذين امنوا ... এ অংশটুকু মুবতাদা, أبدا .... سندخلهم হচ্ছে খবর।

تجرى ... এ বাক্যটি جنات এর صفة হয়ে مرفوع এর স্থানে এসেছে।

من تحتها — এটি تجري এর সাথে متعلق

خالدين — এটি হয়েছে ندخل এর مفعول به থেকে حال, আর أبدا হচ্ছে خلدين এর ظرف الزمان (এটি তাকীদের জন্য এসেছে।)

لهم فيها أزواج مطهرة বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে অবশ্যই আমি এমন জান্নাতে দাখেল করবো যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়, তাতে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ, আর তাদেরকে আমি স্থায়ী ছায়ায় দাখেল করবো।

(৫) يَاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الأَمْرِ منكم، فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوه اِلَى اللّٰهِ و الرسولِ ان كنتم تُؤْمِنُوْن بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الاٰخِرِ، ذٰلِكَ خَيْرٌ و اَحْسَنُ تأوِيلًا ٠

শব্দ বিশ্লেষণ

أُولو — শব্দটি ذو এর বহুবচন। أُولو الأَمْر এর শাব্দিক অর্থ বিষয়টির অধীকারীগণ। 'বিষয়' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাসনের বিষয়। সুতরাং أولو الأمر অর্থ হলো শাসনবিষয়ের অধিকারীগণ, অর্থাৎ শাসকগণ। (رفع – نصب ও جر এর উদাহরণ দেখো–)

كُونوا مَعَ أُولِى الأَمْرِ - نُطِيعُ أُولِي الأَمْرِ - هم أُولو الأَمْرِ

تنازعتم — বাবে তাফা'উল। মাছদার تَنازُعًا পরস্পর বিবাদ করা।

تفاعُل এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো 'পরস্পরতা', সে ক্ষেত্রে তার فاعل একাধিক হওয়া জরুরী।

تَنازَعَ الرجـلان লোক দু'জন পরস্পর বিবাদ করলো।

نَازَعَ فُلانًا (في شيءٍ) مُنازَعَةً وَ نِزاعًا সে অমুকের সাথে (কোন বিষয়ে) বিবাদ করলো।

ردوا — (তোমরা ফিরিয়ে দাও) দেখো, পৃঃ ৭৪

বাক্য বিশ্লেষণ

أولى الأمر — এটি الرسول এর উপর معطوف রূপে منصوب হয়েছে।

منكم — এটি متعلق হয়েছে معدودين এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে, আর তা حال হয়েছে أولي الأمر থেকে।

শাব্দিক অর্থ– তোমরা শাসকদের আনুগত্য করো এমন অবস্থায় যে, তারা তোমাদের মধ্য হতে গণ্য। (অর্থাৎ যারা মুমিন এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক।)

تنزعتم ... — এটি إن এর شرط আর ردوه হচ্ছে جواب الشرط

كنتم ... — হচ্ছে দ্বিতীয় إن এর شرط এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে। আর তা হলো ... فردوه إلى الله

جواب الشرط কে উহ্য করার কারণ এই যে, পূর্ববর্তী বাক্য থেকে তা এমনিতেই বুঝে আসছে।

تأويلا — এটি أحسن এর যমীর থেকে تمييز হয়েছে। تأويل এর একটি অর্থ হলো পরিণাম, ছাওয়াব, অর্থাৎ পরিণাম ও ছাওয়াবের দিক থেকে তা অধিক উত্তম।

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং (আনুগত্য করো) তোমাদের দলভুক্ত শাসকদের।

অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিবাদে লিপ্ত হও তাহলে তা আল্লাহ ও (আল্লাহর) রাসূলের সমীপে পেশ করো। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত-দিবসের প্রতি ঈমান পোষণ করো (তাহলে অবশ্যই তা করো) পরিণামের দিক থেকে এটা ভালো ও উত্তম।

(৭) اَلَمْ تَرَ اِلَى الذين يَزْعُمُونَ انهم اٰمَنُوا بِما اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ ما اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، يُريدون اَنْ يَتَحاكَمُوا الى الطاغوتِ و قَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُروا بِه، وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ اَنْ يُضِلَّهم ضَلالًا بَعيدًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

الم تر (তুমি কি দেখো নি) (দেখো, পৃঃ ৯৭)

يزعمون (তারা দাবী করে) (ف،ن) زعما মিথ্যা বলা। মিথ্যা দাবী করা। ধারণা করা।

تحاكما إلى القاضي উভয়ে (পরস্পরের বিরুদ্ধে) কাজির কাছে বিচার নিয়ে গেলো। (تفاعل সম্পর্কে দেখো, পূর্ববর্তী আয়াত)

يُضِلُّ ইফ'আল থেকে إِضْلالًا পথভ্রষ্ট করা।

ضلالا بعيدا (দূরবর্তী গোমরাহী যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়, অর্থাৎ) চূড়ান্ত গোমরাহী।

বাক্য বিশ্লেষণ

أنهم এ অংশটি يزعمون এর مفعول به

و ما أنزل এটি কার উপর معطوف এবং معطوف ও معطوف عليه মিলে তারকীবে কী হয়েছে?

প্রথমে ما এর নিজস্ব অর্থ হিসাবে, তারপর ما এর স্থানীয় অর্থ হিসাবে .... آمَنُوا بما বাক্যটির তরজমা করো। স্থানীয় অর্থটি

কোন্ আলামত দ্বারা নির্ধারণ করেছো?

و قد أُمروا এটি يريدون এর فاعل থেকে حال

أن يكفروا به এর স্থানে مجرور এর حرف الجر হয়ে উহ্য مصدر হয়ে أن দ্বারা أن এটি

আছে, মূলতঃ بأَنْ يَكْفُرُوا به আর তা أمروا এর সাথে متعلق

ضلالا শব্দটির তারকীব বলো।

তরজমা ঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে ঐ কিতাবের প্রতি যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে, অথচ তারা পরস্পরের বিচার-ফায়ছালা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, যেন তারা তাগুতকে অস্বীকার করে। আসলে শয়তান তাদেরকে চূড়ান্তভাবে গোমরাহ করতে চায়।

(٦) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الذين يَشْرُونَ الحَيٰوةَ الدُّنْيا بِالْاٰخِرَةِ وَ مَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عظيمًا ❋

শব্দ বিশ্লেষণ

ليقتل (লড়াই করুক) أمر غائب এর واحد مذكر এটি মূলতঃ فعل مضارع যা لامُ الأمْر দ্বারা مجزوم হয়েছে।

يشرون (ض) شِرَاءً ক্রয় করা, বিক্রি করা (এখানে দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য)

يغلب (বিজয়ী হয়) পিছনে দেখো, পৃঃ ৪৬

বাক্য বিশ্লেষণ

ليقتل এর فاعل নির্ধারণ করো।

من এটি اسم الموصول ও اسم الشرط যা পরবর্তী তিনটি ফেয়েলকে শর্তরূপে جزم দিয়েছে। موصول ও صلة মিলে مبتدأ আর سوف نؤتيه হচ্ছে خبر এবং جواب الشرط

سوف এর কারণে جواب الشرط টি মাজযূম হয় নি। سوف না থাকলে ফেয়েলটিকে লাম কালিমা ফেলে দেয়ার মাধ্যমে জযম

দেয়া হতো এবং نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا বলা হতো।

يقتل এটি ف অব্যয়যোগে معطوف হয়েছে يقتل এর উপর।

يغلب এটি أو অব্যয়যোগে معطوف হয়েছে يقتل এর উপর।

তরজমা ঃ সুতরাং যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বিক্রি করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, অতঃপর নিহত হয় বা বিজয়ী হয়, তাদেরকে অবশ্যই আমি বিরাট আজর দান করবো।

(٧) الذين اٰمَنُوا يُقَاتِلُون في سَبِيلِ اللّٰهِ، وَ الذين كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ الطاغُوتِ، فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطٰنِ، اِنَّ كَيْدَ الشيطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ‌*

শব্দ বিশ্লেষণ

كيد (চক্রান্ত) (ض) كَيْدًا চক্রান্ত করা। (ব্যবহার দেখো--) كاده তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো।

طاغوت দেখো, পৃঃ ৫২

شيطان ইবলিছ, অপআত্মা, দুরাত্মা, দুষ্কর্মা। বহু شَيَاطِينُ

বাক্য বিশ্লেষণ

كان এটি অতিরিক্ত।

الذين .....سبيل الله বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে, আর যারা কুফুরি করেছে তারা তাগুত বা শয়তানের পথে লড়াই করে, সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল।

(٨) أَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ، وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فيه اخْتِلَافًا كَثِيرًا ‌*

শব্দ বিশ্লেষণ

يتدبرون (তারা চিন্তাভাবনা করে) تَدَبُّرًا (গভীর মনোযোগ-সহকারে)

চিন্তা করা (সরাসরি مفعول به) (বাংলায় عن এর তরজমা হয়)

لو — এটি حرفُ الشَّرْطِ তবে جازم নয়। এটি দুই মাযীর শুরুতে আসে এবং এ কথা বোঝায় যে, প্রথমটি ঘটলে দ্বিতীয়টি ঘটতো। প্রথমটি না ঘটার কারণে দ্বিতীয়টি ঘটেনি। যেমন- لَوِ اجْتَهَدْتَ فِي دراسَتِكَ لَنَجَحْتَ فِي الِامْتِحانِ যদি তুমি লেখা পড়ায় পরিশ্রম করতে তাহলে পরীক্ষায় সফল হতে (যেহেতু পরিশ্রম করা হয়নি সেহেতু সফলতাও ঘটেনি।)

كان — এর মাঝে বিদ্যমান هو যমীর হচ্ছে তার ইসম। এটি ফিরেছে القرآن এর দিকে। من অব্যয়টি اتيا (আগমনকারী) এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা كان এর خبر
শাব্দিক অর্থ- যদি কোরআন গায়রুল্লাহর পক্ষ হতে আগত হতো তাহলে ....।
(যেহেতু কোরআন গায়রুল্লাহ থেকে আগত নয়, সেহেতু লোকেরা তাতে বৈপরিত্য পায়নি।)

لوجدوا — এই لَ সম্পর্কে কী জানো ?

তরজমা ঃ সুতরাং তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তাহলে অবশ্যই তারা তাতে বহু বৈপরিত্য খুঁজে পেতো।

(৯) وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جهنَّمُ خالدًا فيها و غضِبَ اللّٰهُ عليهِ وَ لَعَنَه و اَعَدَّ له عذابًا عظيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

متعمدا — (ইচ্ছাকৃতভাবে) تَعَمَّدَ شَيْئًا কোন কিছু ইচ্ছা করে করলো।
تَعَمَّدَ الْخَطَأَ ইচ্ছা করে ভুল করলো।

لعنه — (ف) لَعْنًا অভিশাপ দেয়া। অভিসম্পাত করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

শাব্দিক অর্থ– তার প্রতিদান হবে জাহান্নাম, এমন অবস্থায় যে, সে তাতে চিরস্থায়ী হবে।

مَنْ এই শব্দটি সম্পর্কে কী জানো (দেখো, পৃঃ ১০১ ও ৭০)

তরজমা ঃ আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আর আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন এবং তাকে অভিশাপ দেবেন এবং তার জন্য ভীষণ আযাব তৈয়ার করবেন।

(١٠) وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا او يَظْلِمْ نفسه ثم يستغفرِ اللّٰهَ يجدِ اللّٰهَ غفورًا رحيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

سُوْءٌ যে কোন খারাপ ও মন্দ কথা বা কাজ বা বিষয়।

سَوْءًا (ن) মন্দ হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

من يعمل سوءا এতটুকুর তারকীব বলো।

يظلم এটি أو অব্যয়যোগে معطوف হয়েছে يعمل এর উপর।

يستغفر এটি ثم অব্যয়যোগে معطوف হয়েছে يظلم এর উপর। আর তিনটি فعل রূপে من দ্বারা مجزوم হয়েছে। আর يجد ফেয়েলটি جواب الشرط রূপে مجزوم হয়েছে।

الله এই মহান শব্দটি হচ্ছে يجد এর প্রথম مفعول به আর غفورا رحيما হচ্ছে তার দ্বিতীয় مفعول به

তরজমা ঃ আর যে ব্যক্তি বদ আমল করবে কিংবা নিজের উপর জুলুম করবে, তারপর আল্লাহর কাছে মাগফেরাত প্রার্থনা করবে সে অবশ্যই আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়াময় পাবে।

(١١) إِنَّ اللّٰهَ لا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِه وَ يَغْفِرَ ما دُوْنَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ، وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضلالًا بعيدًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

دون এটি ظرفُ مكانٍ বা স্থানবাচকশব্দ। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে।

دُونَ قَدَمِكَ তোমার পায়ের নীচে।

جلَسْتُ دُونَكَ তোমার পিছনে বসেছি।

سَارَ الأَمِيرُ دُونَ الجَمَاعَةِ আমির জামা'আতের অগ্রে অগ্রে চলেছেন।

دُونَ الشِّرْكِ (জঘন্যতার দিক থেকে) শিরকের নীচে

مِنْ دُونِ اللّٰهِ আল্লাহ ছাড়া

বাক্য বিশ্লেষণ

أن يشـرك به এ অংশটি أن দ্বারা مصدر হয়ে لا يغفر এর مفعول به হয়েছে এবং منصوب এর স্থানে রয়েছে।

ما এটি اسم الموصول আর دون ذلك হচ্ছে ثابت উহ্য شبه الفعل এর ظرف আর شبه الفعل তার شبه الفاعل ও ظرف কে নিয়ে شبه الجملة হয়ে موصول এর صلة হয়েছে।

এবার তুমি বলো صلةও موصول মিলে তারকীবে কী হয়েছে।

لمن يشاء এর তারকীব করো। حرف الجر কার সাথে متعلق বলো।

.... من يشـرك بالله এ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা মাফ করবেন না, আর তার চেয়ে নীচের গোনাহ যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে মাফ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে (কোন কিছুকে) শরীক করবে সে চূড়ান্তরূপে গোমরাহ হবে।

(১২) يٰاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِه وَ الكِتٰبِ الذي نَزَّلَ عَلٰى رَسُولِه وَ الكِتٰبِ الذي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ، وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ اليَوْمِ الاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيدًا *

বাক্য বিশ্লেষণ

الكتب প্রথমটি معطوف হয়েছে رسوله এর উপর। আর দ্বিতীয়টি

معطوف হয়েছে প্রথমটির উপর।

مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ قَبْلَ الْقُرآنِ (কথাটি ব্যাখ্যা করো)

و من يكفر থেকে শেষ পর্যন্ত তারকীব করো।

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা (এই কিতাবের) পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহকে এবং তাঁর ফিরেশতাদেরকে এবং তাঁর রাসূলগণকে এবং আখেরাত-দিবসকে অস্বীকার করে সে চূড়ান্তরূপে গোমরাহ হবে।

(١٣) إن اللّٰهَ جامِعُ المُنٰفِقِينَ وَ الْكٰفِرِين في جَهَنَّمَ جميعًا *

বাক্য বিশ্লেষণ

المنٰفقين শব্দটি অর্থগতভাবে اسم الفاعل এর مفعول به কিন্তু তারকীবের দিক থেকে তার مضاف إليه

مفعول به এর তারকীব হলে اسم الفاعل টি তানবীন যুক্ত হতো

في جهنم এটি কার সাথে متعلق হয়েছে?

جميعًا এটি مُجْتَمِعِين অর্থে جامع এর مضاف إليه থেকে حال হয়েছে, যা মূলত جامع এর مفعول به ছিলো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল মুনাফিক ও কাফিরকে জাহান্নামে একত্র করবেন।

(١٤) اِنَّ الْمُنٰفِقِين يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ، وَ اِذا قَامُوا اِلَى الصَّلٰوةِ قامُوا كُسالٰى، يُرَآءُونَ النَّاسَ و لا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا

শব্দ বিশ্লেষণ

يخدعون (তারা ধোকা দেয়) مُخادَعَةً و خِداعًا ধোকা দেয়া।

(ف) خَدْعًا، خَدِيْعَةً ধোকা দেয়া।

يُرَاءُون (তারা দেখায়) রিয়া করে। এটি مفاعلة এর فعل

বাক্য বিশ্লেষণ

و هو خادعهم এটি حال হয়েছে يخدعون এর مفعول به থেকে।

خادعهم এটি اسم الفاعل যা তার مفعول به এর দিকে مضاف হয়েছে

كسالى এটি حال হয়েছে قاموا এর فاعل থেকে,

প্রথম قاموا হচ্ছে اذا এর شرط এবং দ্বিতীয় قاموا হচ্ছে جواب الشرط

اذا এর পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে اذا এর مضاف إليه আর

اذا শব্দটি جواب الشرط রূপে نصب এর স্থানে রয়েছে।

এখানে পুরো বাক্যটির মূলরূপ এই–

قَامُوا كُسَالٰى حِيْنَ قِيَامِهِمْ إِلَى الصَّلٰوةِ

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায়, আর আল্লাহ তাদেরকে ধোকার শাস্তি দেন।
আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায়। তারা আল্লাহকে স্মরণ করে না, তবে খুব কম।

(١٥) ما يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرتُم و اٰمَنْتُم، و كَانَ اللّٰهُ شاكِرًا عليمًا *

তরজমা ঃ তোমরা যদি শোকর করো, আর ঈমান আনো তাহলে আল্লাহ তোমাদের আযাব দিয়ে কী করবেন। আর আল্লাহ্ তো (বান্দার আমলের) শোকরকারী, সর্বজ্ঞানী।

দ্রষ্টব্য ঃ বান্দার আমলের শোকর করার অর্থ আমলের প্রতিদান দেয়া।

١) إِنَّ الذين يَكْفُرونَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِه و يُريدون أنْ يُفَرِّقُوا بينَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ و يقولون نُؤْمِن بِبَعْضٍ و نكفُر بِبَعضٍ، و يُريدون أن يتخذوا بينَ ذلك سبيلًا * اولئك هم الكفرون حَقًّا، وَ أَعْتَدْنا للكفرين عذابًا مُهينًا * و الذين أٰمَنُوا باللّٰهِ و رُسُلِه و لم يُفَرِّقُوا بينَ احدٍ منهم اولئك سوف يُؤْتِيهم أجورَهم، و كانَ اللّٰه غفورًا رحيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يفرقوا (পার্থক্য করতে চায়) পিছনে দেখো, পৃঃ ৭৬

بعض কিছু অংশ। কতিপয়।

اِتِّخَاذًا (গ্রহণ করা, বানানো) اِتَّخَذَ - يَتَّخِذُ - اِتَّخِذْ মূলতঃ ছিলো- اِأْتَخَذَ - يَأْتَخِذُ - اِإْتَخِذْ

হামযাকে ت দ্বারা বদল করে ت কে ت এর মাঝে ইদগাম করা হয়েছে।

يريدون أن يتخذوا তারা গ্রহণ করতে চায়।

বাক্য বিশ্লেষণ

بين ذلك এখানে ذلك দ্বারা ইশারা করা হয়েছে পূর্ববর্তী ফেয়েল نؤمن এবং نكفر এর মাঝে বিদ্যমান মাছদার الإيمان ও الكفر এর দিকে। অর্থাৎ بَيْنَ الإيمانِ وَ الكُفْرِ (দেখো, পৃঃ ৭৯)

إن الذين ... এখানে يريدونَ أن يفرقوا অংশটি يكفرون এর উপরে معطوف হয়েছে এবং يقولون অংশটি يريدون এর উপর معطوف হয়েছে।

আর نكفر অংশটি نؤمن এর উপর معطوف হয়েছে।

يريدون أن يتخذوا অংশটি يقولون এর উপর معطوف হয়েছে। এই সমস্ত معطوف عليه ও معطوف মিলে الذين এর صلة হয়েছে। আর موصول ও صلة মিলে إن এর اسم হয়েছে।

أولئك هم الكفرون এটি إن এর خبر – এর তারকীব দেখো, পৃঃ ৫

حقا শব্দটি উহ্য ফেয়েলের مفعول مطلق হয়েছে (এটা পরে ভালোভাবে বুঝতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।)

و الذين .... احد منهم এ অংশটুকু মুবতাদা, اولئك হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদা, আর ... سوف يؤتيهم হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। এই জুমলাটি প্রথম মুবতাদার খবর। أولئك না থাকলে سوف يؤتيهم বাক্যটি সরাসরি اسم الموصول এর খবর হতো।

كان এটি অতিরিক্ত।

তরজমা ঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মাঝে পার্থক্য করতে চায়, আর বলে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি, আর কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মাঝে (অর্থাৎ ঈমান ও কুফুরির মাঝে তৃতীয়) কোন পথ গ্রহণ করতে চায়, ওরাই হলো প্রকৃত কাফির। আর কাফিরদের জন্য আমি অপমানজনক আযাব তৈয়ার করে রেখেছি।
আর যারা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের কারো মাঝে কোন পার্থক্য করেনি, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই প্রতিদান দেবেন। আর আল্লাহ তো মহাক্ষমাশীল ও চিরদয়ালু।

(٢) يَسْئَلُكَ اهلُ الكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عليهم كِتٰبًا من السَّماءِ فَقَدْ سَاَلوا موسٰى اَكْبَرَ مِن ذلك فقالوا اَرِنا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ثم اتَّخَذُوا العِجْلَ من بعدِ ما جاءَتْهُمُ البَيِّنٰتُ فَعَفَوْنا عَن ذلك، و اٰتَيْنا مُوسٰى سُلْطانًا مُبِينًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

أرنا (আমাদেরকে দেখান) أَرٰى - يُرِيْ - أَرِ - إِرَاءَةٌ দেখানো।

جَهْرَةً (প্রকাশিত জিনিস) جَهْرَةً প্রকাশিতরূপে। এটি ظاهرًا অর্থে حال হয়েছে أَرِ ফেয়েলের এর দ্বিতীয় مفعول به থেকে।

শাব্দিক অর্থ– আপনি আমাদেরকে আল্লাহকে দেখান এমন অবস্থায় যে, তিনি প্রকাশিত।

(ف) جَهَرَ الشَّيءُ جَهْرًا প্রকাশিত হলো।

(ف) جَهْرًا، جِهارًا প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে করা বা বলা। এর ব্যবহার ب অব্যয়যোগে– جَهَرَ بِالْحَقِّ - جَهَرَ بِالْكَلَامِ

صَاعِقَةٌ (আকাশ থেকে পতিত বজ্র) বহুবচনে صواعق

صَعَقَتْهُمُ السَّمَاءُ (صَعْقًا، ن) আকাশ তাদেরকে বজ্রাহত করলো صَعَقَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ বজ্র তাদেরকে আঘাত করলো। (বাংলায় উভয় বাক্যের তরজমা হবে– তারা বজ্রাহত হলো।)

عِجْلٌ গাভীর বাছুর। বহুবচনে عُجُوْل

سلطان (প্রমাণ) অন্যান্য অর্থ– ক্ষমতা, ক্ষমতাবান, বাদশাহ।

বাক্য বিশ্লেষণ

أَكْبَرَ এটি اسم التفضيل এবং سألوا এর দ্বিতীয় مفعول به রূপে মানছূব।

اتخذوا العِجْلَ এখানে معبودًا এই উহ্য শব্দটি مفعول به থেকে حال

من এটি অতিরিক্ত। ... بعد হচ্ছে পূর্ববর্তী فعل এর ظرف আর ما হচ্ছে حرف المصدر সুতরাং পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে بعد এর مضاف إليه হবে। মূলরূপ এই– بَعْدَ مَجِيئِهِمُ الْبَيِّنَاتُ

أن تنزل عليهم كتبا من السماء এ অংশটুকুর তারকীব করো।

তরজমা ঃ কিতাবীরা আপনার কাছে দাবী জানায় যে, আপনি আসমান থেকে এক কিতাব তাদের উপর নাযিল করে দেবেন। তারা তো মূসা (আঃ)-এর কাছে এর চেয়ে বড় কিছু দাবী করেছিলো। অর্থাৎ তারা বলেছিলো যে, আমাদেরকে প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখিয়ে দিন। তখন তাদের

জুলুমের কারণে বজ্র তাদেরকে পাকড়াও করেছিলো।

অতঃপর তারা তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ আসার পরও বাছুরকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করেছিলো, তবু আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। আর আমি মূসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম।

(٣) وَ رفعنا فوقَهم الطُّورَ بِمِيثَاقِهِم و قُلْنا لَهُمُ ادْخُلوا الباب سُجَّداً وَ قُلْنا لَهُم لا تَعْدُوا في السَّبْتِ وَ اَخَذْنا مِنْهُم ميثاقًا غَليظًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تَعدوا (তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না) (ن) عَدْواً، عُدْوانًا জুলুম করা, সীমা লঙ্ঘন করা। غليظ কঠিন

বাক্য বিশ্লেষণ

بميثاقهم এখানে ب অব্যয়টি হেতুবাচক, আর এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بِنَقْضِ مِيْثَاقِهِم (তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে) (ن) نَقْضًا ভঙ্গ করা।

سُجَّداً এটি سَاجِدٌ এর বহু এবং তা ادخلو এর فاعل থেকে حال

في السبتِ (শনিবারের বিষয়ে) শনিবারে তাদের জন্য মাছ ধরা নিষেধ ছিলো, কিন্তু তারা একটি কৌশল করে এই নিষধ অমান্য করেছিলো। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি রূপে বানরে পরিণত করেছিলেন।

তরজমা ঃ আর আমি তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণে (তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য) তাদের উপর তূর পাহাড়কে তুলেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, (বাইতুল মুকাদ্দাসের) দরজা দিয়ে সিজদা অবস্থায় প্রবেশ করো। আর তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা শনিবারের বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করো না। আর আমি তাদের থেকে কঠিন প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম।

(٤) اِنَّ الذين كَفَرُوا وَ صَدُّوا عن سبيلِ اللّٰهِ قَد ضَلُّوا ضلالاً بعيدًا * اِنَّ الذين كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لهم

و لا لِيَـهْـدِيَهم طـريـقًا ، اِلَّا طَـريـقَ جهـنـمَ خٰـلـديـن فـيـهـا

ابـدا ، و كان ذلك على الله يـســيـرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

صـدُّوا (তারা বাধা দিলো) (ن) صَـدًّا বাধা দেয়া। ফিরিয়ে রাখা।

صَـدَّه عَنْ شيءٍ তাকে কোন কিছু থেকে বাধা দিলো।

(ن) صُدوْدًا ফিরে থাকা। صد عنه তার থেকে ফিরে থাকলো।

يَسِـيرٌ (সহজ) يُسْرٌ সহজতা।

ضـلالا بعيـدا এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ১০২

বাক্য বিশ্লেষণ

لم يكن الله ليـغـفـر لهم আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করার নন।

الله এ মহান শব্দটি لم يكن এর اسم - আর يغفر ফেয়েলটি উহ্য أن দ্বারা مصدر হয়ে حرف الجر এর مجرور এর স্থানে আছে। আর حرف الجر ও مجرور মিলে مريدا এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর شبه الفعل টি তার شبه الفاعل ও متعلق কে নিয়ে لم يكن এর خبر আর ليهديهم এর তারকীব ليغفر এর মত। বাক্যটির মূলরূপ এই-

لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ مُرِيدًا لِمَغْفِرَتِهِمْ وَ هِدَايَتِهِمْ

(শাব্দিক অর্থ) আর আল্লাহ তাদের মাগফিরাতের এবং তাদের পথ প্রদর্শনের ইচ্ছাকারী নন।

إن উভয় إن এর اسم ও خبر চিহ্নিত করো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করেছে এবং (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে তারা চূড়ান্তরূপে গোমরাহ হয়েছে।

নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করেছে এবং (মুহাম্মদী নবুয়িত অস্বীকার করে) জুলুম করেছে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করবেন না এবং তাদেরকে জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ দেখাবেন না, (শুধু জাহান্নামের পথ দেখাবেন) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর আল্লাহর জন্য তা সহজ।

(৫০) يٰاَيُّهَا النَّاسُ قد جاءَكم الرسولُ بِالْحَقِّ من رَبِّكم فَاٰمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، وَ اِن تَكْفُروا فَاِنَّ لِلّٰهِ ما في السَّمٰوٰتِ و الاَرْضِ، و كانَ اللّٰهُ عليمًا حكيمًا *

বাক্য বিশ্লেষণ

بِالْحَقِّ এখানে ب অব্যয়টি হেতুবাচক এবং তা جاء এর সাথে متعلق হয়েছে, আর এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে অর্থাৎ جاءَ لِإقامةِ الحَقِّ (হক প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছেন।)

من ربكم এটি جاء এর সাথে দ্বিতীয় متعلق

خيرا لكم এটি إيمانًا এই উহ্য মাছদার বা مفعول مطلق-এর صفة অর্থাৎ فَاٰمِنُوا إيمانًا خيرًا لَكُمْ (তোমরা এমন ঈমান আনয়ন করো যা তোমাদের জন্য উত্তম) لكم হচ্ছে خيرا এর সাথে متعلق

تكفروا এটি إن এর شرط আর جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ كفرُكُمْ আর فإن এর ف অব্যয়টি হেতুবাচক।

لله ما في السموت و الأرض এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ হে লোকসকল! হক প্রতিষ্ঠা করার জন্য তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে রাসূল এসেছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ঈমান আনয়ন করো। আর যদি তোমরা কুফুরি করো (তাহলে তোমাদের কুফুরি কিছুতেই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।) কেননা আসমান ও যমীনের মালিকানা তো আল্লাহরই জন্য। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(৬) يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُم بُرْهانٌ من رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا اليكم نورًا مُبِينًا * فَاَمَّا الذين اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهم في رحمةٍ منه و فضلٍ، و يَهديهم اليه صراطًا مستقيمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

برهان (প্রমাণ) বহুবচনে بَرَاهِينُ

مُبِينٌ (সুস্পষ্ট) باب الإفعال থেকে اسم الفاعل

إبَانَةٌ সুস্পষ্ট/সুপ্রকাশিত হওয়া। সুস্পষ্ট/সুপ্রকাশিত করা। সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা। পৃথক করা। (متعدى ও لازم)

(ض) بَيَانًا সুস্পষ্ট হওয়া। সুস্পষ্ট করা। সুস্পষ্ট-রূপে বর্ণনা করা। بَانَ الشَّيْءُ - بَانَ الشَّيْءَ (متعدى ও لازم)

বাক্য বিশ্লেষণ

وفضلٍ এটি معطوف হয়েছে رحمةٍ এর উপর, আর من অব্যয়টি উহ্য صفة এর সাথে متعلق এবং তা رحمة এর نازلةٍ

صراطا ... এটি يهدي এর দ্বিতীয় مفعول به

তরজমা ঃ হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণ এসেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি সুপ্রকাশিত নূর (কুরআন) নাযিল করেছি।
সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং ঐ নূরকে আকড়ে ধরেছে তাদেরকে অবশ্যই তিনি তাঁর রহমতে এবং অনুগ্রহে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে তাঁর দিকে (পৌছার) সরল পথ প্রদর্শন করবেন।

(٧) اليومَ يَئِسَ الذين كَفَرُوا من دينِكُمْ فلا تَخْشَوْهُم وَاخْشَوْنِ، اليومَ اكمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عليكم نعمتي وَ رضيتُ لكم الإسلامَ دينًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَئِسَ منه তার থেকে বা তার সম্পর্কে নিরাশ হলো।

لا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না

لا تَخْشَوْهُم (তাদেরকে ভয় পেয়ো না) (س) خَشْيَةً ভয় করা, শঙ্কিত হওয়া। (ব্যবহার দেখো-)

خَشِيَهُ/مِنْهُ তাকে ভয় করলো। তার থেকে শঙ্কিত হলো।

أَخْشَى أن يكونَ ذلك তা হবে বলে আশঙ্কা করছি।

أَخْشَى عليه তার ব্যাপারে আশঙ্কা করছি।

أكملت (পূর্ণ করলাম) إِكْمالاً পূর্ণতা দান করা। (ك) كَمَالاً পূর্ণ হওয়া, পূর্ণতা লাভ করা। গুণের দিক থেকে পূর্ণতা লাভ করা।

إِكْتَمَلَ পূর্ণতা লাভ করলো।

رضيتُ (س) رِضًا، رِضْوَانًا، مَرْضَاةً সন্তুষ্ট হওয়া (عن অব্যয়যোগে)

رَضِيَ عنه তার প্রতি সন্তুষ্ট হলো।

رَضِيَ بِهِ তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট হলো। তাকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করলো। (ب অব্যয়যোগে)

رَضِيَهُ তা গ্রহণ/কবুল/মঞ্জুর করলো। (সরাসরি مفعول به)

বাক্য বিশ্লেষণ

رضيتُ (গ্রহণ করেছি) الإسلام হচ্ছে رضيتُ এর مفعول به আর دينا হচ্ছে رضيتُ এর مفعول به থেকে حال

শাব্দিক অর্থ– আর ইসলামকে তোমাদের জন্য কবুল করেছি, এমন অবস্থায় যে, তা একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন।

কিংবা رضيتُ অর্থ 'বানিয়েছি'। তখন دينًا হবে তার দ্বিতীয় مفعول به আর لكم হচ্ছে رضيتُ এর সাথে متعلق

اليوم ... من دينكم বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নে'য়মতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং দ্বীনরূপে ইসলামকে তোমাদের জন্য অনুমোদন করলাম।

দ্রষ্টব্য ঃ নিরাশ হওয়ার অর্থ– কাফিররা নিশ্চিতরূপে বুঝে ফেলেছে যে, তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফেরানো এবং তোমাদের দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করা আর সম্ভব নয়।

(٨) اليومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ، و طعامُ الذين أُوتُوا الكِتٰبَ حِلٌّ لَكُمْ، وَ طعامُكم حِلٌّ لَهم،

শব্দ বিশ্লেষণ

أُحِلَّ — ইফ'আল থেকে মাজহূল। إِحلالاً হালাল করা।

حل — (হালাল, বৈধ)

(ض) حَـلالاً হালাল হওয়া, বৈধ হওয়া।

(حُلولاً، ض) حَلَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى النَّاسِ মানুষের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হলো।

(حُلولاً ن - ض) حَلَّ المكانَ/بالمكانِ স্থানটিতে অবতরণ/ অবস্থান করলো।

(حَلًّا، ن) حَلَّ العُقْدَةَ গিঁঠ খুলে দিলো।

حَلَّ المُشْكِلَةَ সমস্যাটির সমাধান করলো।

طعامُ الذين أُوتوا الكتابَ حِلٌّ لكم তারকীব করো ও শাব্দিক অর্থ বলো

তরজমা ঃ আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো। আর কিতাবীদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য হালাল।

(٩) يٰاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا اذا قُمْتم الى الصلٰوةِ فاغسِلُوا وُجُوهَكم وَ اَيْدِيَكُمْ الى المَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ و اَرْجُلِكم الى الْكَعْبَيْنِ،

শব্দ বিশ্লেষণ

مَرافِقُ — এটি مِرْفَقٌ এর বহু। হাতের কনুই।

كَعْبٌ — পায়ের গোড়ালী। বহুবচনে كِعَابٌ، كُعوبٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

برؤوسكم — এখানে ب অব্যয়টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ وَامْسَحُوا رُؤُوسَكم

أرجلكم — এটি معطوف হয়েছে পূর্ববর্তী أيدِيَكم এর উপর।

إذا — এর شرط ও جواب الشرط নির্ধারণ করো। إذا সম্পর্কে যা জানো বলো। পুরো বাক্যটির মূলরূপ বলো। পৃঃ ৮, ৩৫

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াতে যাও তখন

তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুইসহ তোমাদের হাত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করে নাও এবং গোড়ালীসহ তোমাদের পা ধুয়ে নাও।

(১০) وَ اتَّقُوا اللّٰهَ، اِن اللّٰهَ خبير بما تعملون * وَعَدَ اللّٰهُ الذين اٰمَنُوا وَ عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ، لهم مغفرةٌ و اَجْرٌ عظيم *

বাক্য বিশ্লেষণ

وعد এটি দুই **مفعول به** দাবী করে। الذين হচ্ছে প্রথম **مفعول به** দ্বিতীয় **مفعول به** উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ **مغفرةً و أجرًا** পরবর্তী বাক্যটি উহ্য **مفعول** এর দিকে ইঙ্গিত করছে।

بما تعملون এখানে **ما** এর পরিচয় বলো।

لهم مغفرة و أجر عظيم এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদেরকে (ক্ষমা ও প্রতিদানের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।

(১১) وَ الذين كَفَروا و كَذَّبوا بِاٰيٰتِنا اولئك اَصْحٰبُ الجحيم * يٰاَيُّها الذين اٰمَنُوا اذْكُروا نِعْمَتَ اللّٰهِ عليكم اِذْ هَمَّ قومٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِليكم اَيْدِيَهُم فَكَفَّ اَيْدِيَهُم عَنكُم، وَ اتَّقُوا اللّٰهَ، وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنون *

শব্দ বিশ্লেষণ

هَمَّ (ইচ্ছা করলো) (ن) هَمًّا দৃঢ় ইচ্ছা করা (ব্যবহার দেখো-)
هَمَّ بِالْقَتْلِ হত্যা করার দৃঢ় ইচ্ছা করলো।
هَمَّ أن يَقْتُلَ হত্যা করার দৃঢ় ইচ্ছা করলো।

أن يَبْسُطوا বাবে নাছারা থেকে, মাছদার بَسْطًا প্রসারিত করা।
بَسَطَ الفِراشَ বিছানা বিছালো।

بَسَطَ الثوبَ কাপড় ছড়ালো।

بَسَطَ اللّٰهُ الأرضَ আল্লাহ যমীনকে বিস্তৃত করেছেন।

بَسَطَ اللّٰهُ الرزقَ (له) আল্লাহ (তার জন্য) রিযিক প্রশস্ত করেছেন। পর্যাপ্ত করেছেন।

بَسَطَ يدَه সে তার হস্ত প্রসারিত করলো।

بَسَطَ إليه يَدَه তার কাছে হাত পাতলো। (ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যে) তার দিকে হাত বাড়ালো।

كَفَّ (ن) كَفًّا বিরত থাকা। বিরত রাখা। (متعدي ও لازم)

كَفَّ عن ... কোন কিছু থেকে বিরত থাকলো।

كَفَّهُ عن .... তাকে কোন কিছু থেকে বিরত রাখলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

عليكم এটি نازلةٌ এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা اذكروا এর مفعول به থেকে حال

اذ এটি نازلةٌ এর ظرفُ الزمانِ হয়েছে।

أن يبسطوا এটি هم এর مفعول به আর তা ب অব্যয়যোগে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু أن টি দ্বারা مصدر হলে ب অব্যয়টি উহ্য থাকে।

যেমন– هَمَّ بِقَتْلِه – هَمَّ أن يَقْتُلَه

তদ্রূপ– أَمَرَنا اللّٰهُ بِعِبَادَتِه – أَمَرَنا اللّٰهُ أن نَعْبُدَه

তদ্রূপ– أَذِنْتُ لـه بِالخُروجِ – أَذِنْتُ له أَنْ يَخْرُجَ

এ ধরনের আরো কিছু উদাহরণ আছে। যেমন

طَمِعَ أن يَكْسِبَ المالَ – طَمِعَ في كَسْبِ المَالِ

نَهَيْتُه أن يكذِبَ – نَهَيْتُه عَنِ الكِذْبِ

والذين .... الجحيم আয়াতটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর যারা কুফুরি করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ওরা জাহান্নামী।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে তাদের হাত বাড়াতে উদ্যত হলো, তখন তিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। আর তোমরা

আল্লাহকে ভয় করো, আর মুমিনরা যেন আল্লাহরই উপর ভরসা করে।

(١٢) يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لكم كثيرًا مما كنتم تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوا عَنْ كثيرٍ، قد جاءكُمْ من اللّٰهِ نورٌ و كِتٰبٌ مُبِيْنٌ * يَهْدِي به اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَه سُبُلَ السَّلٰمِ و يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمٰتِ الى النورِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيهم الى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

سلام — শান্তি سُبُلُ এটি سَبِيل এর বহু, পথ।

مُبين — (সুস্পষ্ট) দেখো, ৬নং আয়াত

يُبَيِّنُ — (সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন) تفعيل থেকে মাছদার تَبْيِيْنًا
تِبْيَانًا সুস্পষ্টরূপে/বিশদরূপে বর্ণনা করা।
تَبَيَّنَ الأَمْرُ বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো। (تفعل থেকে)

বাক্য বিশ্লেষণ

يبين لكم এটি رسولنا থেকে حال হয়েছে।

كنتم تخفون হচ্ছে ما الموصولة এর ছিলাহ عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ ما كنتم تخفونه – ছিলাহ-মাওছূল মিলে من এর مجرور এর স্থানে এসেছে। হরফুল জর ও মাজরূর মিলে معدودا এর সাথে متعلق এবং তা كثيرا এর صفة

শাব্দিক অর্থ– তিনি তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন এমন বহু বিষয় যা ঐ সকল বিষয় থেকে গণ্য যা তোমরা গোপন করতে।

من الكتاب হচ্ছে উহ্য যামীরটি থেকে হাল। শাব্দিক অর্থ– যা তোমরা গোপন করতে, এমন অবস্থায় যে, তা কিতাবের মধ্য হতে গণ্য।

من اتبع رضوانه এটি يهدي এর প্রথম مفعول به আর سُبُلَ السلامِ দ্বিতীয়

مفعول به এই তারকীব হিসাবে তরজমা– তিনি তা দ্বারা শান্তির পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে যে তার সন্তুষ্টি অনুসরণ করে।

অথবা سُبُلَ السلامِ হচ্ছে رِضْوانَهُ থেকে بدل এই তারকীবের তরজমা– তা দ্বারা তিনি পথ প্রদর্শন করে ঐ ব্যক্তিকে যে তার সন্তুষ্টি অনুসরণ করে, অর্থাৎ শান্তির পথ অনুসরণ করে।

তরজমা ঃ হে কিতাবীগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসে গেছেন, যিনি কিতাবের এমন বহু বিষয় প্রকাশ করে দেন যা তোমরা গোপন করে রাখতে, আর অনেক বিষয় তিনি মাফ করে দেন।
অবশ্যই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে একটি নূর এবং সুপ্রকাশিত গ্রন্থ। তা দ্বারা তিনি ঐ লোকদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং আপন অনুগ্রহে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, আর তিনি তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।

(١٣) لَقَدْ كَفَرَ الذين قالوا اِنَّ اللّٰهَ هو الْمَسِيحُ بْنُ مريمَ، قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شيئًا اِنْ ارادَ ان يُهْلِكَ المسيحَ بْنَ مريمَ و اُمَّه و مَنْ في الارضِ جميعًا وَ لِلّٰهِ ملكُ السَّمٰوٰتِ و الاَرْضِ و ما بَيْنَهُما، يَخْلُقُ ما يَشاء، وَ اللّٰهُ علٰى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يملك (ক্ষমতা রাখে, পারে) (ض) مَلْكًا মালিক হওয়া। অধিকারী হওয়া, সক্ষম হওয়া, পারা, ক্ষমতা রাখা।
مَلَكَ شَيْئًا কোন কিছুর মালিক হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما بين এর তারকীব দেখো, পৃঃ ৫১। এটি معطوف হয়েছে السموت و الأرض এর উপর।

مَنْ فِي الأَرْضِ এর তারকীব করো এবং তা কার উপর معطوف বলো।

بن مريم তারকীবে কী হয়েছে ?

أمّه কার উপর معطوف হয়েছে ?

جميعًا এটি مُجْتَمِعِين অর্থে حال হয়েছে من في الأرض থেকে।

তরজমা ঃ অবশ্যই তারা কুফুরি করেছে যারা বলে যে, মারয়ামের পুত্র মাসীহই হচ্ছেন আল্লাহ। আপনি বলুন, তবে আল্লাহর মোকাবেলায় কে কিছু করতে পারে, যদি তিনি মাসীহ ইবনে মারয়ামকে এবং তার মাকে এবং যমীনে বিদ্যমান সকলকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন।
আর আসমান-যমীনের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর রাজত্ব তো আল্লাহরই জন্য। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(١٤) وَ قَالَتِ الْيَهُودُ و النَّصٰرٰى نحنُ اَبْنٰؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّاؤُه، قل فَلِمَ يُعَذِّبُكم بِذُنُوبِكم، بَل انتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ، يغفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يشاء، وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السمٰوٰتِ و الارضِ و ما بَيْنَهما، وَ اليه المصيرُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَصِيرًا (ض) صار إلى ... কোন কিছুতে উপনীত হলো, প্রত্যাবর্তন করলো

و إليه المصير আর তারই কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ

من خلق মাওছূল ও ছিলাহ মিলে من এর مجرور এর স্থানে এসেছে, আর حرف الجر টি معدود এর সাথে متعلق হয়ে بشر এর صفة হয়েছে।

এবার তুমি বলো। عائد إلى الموصول কোনটি ?

لِلّٰهِ مُلك السمٰوٰتِ و الأرضِ و ما بينهما এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর ইহুদী ও নাছারারা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয়জন। আপনি বলুন, তাহলে কেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের গোনাহের কারণে আযাব দেন, বরং তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ

মানুষ যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাকে মাফ করেন আর যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আযাব দেন।
আর আল্লাহরই জন্য আসমান-যমীনের এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর রাজত্ব। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

(১৫) وَ إذ قالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُروا نعمةَ اللّٰهِ عليكم اِذْ جَعَلَ فيكم اَنْبِياءَ وَ جَعَلَكُمْ ملوكًا و اٰتاكم ما لَمْ يُؤْتِ أحدًا مِنَ العٰلمين، يٰقَوْمِ ادْخُلوا الأرضَ المقَدَّسَةَ التي كتَبَ اللّٰهُ لَكُم وَ لا تَرْتَدُّوا على اَدْبَارِكم فَتَنْقَلِبُوا خٰسِرِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

دُبُر — বহু أَدْبَارٌ পৃষ্ঠ, পিঠ, নিতম্ব। কোন বস্তুর পিছনের অংশ।

اِرْتِدادًا — ফিরে যাওয়া। বিভিন্ন ব্যবহার–

اِرْتَدَّ عَلٰى اَثَرِه যে পথে গিয়েছিলো সে পথে ফিরে এলো।
(أَثَرٌ মানে চিহ্ন, পদচিহ্ন)
اِرْتَدَّ إليه তার কাছে প্রত্যাবর্তন করলো।
اِرْتَدَّ عَنْ طَرِيقِه সে তার পথ থেকে সরে গেলো।
اِرْتَدَّ عَنْ دِينِه সে ধর্মত্যাগ করলো।
اِرْتَدَّ عَلٰى دُبُرِه (اِرْتَدُّوا عَلٰى أَدْبَارِهِمْ) সে পিছনে ফিরে গেলো।

فتنقلبوا — جمع مذكر حاضر এর مضارع থেকে باب الانفعال এটি
اِنقَلَبَ شيءٌ কোন কিছু উল্টে গেলো।
(إلى) انقلبَ ফিরে গেলো।
انقلبَ خاسِرًا ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ফিরে গেলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ قال — 'ইয্' শব্দটির পরিচয় বলো, এবং এখানে তা তারকীবে কী হয়েছে বলো। পরবর্তী বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে এবং তখন বাক্যটির মূলরূপ কী হবে বলো। (দেখো, পৃঃ ৩৫ ও ৬৯)

عليكم — এর তারকীব বলো (দেখো, পৃঃ ৭৬)।

إِذْ جَعَلَ	এখানে إذ শব্দটি কোন্ উহ্য الفعل شبه এর ظرف হয়েছে বলো (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ৭৬)
ما لم يُؤْتِ	এটি موصول ও صلة মিলে أتاكم এর দ্বিতীয় مفعول به হয়েছে। আর إلى الموصول عائد উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مالم يُؤْتِهِ
يؤت	মূলতঃ ছিলো يوتي ফেয়লটি لم দ্বারা مجزوم হয়েছে এবং ناقص হিসাবে লাম কালিমা ফেলে দেয়ার মাধ্যমে جزم দেয়া হয়েছে।
من العلمين	এটি উহ্য معدودًا এর সাথে متعلق হয়ে أحدًا এর صفة শাব্দিক অর্থ ঃ এবং তিনি তোমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন, যা সমস্ত জগতের মধ্য হতে গণ্য কাউকে দান করেন নি। (ما এর স্থানীয় অর্থ হিসাবে তরজমা করো)
كتب الله لكم	এটি التي এর ছিলাহ্ إلى الموصول عائد কোন্‌টি বলো।
فتنقلبوا	আমর, নেহী ইত্যাদির পর যদি فاء السبب আসে তাহলে তার পরে أن উহ্য থেকে فعل مضارع কে নছব দান করে।

তরজমা ঃ আর ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো যখন মূসা (আঃ) তার কাওমকে বললেন, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মাঝে বহু নবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন। আর তোমাদেরকে এমন সব নেয়ামত দান করেছেন যা জগদ্বাসীদের মধ্য হতে কাউকে দান করেন নি।
হে আমার কাওম, তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। আর তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যেয়ো না, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(١٦) قَالُوا يٰمُوسٰى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ * وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوا مِنْهَا، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دٰخِلُونَ * قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غٰلِبُونَ، وَعَلَى اللّٰهِ

نَدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ انتَ و رَبُّك فقَاتِلا اِنَّا هٰهنا قٰعِدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

جبار পরাক্রমশালী।

قعدون এটি اسم الفاعل – (ن) قُعودًا বসা

বাক্য বিশ্লেষণ

ما دام এটি كان এর সমগোত্রীয় فعل ناقص এবং তা দু'টি বাক্যের মাঝে আসে, এবং এ কথা বোঝায় যে, পূর্ববর্তী বিষয়টি ততক্ষণ অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ পরবর্তী বিষয়টি অব্যাহত থাকবে। যেমন– أَجْلِسُ ما دامَ راشدٌ جالِسًا
আমি বসবো যতক্ষণ রাশেদ বসা আছে। (রাশেদ যতক্ষণ বসা থাকবে, আমি ততক্ষণ বসা থাকবো)
لَنْ أَخْرُجَ ما دُمْتَ في الغُرفةِ
যতক্ষণ তুমি কামরায় (উপস্থিত) আছ ততক্ষণ আমি কিছুতেই বের হবো না। (এটি كان এর অনুরূপ আমল করে)

حتى (أن) يخرجوا منها এর মূলরূপ حَتّٰى خُروجِهم منها

يخرجوا منها আর جواب الشرط হচ্ছে فإنا دخلون আর شرط এর إن এটি ف হচ্ছে شرط ও جواب الشرط এর মাঝে সংযোগ সৃষ্টিকারী অব্যয়। এটাকে رابطة বলে।
جواب الشرط যদি أمر বা نهي বা دعا বা جملة اسمية হয় কিংবা قد যুক্ত হয় তাহলে (এবং আরো কিছু ক্ষেত্রে) رابطة উল্লেখ করা জরুরী।

من الذين এটি معدودان এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা يخافون এর ছিফাত হচ্ছে يخافون الذين এর صلة এখানে رجلان এর مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يخافون الله (অর্থ– এমন দু'জন লোক বললো, যারা ঐ লোকদের মধ্য হতে গণ্য যারা আল্লাহকে ভয় করে।)

أنعم الله عليهما এ বাক্যটি رجلان এর দ্বিতীয় صفة

إن فيها قوما جبارين বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ তারা বললো, হে মূসা! সেখানে রয়েছে এক পরাক্রমশালী জাতি, আর তাদের সেখান থেকে বের হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না। যদি তারা সেখান থেকে বের হয় তাহলে আমরা প্রবেশ করবো।

যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন তারা বললো, তাদের উপর হামলা করে তোমরা দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। যখন তোমরা প্রবেশ করবে তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহরই উপর ভরসা করো।

তারা বললো, হে মূসা! আমরা কখনো কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করবো না যতক্ষণ তারা সেখানে আছে। সুতরাং তুমি এবং তোমার প্রতিপালক যাও এবং লড়াই করো; আমরা এখানেই বসা থাকবো।

দ্রষ্টব্য ঃ ادخلوا عليهم এখানে على অব্যয়টি থেকে হামলা করার অর্থ উঠে এসেছে।

(١٧) لَئِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ما اَنا بِبَاسِطٍ يَدِيَ اليك لِاَقْتُلَكَ، اني اخافُ اللّٰهَ رَبَّ العٰلَمين *

বাক্য বিশ্লেষণ

ما أنا بباسطٍ এখানে ما হচ্ছে ليس এর সমার্থক। সুতরাং ما أنا মানে لستُ আর ب অব্যয়টি অতিরিক্ত যা لَيْسَ এর خبر এর শুরুতে এসে থাকে। মূল ইবারত– لستُ باسِطًا يدي إليك

يدي إليك لأقتلك এর তাকীব বলো।

إن এর شرط ও جواب الشرط চিহ্নিত করো।

তরজমা ঃ (আদম-পুত্র কাবীল, তার ভাই হাবীলকে বললেন,) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াও তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াবো না। আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

(১৮) يُرِيــدون اَنْ يَخْرُجـوا مِنَ النـارِ و مـا هـم بِـخٰرِجـيٖن منـهـا ، و لـهم عـذابٌ مقـيـم *

শব্দ বিশ্লেষণ

نَارٌ — আগুন (مؤنث) বহুবচনে نِيْرانٌ (মাদ্দাহ نور)
نارُ جَهَنَّمَ জাহান্নামের আগুন।
النار। জাহান্নাম অর্থে ব্যবহৃত। (অংশ বলে সমগ্র উদ্দেশ্য)

مقيم — স্থায়ী। চিরস্থায়ী। ইফ'আল থেকে اسم الفاعل (মাদ্দাহ, قوم)

বাক্য বিশ্লেষণ

ما — হচ্ছে ليس এর সমার্থক। সুতরাং ما هم মানে হলো ليسـوا।

ب — অব্যয়টি অতিরিক্ত, خارجين হচ্ছে ما এর خبر আর منها হচ্ছে خارجين এর সাথে متعلق

لهم عذاب مقيم এর তারকীব বলো।

তরজমা ঃ তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব।

(১৯) فَمَنْ تَابَ مِـن بعدِ ظُلْـمِهٖ و اَصْلَحَ فـان اللّٰهَ يـتوبُ عليه، ان اللّٰهَ غـفـور رحيـم * اَلَـمْ تَـعْـلَمْ اَنَّ اللّٰهَ له مُلْكُ الـسَّمٰوٰت وَ الاَرْضِ، يُـعَـذِّبُ مَنْ يَـشَـاءُ وَ يَغْـفِـرُ لِـمَنْ يَـشَـاءُ، و الله عَلٰى كُلِّ شَـيْءٍ قـديـرٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تابَ — পিছনে দেখো, পৃঃ ৯৩

قدير — (আল্লাহর গুণবাচক নাম) قُدْرَةٌ (ض) সক্ষম হওয়া। পারা (على অব্যয়যোগে) لا أَقْدِرُ علٰى ذلك আমি তা পারবো না। আমি তা করতে সক্ষম নই।

বাক্য বিশ্লেষণ

تاب হচ্ছে مِنْ بَعْدِ ظلمه এখানে مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর بَعْدَ ظُلْمِه

معطوف এর উপর تاب আর أَصْلَحَ হচ্ছে ظرف এর

و أصلح ... تاب এটি من এর شرط ও صلة আর মাওছূল ও ছিলাহ মিলে

মুবতাদা। আর পরবর্তী বাক্যটি হলো جواب الشرط ও খবর।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ বাক্যটি মূলতঃ ছিলো اَللّٰهُ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ

الأرض। এখানে مجرور কে আগে এনে مبتدأ বানানো হয়েছে।

আর مجرور এর স্থানে ضمير রাখা হয়েছে।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ এর তারকীব–

ملك السموت و الأرض হচ্ছে مبتدأ আর لله হচ্ছে ثابت এই উহ্য

خبر তা আর متعلق এর সাথে شبه الفعل

الله له ملك السموت و الأرض এর তারকীব–

الله মুবতাদা, ملك السموت و الأرض হচ্ছে দ্বিতীয় মুবদাতা।

আর له হচ্ছে ثابت এর সাথে متعلق এবং তা দ্বিতীয় মুবতাদার

খবর। এই জুমলাটি প্রথম مبتدأ এর خبر

اَلَمْ تعلَمْ اَنَّ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ و الأرضِ এখানে ملك السموت হচ্ছে সরাসরি

أن এর اسم – আর لله (ثابِتٌ) হচ্ছে তার খবর। পক্ষান্তরে أَلَمْ

تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الأرضِ এখানে الله হচ্ছে أن এর

اسم। আর পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে أن এর خبر

তরজমা ঃ সুতরাং যারা নিজেদের জুলুমের পর তাওবা করবে এবং (নিজেদের) সংশোধন করবে, আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।

তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্রই জন্য আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে আযাব দেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে মাফ করেন। আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(٢٠) وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاولئك هم الظّٰلمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

يحكم (ن) حُكْمًا ফায়ছালা করা, শাসন করা।

حَكَمَ بِالْقُرْاٰنِ কোরআনের মাধ্যমে ফায়ছালা/শাসন করলো।

حَكَمَ له/عليه তার অনুকূলে/প্রতিকূলে ফায়ছালা করলো।

حَكَمَ بَيْنَهُمَا তাদের মাঝে বিচার করলো।

حَكَمَ الْبَلَدَ بِالْعَدْلِ ইনছাফের সাথে দেশ শাসন করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

من لم ... الله এ অংশটুকু মাওছূল ও ছিলাহ মিলে مبتدأ আর بِ অব্যয়টি متعلق এর সাথে لم يحكم

এখানে اسم الموصول যেহেতু শর্তের অর্থ ধারণ করছে সেহেতু তার ছিলাহটি হচ্ছে شرط

عائد إلى ما موصول হচ্ছে আর أَنْزَلَ اللّٰهُ বাক্যটি صلة এখানে

لم يحكم بما أنزله الله অর্থাৎ الموصول উহ্য রয়েছে।

جواب الشرط এবং فأولئك هم الظالمون এ বাক্যটি খবর

তরজমা ঃ আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না তারাই হলো যালিম।

(٢١) وَ لْيَحْكُمْ اَهْلُ الاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِ، وَ مَنْ لَم يحكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاولئك هم الفسقون *

বাক্য বিশ্লেষণ

প্রথম বাক্যটির তারকীব করো।

من لم ... এখানে من এর شرط হচ্ছে مفرد আর جواب الشرط হচ্ছে جمع এর কারণ ব্যাখ্যা করো। আর তরজমার ক্ষেত্রে কোন দিকটি রক্ষা করা হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ আর ইনজীলওয়ালারা যেন ঐ বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে যা আল্লাহ তাতে নাযিল করেছেন। আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না তারাই হলো ফাছিক।

(٢٢) يٰاَيُّهَا الَّذِين اٰمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الـيهودَ و النَّصٰرٰى أولياءَ، بعضُهم أولياءُ بعضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ منكم فَإِنَّهٗ منهم، إِنَّ اللّٰهَ لا يَهْدِي القومَ الظّٰلمين *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَتَوَلَّ — মূলত يَتَوَلّٰى ছিলো, এখানে যেহেতু مَنْ এর মাঝে শর্তের অর্থ রয়েছে, তাই পরবর্তী فعل টি শর্তরূপে مجزوم হয়েছে। আর فعل টি ناقص হওয়ার কারণে তাতে جزم দেয়া হয়েছে লাম-কালিমা ফেলে দিয়ে।

تَوَلَّ - يَتَوَلّٰى - تَوَلّٰى মাছদার تَوَلِّيًا এর বিভিন্ন অর্থ দেখো–

تَوَلَّى الأمرَ বিষয়টির দায়িত্বভার গ্রহণ করলো।

تَولى الحُكْمَ শাসনভার গ্রহণ করলো।

تولى فلانًا অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো।

تَوَلّٰى عن ... কোন কিছু থেকে ফিরে গেলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

منكم — এটি متعلق হয়েছে معدودا এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে এবং তা حال হয়েছে يَتَوَلَّ এর فاعل থেকে।

শাব্দিক অর্থ– আর যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এমন অবস্থায় যে, সে তোমাদের মধ্য হতে গণ্য।

فانه منهم — এটি جواب الشرط -এ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও নাছারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তাদের একদল অপর দলের বন্ধু। (তারা কেউ তোমাদের বন্ধু নয়।) আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা তাদেরই মধ্য হতে গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যালিম কাওমকে পথ প্রদর্শন করেন না।

(٢٣) يٰاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ منكم عَنْ دينه فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بقومٍ يُحبهم وَ يُحِبونه، أَذِلَّةٍ عَلَى المؤمنين أَعِزَّةٍ على

الكٰفرين، يُجاهِدون في سَبيلِ اللّٰهِ وَ لا يخافون لَوْمَةَ لائمٍ،
ذلك فضلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ، وَ اللّٰهُ واسِعٌ عليم *

শব্দ বিশ্লেষণ

لائم (তিরস্কারকারী) (ن) لَوْمًا، مَلامًا، مَلامَةً তিরস্কার করা।
عَزيز বহু أَعِزَّةٌ প্রিয়, ভীষণ, প্রতাপশালী।
ذَليلٌ বহু أَذِلَّةٌ কোমল, অনুগত, অপদস্থ।

বাক্য বিশ্লেষণ

من يرتد منكم مَنْ يَتَوَلَّ منكم এর তারকীব পূর্ববর্তী আয়াতের من يرتد منكم এর মত।
يحبهم এ বাক্যটি قوم এর صفة আর أذلة হচ্ছে দ্বিতীয় صفة আর أعزة হচ্ছে তৃতীয় صفة

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে যারা আপন ধর্ম হতে ফিরে যাবে (তাদের পরিবর্তে) আল্লাহ এমন এক কাওমকে সামনে আনবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসবে। যারা মুমিনদের জন্য হবে কোমল, আর কাফিরদের জন্য হবে কঠিন। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, আর কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় করবে না। তা হলো আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞানী।

(٢٤) إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رسولُه و الذين اٰمَنُوا الذين يُقيمون
الصلٰوةَ و يُؤتون الزَّكٰوةَ و هم رٰكِعون * وَ من يَتَوَلَّ اللّٰهَ
و رسولَه وَ الذين اٰمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هم الغٰلبون *

শব্দ বিশ্লেষণ

راكعون (বিনয় প্রকাশকারী) (ف) رُكوعًا বিনয় প্রকাশ করা, বলা হয় رَكَعَ إلىٰ اللّٰهِ

বাক্য বিশ্লেষণ

وليكم এটি مبتدأ আর الله এই মহান শব্দটি হচ্ছে خبر

ورسوله এটি معطوف হয়েছে الله এই মহান শব্দের উপর।

و الذين امنوا এটি معطوف হয়েছে رسوله এর উপর।

الذين يقيمون ... এটি بدل হয়েছে পূর্ববর্তী الذين امنوا থেকে। (কারণ উভয় মাওছূল দ্বারা একই দল উদ্দেশ্য।)

من يتول الله এখানে من হচ্ছে اسم الموصول এবং اسم الشرط) এ কারণেই يتول الله و رسوله বাক্যটি فعل টি مجزوم হয়েছে।) সুতরাং হচ্ছে صلة ও شرط আর فان حزب الله هم الغالبون এটি হচ্ছে جواب الشرط কেননা তা فَإِنَّهُمْ هُمُ الغالبون এর সমার্থক।

তরজমা ঃ আর তোমাদের বন্ধু হলেন শুধু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে, যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, এমন অবস্থায় যে, তারা বিনয়নম্র।
আর যারা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তারা বিজয়ী হবে। কেননা আল্লাহর দলই বিজয়ী হয়।

(٢٥) وَ إِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ و هم قد خَرَجوا بِهِ، و اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يكْتُمون * و تَرٰى كثيرًا منهم يُسَارِعون في الْإِثْمِ و العُدْوانِ وَ اكلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانوا يَعْمَلون *

শব্দ বিশ্লেষণ

يكتمون দেখো, পৃঃ ২৭ يسارعون দেখো, পৃঃ ৮০

عدوان সীমালঙ্ঘন। سحت হারাম মাল। (যেমন সুদ-ঘুষ)

বাক্য বিশ্লেষণ

و قد دخلوا ... এটি حال হয়েছে قالوا এর فاعل থেকে।

و هم قد خرجوا সম্পর্কেও একই কথা।

بما كانوا يكتمون এর তারকীব করো।

أَكْلِهِمُ السُّحْتَ এখানে মাছদারকে তার فاعل এর দিকে مضاف করা হয়েছে, السحت হচ্ছে মাছদারের مفعول به – এ অংশটি

العُدْوان এর উপর معطوف হয়েছে।

بئس সম্পর্কে পরে জানতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

ما كانوا يعملون অর্থাৎ عَمَلُهُمْ বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

তরজমা ঃ যখন তারা তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফুরি নিয়ে এসেছিলো এবং কুফুরি নিয়েই বের হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তো ঐ সব বিষয় জানেন যা তারা গোপন করতো। আর আপনি তাদের অনেককে দেখতে পাবেন যে, তারা পাপ কাজে, সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে এবং হারাম মাল খাওয়ার ব্যাপারে তৎপর হয়, বড় মন্দ তাদের কাজ।

(٢٦) قُلْ اتعبُدون مِنْ دُونِ اللّٰهِ ما لا يَمْلِكُ لكم ضَرًّا و لا نفعًا، و اللّٰهُ هو السميعُ العَليمُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا يملك (ক্ষমতা রাখে না) দেখো, পৃঃ ১২২

ضرا (ক্ষতি) (ن) ضَرًّا দেখো, পৃঃ ৯৮

বাক্য বিশ্লেষণ

ما হচ্ছে اسم الموصول আর ... لا يملك لكم হচ্ছে صلة আর عائد
إلى الموصول হচ্ছে لا يملك এর মাঝে বিদ্যমান هو যমীর।

تعبدون এর مفعول به চিহ্নিত করো।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়া এমন কিছুর পূজা করছো যা তোমাদের না অপকার করার ক্ষমতা রাখে, আর না উপকার করার। অথচ আল্লাহই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

(١) وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تفيض (প্রবাহিত হচ্ছে) (ض) فَيْضًا ، فَيَضَانًا প্রচুর পরিমাণে প্রবাহিত হওয়া। পূর্ণ হয়ে উপচে পড়া। (ব্যবহার)

فَاضَ المَاءُ/ النهرُ/ السَّيْلُ/ الإِنَاءُ

فَاضَتْ عَيْنَه তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো।

فَاضَتْ عَيْنُه مِنَ الدَّمْعِ/ دَمْعًا তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো।

الشّٰهدين (সাক্ষ্য দানকারীগণ) পিছনে দেখো, পৃঃ ৭০

বাক্য বিশ্লেষণ

تفيض এটি ترى এর مفعول به থেকে حال হয়ে নছবের স্থানে আছে

من অব্যয়টি হেতুবাচক। অর্থাৎ مِنْ كَثْرَةِ الدَّمْعِ অশ্রুর আধিক্যের কারণে। এটি تفيض এর সাথে متعلق

শাব্দিক অর্থ– তুমি তাদের চক্ষুগুলোকে দেখতে পাবে এমন অবস্থায় যে, তা প্রবাহিত হচ্ছে অশ্রুর আধিক্যের কারণে।

مما عرفوا এখানে من অব্যয়টি হেতুবাচক এবং তা تفيض এর সাথে দ্বিতীয় متعلق আর مِنَ الحَقِّ হচ্ছে موصول এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ঐ সত্যের কারণে যা তারা জেনেছে।

ما أنزل এখানে جواب الشرط এবং عائد إلى الموصول কোনটি?

الشهدين এখানে দু'টি متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ– لَكَ مَعَ الشّٰهِدِينَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ

তরজমা ঃ যখন তারা রাসূলের উপর অবতীর্ণ কালাম শোনে তখন তুমি দেখতে পাবে যে, তাদের চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরে, সত্যকে বুঝতে

পারার কারণে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে (আপনার জন্য একত্বের) সাক্ষ্য-দানকারীদের কাতারে শামিল করুন।

(٢) وَ مَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ و ما جاءَنا مِنَ الْحَقِّ و نَطْمَعُ ان يُدخلنا رَبُّنا مَعَ القومِ الصّٰلحين *

শব্দ বিশ্লেষণ

نطمع (আমরা আকাঙ্ক্ষা করি) দেখো, পৃঃ ২১
طَمِع أن يَنالَ رِضَى اللّٰهِ (و الأصل في أن ينالَ) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষা করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما لنا — ما হলো أَيُّ شَيْءٍ এর সমার্থক। এটি مبتدأ আর لنا হচ্ছে ثابت এর সঙ্গে متعلق এবং তা খবর।
শাব্দিক অর্থ– কোন্ বিষয় আমাদের জন্য সাব্যস্ত রয়েছে।
لا نؤمن বাক্যটি উহ্য خبر অর্থাৎ ثابت এর ضمير থেকে حال
শাব্দিক অর্থ– কোন্ বিষয় আমাদের জন্য সাব্যস্ত রয়েছে এমন অবস্থায় যে, আমরা ঈমান আনছি না?

و ما جاءنا — এটি হয়েছে ب এর مجرور এর উপর :

من الحق — এটি جاء এর সাথে متعلق হয়েছে। حق দ্বারা উদ্দেশ্য, আল্লাহ।
শাব্দিক অর্থ– এবং ঐ বিষয়ের প্রতি যা এসেছে আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে।

و نطمع — এটি نؤمن এর উপর معطوف (অর্থাৎ و ما لنا لا نطمع ...
শাব্দিক অর্থ– আমাদের কী হলো যে, আমরা আকাঙ্ক্ষা করি না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ....)
অথবা এটি উহ্য مبتدأ এর خبر অর্থাৎ و نحن نطمع তখন তা حال হবে نؤمن এর فاعل থেকে।

أن يدخلنا — এটি উহ্য في এর مجرور এর স্থানে রয়েছে।

তরজমা ঃ আমাদের কী হলো যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর পক্ষ

হতে যে কালাম এসেছে তার প্রতি ঈমান আনছি না! অথচ আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

(٣) فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِينَ فِيهَا ، وَ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أثابهم (তাদেরকে প্রতিদান দিলেন) إِثَابَةٌ ফিরিয়ে আনা। পুনরায় করা। বিনিময় দান করা। প্রতিদান দেয়া।
(ن) ثَوْبًا، ثَوَبَانًا প্রত্যাবর্তন করা। ফিরে আসা (ব্যবহার) ثَابَ إِلَى اللّٰهِ আল্লাহর দিকে ফিরে এলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

بما قالوا ب অব্যয়টির মোট দশটি অর্থ। এখানে অর্থ হলো عِوَضٌ বা বিনিময়। ما হচ্ছে حرف المصدر অর্থাৎ بِقَوْلِهِم শাব্দিক অর্থ– তাদের ঐ কথা বলার বিনিময়ে।

جنت এটি أثاب এর দ্বিতীয় مفعول به

خالدين এটি حال হয়েছে أَثَابَ এর مفعول به থেকে।

তরজমা ঃ সুতরাং আল্লাহ তাদের এ কথার প্রতিদানরূপে তাদেরকে এমন বাগবাগিচা দান করবেন, যার তলদেশ দিয়ে বিভিন্ন নহর বয়ে যায়। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হলো নেককারদের প্রতিদান।

(٤) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيمِ *

তরজমা ঃ আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে ওরাই হবে জাহান্নামী।

(٥) كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *

তরজমা ঃ এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

(٦) إِنَّما يُرِيد الشَّيْطانُ ان يُوقِعَ بينكم العَداوَةَ و البَغْضاءَ في الخَمْرِ و المَيْسِرِ و يَصُدَّكم عن ذكرِ اللّٰه و عَنِ الصلٰوة، فهل انتم منتهون *

শব্দ বিশ্লেষণ

يوقع (সৃষ্টি করে) إِيقاعًا ফেলে দেয়া। সৃষ্টি করা। ঘটানো।
(ف) وُقُوعًا ঘটা, সৃষ্টি হওয়া, পড়ে যাওয়া।
وَقَعَ على الأرضِ মাটিতে পড়ে গেলো।
وَقَعَتْ واقِعَةٌ একটি ঘটনা ঘটলো।
وَقَعَ حبُّه في القَلْبِ হৃদয়ে তার ভালোবাসা সৃষ্টি হলো।

بغضاء ভীষণ বিদ্বেষ।
أَبْغَضَ شَيْئًا أو شَخْصًا কোন বস্তুর প্রতি বা ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো। (সরাসরি مفعول به)

يصد (ফিরিয়ে রাখে) দেখো, পৃঃ ১১৪

বাক্য বিশ্লেষণ

في الخمر ... এটি يوقع এর সাথে متعلق

و يصدَّ এটি معطوف হয়েছে يُوقِعَ এর উপর।

فهل أنتم প্রশ্ন-অব্যয়টি এখানে أمر এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ فانتهوا (এখানে عن ذلك উহ্য রয়েছে।)

انما এখানে ما অব্যয়টির ভূমিকা আলোচনা করো। ما অব্যয়টি না থাকলে বাক্যটি কেমন হতো বলো। (দেখো, পৃঃ ৫৭)

তরজমা ঃ শয়তান শুধু চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং নামায থেকে ফিরিয়ে রাখবে। সুতরাং তোমরা কি (অন্যায় কর্ম এবং শয়তানের আনুগত্য থেকে) বিরত হবে? (অর্থাৎ বিরত হও।)

(٧) وَ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَاعْلَمُوا اَنَّما عَلٰى رَسولِنا البَلاغُ المُبِيْنُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إن توليتم (যদি তোমরা সরে যাও) দেখো, পৃঃ ১৩১

احذروا (তোমরা সতর্ক হও) দেখো, পৃঃ ৪৩

বাক্য বিশ্লেষণ

توليتم এখানে عَنْ إطاعَةِ اللّٰهِ উহ্য রয়েছে।

شبه الفعل البلاغ المبين মুবতাদা, على رسولنا হচ্ছে واجب এই উহ্য সঙ্গে متعلق এবং তা খবর। বাক্যটির মূলরূপ–

البَلاغُ المبينُ واجِبٌ على رَسولِنا

إنما থেকে مَا الكَافَّةُ কে সারিয়ে বাক্যটি পড়ো এবং তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, আর সতর্কতা অবলম্বন করো। আর যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখো যে, আমার রাসূলের কর্তব্য শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।

(٨) يٰاَيُّها الذين اٰمَنُوا لا تَقْتُلوا الصَّيْدَ وَ انتُمْ حُرُمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

حُرُمٌ এটি حَرامٌ এর বহু। رَجُلٌ حرامٌ মুহরিম ব্যক্তি।
شهرٌ حَرَامٌ নিষিদ্ধ মাস। أَشْهُرٌ حُرُمٌ নিষিদ্ধ মাসসমূহ।

صَيْدٌ যা শিকার করা হয়।

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুহরিম অবস্থায় শিকার হত্যা করো না।

(٩) اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَديدُ العِقابِ وَ اَنَّ اللّٰهَ غفور رحيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

شديد কঠিন, ভীষণ (বস্তু বা বিষয়), কঠোর, নির্দয় (ব্যক্তি) أشداء বহুবচন اِشْتَدَّ ভীষণ হলো। কঠিন হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ শব্দগতভাবে এটি مضاف إليه ও مضاف কিন্তু অর্থগতভাবে شبه الفاعل হচ্ছে شديد আর العِقابِ হচ্ছে তার شبه الفعل

মূলত: ছিলো شَدِيْدٌ عِقابُه

এখানে فاعل কে যমীরমুক্ত এবং ال যুক্ত করে شبه الفعل কে তার দিকে مضاف করা হয়েছে। অর্থ– কঠিন শাস্তির অধিকারী

এ ধরনের তারকীব আরবী ভাষায় প্রচুর যেমন–

الله وَاسِعٌ فَضْلُه অর্থাৎ الله وَاسِعُ الفَضْلِ

راشد لَيِّنٌ قلبُه অর্থাৎ راشدٌ لَيِّنُ القَلْبِ

فاطمة طيب قلبُها অর্থাৎ فَاطِمَةٌ طيبةُ القَلْبِ

راشد جميلةٌ عينُه অর্থাৎ راشدٌ جميلُ العينِ

তরজমা ঃ জেনে রেখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তি দানকারী, আরও (জেনে রাখো যে,) আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও চিরদয়াশীল।

(١٠) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ، وَ اللهُ يَعلَمُ ما تُبدون و ما تكتُمون *

বাক্য বিশ্লেষণ

ما হচ্ছে ليس এর সমার্থক। (তবে إلا এর উপস্থিতিতে তা কোন আমল করতে পারে না।) বাক্যটির মূলরূপ এই–

مَا شَيْءٌ واجِبٌ على الرسولِ إِلَّا الْبَلاغُ কোন কিছু রাসূলের উপর ওয়াজিব নয়, পৌঁছানো ছাড়া।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ما হচ্ছে اسم الموصول – এবার তুমিই বলো صلة কোন্‌টি? এবং عائد إلى الموصول কোথায়?

তরজমা ঃ রাসূলের কর্তব্য শুধু (আল্লাহর আদেশ-নিষেধ) পৌঁছে দেয়া। আর তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো, আল্লাহ তা জানেন।

(١١) قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ اعجَبَكَ كَثْرَةُ

الخبيثِ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِي الْاَلْبَابِ لعلكم تُفلحون *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا يستوى (সমান হয় না) اِسْتِوَاءً সমান হওয়া। (মাদ্দাহ سوي)
خبيث (নিকৃষ্ট) (ك) خُبْثًا، خَبَاثَةً নিকৃষ্ট/নষ্ট হওয়া।
طيب (উত্তম) (ض) طِيْبًا উত্তম/উৎকৃষ্ট হওয়া।
أولو সম্পর্কে যা জানো বলো এবং তার إعراب এর مثال দাও।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, নিকৃষ্ট ও উত্তম সমান হতে পারে না, যদিও নিকৃষ্টের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে। সুতরাং হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে সফল হতে পারো।

(١٢) وَ اِذا قِيْلَ لَهُم تَعالَوْا الى ما اَنْزَلَ اللّٰهُ و اِلَى الرَّسُولِ قَالوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَليهِ اٰباءَنا، أَوَ لَوْ كانَ اٰباؤُهم لا يعلمونَ شَيْئًا و لا يَهْتَدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

تعالوا (তোমরা আসো) تَعالَ - تَعالَيْ - تَعالَوْا - تَعالَيْنَ
حسبنا (আমাদের জন্য যথেষ্ট)
لا يهتدون (পথপ্রাপ্ত হয় না) দেখো, পৃঃ ৩০

বাক্য বিশ্লেষণ

حسبنا এটি مبتدأ আর ما وجدنا হচ্ছে মাওছূল ও ছিলাহ মিলে خبر (عائد إلى الموصول টি তুমি চিহ্নিত করো।)
لو হচ্ছে حرف الشرط তবে তা جزم দান করে না।
أباؤهم হচ্ছে كانْ এর اسم আর لا يعلمون বাক্যটি كان এর خبر হয়ে নছবের স্থানে আছে। পুরো বাক্যটি لو এর شرط আর جواب الشرط উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত এরূপ–
أَوَ لَوْ كانَ أباؤُهم لا يعلمون شَيْئًا و لا يَهتدون يَقُولون ذٰلِكَ

তরজমা ঃ আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর নাযিলকৃত

বিধানের দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমাদের **জন্য** তা-ই যথেষ্ট যার উপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি। **যদিও** তাদের পূর্বপুরুষ কিছুই না জানে এবং পথপ্রাপ্ত না হয় (তবু কি তারা **তা** বলবে?)

(১৩) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يٰعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ * قَالُوا نُرِيْدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَ نَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مائدة বহুবচনে مَوَائِدُ (মাদ্দাহ (ميد) পানাহার ও খাদ্যসম্ভারে সজ্জিত দস্তরখান। টেবিল। খাবার টেবিল।

تَطْمَئِنَّ (আশ্বস্ত হয়) اِطْمَأَنَّ - يَطْمَئِنُّ - اِطْمَئِنَّ - اِطْمِئْنَانًا আশ্বস্ত হওয়া, প্রশান্ত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قال الحواريون এ বাক্যটি إذ এর مضاف إليه হয়ে جر এর স্থানে আছে। আর إذ হচ্ছে اُذْكُرْ এই উহ্য فعل এর مفعول به মূল এবারত এরূপ– وَ اذْكُرْ وَقْتَ قَوْلِ الْحَوَارِيِّيْنَ (হাওয়ারীদের এ কথা বলার সময়টিকে স্মরণ করুন।)

كنتم مؤمنين হচ্ছে شرط এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (بِقُدْرَةِ اللّٰهِ) فَاتَّقُوا اللّٰهَ (فِي هٰذَا الطَّلَبِ) فاتقوا الله উহ্য جواب الشرط এর প্রতি ইঙ্গিত করছে পূর্ববর্তী বাক্যটি। সেটিকে جواب الشرط না বলার কারণ, جواب কখনো شرط এর আগে আসে না।

تطمئن হচ্ছে نأكل এর উপর معطوف এবং ... نعلم হচ্ছে تطمئن এর উপর معطوف তদ্রূপ نكونَ হচ্ছে نعلمَ এর উপর معطوف আর সবগুলো মিলে نريد এর مفعول به

أن — এটি أن এর مُخَفَّفْ বা লঘুরূপ- তখন তার اسم টি উহ্য থাকে এবং তা فعل এর আগে আসে। মূল ইবারত এরূপ-
وَ نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ صَدَقْتَنَا

أن قد ... — এ অংশটি نعلم এর مفعول به

من الشاهدين — এটি نَكونَ এর সাথে متعلق

عليها — এটি شاهدين এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন হাওয়ারীগণ বললো, হে মারয়ামের পুত্র ঈসা! আপনার প্রতিপালক কি আসমান থেকে একটি দস্তরখান নাযিল করতে পারবেন? তিনি বললেন, তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহকে ভয় করো, তারা বললো, আমরা চাই যে, তা থেকে আহার করবো এবং আমাদের হৃদয় অশ্বস্ত হবে এবং আমরা জানবো যে, আপনি আমাদের সাথে সত্য বলেছেন, আর আমরা এ ঘটনার সাক্ষী হবো।

(١٤) قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا وَ اٰيَةً منك وَ ارْزُقْنَا وَ أَنت خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

عِيْدٌ — উৎসব, ঈদ, বহুবচনে أَعْيَادٌ (মাদ্দাহ عود)

বাক্য বিশ্লেষণ

تكُون — এখানে সুপ্ত যমীর (هي) হচ্ছে فعل ناقص এর اسم যা مائدة এর দিকে ফিরেছে। আর عيدا হচ্ছে তার خبر

لأولنا — এটি بدل হয়েছে لنا থেকে। (আমাদের জন্য- অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তীদের এবং পরবর্তীদের জন্য)

و آخرنا — এটি معطوف হয়েছে أَوَّلِنا এর উপর।

و آية — এটি عيدًا এর উপর معطوف হয়েছে।

منك — অর্থাৎ آيةً نازِلةً منك তারকীবটি ব্যাখ্যা করো।

তরজমা ঃ মারয়ামের পুত্র ঈসা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আসমান থেকে আমাদের উপর একটি দস্তরখান নাযিল করুন, যা আমাদের

জন্য, আমাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের জন্য উৎসব হয়ে থাকবে এবং আপনার পক্ষ হতে একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে। আর আপনি আমাদেরকে রিযিক দান করুন। আর আপনি তো উত্তম রিযিকদাতা।

(١٥) قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عليكم، فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ منكم فَاِنِّيْ اُعَذِّبُه عذابًا لا اُعَذِّبُه احدًا مِنَ الْعٰلَمِيْنَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

بعد অর্থাৎ بعدَ التنزيل (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

منكم এটি معدودًا এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর তা يكفر এর যমীর থেকে حال

শাব্দিক অর্থ– তারপর যে ব্যক্তি কুফুরি করবে এমন অবস্থায় যে সে তোমাদের মধ্য হতে গণ্য।

لا أعذبه এটি عذابًا এর صفة হয়ে نصب এর স্থানে রয়েছে। আর ہ যমীরটি পূর্ববর্তী عذابا এর দিকে ফিরেছে।

শাব্দিক অর্থ– তাকে এমন শাস্তি দেবো যে শাস্তি দেবো না জগদ্বাসীদের মধ্য হতে কাউকে।

عذابا এটি مفعول مطلق আর لا أُعَذِّبُه এর ضمير ফিরেছে مفعول مطلق এর দিকে, সুতরাং যমীরটি হবে مفعول مطلق এর نائب

من العلمين এটি معدودا এর সাথে متعلق এবং তা أحدا এর صفة (অর্থ– জগদ্বাসীদের মধ্য হতে গণ্য কাউকে)

তরজমা : তিনি (আল্লাহ) বললেন, অবশ্যই আমি তা তোমাদের উপর নাযিল করবো। তবে (তা নাযিল করার) পরে তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হবে তাকে আমি এমন শাস্তি দেবো যা বিশ্বজগতের অন্য কাউকে দেবো না।

(١٦) اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهم عِبَادُكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهم فَاِنَّكَ انتَ العزيزُ الْحَكِيْمُ *

তরজমা ঃ যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহলে তারা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে মাফ করে দেন তাহলে আপনি তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(١٧) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الارضِ و ما فِيهِنَّ و هو على كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

ما فيهن এটি معطوف হয়েছে الأرض এর উপর। আর فيهن এটি متعلق হয়েছে موجود এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে।
তুমি পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আল্লাহরই জন্য রয়েছে সমস্ত আসমান ও যমীনের রাজত্ব এবং যা কিছু তাদের মধ্যে রয়েছে সেগুলোর রাজত্ব। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(١٨) الحمدُ لِلّٰهِ الذي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ و الارضَ و جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে مبتدأ কোনটি বলো এবং الظُّلُمٰتِ ও السَّمٰوٰتِ এর إعراب আলোচনা করো।

তরজমা ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো তৈরী করেছেন।

(١٩) وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَليك كِتابًا في قِرْطاسٍ فَلَمَسُوه بِأَيْدِيْهِمْ لَقالَ الذين كَفَروا إِنْ هٰذا اِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

قِرْطاسٌ কাগজ। বহু قَراطِيْسُ
سِحر জাদু। (ف) سَحْرًا জাদু করা।
لَمَسُوا (তারা স্পর্শ করলো) (ض) لَمْسًا স্পর্শ করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

في قرطاس এটি موجودا এর সঙ্গে متعلق এবং তা كتابا এর صفة

بأيديهم ... نزلنا এ অংশটি لو এর شرط আর ... لقال হচ্ছে جواب الشرط

আর ل অব্যয়টি তাকীদের জন্য। (দেখো, পৃঃ ১০৫)

إن অব্যয়টি ليس এর সমার্থক।

তরজমা ঃ আর আমি যদি আপনার উপর কাগজে লেখা একটি কিতাব নাযিল করতাম, আর তারা তাদের হাত দ্বারা তা স্পর্শ করতো তাহলেও যারা কুফুরি করেছে তারা বলতো, এটা তো পরিষ্কার জাদু ছাড়া কিছু নয়।

(٢٠) قَلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ * قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ و الأرضِ، قُلْ لِلّٰهِ * كَتَبَ عَلىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ·

বাক্য বিশ্লেষণ

كيف كان عاقبة المكذبين এর তারকীব দেখো, পৃঃ ৮৪

ما في السموت و الآرض হরফুল জারটি موجود এই شبه الفعل এর সাথে متعلق আর তার মাঝে সুপ্ত যমীর হচ্ছে شبه الفاعل - এভাবে مبتدأ موصول ও صلة আর صلة এর ما হয়ে شبه الجملة মিলে

من এটি أي رجل এর সমার্থক প্রশ্ন-শব্দ, এটি مجرور এর স্থানে এসেছে। আর حرف الجر টি ثابت এর সাথে متعلق আর তা خبر

তরজমা ঃ আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, তারপর দেখো কেমন ছিলো মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের পরিণতি। আপনি বলুন, আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তা কার? আপনি বলুন, আল্লাহর। তিনি নিজের উপর দয়াকে অপরিহার্য করে নিয়েছেন।

(٢١) قُلْ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يومٍ عظيمٍ *

তরজমা ঃ আপনি বলুন, যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই তাহলে আমি এক বিরাট দিনের আযাবের আশঙ্কা করি।

(٢٢) الـذين اٰتَيْنٰـهُمُ الْكِتٰبَ يَـعْرِفُـونه كَـمـا يعـرِفُـون اَبْنا ءَهُم *
الذين خَسِـروا اَنـفُـسَـهم فَـهُمْ لا يُـؤمـنون *

শব্দ বিশ্লেষণ

خَسِـروا (তারা বরবাদ করেছে) (س) خَسَارَةً، خُسْرانًا ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। নষ্ট/বরবাদ করা।

خَسِرَ الدُّنْيا وَ الاٰخِرَةَ - خَسِـرَ نَفْسَه - خَسِرَ مالَه -
خَسِرَتْ تِجارَتُه - خَسِرَ الرجلُ

كـما يعـرفـون এর আলোচনা দেখো, পৃঃ ২৮

الذين এর صلة কোনটি এবং صلة ও موصول-এর তারকীব কী ?

তরজমা ঃ যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি তারা তাকে চেনে, যেমন তারা নিজেদের পুত্রদেরকে চেনে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা ঈমান আনতে পারে না।

(٢٣) وَ مَنْ اَظْـلَمُ مِـمَّنِ افْـتَـرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًـا أَوْ كَذَّبَ بِـاٰيٰـتِـه،
اِنَّـه لا يُفلِـحُ الظّٰـلِـمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

افـترى (রটনা করলো) اِفْتِراءً (ইফতি'আল) (على অব্যয়যোগে) اِفْتَرٰى على اللّٰهِ আল্লাহর নামে অপবাদ দিলো। রটনা করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

كـذب এটি أو অব্যয়যোগে افـترى এর উপর معطوف হয়েছে।

من প্রথম من টি প্রশ্ন-শব্দ এবং তা مبتدأ দ্বিতীয় من টি موصول আর افـترى على الله كذبا হচ্ছে صلة আর موصول ও صلة মিলে من এর مجرور এর স্থানে এসেছে। আর حرف الجر টি أظـلـم এর সাথে متعلق আর أظـلـم হচ্ছে খবর। (দেখো, পৃঃ ৭০)

كـذبا এটি افـترى এর مفـعـول بـه (মিথ্যা রটনা করলো)

إنـه এই যমীরটি ব্যাকরণগত প্রয়োজনে অতিরিক্তরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ إن ফেয়েলের শুরুতে আসতে পারে না, তাই তা

إن এর اسم রূপে এসেছে। পিছনে এর কোন مرجع নেই।
এটিকে ضمير الشأن বলে, অর্থাৎ তরজমায় যমীরটির কোন
স্থান নেই, তবে তার স্থলে الشأن শব্দটি বসিয়ে এভাবে তরজমা
করা যায়– বিষয়টি এই যে, জালিমরা সফলকাম হয় না।

তরজমা ঃ ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে, কিংবা তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, জালিমরা তো সফল হতে পারে না।

(٢٤) وَ يومَ نَحْشُرُهم جَمِيعًا ثُم نَقولُ لِلَّذين اَشْرَكُوا اَيْنَ
شُرَكاؤُكُمُ الذين كنتُمْ تَزْعُمُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

نحشر (সমবেত করবো) (ن) حَشْرًا একত্র করা। সমবেত করা।
يَحْشُرُ اللّٰهُ الخَلْقَ আল্লাহ মাখলূককে হাশরের মাঠে একত্র
করবেন। يَوْمَ الحَشْر হাশরের দিন।

تزعمون (তোমরা বিশ্বাস করো) (ن) زَعْمًا (সাধারণতঃ অমূলক
ক্ষেত্রে) ধারণা করা, বিশ্বাস করা। মিথ্যা বলা।

বাক্য বিশ্লেষণ

يوم এটি اذكر এর مفعول به – আর جميعا শব্দটি مجتمعين অর্থে
نحشر এর مفعول به থেকে حال

تزعمون এর দু'টি مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ كنتُمْ تَزْعُمونَهم شُرَكاءَ

তরজমা ঃ আর আপনি স্মরণ করুন ঐ দিনকে যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করবো, তারপর মুশরিকদেরকে বলবো, কোথায় তোমাদের শরীকদাররা, যাদেরকে তোমরা শরীকদার ধারণা করতে?

(٢٥) وَ قالوا لَوْلا نُزِّلَ عليهِ اٰيَةٌ من رَبِّه قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قادِرٌ عَلٰى
اَنْ يُنَزِّلَ اٰيَةً و لٰكِنَّ اَكْثَرَهم لا يَعلمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

قَادِرٌ عَلٰى أَمْرٍ (কোন বিষয়ে সক্ষম) اسم الفاعل

(ض) قُدْرَةٌ পারা, সক্ষম হওয়া। (على অব্যয়যোগে)

বাক্য বিশ্লেষণ

آيـة প্রথমটি তারকীবে কী হয়েছে ?

أن ينـزل ايـة এ অংশটির তারকীব করো। এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে? على কার সাথে متعلق হয়েছে?

তরজমা ঃ আর তারা বলে, তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার উপর কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হয় নি। আপনি বলুন, আল্লাহ্ কোন নিদর্শন অবতারণ করতে সক্ষম, তবে তাদের অধিকাংশ তা জানে না।

(٢٦) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيهم اَبْوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذا فَرِحُوا بِما اُوْتُوا اَخَذْنٰهُم بَغْتَةً ،

শব্দ বিশ্লেষণ

فرحوا (উল্লসিত হলো) (س) فَرَحًا আনন্দিত হওয়া, উল্লাস করা, উল্লসিত হওয়া। ب অব্যয়যোগে। কোরআনে আছে–
قالَ له قَوْمُه لا تَفْرَحْ، اِنَّ اللّٰهَ لا يُحِبُّ الفَرِحِينَ –
কোরআনে আরো আছে– يَفْرَحُ المؤمنون بِنَصْرِ اللّٰهِ

বাক্য বিশ্লেষণ

ما ذكروا به ছিলাহ-মাওছূল, মজরূরের যামীর হচ্ছে عائد إلى الموصول
শাব্দিক অর্থ– যখন তারা ভুলে গেলো ঐ কথা যা দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দান করা হয়েছিলো।

بما اوتوا এ অংশটি فرحوا এর সাথে متعلق
এখানে عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে; অর্থাৎ بِما اُوْتُوه
শাব্দিক অর্থ, যখন তারা উল্লসিত হলো ঐ সমস্ত নি'য়মতের কারণে যা তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

তরজমা ঃ অতঃপর যখন তারা তাদেরকে দেয়া উপদেশ ভুলে গেলো, তখন আমি তাদের 'জন্য' সব কিছুর (সকল প্রকার নি'য়মতের) দুয়ার খুলে দিলাম, এমন কি যখন তারা তাদেরকে দেয়া নি'য়মত পেয়ে উল্লসিত হলো তখন তাদেরকে আমি আচমকা পাকড়াও করলাম।

(٢٧) وَ ما نُرْسِلُ المرسَلِين اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرين، فَمَنْ اٰمَنَ و اَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَليهم وَ لا هم يَحْزَنُون *

বাক্য বিশ্লেষণ

إلا — نفي এর পরে إلا এর ব্যবহার দ্বারা حَصْرٌ (বা কোন কিছুকে কোন কিছুতে সীমাবদ্ধ করা) বোঝানো হয় এবং তাকীদ বোঝানো হয়। এখানেও তাই হয়েছে।

امن و اصلح হচ্ছে من এর صلة এবং شرط। ছিলাহ-মাওছূল মিলে মুবতাদা جواب الشرط এবং খবর হচ্ছে فلا خوف

তরজমা ঃ রাসূলদেরকে আমি শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করে থাকি। সুতরাং যারা ঈমান আনবে এবং (নিজেদেরকে) সংশোধন করবে তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

(٢٨) وَ الذين كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنا يَمَسُّهُمُ العَذابُ بِما كانوا يَفْسُقُون*

শব্দ বিশ্লেষণ

يمس — (স্পর্শ করবে) (س) مَسًّا স্পর্শ করা। مَسَّ - يَمَسُّ - مُسَّ
মূলতঃ ছিলো مَسِسَ - يَمْسَسُ - اِمْسَسْ
مَسَّتْهُ الْبَأْسَاءُ وَ الضَّرَّاءُ দুর্দশা ও দুরবস্থা তাকে আক্রান্ত করলো। অর্থাৎ সে দুর্দশা ও দুরবস্থাগ্রস্ত হলো।

كانوا يفسقون (তারা পাপাচার করত) (ن) فسقا পাপাচার করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين ... এটি মুবতাদা يَمَسُّهم তার খবর, আর ما হচ্ছে حرف المصدر অর্থাৎ بِفِسْقِهِم বাক্যটি মূলতঃ ছিলো এরকম–
يَمَسُّ الذين كَذَّبُوا بِاٰياتِنا العَذابُ
এখানে مفعول به কে আগে এনে মুবতাদা বানানো হয়েছে এবং তার স্থানে যমীর স্থাপন করা হয়েছে।

তরজমা ঃ আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের পাপাচারের কারণে আযাব তাদেরকে পাকড়াও করবে।

(২৯) قُلْ لا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللّٰهِ وَ لا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لا اَقُولُ لَكُمْ اِنِي مَلَكٌ، اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا ما يُوْحٰى اِلَيَّ، قُلْ هَل يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيرُ، أفلا تَتَفكَّرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

خَزائِنُ এটি خِزانَةٌ এর বহু। সঞ্চয় বা মজুদ করার স্থান, ভাণ্ডার।
(ن) خَزْنًا ভাণ্ডারে সঞ্চিত করা।

أَعْمٰى বহু عُمْيٌ বহু عَمْيَاءُ স্ত্রী عُمْىٌ ও عُمْيَانٌ অন্ধ।
(عَمًى، س) عَمِىَ الرجلُ অন্ধ হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

إلا ما يوحى এখানে نفي এর পরে إلا এসেছে। সুতরাং তা حصر এর অর্থ বোঝাবে। শাব্দিক অর্থ– আমি কোন কিছু অনুসরণ করি না, ঐ জিনিস (বিধান) ছাড়া যা আমার কাছে অহীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেটাই শুধু অনুসরণ করি।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর খাযানাসমূহ আছে, আর আমি গায়ব জানি না, আর আমি তোমা-দেরকে বলি না যে, আমি ফিরেশতা। আমি শুধু সেই বিধানই অনুসরণ করি যা আমার কাছে অহীরূপে প্রেরণ করা হয়। আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? সুতরাং তোমরা কি চিন্তা করবে না?

(৩০) وَ لا تَطْرُدِ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدٰوة وَ الْعَشِيِّ يُرِيدون وَجْهَهُ،

শব্দ বিশ্লেষণ

غَداة ফজর ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়। সকাল। বহু غدوات

عَشِي মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। মাগরিব থেকে রাত আঁধার হওয়া পর্যন্ত সময়। (মাদ্দাহ عشو)

وجه — চেহারা, সন্তুষ্টি। কোন কিছুর সম্মুখ ভাগ। বহু وُجُوهٌ
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ তাঁর সত্তা ছাড়া সব কিছু ধ্বংস হবে

বাক্য বিশ্লেষণ

يريدون وجهه এ বাক্যটি حال হয়েছে يدعون এর فاعل থেকে।

তরজমা ঃ আপনি ঐ লোকদের তাড়িয়ে দেবেন না যারা সকাল-সন্ধ্যা আপন প্রতিপালককে ডাকে, এবং তার সন্তুষ্টি কামনা করে।

(৩১) وَ إِذْ قَالَ اِبراهيمُ لِاَبِيْهِ اٰزرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنامًا اٰلِهةً، اِني اَرٰك وَ قَوْمَكَ في ضَلٰلٍ مُبِينٍ *

বাক্য বিশ্লেষণ

ازر — এটি ل এর مجرور থেকে অর্থাৎ أبيه থেকে بدل হয়েছে।

أَصْنامًا أٰلِهَةً — হচ্ছে تتخذ এর প্রথম ও দ্বিতীয় مفعول به

اذ — এর তারকীবসম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা করো।

তরজমা ঃ ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন ইবরাহীম তার বাবাকে বললেন; আপনি কি কতিপয় মূর্তিকে মাবুদ বানাচ্ছেন? আমি তো আপনাকে এবং আপনার কাওমকে স্পষ্ট গোমরাহীর মাঝে দেখতে পাচ্ছি।

(৩২) فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بازغَةً قالَ هذا رَبِّيْ هذا اَكْبَرُ، فَلَمَّا اَفَلَتْ قالَ يَقومِ اني بَرِيْءٌ مِمَّا تُشْرِكُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

بَازِغًا — (উদিত অবস্থায়) (ن) بُزُوغًا উদিত হওয়া।
بَزَغَتِ الشمسُ أَوِ القَمَرُ أَوِ النجْمُ

أفلت — (অস্ত গেলো) (ض) أَفْلاً - أُفُولًا অস্ত যাওয়া।

بَرِيْءٌ — (দায়মুক্ত)
(بَراءَةً، س) بَرِئَ منه তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলো।
بَرِئَ مِنْ عَيْبٍ أو تُهْمَةٍ দোষ বা অভিযোগ থেকে মুক্ত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

بَازِغَةً এটি رَأى এর مفعول به থেকে حال হয়েছে।

لـمـا এটি حين এর সমার্থক ظرف الزمان এর পরে দুটি বাক্য থাকে। প্রথম বাক্যটি অর্থগত দিক থেকে মাছদার হয়ে لما এর مضاف إليه হয়। সুতরাং لَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً এর মূলরূপ হলো حِيْنَ رُؤْيَتِهِ الشَّمْسَ بَازِغَةً (তিনি সূর্যকে উদিত অবস্থায় দেখার সময়।) لما সর্বদা দ্বিতীয় বাক্যটির ظرف রূপে نصب এর স্থানে থাকে। সুতরাং পুরো বাক্যটির মূলরূপ হবে–

قَالَ هذا رَبِّيْ حِيْنَ رُؤْيَتِهِ الشَّمْسَ بَازِغَةً

এবার তুমি ২৬ নং আয়াতের ... نسوا لما এর ব্যাখ্যা করো

مِمَّا تشركون অর্থাৎ مِنْ شِرْكِكُمْ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ আর যখন তিনি সূর্যকে উদিত অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন বললেন, এ আমার প্রতিপালক, এ (সবার চেয়ে) বড়। কিন্তু যখন তা অস্ত গেলো তখন তিনি বললেন, হে আমার কাওম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত।

(৩৩) وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجومَ لِتَهْتَدُوا بِها في ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقومٍ يعلَمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

فصلنا (বিশদভাবে বর্ণনা করলাম)

বাক্য বিশ্লেষণ

الذي ... ছিলা-মাওছূল মিলে খবর, আর هو হলো মুবতাদা।

لتهتدوا এর তারকীব করো এবং এটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

يعلمون বাক্যটি তারকীবে কি হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার সাহায্যে স্থলের ও জলের অন্ধকারে পথ লাভ করো। আমি তো নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি ঐ লোকদের জন্য যারা ইলম অর্জন করে।

(١) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يضل (ভ্রষ্ট হয়, বিচ্যুত হয়) এর ব্যবহার দু' রকম, সরাসরি مفعول এবং عن ও به অব্যয়যোগে। পিছনে ضَلَّ السَّبِيلَ গিয়েছে, এখানে يَضِلُّ عَنِ السَّبِيلِ এসেছে। (দেখো, পৃঃ ৯৮)

বাক্য বিশ্লেষণ

من يضل ছিলাহ-মাওছূল মিলে উহ্য الجر حرف এর مجرور এর স্থানে এসেছে এবং তা أعلم এর সাথে متعلق হয়েছে। অর্থাৎ أَعْلَمُ بِمَنْ يَضِلُّ

ربك হলো إن এর اسم আর هُوَ أَعْلَمُ مَنْ ... হচ্ছে মুবতাদা-খবর মিলে জুমলা হয়ে إن এর খবর।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক অবগত যে, তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়, আর তিনিই অধিক অবগত পথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে।

(٢) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عليه إِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

مما এখানে الموصولة ما এর স্থানীয় অর্থ হলো জন্তু, যা পূর্ববর্তী ফেয়েল থেকে বোঝা যায়। من অব্যয়টি তার সাথে متعلق

إن এর جواب الشرط নির্ধারণ করো। পূর্ববর্তী বাক্যটিকে কি جواب الشرط বলা যায়?

তরজমা ঃ সুতরাং তোমরা ঐ জন্তু থেকে ভক্ষণ করো যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে (অর্থাৎ যাকে আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হয়েছে) যদি তোমরা তার বিধানসমূহের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো।

(٣) وَ إِذا جَـاءَتْهُم آيَةٌ قـالوا لَـنْ نُـؤْمِنَ حَـتّٰى نُـؤْتـٰى مِـثْلَ مـا أُوْتِـيَ رُسُـلُ اللّٰهِ * اَللّٰهُ أَعْـلَـمُ حَـيْـثُ يَجْـعَـلُ رِسـالَـتَـهُ سَيُـصِيبُ الذين أَجْـرَموا صَـغَـارٌ عِـنْـدَ اللّٰهِ و عَـذابٌ شَـدِيـدٌ بِـمـا كـانوا يَـمْـكُرونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

نؤتى (আমাদেরকে দেয়া হয়) দেখো, পৃঃ ৭৫

رسـالـة রাসূলের দায়িত্ব বা মর্যাদা, রিসালাত, বার্তা, পায়গাম।

يـصـيـب (আক্রান্ত করবে) দেখো, পৃঃ ৩০

أجـرموا (অপরাধ করেছে) إِجْرامًا অপরাদ করা।

صَـغـارٌ লাঞ্ছনা, অপদস্থতা।

يمكـرون (ن) مكـرا চক্রান্ত করা। مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللّٰهُ তারা চক্রান্ত করলো আর আল্লাহ (তাদের) চক্রান্তের জবাব দিলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

إذا এর شـرط ও جواب الشـرط চিহ্নিত করো।
شـرط ও جواب الشـرط এর সাথে إذا এর সম্পর্ক বলো এবং এখানে পুরো বাক্যের মূলরূপটি উল্লেখ করো।

حـتـى এর পর যেহেতু أن উহ্য রয়েছে সেহেতু حَتّٰى نُؤْتٰى এর অর্থ متعلق আর এটি لن نؤمن এর সাথে حَتّٰى إِيْـتـائِـنـا

مِـثْـلَ ما أُوتِـيَ এ অংশটুকু نُؤْتٰى এর দ্বিতীয় مفعول به – আর نؤتى এর যমীর হচ্ছে প্রথম مفعول به যা ফেয়েলটির نائب الفاعل হয়েছে। ما হচ্ছে اسم الموصول আর أُوتِىَ رسلُ اللّٰهِ বাক্যটি ছিলাহ, আর ছিলাহ-মাওছূল মিলে مثل এর مضاف إليه আর رُسُلُ اللّٰهِ হচ্ছে أوتى এর نائب الفاعل

حَـيْـثُ يَجْعَلُ এর মূলরূপ হলো مَكانَ جَعْلِ رِسَالَتِهِ এটি উহ্য ফেয়েল يـعـلم এর مفعول به যা পূর্ববর্তী أعلم থেকে বুঝে আসে।

صـغـار তারকীবে কী হয়েছে বলো।

... بما كانوا অর্থাৎ بِمَكْرِهِمْ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন পৌছে তখন তারা বলে, আমরা কিছুতেই ঈমান আনবো না যতক্ষণ না আমাদেরকে দেয়া হয় ঐ ধরনের নিদর্শন যা আল্লাহর রাসূলদেরকে দেয়া হয়েছে।
আল্লাহ ভালো জানেন, কোথায় তিনি তাঁর রিসালাত (গচ্ছিত) রাখবেন, যারা অপরাধ করেছে, অতি সত্বর তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, আল্লাহর নিকট। এবং ভীষণ আযাবগ্রস্ত হবে তাদের চক্রান্তের কারণে।

(٤) وَ هٰذا صِراطُ رَبِّك مُستقيمًا ، قَدْ فَصَّلْنا الآياتِ لِقومٍ يَذَّكَّرُون * لَهم دارُ السَّلٰم عندَ رَبِّهم وَ هو وَلِيُّهم بما كانوا يَعملون * وَ يومَ يَحْشُرُهم جميعًا ، يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِنَ الإنْسِ ،

শব্দ বিশ্লেষণ

يذكرون আসলে ছিলো يَتَذَكَّرُوْن এখানে ت কে ذ দ্বারা বদল করে ذ কে ذ এর মাঝে ادغام করা হয়েছে।

مَعْشَرٌ বহু مَعاشِرُ দল, গোষ্ঠী, জামা'আত।

الجن و الإنس- দেখো, পৃঃ ১৯৬

বাক্য বিশ্লেষণ

مستقيما এটি حال হয়েছে খবর থেকে। শাব্দিক অর্থ– আর এটি আপনার প্রতিপালকের পথ এমন অবস্থায় যে, তা সরল।

لهم এটি উহ্য ثابتة এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর, আর دارُ السلام হচ্ছে পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা

عندَ ربهم এটি উহ্য খবর ثابِتَةٌ এর ظرف مكانٍ হয়েছে।
বাক্যটির মূলরূপ এই– دَارُ السَّلامِ ثابِتَةٌ لَهم عندَ ربهم

ب অব্যয়টি وَلِيٌّ এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ এটি আপনার প্রতিপালকের সরল পথ। নিঃসন্দেহে আমি উপদেশ গ্রহণকারী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে শান্তির 'আলয়'। আর তিনি তাদের নেক আমলের কারণে তাদের বন্ধু।
আর ঐ দিনটিকে স্মরণ করুন যেদিন তিনি জিন-ইনসান সকলকে একত্র করবেন এবং (জিন সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে) বলবেন, হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষকে অনেক গোমরাহ করেছো।

(٥) يَا مَعْشَرَ الجِنِّ و الإِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ منكم يَقُصُّونَ عليكم اٰيٰتِي وَ يُنْذِرُونَكم لِقَاءَ يَوْمِكُم هٰذا ، قالوا شَهِدْنا عَلىٰ أَنْفُسِنا وَ غَرَّتْهُمُ الحَيٰوةُ الدنْيَا وَ شَهِدُوا علىٰ أَنْفُسِهِم أَنَّهم كانوا كٰفرين *

শব্দ বিশ্লেষণ

يقصون (তারা বর্ণনা করে) (ن) قَصَصًا
قَصَّ القِصَّةَ ঘটনা/কাহিনী বর্ণনা করেছে।
قَصَّ عليه الرُّؤْيَا তাকে স্বপ্ন বলেছে।
قَصَّ عليه قِصَّتَهٗ তাকে নিজের ঘটনা বলেছে।
غرت (ধোকা দিয়েছে) (ن) غَرًّا، غُرُوْرًا ধোকা দেয়া, ধোকায় ফেলা।
شهدوا (তারা সাক্ষ্য দিলো) (س) شَهَادَةً সাক্ষ্য দেয়া। সাক্ষী হওয়া।
شَهِدَ عَلىٰ شَيْءٍ/بِشَيْءٍ কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলো।
شَهِدَ علىٰ فُلانٍ অমুকের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলো।
شَهِدَ لِفُلانٍ অমুকের পক্ষে সাক্ষ দিলো।
شَهِدَ المَجْلِسَ (شُهُودًا) মজলিসে উপস্থিত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

منكم এটি উহ্য معدودون এর সাথে متعلق এবং তা رسل এর صفة
يقصون বাক্যটি رسل এর দ্বিতীয় صفة
و ينذرونكم এটি معطوف হয়েছে يقصون এর উপর।
لقاء يومكم এখানে عن অব্যয়কে সরিয়ে মাজরূরকে মানছূব করা হয়েছে।
এটিকে বলে منصوبٌ بِنَزْعِ الخَافِضِ

خافض মানে জর দানকারী, অর্থাৎ জরদাতাকে অপসারণের মাধ্যমে মানছূব।

يومكم — আরবীতে সময়কে ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে مضاف করার প্রচলন রয়েছে, কিন্তু তরজমায় তা বাদ পড়ে যায়। যেমন– ما تفعَلُ في يَوْمِك ؟ তুমি আজ কী করবে ?

أنهم — এটি উহ্য حرف الجر এর مجرور এর স্থানে আছে, অর্থাৎ .. بأنهم এবং তা شهدوا এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে বিভিন্ন রাসূল আগমন করেন নি, যারা তোমাদেরকে আমার বিধানসমূহ বর্ণনা করে শোনাতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের বিষয়ে সতর্ক করতেন। তারা বলবে, আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম। আসলে পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলেছিলো। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিলো।

(٦) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ و يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعدِكم ما يَشاءُ كما اَنْشَأَكم مِنْ ذُرِّيَّةِ قومٍ اٰخَرِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

غَنِيٌّ — (নির্মুখাপেক্ষী) এটি আল্লাহর গুণবাচক নাম। (মানুষের ক্ষেত্রে) غني সচ্ছল, ধনী। বহুবচনে أَغْنِيَاءُ
غَنِيَ الرجلُ (غِنًى، غِناءً . س) সচ্ছল হলো, ধনী হলো। غَنِيَ عَنْ شَيْءٍ কোন কিছুর প্রতি নির্মুখাপেক্ষী হলো।

يشاء — شَاءَ - يَشاءُ - شَأْ - لا تَشَأْ (ف) شَيْئًا ইচ্ছা করা। مَشِيْئَةُ اللهِ (মূলতঃ مَشِيَّةُ اللهِ) আল্লাহর ইচ্ছা।

يذهبكم — إِذهابًا নিয়ে যাওয়া, বিলুপ্ত করা।

أنشأ — (তিনি সৃষ্টি করেছেন।) إِنْشَاءً সৃষ্টি করা।
أَنْشَأَ الْكاتِبُ مَقالَةً – أَنْشَأَ اللهُ الخَلْقَ
(ف) نَشْأً ও نُشُوءًا সৃষ্টি হওয়া। (বিভিন্ন ব্যবহার)
نَشَأَ الْعالَمُ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

نَشَأَ فِي أُسْرَةٍ غَنِيَّةٍ সে এক ধনী পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছে, বড় হয়েছে।

نَشَأَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ কোন কিছু কোন কিছু থেকে উদ্ভূত হলো।

استخلافًا স্থলবর্তী বানানো। কোরআনে আছে–

و يَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قومًا غَيْرَكم (এখানে غَيْرَكم হচ্ছে صفة অর্থাৎ এমন কাওম যা তোমাদের বিপরীত।)

আর আমার প্রতিপালক তোমাদের থেকে ভিন্ন এক জাতিকে স্থলবর্তী বানাবেন।

خَلَفَ فُلانًا (خَلفًا و خِلافَةً، ن) সে অমুকের স্থলবর্তী হলো।

خِلافَةٌ অন্য কারো স্থলবর্তিতা (এটা হতে পারে তার অনুপস্থিতির কারণে বা মৃত্যুর কারণে বা অক্ষমতার কারণে বা স্থলবর্তীকে সম্মান প্রদানের কারণে। আর এই শেষ অর্থেই মানুষকে خَلِيفَةُ اللّٰهِ فِي الأَرْضِ বলা হয়।

أخرين এটি آخَرُ এর বহু। আর آخَرُ শব্দটি غيرُ منصرفٍ অন্য, অপর।

বাক্য বিশ্লেষণ

ربك মুবতাদা الغني প্রথম খবর, ذو الرحمة দ্বিতীয় খবর।

يشأ ... এটি شرط এবং يذهبكم হচ্ছে جواب الشرط

من بعدكم এটি يستخلف এর সাথে متعلق

ما يشاء মাওছূল-ছিলাহ মিলে يستخلف -এর مفعول به আর উহ্য যমীর হচ্ছে عائد إلى الموصول অর্থাৎ ما يشاؤه

ك এটি حرف الجر আর পরবর্তী বাক্যটি ما المصدرية যোগে مصدر হয়ে مجرور এর স্থানে এসেছে।

তরজমা ঃ আর তোমার প্রতিপালক চিরনির্মুখাপেক্ষী, দয়ার অধিকারী। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদের বিলুপ্ত করতে পারেন এবং তোমাদের পরে যে কোন সম্প্রদায়কে ইচ্ছা করেন স্থলবর্তী বানাতে পারেন। যেমন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অন্য কাওমের বংশধর থেকে।

(٧) إِنَّ ما تُوْعَدُونَ لَآتٍ، وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

آتٍ (আগমনকারী) اسم الفاعل মাছদার (ض) إِتْيَانًا আসা

مُعْجِزٌ (অক্ষমকারী) اسم الفاعل ইফ'আল إِعْجَازًا অক্ষম করা

(ض) عَجْزًا অক্ষম হওয়া (عن অব্যয়যোগে)

عَجَزْتُ (عَنْ) أَنْ أَكْسِبَ المَالَ – عَجَزْتُ عَنْ كَسْبِ المَال

বাক্য বিশ্লেষণ

ما توعدون মাওছূল-ছিলাহ মিলে إن এর اسم আর آت হচ্ছে তার خبر

تُوعَدون ফেয়েলে মাজহূল, তার সাথে যুক্ত جمع مذكر এর যামীর الواو হচ্ছে نائب الفاعل আর উহ্য যমীর ہ হচ্ছে দ্বিতীয় مفعول به এবং عائد إلى الموصول অর্থাৎ ما تُوعَدُونَه

আর এখানে ما الموصولة এর بيان উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত এই- إِنَّ ما تُوعَدُونَهُ مِنْ قِيامِ السَّاعَةِ وَ الحَشْرِ لَآتٍ

(কিয়ামত ও হাশর ঘটার যে ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে।) (দেখো, পৃঃ ৯৭)

معجزين এর مفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ مُعْجِزِينَ رَبَّكم – এবার তুমি وَما أَنتُمْ بِمُعْجِزِين رَبَّكم এই বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ তোমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে, আর তোমরা (তোমাদের প্রতিপালককে) অক্ষম করতে পারো না।

(٨) قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اني عَامِلٌ، فَسَوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ، اِنَّه لا يُفْلِحُ الظّٰلِمون*

শব্দ বিশ্লেষণ

مكانة স্তর, মর্যাদা, স্থান, অবস্থান। عَلٰى مَكَانَتِهِ অবিচলভাবে। اِعْمَلُوا على مَكَانَتِكُمْ তোমরা তোমাদের অবস্থানে অবিচল থেকে আমল করে যাও।

عَاقِبَةٌ বহুবচনে عَوَاقِبُ পরিণাম, পরিণতি।

مــن تكــون ... মাওছূল-ছিলাহ মিলে تعلمـون এর مفعول به

শাব্দিক অর্থ– অচিরেই তোমরা জানতে পারবে ঐ ব্যক্তিকে যার জন্য হবে আখেরাতের উত্তম পরিণতি।

إنـه — এই যামীরকে ضمير الشأن বলে, দেখো, পৃঃ ১৪৭

তরজমা ঃ (হে নবী! মুশরিকদেরকে) আপনি বলে দিন, তোমরা তোমাদের (শিরক, কুফুরির) অবস্থানে অবিচল থেকে আমল করে যাও, আমিও আমল করে যাবো, তারপর অচিরেই জানতে পারবে যে, আখেরাতের সুপরিণতি কার জন্য হবে। জালিমরা তো সফলকাম হতে পারে না।

(৯) وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِـنَ الْحَرْثِ و الْاَنْعامِ نصيبًا فقالوا هٰـذا لِلّٰهِ بِـزَعْـمِهِمْ وَ هذا لِشُـرَكائِنـا، فَمَا كانَ لِشُـرَكائِـهِمْ فَـلا يَصِـلُ الىٰ اللّٰهِ، وَ ما كا لِلّٰهِ فـهو يَصِـلُ الىٰ شُـرَكائِـهِم، سَـآءَ ما يَحْـكُمـون *

শব্দ বিশ্লেষণ

ذرأ — (সৃষ্টি করেছেন) (ف) ذرء। সৃষ্টি করা। কোরআনে এসেছে–
هُوَ الذي ذَرَأَكُمْ في الأَرْضِ وَ إليه تُحْشَـرونَ

(ن) حَرْثًا চাষ করা। চাষের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফসলকেও الحرث। বলে।
حَرَثَ الأَرْضَ জমি চাষ করলো। কর্ষণ করলো।
حِراثَـةً চাষাবাদ। চাষীর কাজ বা পেশা।

أَنْعامٌ — এটি نَعَمٌ এর বহুবচন, গবাদিপশু (সাধারণত উট)

سـاء — মন্দ হলো। (ن) سَوْءًا মন্দ হওয়া, খারাপ হওয়া।
سَـاءَ خُلُقُـه তার চরিত্র মন্দ হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

مـما — এটি من ও ما এর যুক্তরূপ। مَا ذَرَأَ মাওছূল-ছিলাহ মিলে من এর مجرور এর স্থানে এসেছে। আর من অব্যয়টি متعلق হয়েছে جعلوا এর সঙ্গে। এটি تَبْعِيضِيٌّ বা আংশিকতাজ্ঞাপক অব্যয় যা

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ بَعْضَ ما ذَرَأَ এর সমার্থক। সুতরাং মূলরূপ হলো بعض

من الحرث و الأنعام এটি الموصولَةُ ما এর بيان

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ما এর স্থানীয় অর্থটি ব্যাখ্যা করে বলে দেয়া হয় না, বরং বাক্যের অগ্র-পশ্চাৎ থেকে বুঝে নিতে হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ما এর পরে ব্যাখ্যাবাচক من যোগ করে ما এর স্থানীয় অর্থটি বয়ান করে দেয়া হয়।

يحكمون বাক্যটি مَا الْمَصْدَرِيَّةُ দ্বারা مصدر হয়ে سـاء এর فاعل হয়েছে, অর্থাৎ سَاءَ حُكْمُهُم

তরজমা ঃ আর আল্লাহ যে শস্য ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে একটি অংশকে তারা আল্লাহর জন্য হিস্‌সারূপে নির্ধারণ করে, আর নিজেদের ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহর জন্য, আর এটা আমাদের শরীক উপাস্যদের জন্য। সুতরাং যা তাদের শরীকদের জন্য ছিলো তা তো আল্লাহর কাছে পৌঁছবে না, আর যা আল্লাহর জন্য ছিলো তা তাদের শরীক উপাস্যদের কাছে পৌঁছবে। তাদের বিচার বড় মন্দ।

(١٠) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رحمةٍ واسعةٍ، و لا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ المجرمين *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا يرد (রোধ করা যায় না) পিছনে দেখো, পৃঃ ৭৪

بأس পরাক্রম। পাকড়াও। আযাব। অসুবিধা। ক্ষতি।

لا بَأْسَ بِهِ তাতে কোন আপত্তি নেই।

لا بَأْسَ عَلَيك তোমার কোন ভয় নেই।

لا بأس فيه তাতে কোন অসুবিধা নেই।

عَدَدٌ لا بأسَ بِهِ উল্লেখযোগ্য সংখ্যা

مَبْلَغٌ لا بأسَ بِهِ মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণ।

বাক্য বিশ্লেষণ

إن এর شرط ও جواب الشرط নির্ধারণ করো। (ف সম্পর্কে কী জানো বলো।) (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১২৬)

لا يرد بأسه عن القوم المجرمين এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ যদি তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে আপনি বলুন, তোমাদের প্রতিপালক অশেষ করুণার অধিকারী, (তাই শাস্তি দিচ্ছেন না, তবে) অপরাধী কাওম থেকে তার আযাবকে রোধ করা যাবে না।

(١١) وَ هٰذا كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوه وَ اتَّقُوا لعلكم تُرْحَمُون *

বাক্য বিশ্লেষণ

أنزلنا বাক্যটি كتب এর صفة এবং مبارك হচ্ছে দ্বিতীয় صفة

তরজমা ঃ এ এমন কিতাব যা আমি নাযিল করেছি, যা বরকতপূর্ণ। সুতরাং তোমরা তা অনুসরণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।

(١٢) فَقَدْ جاءكم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ و هُدًى و رَحْمَةٌ، فَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ صَدَفَ عَنْها ، سَنَجْزِي الذين يَصْدِفُونَ عَنْ اٰيٰتِنا سُوْءَ الْعَذابِ بِما كانوا يَصْدِفُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

صدف (মুখ ফিরিয়ে নিলো) (ض) صَدْفًا ، صُدُوفًا (عن অব্যয়যোগে) এড়িয়ে যাওয়া, মুখ ফিরিয়ে নেয়া।

صَدَفَهُ عن ... ফিরিয়ে/সরিয়ে দিলো। বাধা দিলো।

سوء العذاب পিছনে দেখো, পৃঃ ১৭

বাক্য বিশ্লেষণ

من ربكم এটি جاء এর সঙ্গে متعلق কিংবা উহ্য نازلة এর সঙ্গে متعلق এবং তা بينة এর صفة

هدى এটি بينةٌ এর উপর معطوف আর رَحْمَةٌ হচ্ছে هدى এর উপর

এটি مبتدأ আর أَظْلَمُ হচ্ছে خبر

... من كذب মাওছূল-ছিলাহ মিলে من এর مجرور এর স্থানে এসেছে। আর
حرف الجر টি أظلم এর সঙ্গে متعلق আর صدف عنها বাক্যটি
كذب এর উপর معطوف

... الذين হচ্ছে نجزي এর প্রথম,আর سوء العذاب হচ্ছে দ্বিতীয় مفعول به
بما এটি بِصَدْفِهِمْ عَنْ اٰيٰتِنا অর্থাৎ ما المصدرية টি

তরজমা ঃ তোমাদের কাছে তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ (নবী ও কোরআন) এবং হিদায়াত ও রহমত এসে গেছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির চেয়ে জালিম কে হতে পারে যে আল্লাহর কালামকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যারা আমার কালাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে অবশ্যই আমি জঘন্য শাস্তি দেবো, তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে।

(١٣) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثالِها، وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَها وَ هُمْ لا يُظْلَمون * قُلْ اِنَّني هَدٰني رَبّي الىٰ صِراطٍ مستقيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَسَنَةٌ একটি নেক আমল। বহু حَسَنَاتٌ

سَيِّئَةٌ একটি বদআমল। বহু سَيِّئَاتٌ

مِثْلٌ বহুবচনে أَمْثَالٌ মত, অনুরূপ। সমপরিমাণ।

لا يظلمون (তাদের উপর জুলুম করা হবে না) দেখো, পৃঃ ৮৩

বাক্য বিশ্লেষণ

من এটি اسم الموصول ও اسم الشرط আর جاء بالحسنة হলো صلة ও شرط আর جواب الشرط له عشر أمثالها বাক্য আর ف হলো رابطة (দেখো, পৃঃ ১২৬)

فله عشر أمثالها বাক্যটির তারকীব করো।

لا يجزى ফেয়েলটির মাঝে সুপ্ত যমীর হচ্ছে তার نائب الفاعل আর

شَيْئًا হচ্ছে তার দ্বিতীয় مفعول به যা এখানে উহ্য রয়েছে।

অর্থ– তাকে কোন কিছু প্রতিদান দেয়া হবে না।

الا দ্বারা কোন কিছু থেকে একটি জিনিসকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা হয়েছে। (অর্থ–) তবে তার অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে। অর্থাৎ তাকে শুধু ঐ মন্দ আমলের অনুরূপ প্রতিদান দেয়া হবে।

তরজমা ঃ যে একটি নেক আমল করবে, তার জন্য রয়েছে তার মত দশটি নেকী। আর যে বদ আমল করবে, তাকে শুধু ঐ বদ আমলের সমান শাস্তি দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক তো আমাকে সরল পথের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন।

(١٤) قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ * لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

نسك ইবাদত (এখানে কোরবানী অর্থে ব্যবহৃত)

محياى আমার জীবন। مماتى আমার মৃত্যু।

مُسْلِمٌ (আত্মসমর্পণকারী) اِسْلَامًا আত্মসমর্পণ করা, ইসলাম গ্রহণ করা

বাক্য বিশ্লেষণ

صلاتي و ... তিনটি معطوف عليه ও معطوف মিলে إن এর اسم – আর لله হরফুল জর ও মাজরূর মিলে ثَابِتَةٌ এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা إن এর খবর।

رب العلمين এর তারকীব বলো।

أُمِرْتُ بِذلك এবং بِذٰلِكَ أُمِرْتُ এর মাঝে অর্থগত পার্থক্য বলো।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আর ঐ বিষয়েই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। সুতরাং আমি হলাম আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম।

শব্দ বিশ্লেষণ

فلنسئلن মুযারে'র শুরুতে لَامُ التَّوْكِيدِ এবং শেষে نُوْنُ التَّوْكِيدِ যুক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৮৯

তরজমা ঃ সুতরাং অবশ্যই আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো যাদের কাছে (রাসূল) প্রেরণ করা হয়েছে এবং অবশ্যই আমি জিজ্ঞাসা করবো প্রেরিত রাসূলদেরকে।

(١٦) وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه فَأُولٰئِكَ هم المفلحون * وَ مَنْ خَفَّتْ موازينُه فأولئك الذين خَسِروا اَنْفُسَهم بِما كانوا بِاٰيٰتِنا يَظْلِمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

يومئذ সেদিন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরে জানবে, ইনশাআল্লাহ)

ثقلت (ভারী হয়েছে) (ك) ثِقَلاً ভারী হওয়া। اِثْقَالاً ভারী করা।

خفت (হালকা হয়েছে) (ض) خَفًّا، خِفَّةً হালকা/ক্ষীপ্র হওয়া।
خَفَّ عَمَلُه তার আমল লঘু/হালকা/তুচ্ছ হলো।
خَفَّ سَيْرُه' তার চলা ক্ষীপ্র/দ্রুত হলো।

مَوَازِيْنُ এটি مِيْزَانٌ এর বহু। দাঁড়িপাল্লা।
(ض) وَزْناً، زِنَةً মাপা, ওজন করা।

خسروا أنفسهم (তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে) দেখো, পৃঃ ১৪৭

বাক্য বিশ্লেষণ

خفت موازينه বাক্যটি صلة ও شرط মাওছূল-ছিলাহ মিলে মুবতাদা।
أولئك দ্বিতীয় মুবতাদা, আর ... الذين خسروا হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। আর এ বাক্যটি جواب الشرط এবং প্রথম মুবতাদার খবর।

... الذين خسروا ... পুরো অংশটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর সেদিন আমলের ওযন হওয়া সত্য বিষয়। সুতরাং যাদের (নেক আমলের) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে ঐ লোক যারা নিজেদেরকে বরবাদ করেছে, কেননা তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অবিচার করতো।

(١٧) وَ لَقَدْ خَلَقْنٰكم ثم صَوَّرْنٰكم ثُم قلنا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدوا لِآدَمَ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، لَمْ يَكُنْ مِنَ السّٰجِدين *

শব্দ বিশ্লেষণ

صورنا (আমরা আকৃতি দান করেছি) تَصْوِيرًا ছবি তোলা, চিত্র আঁকা, আকৃতি দান করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

من অব্যয়টি معدوذًا এর সাথে متعلق এবং তা ناقص فعل এর خبر

তরজমা ঃ আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছি, তারপর ফিরেশতাদেরকে বলেছি, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন ইবলীস ছাড়া সকলে সিজদা করলো। সে সিজদাকারীদের মাঝে শামিল হলো না।

(١٨) قَالَ ما مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُك، قال اَنَا خَيْرٌ منه، خلقتَني من نارٍ و خلقتَه من طينٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

طين মাটি, কাদা।

বাক্য বিশ্লেষণ

أن لا تسجد এখানে لا অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর من অব্যয়টি উহ্য রয়েছে। মূল অবস্থা এই مَا مَنَعكَ مِنْ أن تَسْجُدَ (কোন্ জিনিস তোমাকে সিজদা করা থেকে বাধা দিয়েছে?)

إذ এটা تسجد এর ظرفُ الزمانِ

أمرتك বাক্যটি إذ এর مضاف إليه হয়ে جر এর স্থানে আছে।

অর্থাৎ حِيْنَ أَمْرِي إِيَّاكَ

শাব্দিক অর্থ– তোমাকে আমার আদেশ করার সময়।

ما অর্থ أَيُّ شَيْءٍ এটি মুবতাদা منعك ... أمرتك বাক্যটি খবর।

তরজমা ঃ আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন তোমাকে সিজদা করতে কে বাধা দিলো? সে বললো, আমি তার চেয়ে উত্তম। আমাকে আপনি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে কাদা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

(১৯) قَالَ فَاهْبِطْ مِنها، فَما يَكُونُ لَكَ أن تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

اهبط (তুমি নেমে যাও) (ض) هُبُوطًا নামা, হ্রাস পাওয়া, কমা, প্রবেশ করা। বিভিন্ন ব্যবহার দেখো–
هَبَطَ ثَمَنُ السِّلْعَةِ পণ্যটির দাম কমলো (মূল্য হ্রাস পেলো)।
اِهْبِطُوا مِصْرًا তোমরা কোন নগরে প্রবেশ করো।

صاغر (অপদস্থ) (س) صَغَارًا অপদস্থ হওয়া। হীনতা ও নীচতা গ্রহণ করা। (ك) صغرا ছোট হওয়া। صَغُرَ جِسْمه
صغره তাকে ছোট করলো। অপদস্থ করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما يكون এটি فِعْلٌ تَامٌّ এবং ما يجوز এর সমার্থক। أن تتكبر فيها উক্ত ফেয়েলের فاعل আর لك হচ্ছে তার সাথে متعلق
শাব্দিক অর্থ– জান্নাতে অহংকার প্রকাশ করা তোমার জন্য জায়েয নয়।

তরজমা ঃ তিনি বললেন, তাহলে তুমি জান্নাত থেকে নেমে যাও। কেননা এখানে থেকে তোমার অহংকার করা চলবে না। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও। নিঃসন্দেহে তুমি হীন ও তুচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত।

(২০) قال أَنْظِرْنِيْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُون، قال إِنَّك مِنَ الْمُنْظَرِين * قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لهم صِرٰطَكَ المستقيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

اَنْظِرْهُ (অবকাশ দিন) مُنْظَرٌ যাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে।

أَغْوَيْتَ (ভ্রষ্ট করেছো) إِغْواءٌ ভ্রষ্ট করা। (أَغْوٰى - يُغْوِيْ)

(غَوٰى - يَغْوِيْ) ভ্রষ্ট হওয়া। غَيًّا، غَوايَةً (ض)

বাক্য বিশ্লেষণ

يُبعَثون (তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে) এটি يوم এর مضاف إليه

সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ হলো- إلٰى يَوْمِ بَعْثِهِمْ

بِإِغْوَائِكَ এটি ما المصدريّةُ সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ হলো- بما أغويتني

إِيَّايَ (আমাকে আপনার গোমরাহ করার কারণে)

তরজমা : সে বললো, তাহলে তাদেরকে পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে। সে বললো, যেহেতু আপনি আমাকে ভ্রষ্ট করেছেন সেহেতু আমি তাদের জন্য আপনার সরল পথে (ওত পেতে) বসে থাকবো।

(١٩) وَ يٰاٰدَمُ اسْكُنْ انتَ و زَوْجُكَ الجنةَ فَكُلا مِنْ حيثُ شِئْتُمَا وَ لا تَقْرَبا هٰذه الشجرةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

اسكن (বাস করো) (ن) سَكَنًا و سُكْنٰى বাস করা।

سَكَنَ المكانَ/بِالْمَكَانِ স্থানটিতে বাস করলো।

(ن) سُكُونًا থেমে যাওয়া। স্থির হওয়া। চুপ করা।

سَكَنَ الْغَضَبُ - سَكَنَتِ الرِّيحُ - سَكَنَتِ الْحَرَكَةُ

لا تقربا (তোমরা কাছে যেয়ো না) (س) قُرْبًا، قُرْبَانًا

قَرِبَ شَيْئًا কোন কিছুর নিকটবর্তী হলো।

(ك) قُرْبًا، قَرَابَةً নিকটবর্তী হওয়া।

قَرُبَ مِنْهُ/إِلَيْهِ তার নীকটবর্তী হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

و زوجُك — এটি معطوف হয়েছে اُسْكُنْ এর মাঝে সুপ্ত যামীরের উপর, আর সুপ্ত যামীরের উপর عطف করার জন্য প্রকাশিত যমীর দ্বারা তাকে تاكيد করতে হয়।

حيثُ — এটি ظَرْفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ যা من এর পরে এসে جر এর স্থানে রয়েছে। এখানে একটি مضاف ও مضاف إليه উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَكُلا مِنْ ثِمَارِها حيثُ شِئْتُمَا

شئتما — এ বাক্যটি حيث এর مضاف إليه হয়ে جر এর স্থানে এসেছে।

ف — এটি হেতুবাচক অব্যয় أمر - نهي - استفهام ইত্যাদির পরে যে فاءُ السَّبَبِ আসে তার পরে أن অব্যয়টি উহ্য থেকে পরবর্তী مضارع কে نصب দান করে।

তরজমা ঃ আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো, অতঃপর জান্নাতের ফল থেকে যা ইচ্ছা ভক্ষণ করো, তবে এই বৃক্ষের কাছেও যেয়ো না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(২০) قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنا وَاِنْ لَّم تغفِرْ لنا و تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخٰسِرِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

ترْحمنا — رَحْمَةٌ (س) রহম/দয়া/করুণা করা। (সরাসরি مفعول به)

الخسرين — এটি باب سمع থেকে اسم الفاعل। পিছনে দেখো, পৃঃ ১৪৭

বাক্য বিশ্লেষণ

ترحمنا — কার উপর معطوف হয়েছে ?

لنكونن — ফেয়েলটি সম্পর্কে কী জানো ? এ বাক্যটির তারকীব করো। এ বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ তারা দু'জন বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং রহম না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবো।

(٢١) وَ اذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالوا وَجَدْنا عَلَيها اٰبَآءَنَا وَ اللّٰهُ اَمَرَنا بِها، قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ، أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ ما لا تَعْلَمُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

تقولون এই ক্রিয়াটি على অব্যয়যোগে 'অপবাদ দেয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়। قالَ عَلَى اللّٰهِ আল্লাহর নামে অপবাদ দিলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما لا تعلمون মাওছূল ও ছিলাহ عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে।

إذا এর পরবর্তী বাক্যটি شرط ও مضاف إليه আর قالوا হচ্ছে جواب الشرط

আর إذا শব্দটি قالوا এর ظرف রূপে নছবের স্থানে রয়েছে। বাক্যটির মূলরূপ– قَالوا حِيْنَ فَعْلِهِمْ فاحِشَةً তারা তাদের কোন অশ্লীল কাজ করার সময় বলে।

তরজমা ঃ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এরই উপর পেয়েছি, এবং আল্লাহই আমাদেরকে এর আদেশ করেছেন। আপনি বলুন, আল্লাহ তো অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহর নামে এমন অপবাদ আরোপ করবে যা তোমরা জানো না?

(٢٢) وَ الذين كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْها اولئك اَصْحٰبُ النارِ، هم فيها خٰلدون * فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهِ،

শব্দ বিশ্লেষণ

اِسْتَكْبَرَ অহংকার দেখালো। অহংকারবশত সত্য গ্রহণে বিরত থাকলো।
اِسْتَكْبَرَ عَنْهُ অহংকারবশত তা থেকে বিরত থাকলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين كذبوا এটি موصول ও صلة মিলে مبتدأ হলে أولئك এর তারকীব কী? এবং أولئك أصحب النار তারকীবে কী হবে ?

مَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا অংশটির তারকীব বলো, তারপর এই অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

مَنْ أَظْلَمُ এখানে من হচ্ছে প্রশ্ন-শব্দ, যার অর্থ أي رجل এটি মুবতাদা, আর ... أظلم হচ্ছে খবর।

তরজমা ঃ আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং ঐগুলোর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে, তারাই জাহান্নামী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সুতরাং যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে ?

(٢٣) إِنَّ الذين كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لهم أَبْوَابُ السَّمَآءِ و لا يَدْخُلُونَ الجنةَ حَتّٰى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الْخِيَاطِ، وَ كَذلك نَجْزِي الظّٰلِمِينَ ٭

শব্দ বিশ্লেষণ

يلج (ض) وُلُوجًا প্রবেশ করা। পিছনে দেখো, পৃঃ ৬৫

سم সুঁইয়ের ছিদ্র। خِيَاطٌ সুঁই।

لا تُفَتَّحُ খোলা হবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

أبواب السماء এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে ?

حتى يَلِجَ الجملُ অর্থাৎ حَتّٰى وُلُوجِ الجَمَلِ - এটা অসম্ভবতা বোঝানোর জন্য বলা হয়। حتى কার সাথে متعلق বলো।

তরজমা ঃ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং সেগুলোর প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে তাদের জন্য আসমানের দুয়ার খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না সুঁইয়ের ছিদ্রে উট প্রবেশ

করে। আর জালিমদেরকে আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

(٢٤) وَ نـادٰى اَصْـحٰـبُ الجَـنَّـةِ اَصْـحٰـبَ الـنارِ اَنْ قَـدْ وَجَـدْنا مـا وَعَـدَنا رَبُّـنا حَـقًّـا فَـهـل وَجَـدْتُم ما وَعَـدَ رَبُّـكم حَـقًّـا، قـالـوا نَعَمْ، فَـاَذَّنَ مُـؤَذِّنٌ بـيـنَهم اَنْ لعـنَـةُ اللّٰهِ عَلَى الـظّٰـلِمِيْن *

শব্দ বিশ্লেষণ

نـادٰى (ডাকবে. مضارع কে ماضي এর অর্থে) – نَـادٰى – يُـنـادِيْ – نَـادِ – مُـنـاداةً وَ نِـداءً ডাক দেয়া। আহ্বান করা।

أذن ঘোষণা করলো। আযান দিলো। أَذَانًا ও تَـأْذِيـنًا

বাক্য বিশ্লেষণ

حـقا এটি وجدنا এর দ্বিতীয় مفعول به

بيـنـهم এটি أذن এর ظرف

তরজমা ঃ জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। আচ্ছা, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছো? তারা বলবে, হাঁ। তখন এক ঘোষণাকারী তাদের মাঝে ঘোষণা দেবে যে, জালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক।

(٢٥) وَ نـادٰى اَصْـحٰـبُ الـنارِ اَصْـحٰـبَ الجـنـةِ ان اَفِـيـضُـوا عَلَيْنا مِنَ الـمـاءِ اَوْ مِـمَّـا رَزَقَـكُم اللّٰهُ، قـالـوا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَـهُـمـا عَـلى الـكٰـفـريـن * الذينَ اتَّـخَذُوا دِيْـنَـهُم لَـهْـوًا و لَعِـبًـا و غَـرَّتْـهُم الْحَـيٰـوةُ الدُّنْـيـا، فَالْـيَـوْمَ نَنْـسٰـهـم كَـما نَـسُـوا لِـقـاءَ يَوْمِهم هـذا و ما كـانوا بِـاٰيـٰتِـنا يَجْـحَـدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

أفـيـضـوا (তোমরা ঢালো) إفـاضَـةً ঢালা, প্রবাহিত করা।

أفاض الإناءَ পাত্রকে উপচেপড়া রূপে পূর্ণ করলো।

أفاض الماءَ عَلىٰ جَسَدِه তার শরীরে পানি ঢাললো।

جُحُودًا (ف) অস্বীকার করা। لَهْوٌ و لَعِبٌ খেলাধূলা।

غرت (ধোকা দিয়েছে) (ن) غَرًّا ও غُرُورًا

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين اتخذوا মাওছূল ও ছিলাহ্ মিলে الكفرين এর صفة হয়ে جر এর স্থানে এসেছে। دينهم হচ্ছে اتخذوا এর প্রথম مفعول به আর مفعول به হচ্ছে দ্বিতীয় لَهْوًا و لَعِبًا

من الماء أو مما উভয় مِنْ হচ্ছে تبعيضي বা আংশিকতাজ্ঞাপক অর্থাৎ– أَفِيضُوا عَلَيْنا بَعْضَ الماءِ أو بَعْضَ مَا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

نسوا ... এ জুমলাটি مصدر হয়ে حرف الجر এর مجرور এর স্থানে এসেছে। অর্থাৎ كَنِسْيانِهِمْ لِقاءَ يَوْمِهِمْ هٰذا আর حرف الجر টি متعلق এর সাথে نَنْسٰى

ما كانوا ... এ অংশটি মাছদার হয়ে ما نسوا এর উপর معطوف অর্থাৎ كَنِسْيانِهِمْ وَ جُحودِهِمْ

তরজমা ঃ জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে যে, আমাদের দিকে সামান্য পানি ঢেলে দাও, কিংবা আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা থেকে কিছু। তখন জান্নাতীরা বলবে, আল্লাহ্ তো ঐ দু'টি কাফিরদের উপর হারাম করে দিয়েছেন, যারা তাদের ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়েছিলো, আর পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলেছিলো। সুতরাং আমি আজ তাদেরকে ভুলে যাবো যেমন তারা তাদের এই দিনটির সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলো এবং যেমন তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো।

(٢٦) اُدْعُوا رَبَّكم تَضَرُّعًا و خِفْيَةً، إنه لا يُحب المعتدين * و لا تُفسدوا في الارضِ بعدَ اصلاحِها وَ ادْعُوه خوفًا و طَمَعًا، ان رحمتَ اللّٰهِ قريبٌ مِنَ المحسنين *

শব্দ বিশ্লেষণ

تضرعا কাকুতি মিনিতি করা। অনুগত হওয়া। (إلى অব্যয়যোগে)

تَضَرَّعَ اِلَى اللّٰهِ আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

تَضَرُّعًا	এটি مُتَضَرِّعِين অর্থে ادعوا এর فاعل থেকে حال
خُفْيَةً	এই মাছদারটি مُخْتَفِين অর্থে تَضَرُّعًا এর উপর معطوف হয়ে حال হয়েছে।
خَوْفًا وَ طَمَعًا	এ দু'টি مصدر এখানে خَائِفِين ও طَامِعِين অর্থে حال হয়েছে ادعوا এর فاعل থেকে।
قريب	এখানে رحمة শব্দটির অর্থ ثواب তাই قريب শব্দটি مذكر

তরজমা ঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো সকাতরে এবং সংগোপনে। নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারীদের তিনি ভালোবাসেন না। আর পৃথিবীকে সংশোধন করার পর তাতে তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করো না। আর তোমরা তাকে ভয়ে ভয়ে ও আশায় আশায় ডাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত ও ছাওয়াব নেকলোকদের নিকটবর্তী।

(২৭) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قومِه فقال يٰقَوْمِ اعْبُدوا اللّٰهَ ما لكم مِنْ اِلٰـهٍ غَيْرُه، اني اَخافُ عليكم عَذابَ يَوْمٍ عظيمٍ * قَال الْمَلأُ مِنْ قَوْمِه إِنَّا لَنَرٰيك في ضَلٰلٍ مُبين * قال يٰقوم لَيْسَ بي ضَلٰلَةٌ وٰلكِنِّي رَسولٌ مِن رَّبِّ الْعٰلَمِين * اُبَلِّغُكم رِسٰلٰتِ رَبِّي وَ أَنْصَحُ لَكم وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ ما لا تعلمون*

শব্দ বিশ্লেষণ

ملا	দল। সম্প্রদায়ের অভিজাত লোকেরা। সভাসদবর্গ
أُبَلِّغُ	(আমি পৌছে দেই) بَلاغًا ও تَبْلِيغًا পৌছানো। بَلَّغَ رِسالَةً বার্তা পৌছে দিলো।
أَنْصَحُ	(হিতাকাঙ্ক্ষা করি) (ف) نُصْحًا উপদেশ দেয়া। হিতাকাঙ্ক্ষা করা। نَصَحْتُه أَوْ لَهُ (সরাসরি مفعول به কিংবা ل অব্যয়যোগে)

তাকে উপদেশ দিলাম। তার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা করলাম।

বাক্য বিশ্লেষণ

يا قوم — حذف কে ياء المتكلم অর্থাৎ مضاف إليه ছিলো يا قومي আসলে করা হলেও ياء এর কারণে আগত কাসরাহটি রয়ে গেছে। আরবীতে এর নমুনা প্রচুর। যেমন– يا ربِّ

ما لكم ... — এখানে ما অব্যয়টি ليس এর সমার্থক আর من অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং إله শব্দটি শব্দগতভাবে مجرور কিন্তু অর্থগতভাবে তা مرفوع কেননা তা ما এর اسم আর غيره হচ্ছে إله এর صفة এবং তা إله এর অর্থগত إعراب গ্রহণ করেছে। لكم হচ্ছে ثابت এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা ما এর خبر

من قومه — এটি معدودين এর সাথে متعلق আর তা الملأ থেকে حال শাব্দিক অর্থ– সভাসদরা বললো, এমন অবস্থায় যে, তারা তার সম্প্রদায় থেকে গণ্য।

ما لا تعلمون এর তারকীব বলো।

তরজমা ঃ অবশ্যই আমি নূহকে তার কাওমের কাছে রাসূলরূপে পাঠিয়েছি। তখন তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের সম্পর্কে এক কঠিন দিনের আযাবের আশঙ্কা করি।

তার কাওমের বিশিষ্ট লোকেরা বললো, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মাঝে দেখতে পাচ্ছি।

তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আমার মাঝে কোন গোমরাহী নেই, বরং আমি তো রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের বার্তাসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই, আর আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না।

(٢٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا

শব্দ বিশ্লেষণ

فُلْكٌ কিশতি, জাহাজ। (উভয় লিংগে এবং একবচনে ও বহুবচনে)

বাক্য বিশ্লেষণ

معه في الفلك এটি موجودون এই উহ্য شبه الفعل এর ظرف আর হচ্ছে তার সাথে متعلق – মাওছূল-ছিলাহ মিলে أنجينا এর معطوف এর উপর مفعول به

তরজমা ঃ অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো। তখন আমি তাকে এবং যারা তার সঙ্গে কিশতিতে ছিলো তাদেরকে নাজাত দিলাম। আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো তদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।

(٢٩) وَ إِلٰى عَادٍ أَخَاهُم هُوْدًا، قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ، أَفَلَا تَتَّقُوْنَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

إلى عاد এটি بَعَثْنَا এর সাথে متعلق

أخاهم هودا এর তারকীব বলো।

তরজমা ঃ আর 'আদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না!

(٣٠) قَالَ الْمَلَأُ الذين كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرٰكَ في سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ * قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَ لٰكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

سفاهة (নির্বুদ্ধিতা) (س) سَفَهًا وَ سَفَاهَةً বোকা / নির্বোধ হওয়া

نظن (ধারণা করি) (ن) ظَنًّا ধারণা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين كفروا এটি মাওছূল ও ছিলাহ্‌ মিলে الملأ এর صفة

من قومه এটি معدودين এর সাথে متعلق হয়ে الملأ থেকে حال

ليس بي سفاهة এর তারকীব বলো।

তরজমা ঃ তাঁর গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যারা কুফুরি করেছিলো, তারা বললো, অবশ্যই আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি, আর অবশ্যই আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে ধারণা করছি। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আমার মাঝে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল।

(٣١) وَ إِلىٰ ثَـمُودَ أَخَـاهم صَـالِحًا قـالَ يٰقَـوْمِ اعْـبُدُوا اللّٰهَ مـا لكم مِنْ إِلـٰهٍ غيـرُه، قَـدْ جـاءَتْكُم بيِّنَـةٌ من ربكم *

তরজমা ঃ আর ছামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই ছালিহকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।

١) وَ لَوْ أَنَّ اهلَ الْقُرٰى اٰمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَليهم بَرَكٰتٍ من السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبوا فَأَخَذْنٰهم بِما كانوا يَكسِبون *

শব্দ বিশ্লেষণ

لو এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ১০৫

أن হচ্ছে حرفُ المصدرِ এবং الحرفُ المشَبَّهُ بالفعلِ যা পরবর্তী জুমলাকে মাছদারে পরিণত করে। যেমন سَمِعْتُ أَنَّ راشدًا أعرِفُ أَنَّكَ অর্থাৎ سَمِعْتُ (عَنْ) مَرَضِ راشدٍ তদ্রূপ مَرِيضٌ ثَبَتَ أَنَّ راشدًا صادِقٌ তদ্রূপ أعرف (عن) علمك অর্থাৎ عَالِمٌ অর্থাৎ ثَبَتَ صِدْقُ راشدٍ

বাক্য বিশ্লেষণ

أهلَ الْقُرٰى হলো أن এর اسم আর امنوا و اتقوا হচ্ছে তার খবর – এই জুমলাটি أن দ্বারা مصدر হয়ে উহ্য ফেয়েল ثَبَتَ এর فاعل রূপে رفع এর স্থানে এসেছে। মূল ইবারত এরূপ– لَوْ ثَبَتَ إيمانُ أهلِ الْقُرٰى وَ تَقْواهم শাব্দিক অর্থ– যদি জনপদের অধিবাসীদের ঈমান এবং তাদের তাকওয়া সাব্যস্ত হতো তাহলে ...

بما এটি ما الموصولة পরবর্তী বাক্যটি صلة আর উহ্য ضمير হচ্ছে عائد إلى الموصول – অর্থাৎ بما كانوا يكسبونه আর حرف الجر টি متعلق হয়েছে أَخَذْنا এর সঙ্গে।

ما এর স্থানীয় অর্থ– হলো 'পাপ' ما-এর পূর্বাপর থেকে এ অর্থটি বোঝা যায়।

ما কে حرفُ المصدرِ ও বলা যায়। অর্থাৎ بِكَسْبِهِمُ الإثْمَ

من السماء এটি متعلق হয়েছে উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে, আর তা صفة

হয়েছে بَرَكَاتٍ ظَاهِرَةً مِنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ بركاتٍ এর।

তরজমা ঃ জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আমি আসমান-যমীনের অসংখ্য বরকত তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (আমার রাসূলকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাই তাদের কৃত অপরাধের কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি।

(٢) ثم بَعَثْنا مِن بعدِهم مُوْسٰى بِاٰيٰتِنا إلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ، فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كيفَ كانَ عاقِبَةُ المفسِدين، و قال مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ إني رَسولٌ من ربِّ العٰلمين *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَلأٌ দল, গোষ্ঠী, অভিজাত শ্রেণী। বহুবচনে أَمْلاَءٌ

ظَلَمُوا بها ঐ নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিচার করলো, অর্থাৎ সেগুলো অস্বীকার করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

من بعدهم এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত।

كيف এটি প্রশ্ন-শব্দ এবং ফাতহার উপর مبني (বা স্থির) এটি كان এর অগ্রবর্তী খবর এবং তা نصب এর স্থানে রয়েছে, আর عاقبة المفسدين হচ্ছে كان এর ইসম। (দেখো, পৃঃ ৮৪)

ইসমটি مؤنث হওয়ার পরও فعل ناقص টি কেন مذكر হলো?

من رب العلمين এটি رسول এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ অতঃপর অন্যান্য রাসূলের পরে আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফিরআউন ও তার সহচরদের কাছে প্রেরণ করলাম। কিন্তু তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করলো। সুতরাং দেখো ফাসাদকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিলো।

(٣) فَأَلْقٰى عَصاه فَإذا هي ثُعْبانٌ مبين * وَ نَزَعَ يَدَه فإذا هي بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِينَ * قَال الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذا

لَسٰحِرٌ عليم * يُريد أن يُخْرِجَكم مِنْ أَرْضِكُمْ فماذا تَأْمُرُون * قَالوا أَرْجِهْ وَ اَخاهُ وَ اَرْسِلْ فِي المَدائِنِ حٰشِرِين، يَأْتُوكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عليمٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

عَصًا দ্বিবচন عَصَوانِ বহু عِصِيٌّ লাঠি। (শব্দটি مؤنث)
أَلْقَى عَصاه সে লাঠি নিক্ষেপ করলো। (বিশেষ অর্থ) সফর ও ভ্রমণ বন্ধ করে স্থির হয়ে বসবাস শুরু করলো।

ثُعْبانٌ বড় সাপ, অজগর। বহু ثَعابِيْنُ

مبين ইফ'আল থেকে اسم الفاعل সুস্পষ্ট। এখানে উদ্দেশ্য– বড়সড়।

نزع দেখো, পৃঃ ৬৫

سحر (ف) سَحْراً জাদু করা। ধোকায় ফেলা। (অন্যান্য ব্যবহার)
سَحَرَه جَمالُ الربيعِ বসন্তের সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করলো।
سَحَرَه بِ ... তাকে কিছু দ্বারা মুগ্ধ-মোহিত করলো। যেমন–
سَحَرَه بِكَلامِه، سَحَرَه بِجَمالِه
ساحِرٌ জাদুগর, বহু سَحَرَةٌ

أَرْجِهْ (তাকে সময় দাও) إرجاءٌ ইফ'আল, স্থগিত করা, বিলম্বিত করা, সুযোগ দেয়া। أَرْجَى – يُرْجِيْ – أَرْجِ (ه) যমীরকে সাকিন করে أَرْجِهْ পড়া হয়েছে। সাধারণ নিয়মে أَرْجِهِ)

حاشر (একত্রকারী) (ن) حَشْراً একত্র করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

إذا এটি আকস্মিকতাজ্ঞাপক। এর নাম إذا الفجائية – إذا এটি এ কথা বোঝায় যে, কোন কিছু হঠাৎ দেখা গেছে বা পাওয়া গেছে বা ঘটেছে। এটি مبتدأ ও خبر এর শুরুতে আসে। উদাহরণ–
فَتَحْتُ البابَ فَإذا رَاشِدٌ على البابِ
দরজা খুললাম, হঠাৎ দেখি যে, রাশেদ দরজায় (দাঁড়িয়ে আছে)

ظننتُ الرجلَ شاهِدًا فَإِذا هو خَالِدٌ

লোকটিকে শাহেদ ভাবলাম, হঠাৎ দেখি যে, সে খালেদ।

هَبَّتِ العاصِفَةُ فَإِذا الزَّوْرَقُ غارِقٌ

ঝড় উঠলো, আর হঠাৎ নৌকাটি ডুবে যেতে লাগলো।

فَإِذا هِيَ ثُعْبَانٌ হঠাৎ দেখা গেলো যে, তা সাপ।

এই إذا এর পূর্বে একটি ف অপরিহার্য।

مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ এটি معدودين এর সঙ্গে متعلق এবং তা الملأ থেকে حال

শাব্দিক অর্থ– সভাসদরা বললো, এমন অবস্থায় যে, তারা ফিরআউনের কাওম থেকে গণ্য।

فماذا এটি ফেরআউনের বক্তব্য। আর قالوا এর যমীর ফিরেছে الملأ এর দিকে। এটি শব্দগতভাবে واحد তবে অর্থগতভাবে جمع

أرجه ه হচ্ছে أَرْجِ এর مفعول به আর أخاه তার উপর معطوف

يأتوك এটি أمر এর পরে আসার কারণে مجزوم হয়েছে। এখানে شرط ও حرف الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ... إن ترسل حاشرين يأتوك

তরজমা ঃ তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন, আর হঠাৎ দেখা গেলো যে, তা বড়সড় এক সাপ। আর তিনি তার (বগল থেকে) হাত বের করে আনলেন, তখন হঠাৎ দেখা গেলো যে, দর্শকদের জন্য তা শুভ্র-উজ্জ্বল। ফেরআউনের কাওমের সভাসদরা বললো, নিঃসন্দেহে এ লোক বিজ্ঞ যাদুগর। সে তো তোমাদেরকে আপন ভূমি থেকে উৎখাত করতে চায়। (ফেরআউন বললো,) তাহলে তোমরা কী পরামর্শ দাও? তারা বললো, তাকে এবং তার ভাইকে সময় দিন এবং বিভিন্ন শহরে জমায়েতকারী লোকদেরকে পাঠিয়ে দিন; তারা সকল বিজ্ঞ যাদুগরকে আপনার দরবারে হাজির করবে।

(٤) وَ جاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالوا إِنَّ لَنا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نحنُ الْغٰلِبِين * قال نَعَم وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ المقَرَّبِيْنَ * قالوا يٰمُوْسٰى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا اَنْ نكونَ نحنُ الملقين * قال

اَلْـقُوْا فَـلَـمَّـا اَلْـقَـوْا سَـحَـرُوا اَعْـيُنَ الـنـاسِ وَ اسْـتَـرْهَـبُـوهم و

جـاءوا بِـسِـحْـرٍ عـظـيـمٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مُـقَـرَّبِـيـن (নৈকট্যপ্রাপ্ত) تفعيل থেকে اسم المفعول এর جمع مذكر

قَـرَّبَ নিকটবর্তী করলো। নৈকট্য দান করলো।

استرهبوهم - তারা তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করলো।

(رَهَبًا ، س) رَهِبَ فُلانٌ অমুক ভীত হলো।

ه - رَهَّبَ তাকে ভীত করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

إن এর اسم হচ্ছে أَجْرًا এবং তার শুরুতে যুক্ত لام হচ্ছে তাকীদের জন্য। আর لنا এই لام হচ্ছে حرف الجر যা ثابت এর সাথে متعلق এবং তা إن এর خبر

الغـلبين হচ্ছে فعل ناقص এর خبر আর نا যমীর হচ্ছে তার اسم - আর نحن এসেছে যুক্ত যামীরের তাকীদের জন্য।

এ বাক্যটি إن এর شرط এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে। আর তা হলো فَلَنا أَجْرٌ পূর্ববর্তী إِنَّ لنا لَأَجْرًا বাক্যটি উহ্য جواب الشرط এর قـريـنـة বা আলামত।

তরজমা : আর যাদুগরেরা ফিরআউনের দরবারে হাজির হলো (এবং) বললো, যদি আমরা বিজয়ী হই তাহলে তো অবশ্যই আমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান! সে বললো, হাঁ। আর তোমরা তো হবে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

তারা বললো, হে মূসা! হয় তুমি (যাদুসামগ্রী) নিক্ষেপ করো, নয়ত আমরা নিক্ষেপ করি। তিনি বললেন, তোমরা নিক্ষেপ করো। যখন তারা নিক্ষেপ করলো তখন তারা মানুষের দৃষ্টিকে যাদুগ্রস্ত করে ফেললো এবং তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে ফেললো। আর তারা এক ভয়ংকর যাদু প্রদর্শন করলো।

(٥٠) قـالـوا امَـنَّـا بِـرَبِّ الْعـٰـلَـمِـيْنَ، رَبِّ مُـوْسـٰى وَ هـٰرُوْنَ * قـــال

فرعونُ آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنَّ هذا لمكرٌ مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

مكرتموه — (ن) مَكْرًا চক্রান্ত করা। প্রতারণা করা। (বিভিন্ন ব্যবহার) مَكَرَه، مَكَرَ بِه তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো। তাকে ধোকা দিলো।
مَكَرَ اللّٰهُ (العاصِيَ/بِالعاصِي) আল্লাহ (অবাধ্যকে তার) চক্রান্তের ফল দান করলেন। (অবাধ্যকে) ঢিল দিলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

رب موسى — এটি بدل হয়েছে رب العلمين থেকে।

أن أذن لكم — এটি قبل এর مضاف إليه – আর পুরোটা মিলে آمنتم এর ظرف الزّمان (অর্থ, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বে)

هذا — হচ্ছে إن এর اسم এবং مكر হচ্ছে তার خبر আর لَ হচ্ছে তাকীদের হরফ।

مكرتموه — এই বাক্যটি হচ্ছে পববর্তী نكرة এর صفة আর ضمير منصوب হচ্ছে عائد إلى الموصوف

لِتُخرِجوا منها أهلَها এর তারকীব করো।

تعلمون — এর مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تعلمونَ عاقِبَةَ مَكْرِكُمْ

তরজমা ঃ যাদুগরেরা বললো, আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।
ফেরআউন বললো, আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা তার প্রতি ঈমান এনেছো! নিঃসন্দেহে এটা এক চক্রান্ত যা তোমরা শহরে শুরু করেছো। তোমাদের উদ্দেশ্য, শহরবাসীদেরকে শহর ছাড়া করা, সুতরাং অচিরেই তোমরা (তোমাদের চক্রান্তের পরিণাম) জানতে পারবে।

(٦) وَ قالَ المَلَأُ مِنْ قَومِ فِرْعَوْنَ أَ تَذَرُ موسى وَ قَومَه لِيُفسِدوا في الأرضِ وَ يَذَرَكَ وءالِهَتَك، قال سَنُقَتِّلُ

اَبْنَاءَهُم و نَسْتَحْيِيْ نِسَاءَهُم وَ إِنَّا فَوقَهُم قٰهِرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

تذر (তুমি ছেড়ে দেবে) পিছনে দেখো, পৃঃ ৫৮

نُقَتِّلُ তাফ'য়ীল এর ফেয়েল। তাতে অতিশয়তার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং قتل অর্থ হত্য করলো, আর قتل অর্থ ভয়ংকরভাবে হত্যা করলো। কচুকাটা করলো। গণহত্যা করলো।

نستحي (আমরা জীবিত রাখবো) পিছনে দেখো, পৃঃ ১৭

قهرون (বিজয়ী) اسم الفاعل এর جمع مذكر
(ف) قَهْرًا পর্যুদস্ত করা, আধিপত্য বিস্তার করা।
قَهَرَهُ তাকে পর্যুদস্ত করলো। তার উপর আধিপত্য বিস্তার করলো

বাক্য বিশ্লেষণ

من قوم فرعون এর তারকীব দেখো ৩ নং আয়াতে।

ليفسدوا এটি تذر এর সাথে متعلق

يذرك .. এটি معطوف হয়েছে يفسدوا এর উপর।

الهتك এটি معطوف হয়েছে يذر এর مفعول به এর উপর।

قهرون এটি إن এর খবর, نا যমীর তার اسم আর فوقهم হচ্ছে قٰهرون এর ظرفُ مكانٍ

তরজমা ঃ ফেরআউনের গোষ্ঠীর এক সভাসদ বললো, (হে ফেরআউন!) আপনি কি মূসা ও তার কাওমকে সুযোগ দিয়ে রাখবেন, যাতে তারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, আর আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে বর্জন করে?

ফেরআউন বললো, অবশ্যই আমি তাদের পুত্রদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানাবো। আর অবশ্যই আমি তাদের উপর বিজয়ী হবো।

(٧) قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوا بِاللّٰهِ وَ اصْبِرُوا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ الْعٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يُـورِثُ (উত্তরাধিকারী করেন) إِيْـرَاثٌ উত্তরাধিকার বানানো

(অন্যান্য ব্যবহার)

أَوْرَثَ مَرَضًا রোগ সৃষ্টি করেছে।

أَوْرَثَـهُ الْمَرَضُ ضَـعْـفًـا রোগ তাকে দুর্বল করে রেখে গেছে।

(ح) إِرْثًـا، وِرَاثَـةً উত্তরাধিকারী হওয়া। উত্তরাধিকারী রূপে পাওয়া।

وَرِثَ فُلاَنًا الْمَالَ - وَرِثَ مِنْ/عَنْ فُلاَنٍ الْمَالَ

অমুক থেকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হলো।

وَرِثَ هذا الْمَرَضَ عَنْ أَبِيْـهِ এই রোগ সে তার পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

إِرْثٌ، وِرْث، وِرَاثَـة، تُـرَاثٌ উত্তারাধিকার সম্পদ।

বাক্য বিশ্লেষণ

من يشاء অর্থাৎ من يشاؤه (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

من عباده এটি معدودا এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর তা حال এর উহ্য مفعول به থেকে يشاء

إن الأرض لله বাক্যটির তারকীব করো।

يُورثها যমীরের مَرْجِع উল্লেখ করো।

তরজমা ঃ আর মূসা তার কাওমকে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। নিঃসন্দেহে যমীন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ঐ যমীনের উত্তরাধিকারী করেন। আর উত্তম পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য।

(٨) قَالُوا أُوذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِن بَعْدِ ما جِئْتَنَا، قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ في الأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أُوذِيْنَا ইফ'আল থেকে ماضي مجهول এর جمع متكلم (আমাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে।) (أذى - يُؤْذِيْ - اِذِ - لا تُؤْذِ)

يستخلف (স্থলবর্তী করবেন) اِسْتِخْلافًا দেখো, পৃঃ ১৫৯

বাক্য বিশ্লেষণ

من উভয় من তাদের مجرور সহ متعلق হয়েছে أُوذِينا এর সঙ্গে।

أَنْ تأتِيَنا হচ্ছে مضاف إليه এর قبل অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ إِتيانِكَ

ما এটি حرفُ المصدرِ অর্থাৎ مِنْ بَعْدِ مَجِيئِكَ তোমার আসার পর থেকে।

عَسٰى এটিকে বলে فعلُ المُقارَبَةِ এটি قُرْب এর অর্থ প্রদান করে। সুতরাং عَسٰى أَن يُهْلِكَ رَبُّكم عَدُوَّكم এর অর্থ হলো- قَرُبَ إِهلاكُ رَبِّكُمْ عَدُوَّكم তোমাদের শত্রুদেরকে তোমাদের রবের ধ্বংস করা নিকটবর্তী হয়েছে।
أَنْ يُهْلِكَ رَبُّكم হচ্ছে عَسٰى এর فاعل - তবে এখানে ربكم কে আগে এনে مبتدأ বানানো হয়েছে। সে হিসাবে ربكم হচ্ছে عسى এর اسم আর أن يهلك হচ্ছে তার خبر

يستخلف এটি و অব্যয়যোগে يهلك এর معطوف আর ينظر ফেয়েলটি ف অব্যয়যোগে يستخلف এর উপর معطوف

তরজমা ঃ মূসার কাওম বলে উঠলো, (হে মূসা!) তোমার আসার আগে থেকে এবং তোমার আসার পর থেকে আমরা নির্যাতিত হয়ে চলেছি। তিনি বললেন, অতিসত্বর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে যমীনে (তাদের) স্থলবর্তী করবেন, তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন আমল করো।

(৯) فَانْتَقَمْنا مِنهم فَأَغْرَقْنٰهم في الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنا و كانوا عَنها غٰفِلِين ✱

শব্দ বিশ্লেষণ

اِنْتَقَمْنا (আমরা প্রতিশোধ নিলাম) اِنْتِقامًا

يَمٌّ নদী, সমুদ্র।

غـافـل (উদাসীন, গাফেল) (ن) غَفْلَةٌ উদাসীন / গাফেল হওয়া

غَفَلَ عَنْ شَيْءٍ কোন বিষয়ে উদাসীন/গাফেল হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

عـنـهـا এটি غـفـلين এর সঙ্গে متعلق আর তা كانوا এর খবর। ها এর

آيـات হলো مرجع

بأنَّهم كذبوا অর্থাৎ بِتَكْذِيْبِهِمْ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

এ অংশটুকু ب এর مجرور আর ب অব্যয়টি হেতুবাচক। এবং

তা أَغْرَقْنَا এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ সুতরাং আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম, অর্থাৎ আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণে তাদেরকে নদীতে ডুবিয়ে দিলাম। আর তারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে গাফেল ছিলো।

(١٠) وَ اِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ، يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ؛ وَ فِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

إِذْ সম্পর্কে আলোচনা করো। (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১৪ ও ৩৫)

يسومونكم سُوْءَ العذاب ফেয়েলটির অর্থ বলো এবং বাক্যটির তারকীব আলোচনা করো। (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১৭)

তরজমা ঃ ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউনের গোষ্ঠী থেকে নাজাত দিয়েছি, যারা তোমাদের উপর ভীষণ নির্যাতন চাপিয়ে দিয়েছিলো; যারা তোমাদের পুত্রদেরকে ব্যাপক হারে হত্যা করতো এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানাতো। আর তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিরাট পরীক্ষা।

(١١) قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَ

শব্দ বিশ্লেষণ

اصطفيت পিছনে দেখো, পৃঃ ৬৯

বাক্য বিশ্লেষণ

ما أتيتك এর তারকীব করো। ما এর নিজস্ব অর্থ ও স্থানীয় অর্থ হিসাবে তরজমা করো।

من الشكرين এটি কার সাথে متعلق বলো।

তরজমা ঃ আল্লাহ বললেন, হে মূসা! নিঃসন্দেহে তোমাকে আমি সমস্ত মানুষের মোকাবেলায় নির্বাচিত করেছি আমার রিসালাতের ব্যাপারে এবং আমার সাথে কালাম করার ব্যাপারে। সুতরাং আমি তোমাকে যে কিতাব দান করেছি তা গ্রহণ করো এবং শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

(১২) وَ الذين كَذَّبُوا بِايٰتِنا وَ لِقَآءِ الاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمالُهم

শব্দ বিশ্লেষণ

حبطت (নষ্ট হলো) (س) حَبَطًا নষ্ট হওয়া। إِحْباطًا নষ্ট করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

لقاء الآخرة এটি اٰيٰتنا এর উপর معطوف

এখানে مبتدأ ও خبر চিহ্নিত করো।

তরজমা ঃ আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে এবং আখেরাতের সাক্ষাৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে গেছে।

(১৩) قَالَ رَبِّ اغْفِرْلي وَ لِاَخِيْ وَ اَدْخِلْنا في رَحْمَتِكَ، وَ انتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

رب সম্পর্কে আলোচনা করো।

لأخي কার উপর معطوف হয়েছে ?

أَرْحَمُ শব্দটির পরিচয় দাও এবং অর্থ বলো।

তরজমা ঃ মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার ভাইকে মাফ করুন এবং আমাদেরকে আপনার রহমতে দাখেল করুন। আপনি তো দয়ালুদের বড় দয়ালু।

(١٤) إِنَّ الذينَ اتَّخَذوا الْعِجْلَ سَيَنالُهم غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ في الْحَيَوةِ الدُّنيا وَ كَذلك نَجْزِي الْمُفْتَرِين * وَ الذين عَمِلُوا السياتِ ثم تابوا من بَعْدِها وَ امَنُوا ، إن رَّبك من بَعْدِها لغفورٌ رحيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ينالهم (س) نَيْلًا লাভ করা। পাওয়া।
نَالَه العَذابُ আযাব তাকে পাকড়াও করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

العجل হচ্ছে اتخذوا এর প্রথম مفعول به আর দ্বিতীয় مفعو به টি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اِتَّخَذوا الْعِجْلَ مَعْبُودًا

السيئات হচ্ছে عملوا এর مفعول به আর تابوا হচ্ছে عملوا এর উপর معطوف আর من بعدها হচ্ছে تابوا এর সাথে متعلق এবং امنوا হচ্ছে تابوا এর উপর معطوف – এই সব মিলে ছিলাহ, আর মাওছূল-ছিলাহ মিলে মুবতাদা।

.... إن ربك এই পুরো বাক্যটি পূর্ববর্তী مبتدأ এর خبر

ربك হচ্ছে إن এর اسم আর غفور হচ্ছে إن এর প্রথম খবর। رحيم হচ্ছে দ্বিতীয় খবর। من بعدِها হচ্ছে خبر এর সাথে متعلق প্রথম ها ফিরেছে سيئات এর দিকে, আর দ্বিতীয়টি ফিরেছে تابوا এর মাঝে বিদ্যমান মাছদার توبة এর দিকে। এ সম্পর্কে জরুরী আলোচনা দেখো, পৃঃ ৭৯

জরুরী কথা

কোন জুমলা যদি পূর্ববর্তী مبتدأ এর خبر হয় তাহলে তাতে একটি عائد থাকা জরুরী যা খবরকে মুবতাদার সাথে সংযুক্ত

রাখে। এখানে সেই عائد বা رابط টি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ

لَغفورٌ لهم رَحيمٌ بِهم

তরজমা ঃ যারা গরুর বাছুরকে উপাস্য বানিয়েছে তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করবে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আযাব এবং পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা। এমনিভাবে আমি মিথ্যা আরোপকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি। যারা মন্দকাজ করে, তারপর তাওবা করে এবং ঈমান আনে, এই তাওবার পর আপনার প্রতিপালক অবশ্যই মহাক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।

(١٥) وَ اخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمِهٗ سَبعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنا، فَلَمَّا اَخذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قال رَبِّ لو شِئْتَ اَهْلَكْتَهُم مِنْ قَبْلُ وَ اِيَّايَ، اَ تُهْلِكُنا بِما فعَلَ السُّفهآءُ منا، إنْ هِيَ اِلاَّ فِتْنَتُك، تُضِلُّ بها مَنْ تَشاءُ و تَهْدِي من تَشاء، انت وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا و أنتَ خيرُ الغٰفِرين *

শব্দ বিশ্লেষণ

اختار (নির্বাচন করলেন) মাছদার اِخْتِيارٌ নির্বাচন করা, মাদ্দাহ خير

اِخْتارَ - يَخْتَارُ - اِخْتَرْ

ميقات নির্ধারিত সময়, প্রতিশ্রুত (ওয়াদাকৃত) সময়। নির্ধারিত স্থান। مِيقاتُ الحَجِّ (হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান) বহুবচনে مَواقِيتُ

لميقاتنا আমার নির্ধারিত সময়ের জন্য। অর্থাৎ ঐ সময়ের জন্য যা আমি তাদের আসার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম

رجفة (কম্প) (ن) رَجْفًا কম্পিত হওয়া। আন্দোলিত হওয়া।

رَجَفَ فُلانٌ ভয়ে থরথর করে কাঁপল।

رَجَفَ الْقَلْبُ ভয়ে হৃৎকম্প হলো। কলজে কেঁপে উঠলো।

اِرْتَجَفَ কেঁপে উঠলো। কম্পিত হলো। কাঁপলো।

رَاجِفَةٌ কেয়ামতের শিঙার প্রথম ফুঁক।

رَجْفَةٌ কম্প। ভূমিকম্প।

لو شِئْتَ (যদি ইচ্ছা করতেন) شَيْئًا ইচ্ছা করা। চাওয়া। (পৃঃ ৬৬)

فتنتك (আপনার পরীক্ষা) فتنة শব্দটি কখনো আযাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ذُوقوا فِتْنَتَكم তোমরা তোমাদের আযাব ভোগ করো। আবার যে সকল অবস্থা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হয় সেগুলোকেও فتنة বলা হয়। অর্থাৎ পরীক্ষা বা পরীক্ষার বিষয়, যেমন–

إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادكم فِتْنَةٌ (নিঃসন্দেহে তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি হলো পরীক্ষার বিষয়।)

গোলযোগ ও ফাসাদকেও ফিতনা বলা হয়। যেমন–

الفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

(ফিতনা-ফাসাদ হত্যার চেয়ে জঘন্য।)

(ض) فَتْنًا সত্য থেকে বিচ্যুত করার জন্য নির্যাতন চালানো।

فَتَنَهُ الْمُشْرِكون

কঠিন অবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা।

أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهم يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ (তারা কি দেখে না যে, প্রতি বছর তাদেরকে একবার বা দু'বার কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়?)

মোহগ্রস্ত করা। যেমন– فَتَنَهُ المالُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قومه মূলতঃ ছিলো مِنْ قَوْمِه ব্যাকরণ মতে حرف الجر কে হজফ করে مجرور কে نصب দেয়া হয়। এটাকে বলে نَصْبٌ بِنَزْعِ الخافِضِ অর্থাৎ জরদাতাকে সরিয়ে নছব দান করা। (দেখো, পৃঃ ১৫৭)

لميقاتنا এটি متعلق হয়েছে اختار এর সাথে।

من قبل অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ هٰذا الوَقْتِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

إيـاي যমীরে মানছূবকে ফেয়েল থেকে বিযুক্ত করার কারণে إيا যোগ করা হয়েছে। এটি معطوف হয়েছে هم এর উপর।

منا — এটি معدودين এর সাথে متعلق এবং তা السفهاء এর حال
শাব্দিক অর্থ– আপনি কি আমাদের ধ্বংস করবেন ঐ আমলের কারণে যা নির্বোধেরা করেছে, এমন অবস্থায় যে, তারা আমাদের মধ্য হতে গণ্য।

إن — এটি ليس এর সমার্থক অব্যয়।

তরজমা ঃ আর মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে (তূর পাহাড়ে উপস্থিত হওয়া)র জন্য তার কাওম থেকে সত্তরজন লোককে নির্বাচন করলেন। (কিন্তু তারা সেখানে এসে একটি অন্যায় করে বসলো।) ফলে যখন তাদেরকে পর্বতের) কম্পন পাকড়াও করলো (এবং তারা বেহুঁশ হয়ে গেলো) তখন মূসা (কাতরভাবে) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তো আগেই তাদেরকে ধ্বংস করতে পারতেন এবং আমাকেও।
আপনি কি আমাদের ধ্বংস করে দেবেন আমাদের নির্বোধ লোকদের কর্মের কারণে! এটা আপনার পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পরীক্ষা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে গোমরাহ করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন হেদায়েত করেন। আপনি আমাদের সহায়। সুতরাং আপনি আমাদেরকে মাফ করুন এবং আমাদেরকে দয়া করুন। আপনি তো শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।

(١٦) وَ اكْتُبْ لَنا في هٰذه الدُّنْيا حَسَنَةً و في الاٰخِرَةِ إِنَّا هُدْنا اليك، قال عَذابي أُصِيبُ به مَنْ أشاءُ، وَ رَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَسَاَكْتُبُها للذين يَتَّقُونَ و يُؤْتُونَ الزكٰوةَ و الذين هُمْ بِاٰيٰتِنا يُؤْمنون *

শব্দ বিশ্লেষণ

هدنا — (প্রত্যাবর্তন করলাম।) (ن) هَوْداً
هَوَادَةً কোমলতা ও নম্রতা। ধীরতা ও স্থিরতা।

أصيب — দেখো, পৃঃ ৩০

وسعت — (ধারণ করেছে) (س) سَعَةً প্রশস্ত হওয়া।

وَسِعَ الشيءُ জিনিসটি প্রশস্ত হলো।

وَسِعَ شَيْءٌ شَيْئاً কোনকিছু কোনকিছুকে প্রশস্ততার কারণে ধারণ করতে পারলো।

وَسِعَتْ رَحْمَةُ اللّٰهِ كُلَّ شَيْءٍ (لِكُلِّ/عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ

আল্লাহর রহমত সবকিছুকে ধরণ/বেষ্টন করেছে।

لا يَسَعُنِي أن ... (أفعلَ ذلك) আমি তা করতে পারি না (তা করতে সক্ষম নই বা তা করা আমার জন্য বৈধ নয়)

يَسَعُ هذا الإناءُ عِشرين كِيْلاً
يَسَعُ هذا الإناءَ عِشرون كِيلاً
এই পাত্রে বিশ কেজি ধরে।

বাক্য বিশ্লেষণ

عذابي — মুবতাদা। পরবর্তী বাক্যটি خبر আর عائد বা رابط হচ্ছে ه যমীরটি। (দেখো ১৪ নং আয়াত)

মূলতঃ ছিলো– أُصِيبُ بِعَذابي مَنْ أشَاؤُه

এই উহ্য যমীরটি হচ্ছে عائد إلى الموصول

و الذين — এটি معطوف হয়েছে পূর্ববর্তী الذين এর উপর। এটি مبتدأ আর هم হচ্ছে দ্বিতীয় مبتدأ

بايتنا হচ্ছে পরবর্তী يؤمنون এর সাথে متعلق – এই বাক্যটি هم এর خبر এবং পুরো বাক্যটি الذين এর ছিলাহ।

তরজমা ঃ (মূসা আঃ-এর অবশিষ্ট দু'আ) আর আপনি আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে এবং আখেরাতে কল্যাণের ফায়ছালা করুন। আমরা আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি।

আল্লাহ বললেন, আমার আযাব দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে আক্রান্ত করি। আর আমার রহমত সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। সুতরাং অবশ্যই আমি ঐ লোকদের জন্য কল্যাণের ফায়ছালা করবো যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত আদায় করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে।

(١٧) قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ إليكم جَمِيعًا الذي له

مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الأرضِ، لا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيت، فَاٰمِنُوا بِاللّٰهِ و رسولِه النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الذي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ و كَلِمٰتِه وَ اتَّبِعوه لعلكم تهتدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

أُمِّيٌّ (নিরক্ষর) বহুবচনে أُمِّيُّوْنَ

বাক্য বিশ্লেষণ

جميعا — এটি مُجْتَمِعِيْن অর্থে حال হয়েছে إلى এর পরবর্তী যমীর كم থেকে। আর إليكم হচ্ছে رسول এর সাথে متعلق

له ملك ... — এ বাক্যটি الذي এর صلة – আর ছিলাহ-মাওছূল মিলে উহ্য যমীর هو এর خبر অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা যার জন্য রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব।

له এটি متعلق হয়েছে উহ্য খবর ثابت এর সঙ্গে।

إله — হচ্ছে لا النافِيَةُ لِلْجِنْسِ এর اسم আর উহ্য موجود হচ্ছে তার خبر

يحيي — পরবর্তী ফেয়েল يُمِيت হচ্ছে এর উপর معطوف – সংক্ষেপনের জন্য فعل দু'টির مفعول به কে حذف করা হয়েছে। মূলতঃ ছিলো–يُحْيِيْ المَوْتٰى وَ يُمِيت الأَحْيَاءَ

النبيِّ — হচ্ছে رَسولِه থেকে بدل আর الأميِّ হচ্ছে النبي এর صفة

الذي ... — হচ্ছে النبي এর দ্বিতীয় صفة

اتبعوه — এই বাক্যটি امنوا এর উপর معطوف

তরজমা ঃ আপনি বলুন, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিতপুরুষ, যার জন্য রয়েছে আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের উপর যিনি উম্মী নবী, যিনি ঈমান রাখেন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সমস্ত কালামের প্রতি। আর তোমরা তাঁকে অনুসরণ করো, যাতে হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারো।

(١٨) وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولَئِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ذَرَأْنَا (আমি সৃষ্টি করেছি) (ف) ذَرْأً

الإنس (মানব) جن এর বিপরীত। এটি জাতিবাচক শব্দ। একজনের ক্ষেত্রে إِنْسِيٌّ যেমন جن এর একবচনের ক্ষেত্রে جِنِّيٌّ الْإِنْسُ এর বহুবচনে أَنَاسِيٌّ এবং الْجِنُّ এর বহুবচনে جَانٌّ الْإِنْسَانُ শব্দটিও জাতিবাচক, তবে একবচনেও তা ব্যবহৃত হয়। বহুবচনে أُنَاسٌ

لا يفقهون (বোঝে না) (س) فَقَهًا، فِقْهًا বোঝা, উপলব্ধি করা।
فَقِهَ عنه الكلامَ - فَقِه الأمرَ
فَقَاهَةً (ك) ফকীহ হওয়া। বিচক্ষণ হওয়া।
فَقَّهَهُ তাকে বিচক্ষণ বানালো, সমঝ ও জ্ঞান দান করলো।
فَقَّهَهُ الْأَمْرَ তাকে বিষয়টি বোঝালো।

لا يبصرون (অবলোকন করে না)أَبْصَرَ দেখলো, অবলোকন করলো।

أنعام এটি نَعَمٌ এর বহুবচন। গবাদি পশু (সাধারণত উট)।

বাক্য বিশ্লেষণ

من ... এটি معدودا এর সঙ্গে متعلق এবং তা كثيرا এর صفة

لا يفقهون بها বাক্যটি قلوب এর صفة - আর بها হচ্ছে لا يفقهون এর সাথে متعلق - পরবর্তী বাক্যগুলোও পূর্ববর্তী نكرة গুলোর صفة হয়েছে।

أَضَلُّ (ضَالٌّ থেকে اسمُ التفضيل) এর متعلق উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ أَضَلُّ مِنَ الْأَنْعَامِ
শেষ বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর আমি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, যাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা বোধ গ্রহণ করে না, এবং যাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা অবলোকন করে না এবং যাদের কান রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শ্রবণ করে না। তারা হলো পশুর মত, বরং তারা পশুর চেয়েও ভ্রষ্ট। আর তারাই হলো গাফেল।

(١٩) إِنَّ الذين تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهم فَلْيَسْتَجِيْبُوا لَكم إِنْ كنتُمْ صٰدِقِين * أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها، أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها، أَمْ لهم أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها، أَمْ لهم أٰذانٌ يَسْمَعون بها، قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثم كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَمْثالٌ এটি مَثَلٌ ও مِثْلٌ এর বহুবচন। সদৃশ বস্তু। মত। অনুরূপ।

ليستجيبوا (তারা যেন সাড়া দেয়) إِسْتِجابَةٌ কারো ডাকে বা আবেদনে সাড়া দেয়া। মাদ্দাহ جوب

رِجْلٌ (পা) বহু أَرْجُلٌ

أَيْدٍ (ال যোগে الأَيْدِيْ) يَدٌ এর বহুবচন। হাত। মাদ্দাহ يدي
يَدُ السيفِ/السِّكِّينِ/الفَأْسِ কোন কিছুর হাতল।
رِجْلٌ - يَدٌ - عَين - أُذن শব্দগুলো مؤنث

يبطشون (তারা ধরে) (ض) بَطْشًا শক্ত করে ধরা। পাকড়াও করা। (ব্যবহার দেখো-)
بَطَشَ بِشَيءٍ কোন কিছু শক্তভাবে ধরলো।
بَطَشَ بِيَدِه হাত দ্বারা শক্তভাবে ধরলো।

كيدون (তোমরা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো) পৃঃ ১০৪ ও ২৯

لا تنظرون (তোমরা আমাকে অবকাশ দিও না) (দেখো, পৃঃ ৩২ ও ২৯)

বাক্য বিশ্লেষণ

... الذين تدعون হচ্ছে إن এর اسم আর عباد أمثالكم হচ্ছে তার خبر

تدعون এর مفعول به উহ্য রয়েছে অর্থাৎ تدعونهم এবং সেটা
عائد إلى الموصول আর من دون الله হচ্ছে معدودين এর সাথে
متعلق এবং তা تدعون এর উহ্য مفعول به থেকে حال
শাব্দিক অর্থ– যাদেরকে তোমরা ডাকো, এমন অবস্থায় যে,
তারা গায়রুল্লাহ থেকে গণ্য।

أمثالكم হচ্ছে عباد এর صفة

كنتم صدقين বাক্যটি إن এর شرط এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে।
আর তা হলো فادعوهم – পূর্ববর্তী বাক্যটি সেদিকে ইঙ্গিত
করছে। স্বয়ং ঐ বাক্যটি جواب الشرط নয় কেন ?

তরজমা ঃ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকছো তারা তোমাদেরই মত বান্দা। নচেত তোমরা তাদেরকে ডাকো, আর তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা (তাদের أُلُوهِيَّةٌ বা ইলাহ হওয়ার দাবী সম্পর্কে) সত্যবাদী হয়ে থাকো।

তাদের কি পা আছে, যা দিয়ে তারা চলতে পারে? কিংবা তাদের কি হাত আছে, যা দ্বারা তারা শক্তভাবে ধরতে পারে ? কিংবা তাদের কি চোখ আছে, যা দ্বারা তারা দেখতে পারে ? কিংবা তাদের কি কান আছে, যা দ্বারা তারা শুনতে পারে? (তাদের কি চলার পা, কিংবা ধরার হাত, কিংবা দেখার চোখ, কিংবা শোনার কান আছে ?)

আপনি বলে দিন, তোমরা ডাকো তোমাদের অংশীদারদের, তারপর আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো এবং আমাকে একটুও অবকাশ দিও না (তারপর দেখো তাদের কোন ক্ষমতা আছে কি না।)

(২০) وَ الذين تَدعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُون نَصْرَكُمْ و لا أَنْفُسَهم يَنْصُرُون * وَ إِنْ تَدْعُوهم الى الْهُدٰى لا يَسْمَعُوا ، وَ تَرٰهُمْ ينظرون اليك وَ هم لا يُبْصِرُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

ينظرون (তারা তাকায়) (ن) نَظَرًا তাকানো। (বিভিন্ন ব্যবহার)
نَظَرَ إِلَى شَيْءٍ কোন কিছুর দিকে তাকালো।

نَظَرَ في أمرٍ কোন বিষয়ে চিন্তা করলো।

نَظَر شَيْئًا কোন কিছু দেখলো। কোন কিছুর অপেক্ষা করলো।

أَنْظُرُ فَضْلَ اللّٰهِ আমি আল্লাহর অনুগ্রহ আশা করছি।

বাক্য বিশ্লেষণ

ينظرون إليك বাক্যটি **ترى** এর **مفعول به** থেকে **حال**

و هم لا يبصرون বাক্যটি **ينظرون** এর **فاعل** থেকে **حال**

تدعون من دونه এর তারকীব পূর্ববর্তী আয়াতে দেখো।

তরজমা ঃ আর আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে না, এমন কি তারা নিজেদেরও সাহায্য করতে পারে না। আর যদি তোমরা তাদেরকে সত্য পথের দিকে ডাকো তাহলে তারা (তোমাদের ডাক) শুনতে পায় না। আর আপনি দেখবেন যে, তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা (কিছুই) দেখতে পাচ্ছে না।

(২১) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

শব্দ বিশ্লেষণ

استمعوا (তোমরা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করো)

إِسْتَمَعَ إلى ... মনোযোগের সাথে শুনলো

سَمِعَ এর তুলনায় إِسْتَمَعَ এর হরফ সংখ্যা বেশী। এ কারণে তার অর্থে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। কেননা প্রসিদ্ধ নিয়ম হলো– كَثْرَةُ الْمَبَانِي (الحُرُوفِ) تَدُلُّ على كَثْرَةِ المعاني

হরফের আধিক্য অর্থের আধিক্য প্রমাণ করে।

সুতরাং سَمِعَ অর্থ– শুনলো, আর إِسْتَمَعَ অর্থ– মনোযোগের সাথে শুনলো। (এ আলোকে قَتَّلَ ও قَتَلَ এর ব্যাখ্যা করো।)

أَنْصِتُوا (নীরবে শ্রবণ করো) إِسْتَمِعُوا এর সমার্থক (তাকীদ উদ্দেশ্য)

তরজমা ঃ আর যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শোনো এবং নীরবতা অবলম্বন করো, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়।

(٢٢) اِنَّمَا المؤمنون الذين اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قلوبُهم و اذا تُلِيَتْ عليهم اٰيٰتُه زَادَتْهُم ايمانًا وَ علىٰ رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُون * الذين يُقيمون الصَّلٰوةَ و مِمَّا رَزَقْنٰهم يُنفِقون * اولئك هم المؤمنون حَقًّا ، لهم دَرَجٰتٌ عندَ رَبِّهم وَ مَغْفِرَةٌ و رِزْقٌ كَرِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

وجِل (ভীত সন্ত্রস্ত হলো) (س) وَجَلًا - يَوْجَلُ - وَجِلَ

বাক্য বিশ্লেষণ

زادتهم إيمانًا এর মূল তারকীব হলো زادت إيمانهم (তাদের ঈমান বৃদ্ধি করলো।) এখানে مفعول به কে مضاف إليه এর مفعول به বানানো হয়েছে। আর مضاف কে تمييز বানানো হয়েছে। (তাদেরকে বৃদ্ধি করলো ঈমানের দিক থেকে।)

ذكر الله হচ্ছে إذا এর شرط আর وجلت قلوبهم হচ্ছে جواب আর দু'টো মিলে الذين এর صلة ছিলা-মাওছূল মিলে المؤمنون এর خبر

و على ربهم يتوكلون এর তারকীব করো।

و مما رزقنهم ينفقون এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ ঐ লোকেরাই হলো মুমিন যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়। আর যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে। আর তারা আমার দেয়া রিযিক থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে। তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে বহু মরতবা এবং মাগফিরাত এবং উত্তম রিযিক।

(٢٣) يٰاَيها الذين اٰمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ و رسولَه و لا تَوَلَّوْا عنه و انتم تَسمعون * و لا تكونوا كالذين قالوا سَمِعْنا و هم لا يَسْمَعون *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تولوا عنه (তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।) (দেখো, পৃঃ ১৩১)

বাক্য বিশ্লেষণ

و أنتم ... এটি حال হয়েছে لا تولوا এর فاعل থেকে।

و هم ... এটি حال হয়েছে قالوا এর فاعل থেকে।

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ্ থেকে এবং তাঁর রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, অথচ তোমরা (কোরআনের বাণী ও উপদেশ) শুনতে পাচ্ছো। আর তোমরা ঐ লোকদের মত হয়ো না যারা বলে যে, আমরা শুনেছি, অথচ তারা শুনতে পাচ্ছে না। (অর্থাৎ তারা কানে তো শোনে, কিন্তু হৃদয়ে শোনে না এবং শোনা বিষয় তাদের হৃদয় গ্রহণ করে না।)

(٢٤) إِنَّ الذين كَفَرُوا يُنفقون اموالَهم لِيَصُدُّوا عن سبيلِ اللّٰهِ، فَسَيُنْفِقونها ثم تكونُ عليهم حَسْرَةً ثم يُغْلَبون * و الذين كفروا إِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

حسرة আফসোস। অনুতাপ। (س) حَسَرًا আফসোস করা। حَسِرَ عَلٰى شَيْءٍ কোন কিছু হারিয়ে আফসোস করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

عليهم এটি حسرةً এর সাথে متعلق হয়েছে। حسرةً হলো فعل ناقص এর خبر আর সুপ্ত যমীর هي হলো তার اسم – যমীরের مَرْجِع হলো أموالَهم

الذين .... يحشرون বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করেছে তারা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে রোধ করার জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং (ফল এই হবে যে,) তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করবে, তারপর তা তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে, তারপর তারা পর্যুদস্ত হবে। আর যারা কুফুরি করেছে তাদেরকে জাহান্নামে জড়ো করা হবে।

(২৫) وَ قٰتِلُوهم حَتّٰى لا تكونَ فِتْنَةٌ و يكونَ الدينُ كُلُّه لِلّٰهِ فَإِنِ انْتَهَوا فَإِنَّ اللّٰهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

বাক্য বিশ্লেষণ

لا تكون	এটি فعل ناقص নয়, বরং فعل تام এবং তা لا تبقى এর সমার্থক। আর فتنة হচ্ছে তার فاعل
يكون	এটি فعل ناقص এবং তা معطوف হয়েছে لا تكون এর উপর। আর لله অংশটি متعلق হয়েছে ثابتًا এর সঙ্গে। (فعل تام ও فعل ناقص এর আলোচনা দেখো, পৃঃ ৭৭)
كله	এটি الدين এর مُؤَكِّد হয়েছে এবং তার إعراب গ্রহণ করেছে।
فان انتهوا	এ সম্পর্কে আলোচনা করো। (দেখো, পৃঃ ৩৫)

তরজমা ঃ আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না কোন ফিতনা বিদ্যমান থাকে এবং যতক্ষণ না সমগ্র দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা (তাদের কুফুরি থেকে) বিরত হয় (তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না) কেননা আল্লাহ তাদের আমল লক্ষ্য করেন।

(١) يَاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا إذا لَقِيْتُم فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لعلكم تُفلحون * وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ و رسولَه و لا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا و تذهَبَ رِيحُكم وَ اصْبِرُوا ، إن اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرين *

শব্দ বিশ্লেষণ

لقيتم إذا (যখন তোমরা সম্মুখীন হবে) (س) لِقاءً সাক্ষাৎ করা।

(لقو) لَقِيَ - يَلْقَى - اِلْقَ ব্যবহার-

لَقِيتُ راشدًا আমি রাশেদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি।

لَقِيَ فُلانٌ رَبَّه (অমুক তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, অর্থাৎ) মৃত্যুবরণ করেছে।

মুফা'আলা থেকে مُلاقاةً ও لِقاءً সাক্ষাৎ করা, সম্মুখীন হওয়া, ভোগ করা।

لاقى - يُلاقِيْ - لَاقِ (اسم الفاعل) مُلاقٍ - مُلاقُوْنَ ব্যবহার-

لاقَاهُ তার সাথে সাক্ষাৎ করলো।

لاقَيْتُ فِتْنَةً عظيمةً আমি বিরাট ফিতনার সম্মুখীন হয়েছি।

سَتُلاقِيْ رَبَّكَ অচিরেই তুমি তোমার প্রতিপালকের সম্মুখীন হবে।

افتعال থেকে اِلْتِقاءٌ (এই মাছদারের فاعل হবে - একাধিক) পরস্পর মুখোমুখী হওয়া বা সাক্ষাৎ করা।

اِلتقى الصّديقانِ/الفَرِيقانِ/الجَيْشانِ/الشَّيْئانِ

تفاعل থেকে تَلاقِيًا - এটাও اِلْتِقاءٌ এর অনুরূপ।

اثبتوا (তোমরা অবিচল থাকো) (ن) ثُبُوتًا ও ثَباتًا স্থির হওয়া। স্থিত হওয়া। প্রমাণিত হওয়া। অবিচল হওয়া।

ثَبَتَ الأمرُ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

ثَبَتَ أَنَّكَ صادِقٌ প্রমাণিত হয়েছে যে, তুমি সত্যবাদী।

أَثْبَتَ - يُثْبِتُ - إِثْبَاتًا باب الإفعال থেকে প্রমাণিত করা।
স্থির করা। স্থিত করা।

تَثْبِيتًا باب التفعيل থেকে অবিচল করা, দৃঢ়পদ করা।

اللهم ثَبِّتْنَا على الإيمانِ হে আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের উপর অবিচল রাখুন।

لا تنازعوا (আসলে ছিলো لا تَتَنَازَعُوا একটি ت ফেলে দেয়া হয়েছে।)
تَنَازُعًا باب التفاعل থেকে পরস্পর ঝগড়া/বিবাদ করা।

تفشلوا বাবে سمع থেকে فَشَلًا ব্যর্থ হওয়া। অসফল হওয়া। দুর্বল ও হীনবল হয়ে পড়া।

ذَهَبَتْ رِيْحُه তার প্রতাপ শেষ হয়ে গেলো। (ريح শব্দটি مؤنث)

বাক্য বিশ্লেষণ

إذا এর جواب الشرط ও شرط নির্ধারণ করো।

إذا لقيتم فئة فاثبتوا এই বাক্যটির মূলরূপ বের করো।

فتفشلوا এটি উহ্য أن দ্বারা منصوب হয়েছে। আর تذهب ফেয়েলটি তার উপর معطوف হয়েছে। (দেখো, পৃঃ ১২৫)

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন (শত্রু) দলের সম্মুখীন হও তখন অবিচল থেকো এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।
আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আর তোমরা নিজেদের মাঝে বিবাদ করো না, তাহলে ভীরু ও দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রতাপ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য-ধারণ করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।

(٢) وَ إِذْ زَيَّنَ لهم الشَّيْطٰنُ اعمالَهم و قال لا غالِبَ لكُمُ اليومَ مِنَ الناسِ وَ إِنِّي جارٌ لَّكُمْ، فَلَمَّا تَراءَتِ الفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ و قال إِنِّيْ بَرِيْءٌ منكم إِنِي أَرٰى مَالَا تَرَوْنَ إِنِّي اخافُ اللّٰهَ، وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ العِقابِ ✱ إِذْ يقولُ

الْمُنٰفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِينُهُم، وَ
مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

جار (সাহায্যকারী) আশ্রয়দানকারী, প্রতিবেশী। বহুবচনে جيران

ترآءت বাবে তাফা'উল থেকে। অর্থ উভয় দল পরস্পরকে দেখলো বা পরস্পরের মুখোমুখি হলো।

عَقِبٌ (গোড়ালী) দ্বিবচনে عَقِبَانِ বহুবচনে أَعْقَابٌ
رَجَعَ عَلٰى عَقِبَيْهِ যে পথে গেছে সে পথেই দ্রুত ফিরে এলো
نَكَصَ على عَقِبَيْهِ প্রতিজ্ঞা থেকে সরে গেলো। পালিয়ে গেলো। (শব্দটি দ্বিবচন, مضاف হওয়ার কারণে দ্বিবচনের নূন পড়ে গেছে।)

غر ((ধোকা দিয়েছে) غَرًّا ও غُرُورًا (ن) ধোকা দেয়া। প্রতারণা করা। মিথ্যা আশা দেয়া। غَرَّتْهُ الدُّنْيَا - غَرَّهُ الشَّيْطَانُ
غَرُورٌ প্রতারণাকারী مَغْرُورٌ প্রতারিত
বলা হয়- مَا غَرَّكَ بِهِ তার ব্যাপারে কে তোমাকে ধোকায় ফেলেছে বা দুঃসাহাসী করে তুলেছে। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করছেন- يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ শব্দটির পরিচয় বলো। পরবর্তী বাক্যটির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক এবং তা কোন্ ফেয়েলের مفعول به হয়েছে ?

غالب শব্দটি لا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ এর اسم আর لكم হচ্ছে موجود এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর اليوم হচ্ছে তার ظرف
شبه الفعل টি لا এর খবর হয়েছে। শাব্দিক অর্থ- কোন জয়লাভকারী উপস্থিত নেই আজ তোমাদের জন্য।

لكم এটি جار এর সাথে متعلق হয়েছে।

يتوكل এটি شرط আর جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يغلب আর পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে جواب الشرط এর হেতু।

ব্যাখ্যা ঃ বদর যুদ্ধের দিন শয়তান মানুষ বেশে মুশরিকদের সামনে হাজির হয়ে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উস্‌কানি দিয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আসমান থেকে ফিরেশতাদের নামতে দেখেই সে এই বলে পালিয়ে গেলো যে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ না।
আর মুনাফিকরা মুসলমানদের সম্পর্কে বলাবলি করছিল, আসলে ধর্ম এদেরকে পাগল করে দিয়েছে, তাই এত বড় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেছে; এবার মজা বোঝবে। তাদের জওয়াবে আল্লাহ বলেছেন, যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে .....

তরজমা ঃ আর আপনি ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন শয়তান তাদের সামনে তাদের কার্যকলাপকে সুন্দর করে তুলে ধরলো আর তাদেরকে বললো, আজ কোন মানুষ তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, আর আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো।
কিন্তু যখন উভয় দল মুখোমুখি হলো তখন সে তার কথা থেকে সরে গেলো (এবং পলায়ন করলো) আর বললো, আমি তোমাদের থেকে মুক্ত (আলাদা ও সম্পর্কহীন) আমি তো যা দেখছি তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো না। আমি আল্লাহকে ভয় পাচ্ছি। আল্লাহ তো কঠিন শাস্তি দানকারী।
আর ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন মুনাফিকরা এবং যাদের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে তারা বলছিলো, এদেরকে এদের ধর্ম ধোকায় ফেলেছে। (আল্লাহ জওয়াব দিচ্ছেন) আসলে যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে (তারা জয়ী হয়।) (কেননা) নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(٣) وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لها و تَوَكَّلْ عَلَى اللهِ، انه هو السميع العليم * وَ اِن يُريدوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللهُ، هو الذي اَيَّدَكَ بِنَصْرِه وَ بِالْمُؤْمِنين * و اَلَّفَ بَيْنَ قُلوبِهِم، لو أنفقتَ ما في الأَرْضِ جميعًا ما أَلَّفْتَ بينَ قُلوبِهِمْ وَ'لكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُم، اِنَّه عزيزٌ

المؤمنين *

শব্দ বিশ্লেষণ

جنحوا (তারা ঝুঁকলো) جُنُوحًا ও جَنْحًا (ل ও إلى অব্যয়যোগে) (ف)
ঝোঁকা, আগ্রহী হওয়া (অন্য ব্যবহার–)
جَنَحَ الليلُ - جَنَحَ الظلامُ রাত হলো। অন্ধকার হলো।

سلم (শান্তি) سِلْمٌ ও سَلْمٌ দু' রকম ব্যবহার রয়েছে। এটি مؤنث এ
জন্য مؤنث এর যামীর (لها) ব্যবহার করা হয়েছে।

خَدْعًا (ف) ধোকা দেয়া।

ألف পিছনে দেখো, পৃঃ ৭৬

حَسْبُ এটি كاف (যথেষ্ট) এর সমার্থক اسم।

أيد (শক্তিশালী করেছে). أَيَّدَ - يُؤَيِّدُ - أَيِّدْ - تَأْيِيْدًا শক্তিশালী
করা, সমর্থন করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

هو মুবতাদা, আর الذي أيدك খবর

بالمؤمنين এটি بنصره এর উপর معطوف

جميعا এটি أنفقت এর مفعول به থেকে حال

ما في الأرض ছিলাহ-মাওছূল মিলে أنفقتَ এর مفعول به তুমি عائد إلى
الموصول। চিহ্নিত করো।

من المؤمنين এটি معدودا এর সাথে متعلق হয়ে ك থেকে حال হয়েছে।

শাব্দিক অর্থ– আপনার জন্য যথেষ্ট ঐ ব্যক্তি যে আপনাকে
অনুসরণ করে এমন অবস্থায় যে, সে মুমিনদের মধ্য হতে গণ্য।

তরজমা ঃ আর যদি তারা শান্তি ও সন্ধির দিকে অগ্রসর হয় তাহলে আপনিও সেদিকে অগ্রসর হোন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। আর যদি তারা আপনাকে ধোকা দিতে চায় তাহলে আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।
তিনিই তো আপনাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য দ্বারা এবং

মুমিনদের দ্বারা। আর তিনি তাদের অন্তরে অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। আপনি যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলতেন তবু তাদের হৃদয়ের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেন না, বরং আল্লাহ তাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

(٤) اِنَّ الذين اٰمَنُوا وَ هاجَروا و جٰهَدوا بِاَمْوالِهم و اَنْفُسِهِمْ في سَبيلِ اللّٰهِ وَ الذين اٰوَوْاوَ نَصَروا اولئك بَعْضُهُمْ اَوْليآءُ بعضٍ،

শব্দ বিশ্লেষণ

آووا (তারা আশ্রয় দিলো) اٰوٰى - يُؤْوِيْ - اِيواءً আশ্রয় দেয়া।
(ض) أَوٰى- يَأْوِيْ- أُوِيًّا (إلى অব্যয়যোগে) আশ্রয় গ্রহণ করা
أَوٰى إلى الفراشِ শয্যা গ্রহণ করলো

বাক্য বিশ্লেষণ

إن الذين এখানে إن এর اسم ও خبر চিহ্নিত করো।
و الذين এ অংশটি কার উপর معطوف হয়েছে।
أولئك মুবতাদা بَعْضُهم দ্বিতীয় মুবতাদা, আর أولياءُ بعضٍ হচ্ছে خبر – এ বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদা اولئك এর خبر – তারপর এই مبتدأ ও خبر মিলে জুমলা হয়ে إن এর خبر হয়েছে।

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং নোছরত করেছে তারাই হলো একে অপরের বন্ধু।

(٥) وَالذين اٰمَنُوا و هاجَروا و جٰهَدوا في سبيلِ اللّٰهِ والذين اٰوَوْا وَ نَصروا اولئك هم المؤمنون حَقًّا، لهم مَغْفِرَةٌ و رِزْقٌ كريمٌ

শব্দ বিশ্লেষণ

حقا প্রকৃতপক্ষে। সত্যিকার অর্থে।
كريم মর্যাদাপূর্ণ। সম্মানিত। মহান। মূল্যবান।

বাক্য বিশ্লেষণ

اولئك ... এই বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদা (ছিলা-মাওছূল)-এর খবর।

(এই বাক্যটির তারকীব দেখো, পৃঃ ৫)

لهم مغفرة و رزق كريم এই বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং নোছরত করেছে তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

(٦) فَاِنْ تابُوا وَ اَقامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزكٰوةَ فَاِخْوانُكم في الدينِ، و نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لقومٍ يعلَمون *

বাক্য বিশ্লেষণ

فإن এখানে إن এর شرط ও جواب الشرط চিহ্নিত করো।

ف অব্যয়টি সম্পর্কে কী জানো, বলো।

نفصل (বিশদভাবে বর্ণনা করি)

إخوانكم হচ্ছে خبر আর مبتدأ হচ্ছে উহ্য যমীর هم

في الدين হচ্ছে إخوان এর সঙ্গে متعلق – প্রশ্ন হলো حرف الجر তো متعلق হয় فعل বা شبه الفعل এর সঙ্গে। إخوان তো তা নয়, তাহলে إخوان এর সঙ্গে কীভাবে متعلق হবে? উত্তর এই যে, ভাই ভাই তো একে অন্যের সুখে-দুঃখে শরীক হয়। সুতরাং إخوان এর মাঝে مُشارِكُونَ في السَّرَّاءِ و الضَّرَّاءِ এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। সে হিসাবে তা إخوان এর সঙ্গে متعلق হয়েছে।

তরজমা ঃ আর তারা যদি তাওবা করে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে তাহলে তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে তোমাদের ভাই। আর আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি।

(٧) اَلَّذين اٰمَنُوا و هاجَروا و جٰهَدوا في سبيلِ اللّٰهِ بِاَمْوالِهم و اَنْفُسِهِمْ، اَعْظَمُ دَرَجَةً عندَ اللّٰهِ، و اولئك هم

الـفـائـزون * يُبَشِّـرُهم رَبُّهم بِـرَحْـمَـةٍ منه و رِضْـوانٍ و جنّٰتٍ لـهم فـيـها نَعيـمٌ مقـيـمٌ * خٰلـدين فـيـها اَبـَدًا ، اِنَّ اللّٰه عـنـدَه اَجْـرٌ عـظـيـمٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

دَرَجة	মর্যাদা। বহুবচনে دَرَجات
الفائـزون	(অর্জনকারী, সফলকাম) (ن) فَوْزًا লাভ করা।
	فازَ بِالْجَنَّةِ জান্নাত লাভ করেছে। ب অব্যয়যোগে–
	ذلك هو الفوز العظيم সেটাই হলো বিরাট অর্জন/কামিয়াবি।

বাক্য বিশ্লেষণ

أعـظـم	এটি পূর্ববর্তী مبتدأ এর خبر – মুবতাদাটি চিহ্নিত করো।
درجة	শব্দটি تمييز রূপে منصوب
عـنـد الله	এটি أعظم এর ظرف
منه	এটি نازلةٍ এর সাথে متعلق এবং তা رحمةٍ এর صفة
رضـوان	শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

لهم فيـها نعيم مقيم বাক্যটি جَنّٰتٍ এর صفة – বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল দ্বারা ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ। আর ওরাই হলো সফলকাম।
তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দান করেন আপন রহমতের এবং সন্তুষ্টির এবং এমন জান্নাতের যাতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী নেয়ামত।

(٨) لَـقَـدْ نَـصَـرَكُمُ اللّٰهُ في مَـواطِـنَ كَـثـيـرةٍ و يَـوْمَ حـنـيـنٍ اذ اَعْـجَـبَـتْـكُم كَـثْـرَتُـكُـمْ فَـلَمْ تُـغْنِ عـنـكم شـيـئًا وَ ضـاقَـتْ عَليكُمُ الاَرْضُ بـمـا رَحُـبَـتْ ثـم وَلَّـيْـتُـم مُـدْبِـرين * ثم اَنْـزَلَ اللّٰهُ سَـكِـيـنَـتَـهُ عَلٰى رَسُـولِـه وَ عَـلٰى المؤمـنـين وَ اَنْـزَلَ جُنودًا لم

تَرَوْها وَ عَذَّبَ الذين كَفَرُوا وَ ذلك جَزاءُ الكٰفِرِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَوْطِنٌ অবস্থানক্ষেত্র। বাসভূমি। যুদ্ধক্ষেত্র। (এটাই এখানে উদ্দেশ্য)
বহুবচনে مَواطِنُ

لم تُغْنِ মূলত تُغْنِيْ ছিলো لم অব্যয়টির কারণে তা مجزوم হয়েছে এবং নাকিছ বলে جزم-এর আলামত রূপে লাম কালিমা পড়ে গেছে। ما أَغْنَتْ ও لَمْ تُغْنِ সমার্থক। (দেখো, পৃঃ ৬৪)

ضاقت (সংকীর্ণ হলা) ضِيْقًا ও ضَيْقًا (ض) সংকীর্ণ হওয়া।

رحبت (প্রশস্ত হলো) رَحابَةٌ ও رَحْبًا (ك) প্রশস্ত হওয়া। ব্যবহার ঃ
رَحُبَ صَدْرُهُ - رَحُبَ المكانُ
مَكانٌ رَحْبٌ، دَارٌ رَحْبَةٌ। প্রশস্ত رَحْبٌ
رَحْبُ الصَّدْرِ প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। উদারচিত্ত।
رَحابَةُ الصَّدْرِ হৃদয়ের প্রশস্ততা/ উদারতা।
رَحابَةُ المكانِ স্থানের প্রশস্ততা।

وَلّٰى مُدْبِرًا পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো। পলায়ন করলো। مُدْبِرًا হচ্ছে وَلّٰى এর ضمير থেকে حال (বাক্যটি সম্পর্কে পরে আরো জানার আছে)

سَكِينَةٌ প্রশান্তি।

جُنْدٌ সৈন্যবাহিনী। (একজন সৈনিক جُنْدِيٌّ) বহুবচনে جُنُودٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

يومَ حنينٍ এটি أُذْكُرْ এই উহ্য فعل এর مفعول به হয়েছে।

إذ أعجبتكم অর্থাৎ حِيْنَ إِعْجابِكُمْ كَثْرَتُكُمْ এটি يوم حنين থেকে بدل
শাব্দিক অর্থ– হোনায়নের দিনটিকে অর্থাৎ তোমাদের আধিক্য তোমাদেরকে মুগ্ধ করার সময়টিকে স্মরণ করো।

بما এখানে ب হচ্ছে مع এর সমার্থক, আর ما হচ্ছে حرفُ المصدرِ
অর্থাৎ مَعَ رحابَةِ الأَرْضِ যমীনের প্রশস্ততা সত্ত্বেও।

لم تروها বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ অবশ্যই আল্লাহ বহু যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন,

আর তোমরা স্মরণ করো হোনায়ন-দিবসকে অর্থাৎ ঐ সময়কে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মতুষ্ট করেছিলো। কিন্তু তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে এলো না। আর প্রশস্ত ভূমি তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেলো। তারপর তোমরা পলায়ন করলে। তারপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর এবং মুমিনদের উপর আপন 'সাকীনাহ' নাযিল করলেন এবং এমন বাহিনী নাযিল করলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর আল্লাহ কাফিরদেরকে আযাব দিলেন। আর সেটাই হলো কাফিরদের প্রতিদান।

(৯) يَاَيُّهَا الذين اٰمَنُوا اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأكُلُونَ اَمْوالَ الناسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سبيلِ اللّٰهِ، وَ الذين يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ و لا يُنْفِقُونَها في سَبيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابٍ اليمٍ * يَوْمَ يُحْمٰى عليها في نارِ جهنَّمَ فَتُكْوٰى بِها جِباهُهُمْ و جُنوبُهم و ظُهورُهم، هذا ما كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكم فَذُوْقُوا ما كنتم تَكْنِزُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

حَبْرٌ বহুবচনে أَحْبارٌ ধর্মজ্ঞানী, ইহুদীদের ধর্মনেতা।

رَاهِب বহুবচনে رُهْبانٌ খৃস্টানদের সাধু, সংসার ত্যাগী।
সাহাবা কেরাম সম্পর্কে বলা হয়-
كانوا رُهْبانَ الليلِ و فُرْسانَ النهارِ তারা ছিলেন দিনের ঘোড়সওয়ার এবং রাতের ইবাদতগুজার।

يكنزون (তারা সঞ্চয় করে) (ض) كَنْزًا মাটির নীচে সম্পদ পুতে রাখা, সঞ্চয় করা।

يُحْمٰى عليها (তা তপ্ত করা হবে) ها হচ্ছে ফেয়েলটির نائب الفاعل যা على অব্যয়যোগে ব্যবহৃত হয়েছে وإذا قيل لهم এর মত। (نائب الفاعل) এর যমীরকে فعل مجهول থেকে পৃথক করে حرف الجر যোগে ব্যবহার করার বিষয়টি পরে বিশদভাবে

আলোচিত হবে, ইনশাআল্লাহ)

باب الإفعال থেকে إِحْمَاءٌ - يُحْمِيْ - أَحْمَى তপ্ত করা।

(س) حَمِيًّا ও حَمْيًا গরম হওয়া। তপ্ত হওয়া। ব্যবহার ঃ

حَمِيَتِ الشمسُ / النارُ / الحديدَةُ

تكوى (দাগ দেয়া হবে, ছেক দেয়া হবে।) (ض) كَيًّا দাগানো।

كَوٰى - يَكْوِي - اِكْوِ

كَواه তাকে গরম লোহা দিয়ে দাগালো।

جِبَاهٌ এটি جَبْهَةٌ এর বহু। কপাল। ললাট।

جَنْبٌ শরীরের পার্শ্ব। যে কোন জিনিসের পার্শ্ব। বহু جُنُوبٌ

ظُهُورٌ এটি ظَهْرٌ এর বহু। পিঠ। পৃষ্ঠ।

বাক্য বিশ্লেষণ

مِنَ الأَحْبَارِ এটি معدودا এর সাথে متعلق এবং তা كثيرا এর صفة

و الذين يكنزون এ অংশটি مبتدأ আর بَشِّرْهُمْ হচ্ছে خبر

যেহেতু এখানে الذين এর ছিলায় শর্তের ভাব রয়েছে এবং

পরবর্তী আদেশবাক্যে جواب الشرط এর ভাব রয়েছে, সেহেতু

মাঝখানে رابطة রূপে ف অব্যয়টি এসেছে।

يوم يحمى ... এটি উহ্য يُعَذَّبُوْنَ এর ظرف পূর্ববর্তী عذاب শব্দটি উহ্য·

ফেয়েলের قرينة বা আলামত।

يوم হচ্ছে مضاف আর পরবর্তী বাক্যটি مضاف إليه

শাব্দিক অর্থ– তাদেরকে আযাব দেয়া হবে ঐ সোনা চাঁদিকে

জাহান্নামের আগুনে তপ্ত করার দিন।

هذا ما كنزتم এর পূর্বে يقال এই ফেয়েলটি উহ্য রয়েছে।

ما উভয় ما হচ্ছে মাওছূল عائد إلى الموصول কোনটি?

هذا মুবতাদা ما كنزتم খবর لأنفسكم তার সাথে متعلق

ما كنتم تكنزون এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ধর্মনেতা ও নাছারা-সাধুদের অনেকে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করে। এবং (মানুষকে) আল্লাহর রাস্তা

হতে ফিরিয়ে রাখে। আর যারা সোনা-চাঁদি জমা করে রাখে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। তাদেরকে আযাব দেয়া হবে ঐ দিন যখন জাহান্নামের আগুনে ঐ সোনা-চাঁদি তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল ও পার্শ্ব ও পিঠ দাগানো হবে। (আর বলা হবে,) এ তো ঐ সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। সুতরাং যে সম্পদ তোমরা জমা করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো।

(১০) المنٰفقون و المنٰفقٰتُ بعضُهم من بعضٍ ، يأمرون بِالْمُنْكَرِ و يَنْهَوْنَ عَنِ المعرُوْفِ وَ يَقْبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ، نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ، اِنَّ المنٰفقِين هم الفٰسِقُون *

وَعَدَ اللّٰهُ المنٰفقِينَ وَ المنٰفقٰتِ و الكُفَّارَ نارَ جهنَّمَ خٰلدين فيها ، هي حَسْبُهُمْ، و لَعَنَهُمُ اللّٰهُ، وَ لهم عَذابٌ مُقيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

منكر অন্যায় কাজ। معروف নেক কাজ, সদাচার, অনুগ্রহ।

يقبضون বাবে ضرب থেকে قَبْضًا ব্যবহার ঃ

قَبَضَ شَيْئًا/ عَلٰى شَيْءٍ কোন কিছু হাতের মুঠি দ্বারা ধরলো।

قَبَضَ اللِّصَّ / عَلَى اللصِّ চোরকে পাকড়াও করলো।

قَبَضَ اللّٰهُ عليه رِزْقَه আল্লাহ তার রিযিক সংকুচিত করে দিলেন।

قَبَضَ يَدَه عن ... কোন কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

المنفقون ... এ অংশটুকু معطوف عليه ও معطوف মিলে মুবতাদা

بعضهم দ্বিতীয় মুবতাদা, আর من بعض হচ্ছে معدود এর সঙ্গে متعلق আর তা بعضهم এর খবর – আর بعضهم من بعض এই জুমলাটি প্রথম মুবতাদার খবর।

শাব্দিক অর্থ– মুনাফিক পুরুষগণ এবং মুনাফিক নারিগণ, তাদের একাংশ অন্য অংশের মধ্য হতে গণ্য। (অর্থাৎ তারা একই শ্রেণীভুক্ত।)

এখানে যদি আমরা দুই مبتدأ কে এক মুবতাদায় রূপান্তরিত করতে চাই তাহলে বাক্যটি এরূপ হবে।

بَعْضُ المنافقين و المنافقات مِنْ بعضٍ

তরজমা ঃ মুনাফিক নরনারিগণ একই শ্রেণীভুক্ত। (অর্থাৎ তাদের স্বভাব অভিন্ন।) তারা অন্যায়ের আদেশ করে এবং ন্যায় কাজ হতে নিষেধ করে। আর (আল্লাহর পথে খরচ করা হতে) হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, তাই আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই হলো পাপাচারী।

মুনাফিক নর-নারী এবং কাফিরদেরকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।

(١١) وَ المؤمنون و المؤمِنٰتُ بَعْضُهم أَوْلِيَاءُ بعضٍ ، يأمرون بالمعروف و يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ و يُقيمون الصلٰوةَ و يُؤتون الزكٰوةَ و يُطِيعون اللّٰهَ و رسونه، اولئك سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ عزيزٌ حكيم * وَ عَدَ اللّٰهُ المؤمنين و المؤمنٰتِ جَنّٰتٍ تجري من تحتها الاَنْهٰرُ خٰلدين فيها، و مَسٰكِنَ طيبةً في جنّٰتِ عَدْنٍ، وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّٰهِ اكبَرُ، ذلك هو الفوزُ العظيمُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَسْكَنٌ বাসস্থান। বহুবচনে مَسَاكِنُ

(ض) عَدْنًا বাস করা। (ব্যবহার ب অব্যয়যোগে)

عَدَنَ بالمكانِ সে স্থানটিতে অবস্থান করলো।
جَنّٰتُ عَدْنٍ চিরস্থায়ী বসবাসের জান্নাত।

বাক্য বিশ্লেষণ

وعـد الله এ বাক্যে وَعَدَ এর দ্বিতীয় مفعول به কোনটি? এবং مَسٰكِنَ طيبةً কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

في جنت عدن এটি موجودةً এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং حال এর মساكن কিংবা তা صفة এর مساكنَ
ذو الحالِ মা'রিফাহ হওয়া জরুরি এটা ঠিক, তবে ছিফাত দ্বারা মাওছূফ হওয়ার কারণে তার নাকিরাত্ব কমে যায়।

من الله অর্থাৎ رضوانٌ حاصِلٌ مِنَ اللّٰهِ শাব্দিক অর্থ– আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত সন্তুষ্টি (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)।

أَكْبَرُ এর متعلق উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ এটি খবর।

ذلك هو এই هو সম্পর্কে কী জানো বলো?

তরজমা ঃ আর মুমিন নর-নারিগণ একে অপরের বন্ধু। তারা ন্যায় কাজের আদেশ করে এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করে। আর তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তাদেরকেই আল্লাহ অবশ্যই দয়া করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।
আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে এমন বাগবাগিচার ওয়াদা করেছেন যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর তিনি ওয়াদা করেছেন চিরস্থায়ী জান্নাতে বিদ্যমান উত্তম কিছু বাসভবনের। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি (সব নেয়ামত থেকে) বড়। আর সেটাই হলো মহান সফলতা।

(١٢) أَلَمْ يعلموا أن اللّٰهَ يعلم سِرَّهُمْ و نَجْوٰهم، و أَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

শব্দ বিশ্লেষণ

نجوى (গোপন আলোচনা) باب المفاعلة থেকে। মা'দার مُناجاةً نَاجَاهُ সে-তার সঙ্গে চুপিসারে কথা বললো। (معه নয়)

يُنَاجِيْ رَبَّهُ সে তার প্রতিপালকের কাছে মুনাজাত করছে।

غَيْبٌ বহুবচন غُيُوْبٌ অদৃশ্য বিষয়।

عَالَمُ الْغَيْبِ অদৃশ্য জগত।

مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ গায়বের সকল রহস্য (সকল চাবিকাঠি)।

لا يَعْلَمُ الغَيبَ إلا اللهُ আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়ব জানে না।

বাক্য বিশ্লেষণ

أن الله يعلم ... এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ তারা কি জানে নি, যে আল্লাহ তাদের সকল গোপন বিষয় এবং চুপিচুপি কথাবার্তা জানেন, এবং (তারা কি জানে নি যে,) আল্লাহ সমস্ত গায়েব সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ?

(١٣) اِسْتَغْفِرْ لهم او لا تَسْتَغْفِرْ لهم، اِنْ تَسْتَغْفِرْ لهم سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لهم، ذٰلك بِاَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ و رسوله، وَ اللّٰهُ لا يَهْدِي القومَ الفسقين *

বাক্য বিশ্লেষণ

إن ও أن দু'টোই الحرفُ المشبَّهُ بالفعلِ তবে পার্থক্য এই যে, إن তার اسم ও خبر কে নিয়ে আলাদা জুমলা থাকে, অন্য কোন জুমলার অংশ হয় না। পক্ষান্তরে أن তার اسم ও خبر কে নিয়ে আলাদা জুমলা থাকে না; বরং أن তার পরবর্তী জুমলাকে মাছদারে পরিণত করে এবং তা পূর্ববর্তী জুমলার অংশ হয়ে যায়।

১২ নং আয়াতে দেখো أَنَّ اللّٰهَ يعلمُ سِرَّهُمْ এ অংশটি ألم يعلموا এর مفعول به হয়েছে। তদ্রূপ বর্তমান আয়াতে هم كفروا بالله এর শুরুতে أن এসেছে। তারপর তা হরফুল জর ب এর مجرور হয়েছে।

أن যেহেতু حرفُ المَصْدَرِ সেহেতু أَعْلَمُ أَنَّكَ صادِقٌ এর মূল রূপ হবে أَعْلَمُ صِدْقَك

তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতে ذلك بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ এর মূলরূপ হবে ذلك بِكُفْرِهِم بِاللهِ وَ رَسُولِهِ

তরজমা ঃ আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করুন বা না করুন (তাতে কিছু আসে যায় না) যদি আপনি তাদের জন্য সত্তরবারও মাগফেরাত প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই মাফ করবেন না, আর তা (অর্থাৎ এই মাফ না করা) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের কুফুরির কারণে (অর্থাৎ আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করার কারণে) আর আল্লাহ ফাসিক কাওমকে হেদায়াত দান করেন না।

১) يَعْتَذِرون إليكم إذا رَجَعْتُم إليهم، قُلْ لا تَعْتَذِروا لَنْ نُؤْمِنَ لكم قَدْ نَبَّأَنَا اللّٰهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ، وَ سَيَرٰى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ و رَسُولُه ثم تُرَدُّونَ إلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كنتُمْ تَعْمَلُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

يعتذرون (তারা ওযর পেশ করবে) বাবুল ইফতি'আল اِعْتِذارًا
(إلى অব্যয়যোগে) কারো কাছে ওযর পেশ করা।
اِعْتَذَرَ التلميذُ إلى المعَلِّمِ
(عن অব্যয়যোগে) নিজের কোন কাজের ওযর পেশ করা।
اِعْتَذَرَ عن فِعْلِه - اِعْتَذَرَ عَنْ ذَنْبِه
(ض) مَعْذِرَةً মাযূর মনে করা।
عَذَرْتُ فلانًا فِيْما صَنَعَ অমুক যা করেছে, সে বিষয়ে তাকে মাযূর মনে করলাম।

نبأ (খবর দিয়েছে) তাফ'য়ীল থেকে কোরআনে এসেছে-
... نَبِّئْ عِبَادِي আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দাও।

تردون (তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে) (দেখো, পৃঃ ৭৪)

الشهادة (দৃশ্য বিষয়, অগোপন বিষয়) এটি غيب এর বিপরীত।

বাক্য বিশ্লেষণ

إذا رجعتم এখানে إذا শব্দটি ظرف الزمان কিন্তু তাতে শর্তের অর্থ নেই। এটি يعتذرون এর ظرف রূপে نصب এর স্থানে রয়েছে। পরবর্তী বাক্যটি তার مضاف إليه রূপে جر এর স্থানে রয়েছে।
মূলরূপ এই- يَعتذرون إليكم عِنْدَ رُجوعِكم إليهم

من أخباركم অংশটি متعلق হয়েছে نبأ এর সঙ্গে, আর من অব্যয়টি

আংশিকতাজ্ঞাপক, যা بعض এর সমার্থক, অর্থাৎ نَبَّأَنَا اللّٰهُ

بعضَ أخبارِكُمْ

ব্যাখ্যা ঃ তাবুক যুদ্ধে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে যায় নি। যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তনের সময় হলো তখন মুনাফিকরা বিভিন্ন মিথ্যা ওযর পেশ করার চিন্তা করলো যে, আমাদের তো যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু এই এই ওযরের কারণে যেতে পারি নি, আমাদেরকে মাফ করুন, আল্লাহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অহীর মাধ্যমে আগেই মুনাফিকদের কথা জানিয়ে দেন।

তরজমা ঃ তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে তখন তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে। (হে নবী!) আপনি বলে দিন, তোমরা অজুহাত পেশ করো না, আল্লাহ তো তোমাদের কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে অবহিত করেছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসূল (দেখবেন)।

তারপর (মৃত্যুর মাধ্যমে) তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ে অবগত সত্তার দিকে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

(٢) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عنهم، فَإِنْ تَرْضَوا عنهم، فَإِنَّ اللّٰهَ لا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يحلفون (তারা কসম করবে) (ض) حَلْفًا

حَلَفَ بِاللّٰهِ আল্লাহর নামে কসম করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

لِتَرْضَوْا عنهم এর পূর্ণ তারকীব করো।

إن ترضوا عنهم শর্তের جواب উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لا يَنْفَعُهُمْ رِضَاكُمْ

فإن الله এটি হচ্ছে جواب الشرط এর হেতু।

তরজমা ঃ তারা তোমাদের সামনে (মিথ্যা কথার উপর) কসম করবে,

যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও। কিন্তু তোমরা যদি তাদের প্রতি খুশী হও (তাহলে তা তাদের কোন কাজে আসবে না।) কেননা আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি খুশী হবেন না।

(٣) خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِم، إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لهم، وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عليم * أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِه وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هو التَّوَّابُ الرحيم، وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُه وَ المؤمنون، وَ سَتُرَدُّوْنَ إِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلون *

শব্দ বিশ্লেষণ

صَلِّ عليهم (তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করুন) মাছদার صلاة

صَلّٰى - يُصَلِّي - صَلِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِه আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কল্যাণ ও বরকত দান করলেন।

صَلّٰى عَلَيْهِ সে তার জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করলো। (এখানে এটাই উদ্দেশ্য।)

صَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ সে নবীর উপর দুরূদ পাঠ করলো।

صَلاةٌ দু'আ, প্রার্থনা, দয়া ও করুণা।

سَكَنٌ প্রশান্তি। যা দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয়। রহমত, বরকত।

يقبل (কবুল করেন) (س) قَبُولاً গ্রহণ করা। কবুল করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

تطهرهم এ বাক্যটি صدقةٌ এর صفة আর تُزكيهم بها বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যটির উপর معطوف

لهم — এটি حَاصِلٌ এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق এবং তা سَكَنٌ এর صفة (শাব্দিক অর্থ– নিঃসন্দেহে আপনার দু'আ এমন প্রশান্তি যা তাদের জন্য হাছিল হয়।)

أن الله هو — এখানে هو যমীরটি الله এর তাকীদ রূপে نصب এর স্থানে আছে এবং বিশিষ্টতার অর্থ প্রদান করছে। অর্থাৎ তিনিই তাওবা কবুল করেন, অন্য কেউ নয়। يَقْبَلُ التوبَةَ বাক্যটি أن এর خبر বাক্যটির মূলরূপ এই–

أَلَمْ يَعْلَمُوا (عَنْ) قَبُولِ اللّٰهِ التوبَةَ عَنْ عِبادِه

و أن الله ... এ অংশটি কার উপর معطوف এবং هو সম্পর্কে কী জানো?

তরজমা ঃ আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশুদ্ধ করবেন। আর আপনি তাদের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে আপনার প্রার্থনা তাদের জন্য প্রশান্তির বিষয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

তারা কি জানতে পারে নি যে, আল্লাহ-ই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং যাকাত ও দান গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ-ই তাওবা কবুলকারী, চিরদয়াময়।

আর আপনি বলে দিন, তোমরা আমল করে যাও। পরে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ (দেখবেন), আর শীঘ্রই তোমাদেরকে ঐ সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সমস্ত বিষয়ে অবগত। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

(٤) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ المؤمنين اَنْفُسَهُم وَ اَمْوالَهم بِاَنَّ لهُمُ الجنةَ، يُقاتلون في سَبيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُون وَ يُقْتَلُون *

বাক্য বিশ্লেষণ

بأن — এখানে ب অব্যয়টি বিনিময় বুঝিয়েছে। আর পরবর্তী জুমলাটি أن দ্বারা মাছদার হয়ে جر এর স্থানে রয়েছে।

لهم الجنة — বাক্যটির মূলরূপ الجنةُ ثابِتَةٌ لهم। এটি أن দ্বারা মাছদার হলে

মূলরূপ হবে এই–

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى .....أنفُسَهم و أموالَهم بِثُبُوتِ الجَنَّةِ لهم

(তাদের জন্য জান্নাত সাব্যস্ত হওয়ার বিনিময়ে।)

ب অব্যয়টি اشترى এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

(৫) مَا كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الذين اٰمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِين و لَوْ كانُوا اُولِي قُرْبٰى من بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لهم اَنَّهم اَصْحٰبُ الجحيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

قُرْبٰى (আত্মীয়তা) قَرابَةٌ এর সমার্থক। ذُوْ قُرْبٰى আত্মীয়তার অধিকারী (আত্মীয়) বহুবচনে أُولُو قُرْبٰى এর তিনটি إعراب এর উদাহরণ–
أَحْسِنُوا إلىٰ أُولِي قُرْبٰى - كانوا أُولِي قُرْبٰى - هُمْ أُولُو قُرْبٰى

تبين প্রকাশ পেলো, স্পষ্ট হলো।
تَبَيَّنَ لي أَنَّهُ صادِقٌ আমার জন্য স্পষ্ট হলো যে, সে সত্যবাদী। (আমি স্পষ্টভাবে বুঝলাম যে, সে সত্যবাদী।) বাক্যটির মূলরূপ এই– تَبَيَّنَ لي صِدْقُه

বাক্য বিশ্লেষণ

من بعد ... এ অংশটি يستغفروا এর সাথে متعلق

ما تبين এখানে ما অব্যয়টি حرف المصدر এটি পরবর্তী ফেয়েলকে مصدر এ রূপান্তরিত করেছে। শাব্দিক অর্থ– তাদের জন্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী।

أنهم ... এ অংশটি تبين এর فاعل

أن يستغفروا এ অংশটুকু كان এর اسم আর للنبي হচ্ছে مُناسِبًا এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق (শাব্দিক অর্থ– মুশরিকদের জন্য ইস্‌তিগফার করা নবীর জন্য মুনাসিব (উপযুক্ত) নয়।

أن فعل تام হচ্ছে ما جازَ ما كان এর সমার্থক আর

متعلق অংশটি তার فاعل আর للنبي হচ্ছে তার সাথে يستغفروا

معطوف এর উপর النبي এই অংশটুকু الذين امنوا

তরজমা ঃ মুশরিকরা জাহান্নামী. এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নবীর জন্য এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য উচিত নয় মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করা, যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়।

(٦) إن اللّٰهَ له مُـلْكُ السـمٰوٰتِ و الأرضِ، يُحْيِيْ و يُـمِيـتُ و ما لكم من دونِ اللّٰهِ من وَلِيٍّ و لا نـصـيرٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

إن — বাদ দিয়ে বাক্যটি পড়ো এবং তারকীব করো। দু'টি বাক্যকে এক বাক্যে রূপান্তরিত করো এবং ঐ বাক্যটির শুরুতে إن যোগ করে পড়ো।

شبه الفعل মুবতাদা আর له হচ্ছে ثـابِتٌ এই উহ্য ملكُ السـمٰوٰتِ এর সঙ্গে متعلق মূলরূপ এই– ملكُ السـمٰوٰتِ ثابِتٌ له

ما — এটি ليس এর সমার্থক অব্যয়।

من ولي — من অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর وَلِيٍّ হচ্ছে শব্দগতভাবে من এর مجرور তবে অর্থগতভাবে ما এর ইসম রূপে مرفوع

ولا نصير — لا অব্যয়টি অতিরিক্ত, যা نفي কে তাকীদ করতে এসেছে।

لكم — এটি ثابتان এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق হয়েছে এবং তা ما এর خبر হয়েছে – বাক্যটির মূলরূপ এই– ما وَلِيٌّ و نصيرٌ ثابِتَيْنِ لكم (কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী তোমাদের জন্য বিদ্যমান নেই।) খবর অগ্রবর্তী হলে ما আমল করে না।

من دون الله — এটি متعلق হয়েছে مَعْدُوْدَيْنِ এই شبه الفعل এর সঙ্গে। আর তা حال হয়েছে ولي و لا نصير থেকে। শাব্দিক অর্থ– তোমাদের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী বিদ্যমান নেই, এমন অবস্থায় যে, তারা আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহরই জন্য সমস্ত আসমান ও যমীনের রাজত্ব, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

(٧) يايها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصدقين *

বাক্য বিশ্লেষণ

كونوا এটি فعل ناقص তার শেষে যুক্ত واو হচ্ছে বহুবচনের যমীর, যা فعل ناقص এর اسم আর مع الصادقين হচ্ছে ثابتين এর সাথে متعلق এবং তা كونوا এর খবর।

দ্রষ্টব্যঃ আরবীতে نداء এর পর اسم الموصول এর ছিলাহ সব সময় গায়েবের ছীগাহ হয়। আর বাংলায় তরজমা হাযিরের হয়।

তরজমা ঃ হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে অবিচল থাকো।

(٨) وَ الذين كفروا لهم شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ و عذابٌ أليمٌ بما كانوا يكفرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

حميم গরম পানি।

বাক্য বিশ্লেষণ

من حميم এটা مصنوعٌ এর সাথে متعلق এবং তা شَرابٌ এর صفة (শাব্দিক অর্থ- গরম পানি থেকে তৈরী পানীয়) আর عذاب أليم হচ্ছে شراب এর উপর معطوف

الذين كفروا এ অংশটি صلة ও موصول মিলে মুবতাদা।

شراب و عذاب এ অংশটি পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা আর لهم হচ্ছে ثابِتَانِ এর সাথে متعلق আর তা অগ্রবর্তী খবর। বাক্যটির মূলরূপ এই-

شَرابٌ مِنْ حميمٍ و عذابٌ أليمٌ ثابِتَانِ لهم

এ বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদা (الذين كفروا) এর খবর হয়েছে।

এটি মূলতঃ একটি বাক্য ছিলো, যার মূলরূপ এই-

لِلَّذِينَ كَفَرُوا شَرابٌ مِنْ حميمٍ و عذابٌ أليمٌ (গরম পানির

পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব কাফিরদের জন্য সাব্যস্ত রয়েছে।)

তারকীব ঃ شراب من حميم و عذاب أليم হচ্ছে মুবতাদা, আর للذين كفروا হচ্ছে ثابتان এর সঙ্গে متعلق এবং তা خبر – এভাবে মুবতাদা ও খবর মিলে একটি জুমলা।

এখন ل এর مجرور টি আগে এসে মুবতাদা হয়েছে, আর তার স্থানে যমীর এসেছে। এভাবে একটি বাক্য দু'টি বাক্যে পরিণত হয়েছে।

بما হরফুল জরটি ثابتان এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ আর যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য তাদের কুফরির কারণে রয়েছে গরম পানির 'শরবত' এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৯) إِنَّ الذين لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدنيا وَ اطْمَأَنُّوا بها وَ الذين هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفلون * اولئك مَأْوٰهُمُ النارُ بِما كانوا يكسِبون

শব্দ বিশ্লেষণ

مَأْوىً (আশ্রয়স্থান) এটি اسمُ الظرفِ على وزنِ مَفْعَلٌ – মাছদার থেকে তৈরী যে শব্দটি ঐ مصدر এর স্থান বোঝায় তাকে اسم الظرف বলে, যেমন مَدْخَلٌ অর্থ مكانُ الدُّخولِ এবং مَسْجِدٌ অর্থ مكانُ السُّجودِ তদ্রূপ مَأْوىً অর্থ مكانُ الأُوِيِّ দেখো, পৃঃ ২০৮

বাক্য বিশ্লেষণ

عن اٰيٰتِنا এটি غٰفلون এর সাথে متعلق আর তা পূর্ববর্তী মুবতাদা هم এর খবর। আর এ বাক্যটি الذين এর صلة আর صلة ও موصول মিলে পূর্ববর্তী الذين এর উপর معطوف

الذين لا يرجون থেকে غٰفلون পর্যন্ত إن এর اسم আর أولئك مَأْوٰهُمُ النارُ বাক্যটি إن এর خبر

أولئك মুবতাদা, مَأْوٰهُمُ দ্বিতীয় মুবতাদা, النار হচ্ছে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। তারপর জুমলাটি প্রথম مبتدأ এর خبر

بما كانوا এটি عُذِّبُوا এই উহ্য فعل এর সঙ্গে متعلق আর فعل টি পূর্ববর্তী কালাম থেকে مَفْهُوم (অনুভূত) হচ্ছে।

তরজমা ঃ যারা আমার সাক্ষাৎকে বিশ্বাস করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই তুষ্ট রয়েছে এবং তা নিয়েই নিশ্চিন্ত রয়েছে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে উদাসীন, তাদেরই ঠিকানা হলো জাহান্নাম, (তাদেরকে আযাব দেয়া হবে) ঐ বদ আমলের কারণে যা তারা 'কামাই' করেছে।

(١٠) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ، اِنَّه لا يُفْلِحُ المجرِمون، و يَعْبُدون مِنْ دُونِ اللّٰهِ ما لا يَضُرُّهم و لا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقولون هٰؤلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللّٰهِ، قُلْ اَتُنَبِّؤُونَ اللّٰهَ بِما لا يَعْلَمُ في السمٰوٰتِ و لا في الْاَرْضِ، سُبْحٰنَهٗ و تَعالٰى عَمَّا يُشْرِكون *

শব্দ বিশ্লেষণ

افترى (অপবাদ আরোপ করেছে) দেখো, পৃঃ ১৪৯

مُجْرِمٌ (অপরাধকারী) اسم الفاعل মাছদার إجرامًا অপরাধ করা।

يضر (ক্ষতি করে) (ن) ضَرًّا ক্ষতি করা। দেখো, পৃঃ ৮৯

سبحنه তিনি চিরপবিত্র।

تعالى বাবে تفاعل এর ماضي – মাছদার تَعالِيًا উঁচু হওয়া। উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া। تَعَالَى اللّٰهُ

বাক্য বিশ্লেষণ

من এটি প্রশ্ন-শব্দ, مبتدأ হয়ে رفع এর স্থানে রয়েছে।

من افترى ছিলাহ-মাওছূল মিলে مجرور এর স্থানে এসেছে। مِن হচ্ছে أَظْلَمُ এর সাথে متعلق আর তা مَن এর খবর।

إنه এ সম্পর্কে কী জানো বলো, প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১৪৭

مـا لا يـضـرهم এর তারকীব করো এবং عائد إلى الموصول চিহ্নিত করো।
এই অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম কে হতে পারে যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নিঃসন্দেহে অপরাধীরা সফল হতে পারে না।
আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন সকল বস্তুর পূজা করে যা তাদের না ক্ষতি করতে পারে, না উপকার করতে পারে। আর তারা বলে, এরা হলো আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুফারিশকারী। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করতে চাও, যা তিনি জানেন না, অথচ তা আসমান-যমীনের মাঝে আছে। তিনি তো চিরপবিত্র। আর তিনি ঐ সকল উপাস্য থেকে মহান রয়েছেন যাকে তারা (তাঁর সঙ্গে) শরীক করে।

(١١) وَ اللّٰهُ يَدْعُو إِلٰى دَارِ السَّلَامِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে দু'টি বাক্য রয়েছে, বাক্য দু'টির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর আল্লাহ শান্তির 'আলয়'-এর প্রতি আহবান জানান এবং যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।

(١٢) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ و مَنْ يُخرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ و يُخرج الميتَ من الحيِّ، و من يُدَبِّرُ الامْرَ، فَسَيقولون اللّٰهُ، فَقُلْ أَ فَلا تَتَّقُون * فَذٰلكم اللّٰهُ رَبُّكُمُ الحَقُّ، فماذا بعدَ الحقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ، فَانّٰى تُصْرَفُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

من يـملك (কে মালিক হবে?) (ض) مَلْكا، مِلْكا، مُلْكا মালিক হওয়া।
অধিকারী হওয়া।

مَلَكَ المالَ সে সম্পদের মালিক হলো।

مَلَكَ حَقًّا সে কোন হকের অধিকারী হলো।

لا أَمْلِكُ مَنْعَكَ আমি তোমাকে বাধা দেয়ার অধিকারী নই।

تَمَلَّكَ ও إِمْتَلَكَ মালিক হলো।

يُدَبِّرُ (পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা করেন) تَدْبِيْرًا

دَبَّرَ الأَمْرَ বিষয়টি পরিচালনা করলো। বিষয়টির ব্যবস্থাপনা করলো। تَدَبَّرَ الأمرَ/في الأمرِ দেখো. পৃঃ ১০৪

تصرفون মোযারে মাজহূল (ض) صَرْفًا ফিরিয়ে দেয়া।

صَرَفَه إلى ... তাকে .... র দিকে ফেরালো।

صَرَفَه فَانْصَرَفَ তাকে ফেরালো আর সে ফিরে গেলো।

صَرَفَ المالَ সম্পদ/অর্থ ব্যয় করলো।

صَرَفَ النُّقودَ মুদ্রা ভাঙ্গালো।

বাক্য বিশ্লেষণ

فذلكم মূল اسم الإشارة হচ্ছে ذا এটি واحد مذكر এর জন্য। নীকটবর্তীর ক্ষেত্রে শুরুতে ها যোগ করা হয়। আর দূরবর্তীর ক্ষেত্রে শেষে ك যোগ করা হয়।

مخاطب বা সম্বোধনপাত্রের লিঙ্গ ও বচন যাই হোক। সর্বাবস্থায় واحد مذكر حاضر এর যমীর ك যোগ করা হয়। আবার সম্বোধন পাত্রের বচন ও লিঙ্গ অনুযায়ী সম্বোধনের যমীর ব্যবহার করারও নিয়ম রয়েছে। যেমন– শিক্ষক একজন ছাত্রীকে সম্বোধন করে দূরের একটি বই দেখিয়ে বললেন– ذلكِ كتابٌ

দু'জন ছাত্র বা ছাত্রীকে সম্বোধন করে– ذلكُمَا كتابٌ

কয়েকজন ছাত্রকে সম্বোধন করে– ذلكُمْ كتابٌ

কয়েকজন ছাত্রীকে সম্বোধন করে– ذلكُنَّ كتابٌ

এ সকল ক্ষেত্রে তিনি ذلكَ كتابٌ বলতে পারেন।

ذلكم হচ্ছে مبتدأ আর اللّٰهُ এই মহান শব্দটি خبر আর رَبُّكم হচ্ছে خبر থেকে بدل আর الحَقُّ হচ্ছে بدل এর صفة

পিছনে فِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِن ربكم عظيمٌ দেখো, পৃঃ ১৮

ماذا — এটি أَي شيء অর্থে مبتدأ রূপে رفع এর স্থানে রয়েছে।

بعد الحق — এটি موجود এই উহ্য شبه الفعل এর الزمان ظرف রূপে منصوب আর شبه الفعل টি খবর।

তরজমা ঃ আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদেরকে আসমান থেকে এবং যমীন থেকে রিযিক দান করেন? কিংবা কে (তোমাদের) কান ও চোখের মালিক? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। আর কে (বিশ্বজগতের যাবতীয়) বিষয় পরিচালনা করেন, তখন তারা অবশ্যই বলে ওঠবে, আল্লাহ। তখন আপনি বলুন, তাহলে কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না। সুতরাং ঐ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্যকে অস্বীকার করার পর গোমরাহী ছাড়া কী আছে? সুতরাং তোমাদেরকে কোথায় ঘোরানো ফেরানো হচ্ছে। (অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে কোন ভ্রান্ত পথে ঘুরিয়ে ফেরাচ্ছে?)

(١٣) وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُم مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ، و رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالمفسِدِينَ * وَ إِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لي عَمَلِي وَ لَكم عَمَلُكم، انتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أنا بَرِيءٌ مما تعمَلون *

বাক্য বিশ্লেষণ

من يؤمن به — এই صلة ও موصول হচ্ছে مبتدأ আর منهم হচ্ছে معدود উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর তা খবর। বাক্যটির মূলরূপ এই مَنْ يُؤْمِنُ به مَعْدُودٌ منهم (যারা তার প্রতি ঈমান রাখে তারা তাদের মধ্য হতে গণ্য।)

إن — এর شرط ও جواب الشرط চিহ্নিত করো।

مما — এটি من ও ما এর যুক্তরূপ। হরফুল জরটি পূর্ববর্তী شبه الفعل এর সাথে متعلق

আয়াতে দু'টি ما রয়েছে। তা الموصولة হলে عائد إلى الموصول

কোথায় ? এবং তরজমা কী ? আর المصدرية হলে বাক্যের মূলরূপটি কী ?

তরজমা ঃ যদি তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে আপনি বলে দিন, আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমার আমল (এর দায়) থেকে তোমরা মুক্ত, আর তোমাদের আমল (এর দায়) থেকে আমি মুক্ত।

(١٤) إِنَّ اللّٰهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُم يَظْلِمُون *

বাক্য বিশ্লেষণ

أنفسهم এটি অগ্রবর্তী مفعول به আর বাক্যটি لٰكِنَّ এর খবর।

তরজমা ঃ আল্লাহ তো মানুষের উপর অবিচার করেন না; বরং মানুষই নিজেদের উপর জুলুম করে (এবং নাফরমানি করে আযাব ডেকে আনে।)

(١٥) وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رسولٌ، فَإِذا جاءَ رسولُهم قُضِيَ بينَهم بِالْقِسْطِ و هم لا يُظْلَمون * و يقولون مَتٰى هذا الوَعْدُ إن كُنْتُمْ صٰدقين * قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا و لا نَفْعًا إلَّا ما شاءَ اللّٰهُ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، إذا جاءَ اجلُهم فلا يَسْتَأْخِرُوْنَ ساعَةً و لا يَسْتَقْدِمُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أُمَّةٌ জাতি, সম্প্রদায়, বহু أُمَمٌ

قُضِيَ (ফায়ছালা করা হয়েছে) (ض) قَضاءً (বিভিন্ন অর্থ দেখো)

قَضَى بينَهما উভয়ের মাঝে ফায়সালা করলো।

قَضٰى له/عليه তার পক্ষে/বিপক্ষে ফায়ছালা করলো।

قَضَى العُطْلَةَ ছুটি কাটালো।

قَضَى عليه তাকে শেষ/খতম করলো।

قسط ইনসাফ, ন্যায়। بالقسط ইনসাফের সাথে।

أجل নির্ধারিত মেয়াদ। মৃত্যুর নির্ধারিত সময়। বহু آجال

বাক্য বিশ্লেষণ

رسول তারকীবে কী হয়েছে ? এ বাক্যের খবরটি বিশ্লেষণ করো।

جاء رسولهم এটি হচ্ছে إذا এর شرط আর قضى بينهم হচ্ছে جواب الشرط
جواب شرط এর বাক্যটি إذا এর مضاف إليه আর إذا শব্দটি
الشرط এর ظرف সুতরাং পুরো বাক্যের মূলরূপ এই-
قُضِىَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ حِيْنَ مَجِيْئِ رَسُوْلِهِم
قضى হচ্ছে بالقسط আর ظرفُ المكانِ এর قضى হচ্ছে بينهم
এর সাথে متعلق

هذا الوعد মুবতাদা, খবরটি উহ্য, আর তা হলো يأتي আর متى হচ্ছে
ظرف এটি প্রশ্ন-শব্দ বলে বাক্যের অগ্রবর্তী অবস্থানে এসেছে।
ها হচ্ছে حرف التنبيه (সতর্ক করার বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার
অব্যয়) ذا হচ্ছে اسم الإشارة আর الوعد হচ্ছে اسم الإشارة
থেকে بدل (দেখো, পৃঃ ৩৩৩)

إن كنتم صدقين এটি إن এর شرط আর جواب الشرط উহ্য রয়েছে। যথা
فَأْتُوا بِهذا الوَعْدِ পূর্ববর্তী বাক্যটি তার قرينة বা আলামত

তরজমা ঃ প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে একজন রাসূল। (কেয়মতের দিন) যখন তাদের রাসূল (তাদের সামনে) উপস্থিত হবেন তখন তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফায়ছালা করা হবে। আর তাদের উপর অবিচার করা হবে না।

আর তারা বলে, এই ওয়াদা (অর্থাৎ ওয়াদাকৃত আযাব) কখন আসবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো (তাহলে আযাব আনো দেখি)।

আপনি বলুন, আমি তো আমার নিজের কোন ক্ষতির বা উপকারের মালিক নই, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে (আযাবের) নির্ধারিত সময়। সুতরাং যখন তাদের (আযবের) নির্ধারিত সময় আসবে তখন তারা (ঐ আযাব থেকে) এক মুহূর্ত পিছিয়েও যেতে পারবে না, আবার এগিয়েও আসতে পারবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

عذاب الخلد চিরস্থায়ী আযাব

(ن) خُلُودًا ও خُلْدًا অমর / চিরস্থায়ী হওয়া।

دارُ الخلدِ চিরস্থায়ী জান্নাত (অমরত্বের আলয়)।

বাক্য বিশ্লেষণ

ظلموا — অর্থাৎ ظلموا أَنْفُسَهم উদ্দেশ্য, সংক্ষেপন।

تجزون — (তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হচ্ছে) (ض) جَزاءً

جَزٰى - يَجْزِي এর দু'টি مفعول به থাকে। যেমন-

وَجَزاهم بِما صَبَروا جنةً و حريرًا আর তাদের ছবরের কারণে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক প্রতিদান দিয়েছেন।

أولئك يُجْزَوْنَ الغرفَةَ بما صَبَروا তাদের ছবরের কারণে তাদেরকে জান্নাতের কক্ষ প্রতিদান দেয়া হবে।

(এখানে প্রথম مفعول به টি تُجْزَون এর نائب الفاعل আর দ্বিতীয় مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تُجزون النارَ)

هل — এটি প্রশ্নের অব্যয়। نفى এর অর্থে এসেছে। অর্থাৎ لا تجزون

শাব্দিক অর্থ- তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হচ্ছে না, কিন্তু ঐ বদ আমলের বিনিময়ে যা তোমরা করতে।

بما — এটি تجزون এর সাথে متعلق আর ما হচ্ছে اسم الموصول আর উহ্য যমীর হচ্ছে عائد إلى الموصول

তরজমা ঃ অতঃপর যারা (কুফুরির মাধ্যমে নিজেদের উপর) যুলুম করেছে তাদেরকে বলা হবে, চিরস্থায়ী জাহান্নামের আযাব ভোগ করো। তোমাদেরকে তোমাদের শুধু ঐ বদ আমলেরই প্রতিদান দেয়া হচ্ছে যা তোমরা করতে।

وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهم لا يَعْلَمون، هو يُحْيِ و يُميت و إليه تُرْجَعون * يايها الناسُ قد جاءَتْكم موعِظَةٌ من ربكم و شِفاءٌ لِما في الصُّدورِ و هُدًى و رحمةٌ للمؤمنين *

শব্দ বিশ্লেষণ

مَوْعِظَةٌ বহুবচনে مَواعِظُ (উপদেশ) (ض) وَعْظًا، عِظَةً উপদেশ দেয়া। ওযায করা।

شفاء (আরোগ্য) (ض) شَفٰى - يَشْفِيْ - اِشْفِ - شِفاءً আরোগ্য দান করা, রোগ সারানো। شَفاه اللّٰهُ مِنْ مَرَضِه

কোরআনে মধু সম্পর্কে আছে– فيه شفاءٌ للناسِ

কোরআনে আছে–

وَ إذا مرضتُ فهو يَشْفِين (ي) আর যখন আমি অসুস্থ হই তখন তিনিই (আমাকে) আরোগ্য দান করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

ما في السمٰوٰتِ و الأرض এখানে موصول এর صلة টি বিশ্লেষণ করো তারপর إن لله .... و الأرض এর তারকীব করো।

شِفاء لما في الصدور এর তারকীব বলো।

এখানে ما الموصولة এর স্থানীয় অর্থ হলো (অন্তরের) ব্যাধি। (শাব্দিক অর্থ– ঐ ব্যাধির আরোগ্য যা বুকের ভিতরে [হৃদয়ে] রয়েছে।)

তরজমা ঃ শোনো, আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই জন্য। শোনো, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

হে লোকসকল! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে উপদেশবাণী এবং হৃদয়ের ব্যাধির আরোগ্য এবং হেদায়াত এবং মুমিনদের জন্য রহমত।

(١٨) وَ ما ظَنُّ الذين يَفْتَرُون على اللّٰهِ الكَذِبَ يومَ القِيٰمَةِ، إن اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناسِ و لٰكِنَّ اَكْثَرَهم لا يشكرون *

বাক্য বিশ্লেষণ

ما ظن الذين এখানে ما أَيُّ شَيْءٍ এর সমার্থক হচ্ছে মুবতাদা, আর পরবর্তী অংশটি খবর।

ظَنُّ হচ্ছে مصدر এবং صلة ও موصول হচ্ছে مصدر এর فاعل

মাছদার তার فاعل এর দিকে مضاف হয়েছে।

يومَ القِيٰمَةِ এটি ظن এর ظرف الزمان রূপে منصوب

على الناس এ অংশটি فضل এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, কেয়ামত সম্পর্কে তাদের কী ধারণা ? নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়াশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর করে না।

(١٩) اَلا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لا خَوفٌ عليهم و لا هم يَحْزَنون *

বাক্য বিশ্লেষণ

أولياءُ اللّٰهِ হচ্ছে إن এর اسم আর لا خوف عليهم বাক্যটি তার خبر

لا خوفٌ (ثابِتًا) عَلىٰ أَولياءِ اللّٰهِ –বাক্যটি মূল রূপ এই

এখানে مجرور কে আগে এনে مبتدأ বানানো হয়েছে এবং

مجرور এর স্থানে যমীর রাখা হয়েছে এবং শুরুতে إن এসেছে।

তরজমা ঃ শোনো, আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

(٢٠) هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ الليلَ لِتَسْكُنوا فيه و النهارَ مُبْصِرًا، اِنَّ في ذلك لَاٰيٰتٍ لقومٍ يسمعون *

শব্দ বিশ্লেষণ

لتسكنوا (যেন তোমরা আরাম লাভ করো) (ن) سُكُونًا

سَكَن إليهِ তার কাছে প্রশান্তি লাভ করলো।

مبصرا (আলোকিত) أَبْصَرَ النهارُ দিনটি আলোকিত হলো।
نَهارٌ مُبْصِرٌ আলোকিত দিন।

বাক্য বিশ্লেষণ

الليل এটি جعل এর প্রথম مفعول به আর দ্বিতীয় مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ جَعَلَ الليلَ مُظْلِمًا

النهارَ مبصرًا এটি معطوف হয়েছে الليلَ এর উপর।

هو الذي .... ছিলাহ-মাওছূল মিলে খবর আর هو মুবতাদা।

তরজমা ঃ তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে আরাম ও স্বস্তি লাভ করতে পারো, আর দিনকে আলোকিত করেছেন, (যেন তোমরা সব কিছু দেখতে পাও এবং প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারো।) নিঃসন্দেহে তাতে এমন কাওমের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে যারা (গ্রহণ করার জন্য) শ্রবণ করে।

(২০) و قال فرعونُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عليمٍ * فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قال لهم مُوسٰى اَلْقُوا ما اَنْتُمْ مُلْقُون * فَلَمَّا اَلْقَوْا قال مُوسٰى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُه، ان اللّٰهَ لا يُصلح عملَ المفسدين * و يُحِقُّ اللّٰهُ الحَقَّ بِكَلِمٰتِه وَ لَوْ كَرِهَ المُجْرِمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

إيتوا তোমরা আসো, إِيْتُونِيْ তোমরা আমার কাছে আসো। إِيْتُونِيْ بِهٖ তোমরা আমার কাছে তাকে আনো।
(ض) إِتْيانًا অর্থ আসা, (ب অব্যয়যোগে) আনা।

يبطل (বাতিল/অকার্যকর করবেন) দেখো, পৃঃ ৫৫

اَحَقَّ الحَقَّ হককে প্রতিষ্ঠিত করলো।

ساحِرٌ বহু سَحَرَةٌ জাদুগর। (ف) سَحْرًا জাদু করা। দেখো, পৃঃ ১৮১

كَرِهَ (অপছন্দ/ঘৃণা করলো) (س) كُرْهًا، كَرَاهَةً، كَرَاهِيَةً

كَرِهَ شَيْئًا কোন কিছু অপছন্দ করলো।

حُبُّ الدنيا وَ كَرَاهِيَةُ الموتِ দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুর প্রতি অনীহা

বাক্য বিশ্লেষণ

لما   لما সম্পর্কে আলোচনা করো এবং এখানে পুরো বাক্যটির মূলরূপ কী হবে বলো। দেখো, পৃঃ ১৫৩

أنتم ملقون এ বাক্যটি صلة আর إلى الموصول عائد উহ্য রয়েছে, সেটা মূলত ملقون এর مفعول به কিন্তু اسم الفاعل কে যখন তার مفعول به এর দিকে مضاف করা হয়, তখন جمع مذكر এর نون পড়ে যায়। যেমন أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُوهُ এখানে موصول ও صلة মিলে ألقوا এর مفعول به হয়েছে।

جئتم   তোমরা এসেছো, جِئْتُمْ بِشَيْءٍ তোমরা কোন কিছু এনেছো جِئْتُمُونِيْ بِشَيْءٍ তোমরা আমার কাছে কোন কিছু এনেছো।

ما جئتم به ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা, السحر হলো খবর।

তরজমা ঃ আর ফিরআউন বললো, তোমরা সকল বিজ্ঞ জাদুগরকে আমার কাছে উপস্থিত করো, যখন জাদুগরেরা হাজির হলো তখন মূসা বললেন, তোমরা যা নিক্ষেপ করবে করো। যখন তারা নিক্ষেপ করলো তখন মূসা বললেন, তোমরা যা হাজির করেছো তা জাদু। অবশ্যই আল্লাহ্ তা বাতিল করে দেবেন। আল্লাহ্ তো ফাসাদকারীদের কর্ম পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ্ তাঁর কালিমাহ (প্রমাণ ও নির্দশন) দ্বারা হককে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

١) هُوَ الذي خَلَقَ السمٰوٰتِ و الارضَ في سِتَّةِ اَيَّامٍ و كان عرشُه على الماءِ لِيَبْلُوَكم اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عملًا، وَ لَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثون مِنْ بَعْدِ المَوْتِ لَيَقُولَنَّ الذين كفَروا اِنْ هٰذا اِلَّا سِحْرٌ مبين *

শব্দ বিশ্লেষণ

ليبلوكم বাবে نصر থেকে بَلْواً ও بَلاءٌ পরীক্ষা করা।
بَلاءٌ কঠিন পরীক্ষা।

أَيٌّ প্রশ্নবাচক ইসম। কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু? أَيُّكُمْ তোমাদের মধ্যে কে? أَيُّكُمْ أَحْسَنُ তোমাদের কে অধিক উত্তম? عَمَلًا শব্দটি তামীজ হয়েছে। অর্থাৎ আমলেরকে দিক থেকে তোমাদের কে অধিক উত্তম?

مَبْعُوثٌ যাকে প্রেরণ করা হয়েছে, প্রেরিত, যাকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। (ف) بَعْثًا পিছনে দেখো, পৃঃ 88

ليقولن এটি لامُ التَّوْكِيدِ صيغة এর مضارع واحد مذكر غائب শুরুতে এবং শেষে نُونُ التوكيدِ যুক্ত হয়েছে। দেখো, পৃঃ ৮৯

বাক্য বিশ্লেষণ

هو মুবতাদা, আর মাওছূল ও ছিলাহ্ মিলে খবর।
حرف الجر টি কার সাথে متعلق বলো।
كان এর اسم ও خبر চিহ্নিত করো এবং على الماء অংশটি কার সাথে متعلق বলো।

ليبلوكم এ অংশটি خلق এর সাথে দ্বিতীয় متعلق

أيكم এটি مبتدأ এবং أحسن হচ্ছে شبه الفعل এটি পূববর্তী مبتدأ

تمييز এর شبه الفعل হচ্ছে عَمَلاً আর – خبر এর
أَحْسَنُ (বা অধিক উত্তম) বিভিন্ন দিক থেকে হতে পারে, মালের দিক থেকে, চেহারার দিক থেকে, লেবাসের দিক থেকে, ইত্যাদি; এখন عَمَلاً শব্দটি উত্তম হওয়ার একটি দিক নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটিকেই تمييز বলে।
تمييز مالاً فقيرٌ قلباً غنيٌّ هُوَ এ বাক্যে قَلْباً ও مَالاً শব্দ দুটি হয়েছে, এটিকে উপরের আলোচনার আলোকে ব্যাখ্যা করো।

مبعوثون এর متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ لِلْحِسَابِ

من অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং তারকীবের দিক থেকে بعد হচ্ছে ظرف এর مبعوثون আর অর্থগত দিক থেকে তা مجرور এর من

إن এটি ليس এর সমার্থক নফীবাচক অব্যয়।

তরজমা ঃ আর তিনি ঐ সত্তা যিনি সমস্ত আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, আর তার আরশ (তখন) পানির উপর অবস্থিত ছিলো, যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের কে আমলের দিক থেকে অধিক উত্তম।
আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন, নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পর তোমরা পুনর্জীবিত হবে, তাহলে যারা কুফুরি করেছে তারা অবশ্যই বলবে যে, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।

(٢) وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ، اولئك يُعْرَضُون على رَبِّهم و يقولُ الاَشْهادُ هٰؤلاءِ الذين كَذَبُوا عَلٰى رَبِّهم، اَلا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلمِين * الذين يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجًا ، وَ هم بِالْاٰخِرَةِ هم كٰفِرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

يعرضون (তাদেরকে পেশ করা হবে) (ض) عَرْضًا পেশ করা عَرَضَ عليه شَيْئًا (কোন কিছু তার সামনে তুলে ধরলো, তাকে দেখালো।) (على অব্যয়যোগে)

عَرَضَ البائِعُ السِّلْعَةَ على المُشْتَرِى বিক্রেতা ক্রেতার সামনে পণ্যটি তুলে ধরলো।

شَاهِدٌ বহুবচনে أَشْهادٌ ও شُهُودٌ সাক্ষী, সাক্ষ্য দানকারী (এখানে সাক্ষ্যদানকারী ফিরেশতাগণ উদ্দেশ্য।)

বাক্য বিশ্লেষণ

كذبا ... من أظلم ممن افترى এর তারকীব করো (দেখো, পৃঃ ১৪৭)

هولاء এটি مبتدأ আর الذين كذبوا على ربهم হচ্ছে خبر

عِوَجًا এটি মাছদার; তবে এখানে أَعْوَجُ এর মুআন্নাছ عَوْجاءُ অর্থে حال হয়েছে يبغون এর مفعول به থেকে (আল্লাহর রাস্তাকে তারা বক্র অবস্থায় পেতে চায়।) অর্থাৎ তারা চায়, আল্লাহর দ্বীন তাদের খাহেশ মুতাবেক যেন বক্র হয়। (سبيل শব্দটি مذكر ও مؤنث)

তরজমা ঃ আর তাদের চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা আরোপ করে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে পেশ করা হবে। আর সাক্ষীরা (সাক্ষ্য দিয়ে) বলবে, এরাই ঐ সকল ব্যক্তি যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা বলেছে। শোনো! যালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক, যারা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে রোধ করে, আর তাকে (আল্লাহর রাস্তাকে) বক্ররূপে পেতে চায়। আর তারাই আখেরাতকে অস্বীকার করে।

(٣) إِنَّ الذين اٰمَنُوا و عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ وَ أَخْبَتُوا الى رَبِّهم أولئك أَصْحٰبُ الجَنَّةِ، هم فيها خٰلدون * مَثَلُ الفريقَيْنِ كَالْأَعْمٰى وَ الْأَصَمِّ و البَصِيرِ و السميعِ، هل يَسْتَوِيٰنِ مَثَلاً، أفلا تذكرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

أخبت (إلى অব্যয়যোগে) বিনয় ও ভক্তি প্রকাশ করলো।

عَمِىَ الرجلُ (س) লোকটি অন্ধ হলো। মাছদার عَمًى

عَمِيَ الرجلُ/قَلْبُهُ তার হৃদয় বা অন্তর্চক্ষু অন্ধ হলো।

কোরআনে আছে– وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ التي في الصُّدورِ

أَعْمٰى – يُعْمِيْ – أَعْمِ বাবুল ইফ'আল إِعْمَاءً

কোরআনে আছে–

أُولٰئك الذين لَعَنَهم اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ و أَعْمٰى أَبْصَارَهم

ওরাই ঐ লোক যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত দিয়েছেন, ফলে তাদেরকে বধির করেছেন এবং তাদের চক্ষুগুলোকে অন্ধ করে দিয়েছেন। أَصَمُّ বধির, বহু صُمٌّ

تذكرون মূলত ছিলো تتذكرون একটি ت হযফ করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

إن এর اسم ও خبر নির্ধারণ করো।

مثل الفريقين হলো মুবতাদা।

كالأعمى এটি ثابت উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق এবং তা خبر

مثلا এটি تمييز রূপে منصوب হয়েছে। শাব্দিক অর্থ– উদাহরণের দিক থেকে উভয় পক্ষ কি সমান?

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং আপন প্রতিপালকের প্রতি বিনয় ও ভক্তি প্রকাশ করেছে, তারাই হলো জান্নাতের অধিবাসী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

উভয় পক্ষের উদাহরণ হলো অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণক্ষম ব্যক্তির মত। উভয়ের অবস্থা কি সমান হতে পারে? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।

(٤) وَ يٰقَوْمِ لا أَسْئَلُكم عليه مالًا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ و ما أَنا بِطارِدِ الذين اٰمَنُوا، إِنَّهُمْ مُلٰقُوا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّي أَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُون، و يٰقوم مَنْ ينصُرني مِنَ اللّٰهِ إِنْ طَرَدْتُهم، أَفَلا تَذَكَّرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

تجهلون বাবে سمع থেকে جَهَالَةً ও جَهْلاً অজ্ঞ হওয়া। মূর্খ হওয়া।
جَهِلَ شَيْئًا/بِشَيْءٍ কোন কিছু সম্পর্কে অজ্ঞ হলো।
جَهِلَ الرجلُ লোকটি মূর্খ হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

طارد (বিতাড়নকারী) (ن) طَرْدًا নীচের বাক্যটি দেখো–
أَنا طَارِدٌ الذين كفروا (তানবীনসহ)
(আমি ঐ লোকদেরকে তাড়িয়ে দেবো যারা কুফুরি করেছে।)
أنا মুবতাদা طارد খবর الذين كفروا তার مفعول به
এখানে اسم الفاعل কে তার مفعول به এর দিকে مضاف করে
(তানবীন ছাড়া) বলা যায় أنا طارِدُ الذين كفَروا (তরজমা
অবশ্য একই রকম।) ما أنا بِطارِدٍ অর্থাৎ لستُ بِطَارِدٍ

ملقو ربهم পিছনে দেখো, পৃঃ ৪৬

تجهلون এটি قومًا এর صفة আর তা أرى এর দ্বিতীয় مفعول به

من الله (আল্লাহর মোকাবেলায়) এটি ينصر এর সাথে متعلق

من ... এটি مبتدأ এবং ينصرني من الله খবর।

طردتهم এটি شرط আর جواب الشرط উহ্য রয়েছে, যা পূর্ববর্তী বাক্য
থেকে বোঝা যায়, অর্থাৎ–
إِنْ طَرَدْتُهُمْ فَمَنْ يَنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ

তরজমা ঃ হে আমার কাওম! আমি তোমাদের কাছে এর উপর (আমার আমলের উপর) কোন মাল চাই না, আমার প্রতিদান তো শুধু আল্লাহর যিম্মায়। আর আমি ঐ লোকদেরকে বিতাড়িত করবো না, যারা ঈমান এনেছে। নিঃসন্দেহে তারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখীন হবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে মূর্খ কাওম দেখতে পাচ্ছি।
আর হে আমার কাওম! যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর মোকাবেলায় কে আমাকে সাহায্য করবে? সুতরাং তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না।

দ্রষ্টব্য– হযরত নূহ (আঃ)-এর কাওমের বিশিষ্ট লোকেরা বলতো, তোমার কাছে তো সমাজের ইতর শ্রেণীর লোকেরা জড়ো হয়, ওদের সাথে আমরা কীভাবে বসতে পারি? ওদেরকে সরিয়ে দাও, তাহলে আমরা বসে তোমার বক্তব্য শোনবো।

(৫) قالوا يٰنُوْحُ قَدْ جادَلْتَنا فَاَكْثَرْتَ جِدالَنا، فَأْتِنا بِمَا تَعِدُنا اِنْ كنتَ مِنَ الصّٰدِقين، قال اِنَّما يَأْتِيْكم بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَ ما اَنْتُمْ بِمُعْجِزينَ * وَ لا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنَ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنَ كانَ اللّٰهُ يُرِيد أَنْ يُغْوِيَكُمْ، هو رَبُّكم و اليه تُرْجَعون *

শব্দ বিশ্লেষণ

أَكْثَرْتَ (অনেক করেছো) (ك) كَثُرَ - يَكْثُرُ - كَثْرَةً অধিক হওয়া। বেশী হওয়া।

أَكْثَرَ شَيْئًا কোন কিছুকে বেশী পরিমাণে করলো।

أَكْثَرَ اللّٰهُ فِيْنَا مِثْلَكَ আল্লাহ আমাদের মাঝে তোমার উদাহরণ প্রচুর সৃষ্টি করুন।

تَكَاثَرَ الْقَوْمُ আধিক্যের বড়াই করলো। আধিক্যের প্রতিযোগিতা করলো।

اِسْتَكْثَرَ شَيْئًا কোন কিছুকে প্রচুর বলে গণ্য করলো।

مُعْجِزٌ (অক্ষমকারী) إعجازًا অক্ষম করা। অপারগ করা।

(ض) عَجْزًا অক্ষম হওয়া, অপারগ হওয়া (عن অব্যয়যোগে)

عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ কোন কিছুর ব্যাপারে অক্ষম হলো। কোরআনে আছে– أَعَجَزْتُ (عَنْ) أَنْ أكونَ مِثْلَ هٰذا الغُرابِ

আমি কি এই কাকটির মত হওয়া থেকেও অক্ষম হয়ে গেলাম

يغوي (ভ্রষ্ট করবেন) إغْواءً দেখো, পৃঃ ১৬৯ কোরআনে আছে– رَبَّنا هٰؤلاءِ الذين أَغْوَيْنَا - أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا

হে আমাদের রব! এরাই ঐ লোক যাদের আমরা ভ্রষ্ট করেছি।
আমরা তাদেরকে ভ্রষ্ট করেছি, যেমন নিজেরা ভ্রষ্ট হয়েছি।

তরজমা ঃ তারা বললো, হে নূহ, তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছো এবং অনেক বিতর্ক করেছো। সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমার ওয়াদাকৃত আযাব আমাদের উপর নাযিল করো। তিনি বললেন, সে তো আল্লাহ্ তোমাদের উপর নাযিল করবেন যদি তিনি তা চান। আর তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না। আর আমি যদি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাই, আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে গোমরাহ্ করতে চান, তাহলে আমার উপদেশ তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না। তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

(٧) وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا وَ لا تُخاطِبْنِيْ في الذين ظَلَموا اِنَّهم مُغْرَقُون، وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ، وَ كُلَّما مَرَّ عليه مَلَأٌ مِنْ قَوْمِه سَخِرُوا مِنْهُ، قالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ، فسوفَ تعلَمُونَ مَنْ يَأْتِيْهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عليه عَذَابٌ مقيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

عَيْنٌ — চক্ষু। বহু عُيُونٌ – أَعْيُنٌ
بِأَعْيُنِنا আমার চোখের সামনে। (আমার তত্ত্বাবধানে)

وحي — অহী, প্রত্যাদেশ, আদেশ, ইঙ্গিত, নির্দেশনা।
وَ وَحْيِنَا এবং আমার নির্দেশনার মাধ্যমে।

لا تُخاطبني — (আমাকে বলো না) مُخاطَبَةً ও خِطابًا সম্বোধন করা, সম্বোধন করে বলা।

مُغْرَقٌ — ইফ'আলের اسم المفعول যাকে ডোবানো হয়েছে।

مر — (ن) مُرورًا অতিক্রম করা, বিগত হওয়া। مَرَّ شَهْرٌ/أُسْبُوعٌ
مَرَّ عليه সে তার পাশ দিয়ে গেলো বা তার কাছ হয়ে গেলো।

يخزي — (অপদস্থ করে) (إِخْزاءً – أَخْزِ – يُخْزِيْ – أَخْزٰى) অপদস্থ করা।

লাঞ্ছিত করা। কোরআনে আছে–
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, আমার মেহমানের ব্যাপারে আমাকে লাঞ্ছিত করো না।
(خَزِيَ - يَخْزَى ، (خِزْيٌ، خِزْيَةٌ، س) লাঞ্ছিত/অপদস্থ হওয়া

يحل (নেমে আসবে) পিছনে দেখো, পৃঃ ১১৮

বাক্য বিশ্লেষণ

كُلَّما দেখো, পৃঃ ৬৮
এখানে এটি سخروا منه এর ظرف রূপে منصوب হয়েছে।

من قومه এটি معدود এর সাথে متعلق হয়ে ملأ এর صفة

إن এর شرط ও جواب الشرط নির্ধারণ করো।

كما এটি ما المصدرِيَّة সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ হবে এই– فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكم كَسُخْرِيَتِكم হরফুলজরটি পূর্ববর্তী نَسْخَرُ এর সাথে متعلق

من এটি الذي এর সমার্থক اسم الموصول পরবর্তী বাক্যটি তার صلة আর ه যমীরটি হচ্ছে عائد إلى الموصول

يخزيه এটি عذاب এর صفة
ছিলা-মাওছূল মিলে تعلمون এর مفعول به
শাব্দিক অর্থ– অতিসত্বর তোমরা জানতে পারবে ঐ ব্যক্তিকে যার উপর এমন আযাব আসবে যা তাকে অপদস্থ করবে।

... يحل عليه এটি يأتيه এর উপর معطوف হয়েছে।

তরজমা ঃ আর (হে নূহ!) তুমি আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার নির্দেশনায় জাহাজ তৈরী করো। আর তুমি যালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না; তাদেরকে অবশ্যই ডুবিয়ে দেয়া হবে। আর সে জাহাজ তৈরী করতে লাগলো। যখনই তার কাওমের কোন নেতৃস্থানীয় লোক তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করতো তখনই তারা তাকে উপহাস করতো। তিনি বলতেন, যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস করো তাহলে (অদূর ভবিষ্যতে) আমরা তোমাদেরকে উপহাস করবো, যেমন তোমরা উপহাস করছো। আর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে ঐ ব্যক্তিকে যার উপর লাঞ্ছনাজনক আযাব

আসবে এবং যার উপর স্থায়ী আযাব নাযিল হবে।

(৮) وَ نَادٰى نُوحٌ ابْنَهُ وَ كَانَ فِي مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَ لَا تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ * قَالَ سَاٰوِيْ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ امْرِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، وَ حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

معزل (আলাদা/পৃথক স্থান)

اٰوِيْ (আশ্রয় নেবো) (ض) أَوِيًّا দেখো, পৃঃ ২০৮

يعصمني (আমাকে রক্ষা করবে) (ض) عِصْمَةٌ রক্ষা করা। পৃঃ ৭৬

حال (আড়াল হলো) (ن) حَيْلُوْلَةٌ

حَالَ شَيْءٌ بَيْنَ شَيْأَيْنِ একটি বস্তু দু'টি বস্তুর মাঝে আড়াল হলো। কোরআনে আছে, يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِه তিনি মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে আড়াল হন।

বাক্য বিশ্লেষণ

في معزل এটি موجودًا এর সাথে متعلق এবং তা كان এর খবর بعيد عن أبيه এই উহ্য অংশটি معزل এর صفة

শাব্দিক অর্থ– আর সে এমন পৃথক স্থানে উপস্থিত ছিলো যা তার পিতা থেকে দূরবর্তী।

يعصمني من الماء তারকীবে বাক্যটির ইরাবগত অবস্থান কী ?

مع ... এটি ظرفُ المكانِ এটি كان এর খবর موجودًا এর ظرف হয়েছে। আর لا تكن যদি فعل تام হয় তখন তা لا تبق এর সমার্থক হবে, আর তার মাঝে সুপ্ত যমীর أنت তার فاعل হবে এবং مع الكفرين তার ظرف হবে।

لا এটি نَافِيَةٌ لِلْجِنْسِ অর্থাৎ এই হরফটি তার اسم এর জাতিসত্তা থেকে خبر কে نفي করে।

لا شَجَرَ (موجودٌ) في الطريقِ (রাস্তায় কোন গাছ নেই) এখানে لا অব্যয়টি شجر এর জাতিসত্তা থেকে وُجُودٌ في الطريقِ কে নাকচ করেছে। তদ্রূপ لا صديق لي এ বাক্যে لا অব্যয়টি এ কথা বোঝায় যে, صديق এই جنس তোমার জন্য সাব্যস্ত নেই।

اليوم — এটি عاصم এর ظرف আর من أمر الله হচ্ছে তার সঙ্গে متعلق
এখানে عاصم হলো لا النافية للجنس এর اسم আর موجود হচ্ছে তার خبر
এখানে لا অব্যয়টি عاصم এর 'জিনস' বা জাতিসত্তা থেকে وجود কে নফী করেছে। অর্থাৎ এ কথা বুঝিয়েছে যে, عاصم এই 'জিনস'-এর وجود নেই।

من المغرقين এটি معدودا এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ আর নূহ তার পুত্রকে ডেকে বললেন, আর সে (তার পিতা থেকে) দূরে ছিলো– হে প্রিয় পুত্র! আমাদের সাথে (কিশতিতে) সওয়ার হও, কাফিরদের সঙ্গে থেকো না। সে বললো, আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেবো, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। তিনি বললেন, আজ আল্লাহর আযাব থেকে কোন রক্ষাকারী নেই, তবে আল্লাহ্ যাকে দয়া করেন। আর একটি ঢেউ তাদের উভয়ের মাঝে আড়াল হলো। ফলে সে ডুবে গেলো। (যাদেরকে ডোবানো হলো তাদের মধ্য গণ্য হয়ে গেলো।)

(٩) وَ نادٰى نوحٌ رَبَّه فقال رَبِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي، وَ اِنَّ وَعْدَكَ الحَقُّ و أنتَ أَحْكَمُ الحٰكِمين * قال ينوحُ اِنه ليس من اَهْلِكَ اِنه عَمَلٌ غيرُ صالحٍ فلا تَسْأَلْنِ ماليس لك بِه عِلْمٌ، اِني اَعِظُك اَنْ تكونَ مِنَ الجٰهِلين * قال رب اني اعوذ بك اَنْ اسأَلَك ماليس لي به علم وَ اِلَّا تغفِرْ لي و ترحَمْنِي اَكُنْ مِنَ الخٰسِرين *

শব্দ বিশ্লেষণ

أهـل আত্মীয়স্বজন। পরিবারপরিজন (একবচনে ও বহুবচনে)
أَهْلُ البيتِ ঘরের অধিবাসীগণ।

أعـظ (আমি উপদেশ দিচ্ছি) (ض) وَعْظًا উপদেশ দেয়া।

رب এটি مضاف إليه আর منادى مضاف অর্থাৎ يا ء المتكلم এখানে উহ্য রয়েছে এবং পূর্ববর্তী كسرة টি يا ء المتكلم এর উহ্যতা প্রমাণ করছে। منادى مضاف মানছূব হয়। এখানে তা منصوب হয়েছে অপ্রকাশিত ফাতহা দ্বারা। কেননা منادى এর শেষ হরফটি يا ء المتكلم এর কারণে কাসরাযুক্ত হয়ে পড়েছে।

أعـوذ (আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি) (ن) عَوْذًا، مَعاذًا (ব্যবহার ب অব্যয়যোগে) أعـوذ بالله من الشـيطان الرجيم
এখানে من অব্যয়টি উহ্য আছে অর্থাৎ– أعوذ بك من أن أسـألك

বাক্য বিশ্লেষণ

من أهلي এটি معدود এর সাথে متعلق আর তা إن এর خبر

من أهلك এর তারকীব আলোচনা করো।

إنه ليس من أهلك এই বাক্যটির তারকীব করো।

عمـل এখানে مصدر কে اسم الفاعل এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো অতিশয়তা প্রকাশ করা। অর্থাৎ বদ আমল করতে করতে সে নিজেই যেন বদ আমল হয়ে গেছে। আরবীতে এর প্রচুর উদাহরণ আছে। যেমন–
هو جُوْدٌ – هو بُخْلٌ – زَيْدٌ ظُلْمٌ

ما এটি موصول এবং পরবর্তী বাক্যটি তার صلة

علم এটি ليس এর পশ্চাদ্‌বর্তী اسم আর به তার সাথে متعلق আর لك হচ্ছে موجودًا এর সাথে متعلق এবং তা ليس এর অগ্রবর্তী খবর। বাক্যটির মূলরূপ হলো– لَيْسَ عِلْمٌ بِهِ مَوْجُودًا لَكَ
به এর ضمير হচ্ছে عائد إلى الموصول

أن تكون এখানে মূলরূপ হলো لِأَنْ لَا تَكُونَ

من — এটি معدودا এর সঙ্গে متعلق এবং তা تكون এর খবর।

أن أسألك — এটি উহ্য হরফুল জর من এর সাথে متعلق

إلا — إن ও لا এর যুক্তরূপ। إن হচ্ছে حرف الشرط

أكن من الخسرين বাক্যটি جواب الشرط – ফেয়েলটির মূলরূপ হলো أكون মজযূম অবস্থায় أكون দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে حرف العلة পড়ে গিয়ে أكن হয়েছে। কখনো কখনো নিয়মের বাইরে نون কেও ফেলে দেয়া হয়। যেমন لم أكن থেকে لم أكُ তদ্রূপ إن يكن থেকে إِنْ يَّكُ কোরআনে আছে–

إِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُه যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার মিথ্যার দায়িত্ব তারই উপর বর্তাবে।

দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ হযরত নূহ (আঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, তার পরিবারপরিজনকে তিনি রক্ষা করবেন। তাই পুত্রের ধ্বংসের পর তিনি আল্লাহর দরবারে ফরয়াদ করেছেন।

তরজমা ঃ নূহ তার প্রতিপালককে নিদা করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারভুক্ত, আর আপনার ওয়াদা চিরসত্য। (তাহলে আমার পুত্র হালাক হওয়ার রহস্য কী ?) আর আপনি তো বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

তিনি বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে তো অতিশয় দুষ্কর্মকারী। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন বিষয় প্রার্থনা করো না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে মূর্খদের দলভুক্ত না হওয়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছি।

নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, এমন বিষয় আপনার কাছে প্রার্থনা করা হতে আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। আর যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন এবং রহমত না করেন তাহলে তো আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবো।

(١٠) وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُم هُوْدًا، قَالَ يٰقَوم اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِن إِلٰهٍ غَيرُه، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُون * يٰقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُم عَلَيه

أَجْـرًا ، إِنْ أَجْـرِيَ إِلَّا عَلَى الذي فَطَرَنِيْ، أَفَلا تعقِلون *

শব্দ বিশ্লেষণ

فطرني (আমাকে সৃষ্টি করেছেন) (ن) فَطْرًا
فَطَرَ اللّٰهُ العالَمَ আল্লাহ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন।
فَاطِرُ السمٰوٰتِ وَ الأرضِ

مفترون এটি اِفْتِرَاءً মাছদার اسم الفاعل باب الافتعال থেকে অপবাদ আরোপ করা। এখানে عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا উহ্য রয়েছে। كذبا হচ্ছে مفترون এর مفعول به আর على الله হচ্ছে তার সাথে متعلق

বাক্য বিশ্লেষণ

ما لكم من اله غيره বাক্যটির তারকীব করো। (দেখো, পৃঃ ১৭৬)

إن أنتم إلا এখানে حرف النفي এর পরে إلا এসেছে, সুতরাং তা حصر এর অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ এ কথা বোঝাবে যে, حرف النفي এর পরবর্তী শব্দটি إلا এর পরবর্তী শব্দের মাঝে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তোমরা অপবাদ আরোপকারী ছাড়া অন্য কিছু নও। (তোমরা শুধু আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপকারী।)
তদ্রূপ দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ হবে, আমার প্রতিদান শুধু আমার স্রষ্টার যিম্মায়।

তরজমা ঃ আর আমি আদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই (তাদের সমগোত্রীয়) হূদকে (রাসূলরূপে) পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো শুধু (আল্লাহর নামে) মিথ্যা আরোপ করো।
হে আমার কাওম! এ কাজের উপর আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো শুধু ঐ সত্তার যিম্মায় যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা কি বোঝো না।

(١١) وَ لما جاءَ امرُنا نَجَّيْنا هُودًا و الذين اٰمَنُوا مَعَه بِرَحْمَةٍ منا، وَ نجينهم من عذابٍ غليظ ·

বাক্য বিশ্লেষণ

لما — এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ১৫৩। পুরো বাক্যটির মূলরূপ এই–
نَجَّيْنَا هُودًا حِيْنَ مَجِيْءِ أَمْرِنَا

برحمة منا — হরফুল জর দু'টি কার সাথে متعلق ?

তরজমা ঃ আর যখন আমার (আযাবের) আদেশ এসে পৌঁছলো তখন হূদকে এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি আপন রহমতে নাজাত দিলাম। তাদেরকে আমি কঠিন আযাব থেকে নাজাত দিলাম।

(১২) وَ إِلىٰ ثَمُودَ أَخَاهُم صٰلِحًا، قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لكم من الٰهٍ غَيْرُه، هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكم فيها فَاسْتَغْفِرُوه ثم تُوبُوا اليه، اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب

শব্দ বিশ্লেষণ

استعمر — (আবাদ করিয়েছেন) اِسْتِعْمَارًا আবাদ করানো।
اِسْتَعْمَرَه في مَكانٍ তাকে কোন স্থানে বসত করালো।
(ن) عَمْرًا বিভিন্ন অর্থ ও ব্যবহার দেখো–
عَمَرَ الرجلُ লোকটি দীর্ঘায়ু লাভ করলো।
عَمَرَ المكانَ/المسجدَ স্থানটি বা মসজিদটি আবাদ করলো।
কোরআনে আছে– اِنَّمَا يَعْمُرُ مساجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

বাক্য বিশ্লেষণ

إلى ثمود أخاهم صالحا এর তারকীব করো।
مالكم من اله غيره এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই 'ছালিহ'কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।
তিনি তোমাদেরকে ভূমি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং ভূমিতে তোমাদের আবাদ করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং

তাঁর প্রতি একাগ্র হও। (তার কাছে তাওবা করো।) আমার প্রতিপালক তো নিকটবর্তী এবং সাড়া দানকারী।

(১৩) وَ اسْتَغْفِروا رَبَّكم ثم تُوبُوا اليه، اِنَّ رَبِّي رحيم وَدود *

قالوا يٰشُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كثيرًا مما تقول وَ اِنَّا لَنَرٰكَ فِينا

ضعيفًا، وَ لَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَ ما اَنْتَ علينا بِعَزِيزٍ

শব্দ বিশ্লেষণ

ودود	আল্লাহর গুণবাচক নাম। অর্থ– নেকবান্দাদের প্রতি মমতাপূর্ণ। (মানুষের ক্ষেত্রে) দয়ালু। (স্ত্রী ও পুরুষ)
ما نفقه	(আমরা বুঝি না) দেখো, পৃঃ ১৯৬
رهط	দশ বা দশের কম সংখ্যার দল। رَهْطُ الرجلِ কারো খান্দান বা গোষ্ঠী।
رجمنا	(ن) رَجْمًا পাথর মারা। رَجَمَه তাকে পাথর মারলো। তাকে পরিত্যাগ করলো। (عزيز শব্দটি দেখো, পৃঃ ৬১)

বাক্য বিশ্লেষণ

كثيرا	এটি نفقه এর مفعول به
مما	অর্থাৎ مما تقوله কিংবা مِنْ قَوْلِكَ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো) من হচ্ছে معدودًا এর সাথে متعلق আর তা كثيرًا এর صفة শাব্দিক অর্থ– তুমি যা কিছু বলো তার মধ্য হতে গণ্য অনেক কিছু আমরা বুঝি না।
فينا	এটি نرى এর সাথে متعلق আর ضعيفا হচ্ছে نرى এর مفعول به থেকে حال
علينا	এটি عزيز এর সাথে متعلق

তরজমা : আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তার প্রতি একাগ্র হও। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক দয়ালু, মমতাময়।

তারা বললো, হে শোআইব! তোমার অনেক কথাই আমরা বুঝতে পারি না। আর আমাদের মাঝে তোমাকে আমরা দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। আর তোমার গোষ্ঠী যদি (আমাদের কাছে প্রতাপশালী বলে মনে) না হতো তাহলে অবশ্যই তোমাকে আমরা পাথর মেরেই হত্যা করতাম। তুমি তো আমাদের মাঝে প্রতাপশালী কোন ব্যক্তি নও।

(١٤) وَ يٰقومِ اعْمَلُوا علىٰ مَكانَتِكم اِنِّي عامِلٌ، سوف تعلمون مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ مَنْ هُوَ كاذِبٌ، وَ ارْتَقِبُوا اِني مَعَكم رَقيبٌ * وَ لما جاءَ امرُنا نَجَّيْنا شُعَيْبًا و الذين اٰمَنُوا مَعَه بِرَحْمَةٍ منا، وَ اخَذَتِ الذين ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَاَصْبَحُوا في دِيارهم جٰثِمين *

শব্দ বিশ্লেষণ

مكانة	উচ্চমর্যাদা। على مكانةٍ ধীরস্থিরভাবে। অবিচলভাবে।
يخزي	(অপদস্থ করবে) পিছনে ৭নং আয়াতে দেখো।
ارتقب	অপেক্ষা করো। اِرْتِقابًا অপেক্ষা করা।
	رَاقَبَه مُراقَبَةً و رِقابًا সে তাকে সতর্ক পর্যবেক্ষণে রাখলো।
	رَاقِبِ اللّٰهَ في عَمَلِكَ আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করো
رَقيب	বহুবচনে رُقَباءُ সতর্ক পর্যবেক্ষণকারী। তত্ত্বাবধানকারী।
صيحة	ডাক। চিৎকার। (ض) صِياحًا ও صَيْحًا চিৎকার করা।
	صَاحَ به তাকে ডাকলো।
	صَاحَ عليه/فيه তাকে চিৎকার করে ধমকালো।
جٰثمين	মাছদার (ن ও ض) جُثُومًا হাঁটু গেড়ে বসা।
	جَثَمَ الإنسانُ/الحَيَوانُ মানুষ বা প্রাণী হাঁটু গেড়ে বসলো বা মাটির সাথে লেগে থাকলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

من يأتيه এটা মাওছূল-ছিলাহ মিলে معطوف হয়েছে و من هو كاذب এর

উপর। আর من يأتيه عذاب এর তারকীব দেখো, পৃঃ ২৫০

في ديارهم এটি جاثمين এর সাথে متعلق আর তা أصبحوا এর خبر রূপে

منصوب

... لما جاء পুরো বাক্যটির মূলরূপটি বলো।

তরজমা ঃ হে আমার কাওম! তোমরা তোমাদের সাধ্যমত (আমার বিরুদ্ধে যত পারো) কাজ করো, আমিও আমার কাজ করে যাবো। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে ঐ ব্যক্তিকে যার উপর অপমানজনক আযাব আসে, এবং যে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।

আর যখন আমাদের (আযাবের) আদেশ উপস্থিত হলো তখন আমরা শোআইবকে এবং তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আপন রহমতে নাজাত দিলাম। আর যারা জুলুম করেছে তাদেরকে এক বিকট গর্জন পাকড়াও করলো। আর তারা তাদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় ভোর করলো।

(১৫) وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مبين * اِلٰى فِرْعَونَ وَ مَلَائِهٖ فَاتَّبِعوا اَمْرَ فِرْعَوْنَ، وَ ما امرُ فرعونَ برشيد

শব্দ বিশ্লেষণ

رشيد শুভ, ন্যায়সঙ্গত। সুবোধ, সুশীল। আল্লাহর গুণবাচক নাম। কল্যাণের আধার। (ن) رَشْدًا হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

سلطن এর إعراب কী এবং কারণ কী ?

ملائه এর إعراب কী এবং কারণ কী ?

ما এর পরিচয় এবং বাক্যটির তারকীব বলো।

তরজমা ঃ আর অবশ্যই মূসাকে আমি ফেরআউন ও তার অনুচরদের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি। কিন্তু তারা ফেরআউনের কর্মকাণ্ড অনুসরণ করলো, অথচ ফেরআউনের কর্মকাণ্ড ন্যায়সঙ্গত ছিলো না।

(١٦) فَاسْتَقِمْ كما أُمِـرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَك، وَ لا تَطْغَوْا اِنَّـه بـما تَعمـلون بَصـيرٌ * وَ لا تَرْكَـنُوا الى الذين ظَلَـمُوا فَتَمَسَّـكُمُ النارُ وَ مـا لكم مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِـيـاءَ ثم لا تُنْـصَـرون * و اَقِـمِ الصـلٰوةَ طَرَفَيِ النَّـهارِ وَ زُلَـفًا مِنَ الليـلِ اِنَّ الحَسَـنات يُذْهِبْنَ السَّـيِّـئاتِ، ذلك ذِكْرٰى لِلذّٰكرين، وَ اصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لا يُضِـيعُ اَجْـرَ المحسـنين *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تطغوا (সীমা লঙ্ঘন করো না) (ف) طُغْيانًا স্বেচ্ছাচার করা, সীমা লঙ্ঘন করা। হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ বলেছেন–

اِذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ انه طَغٰى

আরেকটি অর্থ হলো, পানি স্ফীত হওয়া, ফুলে ওঠা। কোরআনে আছে, وَ لَمَّا طَغَى الماءُ حَمَلْناكم في الجارِيَةِ, যখন পানি ফুলে উঠলো তখন তোমাদেরকে আমি কিশতিতে বহন করেছি। আয়াতের মূলরূপ এই–

حَمَلْناكُمْ في الجارِيَةِ حينَ طُغْيانِ الماءِ

لا تركنوا (তোমরা ঝুঁকে পড়ো না) (ن) رُكونًا (إلى অব্যয়যোগে) কারো প্রতি অনুরক্ত হওয়া। ঝোঁকা।

تمس (স্পর্শ করবে) দেখো, পৃঃ ১৫০

طَرَفٌ (প্রান্ত) দ্বিবচনে طَرَفانِ এটি مضاف হলে نون পড়ে যাবে। যেমন طَرَفَا الثوبِ جَميلان – কাপড়ের প্রান্তদ্বয় সুন্দর। এখানে শব্দটি مبتدأ হয়েছে এবং ألف দ্বারা মারফূ হয়েছে। আর أَقِمِ الصلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهارِ বাক্যটিতে শব্দটি مفعول فيه হয়েছে এবং ইয়া-পূর্ব-ফাতহা দ্বারা منصوب হয়েছে।

زُلْفَةٌ বহুবচনে زُلَفٌ রাতের প্রথম দিকের অংশ।

ذكرى স্মারক। উপদেশ।

বাক্য বিশ্লেষণ

و من تاب معك	এটি معطوف হয়েছে استقم এর মাঝে বিদ্যমান সুপ্ত যমীর أنت এর উপর।
بما تعملون	এখানে ما এর পরিচয় কী এবং ب অব্যয়টি কার সাথে متعلق
زلفا	এটি কার উপর معطوف হয়েছে বলো?
من الليل	এটি معدودة এর সঙ্গে متعلق এবং তা زلفا এর صفة শাব্দিক অর্থ– রাতের মধ্য গণ্য কিছু অংশে
تمسكم	এটি উহ্য أن দ্বারা منصوب (দেখো, পৃঃ ১২৫)

তরজমা ঃ সুতরাং আপনি এবং আপনার সঙ্গে যারা আল্লাহর দিকে রুজু করেছে তারা (সরল পথে) অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। আর তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের আমল দেখেন। আর যারা জুলুম করেছে তাদের প্রতি তোমরা অনুরক্ত হবে না, তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। আর তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক নেই। সুতরাং (কারো পক্ষ হতে) তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

আর তোমরা দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিঃসন্দেহে নেক আমলসমূহ বদআমলগুলোকে দূর করে দেয়। আর এটি স্মরণকারীদের জন্য উত্তম স্মারক। আর ছবর করো, কেননা আল্লাহ্ নেক আমলকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

(١٧) وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَ اَهْلُهَا مُصْلِحُون

শব্দ বিশ্লেষণ

ما كان	এটি فعل ناقص আর ربك হলো তার اسم আর ليهلك القرى এই বাক্যটি উহ্য ان দ্বারা مصدر হয়ে ل এর مجرور এবং তা كان এর উহ্য খবর مريدا এর সাথে متعلق (পিছনে দেখো, পৃঃ ১১৪) শাব্দিক অর্থ– আর আপনার প্রতিপালক জনপদগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছাকারী ছিলেন না।

তরজমা ঃ আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে

ধ্বংস করে দেবেন, এমন অবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সততার পথ অনুসরণকারী।

(১৮) وَ قُلْ لِلَّذِين لا يُؤمنونَ اعْمَلوا عَلٰى مَكانَتِكم، اِنَّا عٰمِلون، وَ انْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرون * وَ لِلّٰهِ غيبُ السمٰوٰتِ وَ الارضِ و إليه يُرْجَعُ الأمرُ كلُّه فَاعْبُدْه و تَوكَّلْ عليه، و ما رُبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تعملون *

বাক্য বিশ্লেষণ

يرجع	الأمرُ হচ্ছে نائب الفاعل আর كُلُّه নায়েবুল ফায়েল-এর مُؤَكِّد আর إليه হচ্ছে يرجع এর সাথে متعلق
عما	এটি আসলে عن ও ما এর যুক্তরূপ। ما হচ্ছে حرفُ المصدرِ অর্থাৎ عَنْ عَمَلِكم এবং তা غافل এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ যারা ঈমান আনে না তাদেরকে আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের সাধ্যমত (আমার বিপক্ষে) কাজ করে যাও। আমরাও কাজ করে যাই। আর তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করি। আর আসমান ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয় আল্লাহরই জন্য। আর সমস্ত বিষয়কে তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। সুতরাং আপনি তাঁর ইবাদত করুন। আর আপনার প্রতিপালক তোমাদের আমল সম্পর্কে বেখবর নন।

(১৯) تِلك اٰيٰتُ الْكِتٰبِ المبين * إِنَّا أَنْزَلْنٰه قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لعلكم تعقلون * نحن نَقُصُّ عليك أَحْسَنَ الْقَصَصِ بما أَوْحَيْنا إليك هذا القُرْآنَ وَ إِنْ كنتَ من قَبْلِه لَمِنَ الْغٰفِلين *

শব্দ বিশ্লেষণ

قران	এটি (ف) قرأ এর দ্বিতীয় মাছদার, অন্য মাছদারটি হলো قِراءةٌ এখানে মাছদারটি اسم المفعول অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ

مَقْرُوْءٌ (যা পঠিত হয়) কোরআনকে এজন্য قُرْاٰن বলা হয় যে, তা বহুলভাবে পঠিত হয়।

نقص (ঘটনা বর্ণনা করবো) (ن) قَصَصًا দেখো, পৃঃ ১৭৫

أَحْسَنُ এটি حَسَنٌ এর اسمُ التفضيل অধিকতর উত্তম।

القَصَص এটি মাছদার, (قِصَّةٌ এর বহুবচন নয়) قِصَّةٌ এর বহুবচন হচ্ছে قِصَصٌ

أَحْسَنَ القصص সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা

أوحينا (আমরা অহী প্রেরণ করেছি) إِيْحاءٌ (মূলত إِوْحَايًا হুরফের নিয়মে পরিবর্তন ঘটেছে) অহী প্রেরণ করা।

غافل (গাফিল, অনবগত) দ্বিতীয় অর্থটি এখানে উদ্দেশ্য। (ن) غَفْلَةً ও غُفُولًا (عن অব্যয়যোগে) কোন কিছু সম্পর্কে উদাসীন/গাফেল/বেখবর হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

تلك এখানে ইশারা করা হয়েছে সূরার আয়াতগুলোর দিকে। এটি مبتدأ পরবর্তী অংশটি خبر

أنزلناه যামীরে মানছূবটি ফিরেছে الكتب এর দিকে।

قرانا এই মাছদারটি مَقْرُوْءٌ অর্থে حال হয়েছে أنزلنا এর مفعول به থেকে।

أحسن القصص এটি نقص এর مفعول به

بما এটি ما المصدريةُ অর্থাৎ بِإِيْحائِنَا إليكَ هذا القرآنَ (আপনার কাছে এই কোরআনকে অহী রূপে প্রেরণের মাধ্যমে) হরফুল জরটি نقص এর সাথে متعلق

إن এটি إن এর 'লঘুরূপ'। এর ইসম হচ্ছে ضمير الشأن যা এখানে উহ্য রয়েছে ... إنه كنت।
পরবর্তী বাক্যটি إن এর খবর।

من قبله এটি فعل ناقص এর خبر এর সাথে متعلق

من الغافلين এটি معدودا এর সাথে متعلق এবং তা ناقص এর خبر

তরজমা ঃ ঐগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। নিঃসন্দেহে আমি কিতাবকে আরবী কোরআন রূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। আমি আপনার কাছে সর্বোত্তম ঘটনা বর্ণনা করি এই কোরআনকে আপনার কাছে অহীরূপে প্রেরণ করার মাধ্যমে। আর নিঃসন্দেহে আপনি এই অহী প্রেরণের পূর্বে অনবগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(২০) إِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيهِ يٰأَبَتِ إِني رأيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا و الشمسَ و القمرَ رأيتُهم لي سٰجدين * قال يٰبُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ على إِخْوَتِك فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا * إِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْإِنْسٰنِ عَدُوٌّ مبين *

শব্দ বিশ্লেষণ

يَا أَبَتِ মূলতঃ ছিলো يَا أَبِيْ এখানে يا ء المتكلم কে হযফ করে ت যোগ করা হয়েছে, উদ্দেশ্য হলো অত্যন্ত আপনত্ব প্রকাশ করা। يـا ابتي বলা ঠিক নয়। কারণ ت হচ্ছে يا ء এর বিকল্প। সুতরাং দু'টো একত্র হতে পারে না।

كَوْكَبٌ গ্রহ, (এখানে তারকা অর্থে ব্যবহৃত) বহু كَوَاكِبُ

كَيْدًا (ض) এর মাছদার। চক্রান্ত করা, ব্যবহার كادَ فُلَانًا/لِفُلَانٍ অমুকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলো।

عَدُوٌّ (শত্রু) একবচনে ও বহুবচনে এবং উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত। স্ত্রীলিঙ্গের জন্য عَدُوَّةٌও ব্যবহৃত হয়। দ্বিবচনে عَدُوَّانِ বহুবচনে عِدًى ও أَعْدَاءٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ এটি اِسمُ ظَرْفٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ এবং পরবর্তী বাক্যটি মাছদার হয়ে এর مضاف إليه হয়েছে। আর তা নিজে উহ্য ফেয়েলের مفعول به হয়েছে। মূলরূপ এই وَ اذْكُرْ وَقْتَ قَوْلِ يوسُفَ لِأَبِيهِ

رأيتهم এখানে هم যামীরটি كوكبا এবং الشمس و القمر এর দিকে

ফিরেছে। সিজদা করা তো عاقل এর কাজ। এজন্য এগুলোকে جمع مذكر عاقل ধরে هم যমীর ব্যবহার করা হয়েছে। رَأَيْتُهَا لي কিংবা رأيتهن لي سَاجِداتٍ سَاجِدَةً বলারও সুযোগ ছিলো।

لي — কার সাথে متعلق ? এবং ساجدين তারকীবে কী হয়েছে?

فيكيدوا — ফেয়েলটির ইরাব সম্পর্কে আলোচনা করো। দেখো, পৃঃ ১২৫

كيدا — এর তারকীব বলো।

তরজমা ঃ ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন ইউসুফ তার আব্বাকে বললেন, প্রিয় আব্বা! আমি (স্বপ্নে) এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চাঁদ দেখেছি। তাদেরকে আমি আমাকে সিজদা করতে দেখেছি। তিনি বললেন, প্রিয় পুত্র! তুমি তোমার ভাইদের কাছে তোমার স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করো না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। শয়তান তো মানুষের খোলা দুশমন।

(ইয়াকুব আঃ এভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন।)

(٢١) وَ كذلك يَجْتَبِيْكَ رَبُّك وَ يُعَلِّمُك مِنْ تَأوِيلِ الأَحَادِيثِ * و يُتِمُّ نِعْمَتَه عليك وَ عَلٰى آلِ يعقوبَ كَمَا أَتَمَّها علىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ابراهيمَ و اسحٰقَ، اِنَّ رَبَّكَ عليمٌ حكيم

শব্দ বিশ্লেষণ

يجتبي — (নির্বাচিত করবেন) اِجْتِبَاءٌ নির্বাচিত করা।

تأويل الأحاديث — স্বপ্নের ব্যাখ্যা। حَدِيْثٌ কথা, (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ) বহুবচন أَحَادِيثُ

آلٌ — পরিবার। (বিশিষ্ট লোকদের পরিবার)

বাক্য বিশ্লেষণ

كما — এটি كَإِتْمَامِها عَلٰى أَبَوَيْكَ অর্থাৎ ما المصدرِيَّةُ ও حرف الجر এটি متعلق হয়েছে يتم ফেয়েলের সঙ্গে।

أبويك — মা-বাবা অর্থে أَبَوَانِ এর ব্যবহার আছে। তবে এখানে أَبَوَانِ দ্বারা দুই পূর্বপুরুষ উদ্দেশ্য। ইযাফতের কারণে نون المثنى পড়ে গেছে এবং ইয়া-পূর্ব ফাতহা দ্বারা জর দেয়া হয়েছে।

من قبل — অর্থাৎ قَبْلَ هذا الوَقْتِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

إبرهيمَ واسحٰقَ এর তারকীব বলো।

তরজমা ঃ এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (নবুয়তের জন্য) মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দান করবেন এবং তিনি তোমার উপর এবং ইয়াকুব পরিবারের উপর তার নিয়ামত পূর্ণ করবেন, যেমন ইতিপূর্বে তিনি তা পূর্ণ করেছেন তোমার দুই পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(২২) لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ اٰيٰتٌ لِلسَّائِلِيْنَ * إِذْ قَالُوا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوهُ اَحَبُّ الى اَبِينا مِنَّا و نحنُ عُصْبَةٌ، اِنَّ اَبَانا لَفِي ضَلٰلٍ مبينٍ * اقْتُلُوا يُوسُفَ اَوِ اطْرَحُوهُ اَرْضًا يَخْلُ لكم وَجْهُ اَبِيكم، وَ تَكُوْنُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ * قال قَائِلٌ منهم لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ اَلْقُوهُ في غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ان كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

শব্দ বিশ্লেষণ

أحب — এটি اسمُ التفضيل এর ছীগাহ, অধিকতর প্রিয়।

عصبة — শক্তিশালী দল, (جَمَاعَةٌ ذُوُوْ عَدَدٍ تَقْدِرُ عَلَى النَّفْعِ وَ الضَّرَرِ) বহুবচনে عُصَبٌ

ضلل — এখানে ضَلٰلٌ অর্থ দ্বীনের ক্ষেত্রে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা নয়। কেননা আল্লাহর নবী (হযরত ইয়াকুব আঃ) সম্পর্কে এরূপ ধারণা করলে তো তারা কাফির হয়ে যাবে। এখানে ضَلٰل অর্থ خَطَأٌ বা ভুল। (অর্থাৎ আমাদেরকে ভালো না বেসে ইউসুফকে ভালোবাসা ভুল কাজ, আর তিনি সেই ভুলের মাঝে আছেন।

اطرحوا — (নিক্ষেপ করো) (ف) طَرْحًا নিক্ষেপ করা (ব্যবহার) طَرَحَ شَيْئًا/بِشَيْءٍ কোন কিছু নিক্ষেপ করলো।

طَرَحَ عليه شَيْئًا কোন কিছু তার সামনে পেশ/উপস্থাপন করলো

طَرَحَ عَنْهُ شَيْئًا কোন কিছু তার থেকে সরিয়ে দিলো।

يخل (ن) خُلُوًّا - يَخْلُو - خَلا (ব্যবহার لِ অব্যয় যোগে) একান্ত ও বিশিষ্ট হয়ে যাওয়া।

خَلَوْتُ لك আমি শুধু তোমার হয়ে গেছি।

وَجْهُ أَبِيكم অর্থাৎ حُبُّ أَبِيكم

جُبٌّ প্রশস্ত কূপ غَيَابَةُ الجُبِّ কুয়ার তলদেশ।

يلتقط (কুড়িয়ে নেবে) اِلْتِقَاطًا কুড়িয়ে নেয়া

سَيَّارَةٌ এটি سَائِرَةٌ (চলাচলকারী) এর অতিশয়ী শব্দ। এখানে উদ্দেশ্য হলো কাফেলা (কারণ কাফেলা দীর্ঘ সময় ধরে দীর্ঘ পথ চলে)

বাক্য বিশ্লেষণ

للسائلين অর্থাৎ ايٰتٌ نافِعَةٌ للسائلين (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

এখানে عَنْ قُدْرَةِ اللّٰهِ وَ حِكْمَتِهِ উহ্য রয়েছে, যা السائلين এর সাথে متعلق হয়েছে।

في يوسفَ و إخوتِه এটি كان এর উহ্য খবর موجودةً এর সঙ্গে متعلق

من ও إلى অব্যয় দু'টি أحب এর সাথে متعلق

ونحن عصبة তারকীবে কী হয়েছে বলো।

لفي এই لام সম্পর্কে কী জানো।

أرضا এটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের ظرف রূপে منصوب আর শব্দটিকে نكرة ব্যবহার করে দূর্ববর্তী অজ্ঞাত স্থান বোঝানো হয়েছে।

يخل এটি مجزوم হয়েছে লাম কালিমা ফেলে দেয়ার মাধ্যমে। মাজযূম হওয়ার কারণ তুমি বলো।

من بعده যামীরটি ফিরেছে اقتلوا এবং اطرحوا এর মাঝে বিদ্যমান طَرْحٌ ও قَتْلٌ মাছদার-এর দিকে। এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৭৯ হরফুলজর ও মাজরূর মিলে صٰلحين এর সাথে متعلق

يلتقط এই ফেয়েলটি মাজযূম হওয়ার কারণ কী ?

إن এর جواب الشرط কোনটি এবং তার قرينة বা আলামত কোনটি?

তরজমা ঃ (আল্লাহর কুদরত ও হিকমত সম্পর্কে) জিজ্ঞাসুদের জন্য ইউসুফ ও তার ভাইদের (ঘটনার) মাঝে অবশ্যই (উপকারী) নিদর্শনসমূহ রয়েছে।

ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন তারা বললো, ইউসুফ ও তার ভাই তো আমাদের আব্বার কাছে আমাদের চেয়ে প্রিয়। আমাদের আব্বা অবশ্যই স্পষ্ট ভুলের মাঝে রয়েছে।

তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো, কিংবা কোন দূরবর্তী ভূমিতে ফেলে আসো, তখন তোমাদের আব্বার ভালোবাসা তোমাদের জন্য নির্ভেজাল হয়ে যাবে। এরপর তোমরা (তাওবা করে) ভালো মানুষ হয়ে যাবে।

তাদের একজন বললো, ইউসুফকে তোমরা হত্যা করো না, বরং (পানি শূন্য) কূপের তলদেশে ফেলে দাও, কোন কাফেলার কেউ তাকে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। যদি তোমরা করতে চাও (তাহলে এটা করো।)

দ্রষ্টব্য ঃ পরে তাওবা করে ভালো হয়ে যাবো এ কথা ভেবে গোনাহ করা বড় ভয়ঙ্কর। এমন লোকের সাধারণত তাওবা নছীব হয় না, এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহর গযব নাযিল হওয়ার আশংকা রয়েছে।

(٢٣) قَالوا يٰـاَبَانا مَـالَكَ لا تَـأْمَـنَّا عَلىٰ يوسُـفَ وَ اِنَّـا لَـه لَنٰـصِحُـون، اَرْسِلْـهُ مَـعَنَـا غَـدًا يَرْتَعْ وَ يَلْعَـبْ وَ اِنَّـا لـه لَحٰـفِظُـونَ * قَال اِنِّي لَيَحْزُنُنِـي أن تذهبـوا بـه و أخـاف أن يـأكـلَـه الـذئـبُ و أنـتم عـنـه غٰـفـلـون * قـالوا لَـئِـنْ أكَـلَـه الـذئـبُ و نحن عـصبـة اِنَّـا اذًا لـخٰـسِـرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا تأمنا (আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না) (মূলত ছিলো لا تَأْمَنُنَا এখানে نون কে نون এর মাঝে ادغام করা হয়েছে।)
(س) أَمْنًا، أَمَنًا، أَمَانًا নিরাপদ হওয়া। আশ্বস্ত হওয়া। নিশ্চিন্ত হওয়া।

أَمِنَ شَرًّا/ مِنْ شَرٍّ অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হলো।
أَمِنَ فُلانًا عَلٰى شَيْءٍ কোন বিষয়ে অমুককে বিশ্বাস করলো।
অমুকের উপর আস্থা স্থাপন করলো।

ناصح উপদেশ দাতা। হিতাকাঙ্ক্ষী (ف) نُصْحًا দেখো, পৃঃ ১৭৫

يرتع رَتْعًا و رُتُوعًا (ف)
رَتَعَتِ الماشِيَةُ গবাদিপশু মনের আনন্দে চরে বেড়ালো।
يرتع و يلعب এক সাথে উভয় ফেয়েলের অর্থ হবে খেলাধূলা করবে। মনের আনন্দে খেলে বেড়াবে।

يحزن (দুঃখিত/চিন্তিত করে) (ن) حُزْنًا চিন্তিত/দুঃখিত করা।
حَزَنَ الأمرُ فلانًا
কোরআনে আছে, لا يَحْزُنْكَ الذين يُسارِعون في الكُفْرِ যারা কুফুরিতে লিপ্ত হয় তারা যেন আপনাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। (অর্থাৎ তাদের চিন্তা ছেড়ে দিন।)
(س) حَزَنًا، حُزْنًا চিন্তিত/দুঃখিত হওয়া।

خاسر (ক্ষতিগ্রস্ত) দেখো, পৃঃ ১৪৭

বাক্য বিশ্লেষণ

مالك لا تأمنا এর তারকীব ما لنا لا نؤمن এর অনুরূপ। দেখো, পৃঃ ১৩৬
و إنا له لنصحون এ বাক্যটি نأمن এর مفعول به থেকে حال
يرتع و يلعب এর ইরাব ব্যাখ্যা করো।
و إنا له لحافظون বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।
تذهبوا به বাক্যটি أن দ্বারা মাছদার হয়ে তারকীবে কী হয়েছে বলো।
و أنتم এ বাক্যটি يأكل এর فاعل বা مفعول থেকে حال

তরজমা ঃ তারা বললো, হে আমাদের আব্বা! কেন আপনি ইউসুফের বিষয়ে আমাদের উপর ভরসা করেন না, অথচ আমরা তার হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে সে খেলাধূলা করতে পারে। আমরা অবশ্যই তাকে হেফাজত করবো।
তিনি বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, এটা আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে।

আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের বেখবর অবস্থায় নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে।
তারা বললো, আমরা শক্তিশালী দল থাকা অবস্থায় নেকড়ে যদি তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত (ও অপদার্থ) (অর্থাৎ এটা হতেই পারে না।)

দ্রষ্টব্য ঃ শেষ পর্যন্ত তারা ইউসুফকে নিয়ে গেলো এবং ......

(٢٤) وَ جَاؤُوا اَبَاهُمْ عِشَاءً يبكون، قالوا يَاَبَانا اِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ و تركنا يوسفَ عندَ مَتٰعِنا فَاَكَلَه الذئبُ و ما أنتَ بِمُؤْمِنٍ لنا وَ لَوْ كنا صٰدقين *

শব্দ বিশ্লেষণ

نستبق (আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করবো) اِسْتِبَاقًا (إلى) অব্যয়যোগে) কোন কিছুর দিকে একে অন্যের আগে যাওয়ার চেষ্টা করা।

مَتَاعٌ সামান। বহুবচনে أَمْتِعَةٌ

عشاء রাত্রের অন্ধকারের প্রথম ভাগ।

বাক্য বিশ্লেষণ

و جاؤا .... يبكون বাক্যটির তারকীব করো।

نستبق বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

ما أنت অর্থাৎ لست (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।)

لنا এটি مؤمن এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ তারা সন্ধ্যারাতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের আব্বার কাছে ফিরে এলো। তারা বললো, হে আব্বা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের সামানের সামনে রেখে গিয়েছিলাম, এই ফাঁকে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী।

দ্রষ্টব্য ঃ তারা ইউসুফের রক্তমাখা জামা দেখালো, কিন্তু হযরত ইয়াকুব সব বুঝেও ধৈর্য ধারণ করলেন।

এদিকে একদল লোক ইউসুফ (আঃ)-কে কুয়ায় পেয়ে মিশরের বাজারে নিয়ে বিক্রি করলো। মিশরের প্রশাসক তাকে ক্রয় করলেন এবং আদর যত্নে নিজের কাছে রাখলেন।

পরে এক চক্রান্তের কারণে তাকে জেলে যেতে হলো।

(٢٥) وَ دَخَلَ معه السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدُهما اِنِّيْ أَرٰنِي اَعْصِرُ خَمْرًا و قالَ الاٰخَرُ اِني اَرٰني اَحْمِلُ فوقَ رأسِي خُبْزًا تَأكُلُ الطَّيْرُ منه * نَبِّئْنا بِتَأوِيلِهِ، اِنا نَرٰكَ مِنَ المحسنين *

শব্দ বিশ্লেষণ

فَتًى (তরুন, যুবক) বহুবচনে فِتْيَةٌ এবং فِتْيَانٌ

أعصر (আমি নিঙড়াবো) (ض) عَصْرًا নিঙড়ানো, চিপা
أَعْصِرُ خَمْرًا অর্থাৎ আমি আঙ্গুর নিঙড়াচ্ছি, যা মদে পরিণত হচ্ছে।

أحمل (আমি বহুন করছি) (ض) حَمْلاً বহন করা, উঠানো।

طائر পাখী, বহু طَيْرٌ ও طُيُورٌ
طير শব্দটি جنس বা জাতিবাচক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ

أراني এ বাক্যটি إن এর খবর। আর أعصر خمرا এই বাক্যটি أرى এর مفعول به থেকে حال

تأكل ... বাক্যটি خبزا এর صفة

তরজমা ঃ দু'জন তরুন তার সঙ্গে জেলখানায় প্রবেশ করলো। তাদের একজন বললো, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি (আঙ্গুর নিঙড়ে মদ তৈরী করছি)। অপরজন বললো, আমি দেখি যে, আমি মাথায় করে রুটি বহন করছি আর পাখী তা থেকে কিছু খেয়ে ফেলছে। আপনি আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করুন। আমরা আপনাকে নেকলোকদের অন্তর্ভুক্ত দেখছি।

(٢٦) قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأوِيلِهِ

শব্দ বিশ্লেষণ

ترزقان (তোমাদের দু'জনকে আহার দান করা হবে) مضارع مجهول এর تثنية مذكر حاضر মাছদার (ن) رَزْقًا রিযিক দান করা, আহার দান করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

ترزقانه এটি طعام এর صفة আর যামীর মানছূবটি عائد إلى الموصوف জুমলা যখন ছিফাত বা খবর হয় তখন ঐ জুমলায় একটি যামীর থাকা আবশ্যক যা ছিফাত ও মাওছূফের মাঝে কিংবা মুবতাদা ও খবরের সংযোগ রক্ষা করে।

قبل أن এ অংশটির তারকীব করো। তাকীবে তা কি হয়েছে? শাব্দিক অর্থ– তিনি বললেন, তোমাদের কাছে তোমাদের খাবার আসবে না, যা তোমাদেরকে আহাররূপে দান করা হয়, কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার (স্বপ্নের) ব্যাখ্যা অবহিত করবো, (তোমাদের খাবার) তোমাদের কাছে আসার পূর্বে।

তরজমা ঃ তোমাদেরকে যে খাবার দেয়া হয় সে খাবার তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবহিত করবো।

দ্রষ্টব্য ঃ এই সুযোগে তিনি তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে বললেন–

(٢٧) ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي

বাক্য বিশ্লেষণ

ذلكما সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ২৩৫। এটি মুবতাদা।

مما ... এখানে علمني ربي বাক্যটি ما الموصولة এর ছিলাহ। ما এর স্থানীয় অর্থ হলো علم বা জ্ঞান, যা علمني থেকে বোঝা যায়। من অব্যয়টি معدود এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা خبر

তরজমা ঃ আর ঐ স্বপ্ন-ব্যাখ্যা ঐ জ্ঞান হতে গণ্য যা আমার প্রতিপালক আমাক শিক্ষা দান করেছেন।

(কিসের কারণে তিনি আমাকে এই জ্ঞান দান করলেন! কারণ)

(٢٨) اِنّي تركتُ ملةَ قومٍ لا يؤمنون بالله و هم بالاخرة هم كٰفرون * و اتبعتُ ملةَ اٰبائِي ابرهيمَ و اسحٰقَ و يعقوبَ، ما كان لَنا اَنْ نُشْرِكَ بالله مِنْ شَيْءٍ ، ذلك من فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنا وَ عَلَى الناسِ، و لٰكنَّ اَكْثَرَ الناسِ لا يشكرون *

বাক্য বিশ্লেষণ

لا يؤمنون بالله	বাক্যটি قوم এর صفة আর পরবর্তী বাক্যটি তার উপর معطوف প্রথমটি فعليه আর দ্বিতীয়টি اسمية
هم	প্রথমটি মুবতাদা, আর দ্বিতীয়টি তার مؤكد
بالآخرة	এটি كٰفرون এর সাথে متعلق আর তা خبر
ما كان لنا	এটি فعل تام এবং ما جازَ لَنا এর সমার্থক। (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ৭৮) أن نشركَ باللهِ অংশটি فعل تام এর فاعل
من شيء	এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত شيء হচ্ছে نشرك এর مفعول به সুতরাং তারকীবের দিক থেকে তা مجرور কিন্তু অর্থগত দিক থেকে منصوب

তরজমা ঃ আমি ঐ সম্প্রদায়ের মিল্লাত ও তরীকা বর্জন করেছি যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, বরং তারা আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী। আর আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব-এর মিল্লাত ও তরীকা অনুসরণ করেছি। আমাদের জন্য বৈধ নয়, কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা। এই তাওহীদ ও ঈমান হচ্ছে আমাদের প্রতি এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না।

(٢٩) يٰصٰحِبَيِ السجنِ ءَ اَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الواحِدُ الْقَهَّارُ .

শব্দ বিশ্লেষণ

متـفـرقـون এটি تفعل থেকে اسم الفاعل এর جمع مذكر
تَفَرُّقًا বিক্ষিপ্ত হওয়া। ছত্রভঙ্গ হওয়া। পৃথক পৃথক হওয়া।
ارباب متفرقون। আলাদা আলাদা প্রতিপালক। বিভিন্ন প্রতিপালক।

قـهـار এটি قاهر এর অতিশয়ী শব্দ (ف) قَهْرًا পর্যুদস্ত করা। আল্লাহর গুণবাচক নাম। মহাপরাক্রমশালী।

বাক্য বিশ্লেষণ

صاحبي السـجـن (জেলখানার সাথীদ্বয়) দ্বিবচনের শব্দটি السـجـن এর দিকে مضاف হয়েছে। এ জন্য نُوْنُ الْمُثَنّٰى পড়ে গেছে। শব্দটি منادى مضاف রূপে منصوب হয়েছে। আর مثنى হওয়ার কারণে ياء পূর্ব ফাতহা দ্বারা نصب গ্রহণ করেছে।

তরজমা ঃ হে জেলখানার সাথীদ্বয়! বিভিন্ন প্রতিপালক উত্তম না কি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ (উত্তম)।

অবশেষে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বললেন।

(৩০) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهٗ خَمْرًا وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

শব্দ বিশ্লেষণ

يـصـلـب (তাকে শূলে চড়ানো হবে) (ن) صَلْبًا

قضـي (ফায়ছালা করা হয়েছে) (ض) قَضَاءً ফায়ছালা করা।

تسـتـفـتـيـان (তোমরা দু'জন ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত চাচ্ছো)
اِسْتِفْتَاءً ফতোয়া চাওয়া
اِفْتَاءً ফতোয়া দেয়া
أَفْتٰى فِي الْمَسْأَلَةِ মাসআলাটি সম্পর্কে ফতোয়া দিলো।
اِسْتَفْتَاهُ তার কাছে ফতোয়া চাইলো।

فَتَاوٰى (ال যোগে) الفَتْوٰى বহুবচনে فَتْوٰى
مُسْتَفْتٍ (ال যোগে) المُسْتَفْتِيْ। ফতোয়াপ্রার্থী
مُفْتٍ (ال যোগে) المفتِيْ। ফতোয়া প্রদানকারী, মুফতী।

বাক্য বিশ্লেষণ

فيه — এটি পরবর্তী ফেয়েলের সাথে অগ্রবর্তী متعلق

الذي — ছিলাহ-মাওছূল মিলে الأمر। এর ছিফাত এবং তা قضي এর نائب الفاعل

তরজমা ঃ হে জেলখানার সাথীদ্বয়! আর তোমাদের একজন, সে তার মনীবকে শরাব পান করাবে, আর অপরজন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। তাই পাখী তার মাথায় বহনকৃত রুটি হতে খেয়ে ফেলছে। যে বিষয়ে তোমরা সিদ্ধান্ত জিজ্ঞাসা করছো সে বিষয়টি (আসমানে) ফায়সালা করা হয়ে গেছে।

(٣١) وَ قَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهٗ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ

শব্দ বিশ্লেষণ

لبث — (অবস্থান করলো) (س) لُبْثًا অবস্থান করা।

بضع — (সংখ্যার ক্ষেত্রে) তিন থেকে দশ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা।
بِضْعَةُ رِجَالٍ - بِضْعُ نِسْوَةٍ তিন থেকে দশ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যার পুরুষ বা নারী।
শব্দটি দশকের সাথেও ব্যবহৃত হয়। যেমন–
بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا - بِضْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً
এগার থেকে ঊনিশ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যার পুরুষ বা নারী
بِضْعَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا - بِضْعٌ و عِشْرُونَ امْرَأَةً
একুশ থেকে ঊনত্রিশ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যার পুরুষ বা নারী।

বাক্য বিশ্লেষণ

منهما — এটি ناج এর সাথে متعلق এবং তা معدودا। এই شبه الفعل এর যামীর থেকে حال

শাব্দিক অর্থ, সে মুক্তি পাবে এমন অবস্থায় যে, সে তাদের দু'জনের মধ্য হতে গণ্য।

তরজমা ঃ তাদের দু'জনের মধ্য হতে যে ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি ধারণা করলেন যে, সে মুক্তি পাবে তাকে তিনি বললেন, তুমি তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো। কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিলো। ফলে ইউসুফ জেলখানায় কয়েক বছর কাটালেন।

দ্রষ্টব্য ঃ পরে মিশরের বাদশাহ অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন, আর ইউসুফ আঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বললেন। এভাবে তিনি বাদশার প্রিয়পাত্র হলেন, আর বাদশাহ তাকে মিশরের খাদ্যভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন।

(١) نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ لا نُضِيعُ أَجْرَ المحسنين *
وَ لَأَجْرُ الاٰخِرَةِ خيرٌ للذين اٰمَنُوا و كانوا يتقون *

শব্দ বিশ্লেষণ

نصيب (দান করি) إصابةً বাবুল إفعال (দেখো, পৃঃ ৩০)
أصابَ فلانًا بِشَيْءٍ অমুককে কোন জিনিস দ্বারা বিশিষ্ট করলো। (অর্থাৎ তাকে কোন কিছু বিশেষভাবে দান করলো।)
যেমন– أَصَابَهُ اللّٰهُ بِعَذَابِهِ – أَصَابَهُ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ

বাক্য বিশ্লেষণ

للذين امنوا এ অংশটি কার সাথে متعلق ? خير শব্দটি তারকীব কী ?
كانوا يتقون এটি معطوف হয়েছে امنوا এর উপর।

প্রথম বাক্যটির শাব্দিক অর্থ– আমি আমার রহমত দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বিশিষ্ট করি যাকে আমি ইচ্ছা করি।

তরজমা ঃ আমি আমার রহমত যাকে ইচ্ছা করি তাকে দান করি। আর আমি নেককারদের প্রতিদান নষ্ট করি না। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তাদের জন্য আখেরাতের প্রতিদান অবশ্যই উত্তম।

(٢) وَ جاءَ إِخوةُ يوسُفَ فدخلوا عليه فَعَرَفَهم و هم له مُنكرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

دخل عليه তার সামনে হাজির হলো। (ن) دخولا (على অব্যয়যোগে কারো সম্মুখে (তার কক্ষে বা দরবারে) উপস্থিত হওয়া।

منكرون ইসমুল ফাইল। أنكره তাকে চিনলো।
أنكر حقه সে তার 'হক' (প্রাপ্য) অস্বীকার করলো।
কোরআনে আছে– يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها

তারা আল্লাহর নেয়ামত জানে, তারপর তা অস্বীকার করে।

أَنْكَرَ عليه فِعْلَه সে তার কাজ অপছন্দ করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

و هم ...   এ বাক্যটি عرف এর مفعول به থেকে حال

له   এটি منكرون এর সাথে متلق

তরজমা ঃ আর ইউসুফের ভাইগণ আগমন করলো এবং তার দরবারে হাজির হলো। তখন তিনি তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না।

(٣) وَ قَالَ لِفِتْيَانِه اجْعَلُوا بِضَاعَتَهم في رِحَالِهم لعلهم

يعرفونها إذا انْقَلَبُوا الى أَهْلِهم لعلهم يرجعون *

শব্দ বিশ্লেষণ

فَتًى   তরুণ, সেবক, খাদেম, বহু فِتْيَانٌ

بِضَاعَة   পণ্যসামগ্রী। বহুবচনে بَضَائِعُ

رِحَال   এটি رَحْلٌ এর বহুবচন। উটের পিঠের হাউদা। বাসগৃহ।

إذا انقلبوا (যখন তারা ফিরে যাবে) إِنْقِلَابًا পৃঃ ১২৪

انقَلَبَ مِنْ حالٍ إلى حالٍ । ফিরে গেলো إِنْقَلَبَ إلى ... এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

إذا انقلبوا إلى أهلهم অর্থাৎ عِنْدَ انْقِلَابِهِم إلى أَهْلِهِم (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

তরজমা ঃ আর ইউসুফ তার সেবকদেরকে বললেন, (মূল্যরূপে প্রদত্ত) তাদের দ্রব্যগুলো তাদের সওয়ারিতে রেখে দাও, যেন তারা তাদের পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তা বুঝতে পারে। ফলে হয়ত তারা আবার ফিরে আসবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর পুত্ররা 'কানান'-এ বাস করতেন। সেখানে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো তখন ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা ন্যায্যমূল্যে খাদ্য ক্রয়ের জন্য মিসরে

এসেছিলো। তখন ইউসুফ (আঃ) তাদের বলেছিলেন, আগামী বার তোমাদের সৎ ভাই বিনয়ামীনকে নিয়ে আসবে, নইলে খাদ্য পাবে না। তিনি তাদের অজান্তে খাদ্যের মূল্যও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

(٤) وَلَمَّا فَتَحوا متاعَهم وجدوا بضاعَتَهم رُدَّتْ اليهم، قالوا يٰأَبَانا ما نَبْغِيْ، هذه بضاعَتُنا رُدَّتْ الينا

শব্দ বিশ্লেষণ

رُدَّتْ (মাযী মাজহূল-এর ছীগাহ) দেখো, পৃঃ ৭৪

نبغي (আমরা চাই) (ض) بُغْيَةٌ চাওয়া। بَغٰى - يَبْغِيْ
ابْتَغٰى - يَبْتَغِيْ - ابْتِغاءً চাওয়া। অন্বেষণ করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

لما সম্পর্কে পিছনে দেখো, পৃঃ ১৫৩। পুরো বাক্যটির মূলরূপ- وَجَدوا بِضاعَتَهم حِيْنَ فَتَحِهِمْ مَتَاعَهُمْ (তারা তাদের সামান খোলার সময় নিজেদের দ্রব্যসামগ্রী পেলো।)

ردت إليهم এটি حال হয়েছে وجدوا এর مفعول به থেকে। (শাব্দিক অর্থ- এমন অবস্থায় যে, তা তাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে)

ما এটি أَيُّ شَيْءٍ এর সমার্থক প্রশ্ন-শব্দ, এবং তা مبتدأ আর نبغي হচ্ছে خبر (প্রশ্নের আকারে বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে।)

তরজমা ঃ আর যখন তারা তাদের সামান খুললো তখন দেখতে পেলো যে, তাদের দ্রব্যসামগ্রী তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বললো, হে আব্বা! আমরা আর কী চাই! এই যে আমাদের দ্রব্যসামগ্রী আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে।

দ্রষ্টব্য ঃ এরপর ভাইয়েরা বিনয়ামীনকে নিয়ে মিসরে গেলো এবং ইয়াকুব (আঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে গেলো যে, বিনয়ামীনকে তারা অবশ্যই হেফাজত করবে।

اخـوك فَـلا تَبْـتَئِسْ بِـما كانـوا يـعـمـلـون *

শব্দ বিশ্লেষণ

آوى إليه (নিজের কাছে রাখলেন) (পিছনে দেখো, পৃঃ ২০৮)

لا تبتئس (বিষণ্ন ও দুঃখিত হয়ো না) اِبْتِئَاسًا দুঃখিত/বিষণ্ন হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

لما সম্পর্কে কী জানো, বলো। তারকীব হিসাবে পুরো বাক্যটির মূলরূপ কী হবে বলো।

إني أنا أخوك এখানে يا ء المتكلم হলো إن এর اسم এবং أخوك হলো তার خبر আর أنا হচ্ছে يا ء المتكلم এর مُؤَكِّد

بما كانوا يعملون এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ যখন তারা ইউসুফ-এর খেদমতে হাজির হলো তখন তিনি তাঁর ভাইকে নিজের কাছে রাখলেন (আশ্রয় দিলেন) (এবং) বললেন, আমিই তোমার (হারিয়ে যাওয়া) ভাই। সুতরাং তাদের কার্যকলাপের কারণে তুমি বিষণ্ন হয়ো না।

দ্রষ্টব্য ঃ যখন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে তাদের ফিরে যাওয়ার সময় হলো তখন ইউসুফ (আঃ) তার ভাইকে নিজের কাছে রাখার জন্য একটি কৌশল করলেন।

(٦) فَلَمَّا جَهَّزَهم بِجَهازِهِم جَعَل السِّقايَةِ في رَحْلِ أَخيه، ثم أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُها العِيرُ إنكم لَسٰرقون * قالوا و أقبلوا عليهم ماذا تفقِدون * قالوا نَفقِد صُواعَ المَلِكِ، وَ لِمَنْ جاء به حِمْلُ بعيرٍ و أنا به زَعيم *

শব্দ বিশ্লেষণ

جهاز - جِهاز প্রয়োজনীয় সামানপত্র, আসবাব ও উপকরণ। বহু أَجْهِزَةٌ

جَهَّزَه তাকে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম দিলো। তার জন্য সামানপত্র প্রস্তুত করলো। ব্যবহার– جَهَّزَه بِجَهازِه - جَهَّزَه بِشَيْءٍ

سِقَايَةٌ — পান করার পাত্র। سِقَايَةُ الحَاجِّ হাজীদেরকে যমযম পান করানোর কাজ বা দায়িত্ব।

عير — উট, গাধা বা খচ্চরের কাফেলা, যাতে খাদ্যদ্রব্য বহন করা হয়। (قافلة এর সমার্থক হিসাবে শব্দটি مؤنث)

أيتها العير হে কাফেলা!

أَقْبَلُوا — (তারা ফিরলো) إِقْبَالًا অভিমুখী হওয়া। আগমন করা।

أَقْبَلَ العَامُ - أَقْبَلَ العِيدُ

أَقْبَلَ عَلَى العَمَلِ কাজে মনোনিবেশ করলো।

أَقْبَلَ عَلىٰ فُلانٍ অমুকের দিকে অগ্রসর হলো।

تفقدون — (এখানে মাযীর অর্থে মোযারে ব্যবহার করা হয়েছে)

(ض) فَقْدًا ও فُقْدَانًا হারানো। হাতছাড়া করা।

فَقَدَ المَالَ - فَقَدَ الكِتَابَ

فَقَدَ المسلمون الأَنْدُلُسَ মুসলিমগণ স্পেন হারিয়েছে।

فَقَدْنَا عَالِمًا كَبِيرًا আমরা এক বড় আলিমকে হারিয়েছি।

تَفَقَّدَ شَيْئًا কোন কিছুর খোঁজ করলো।

صُوَاع — বহুবচনে صِيْعَانٌ পান করার পাত্র।

حِمْل — বহুবচনে أَحْمَال বোঝা। بعير আরোহী বা বোঝা বহনের উপযুক্ত উট বা উটনী।

زعيم — বহুবচনে زُعَمَاءُ যিম্মাদার, যামিন, নেতা।

বাক্য বিশ্লেষণ

و أقبلوا عليهم এ বাক্যটি حال হয়েছে قالوا এর فاعل থেকে।

শাব্দিক অর্থ– তারা বললো, এমন অবস্থায় যে, তারা তাদের দিকে ফিরলো।

حِمْلُ بعيرٍ এটি পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা। আর لمن جاء به অংশটি ثابت এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর। جاء به হচ্ছে صلة আর صلة ও موصول মিলে مجرور এর স্থানে এসেছে। বাক্যটির মূলরূপ এই– حِمْلُ بعيرٍ ثابتٌ لمن جاءَ بِالصُّوَاعِ

بـه	এটি متعلق হয়েছে زعيم এর সঙ্গে।

তরজমা ঃ আর যখন তিনি তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিলেন তখন আপন ভাইয়ের সওয়ারিতে পান করার পাত্রটি রেখে দিলেন। তারপর এক ঘোষক ঘোষণা দিলো, হে কাফেলার লোকসকল! তোমরা তো চুরি করেছো! তারা তাদের দিকে ফিরে বললো, তোমরা কী হারিয়েছো? তারা বললো, আমরা বাদশাহর 'পান-পাত্র' হারিয়েছি। আর যে তা এনে দেবে তার জন্য (পুরস্কার হিসাবে) রয়েছে এক উটের বোঝা (পরিমাণ খাদ্যশস্য) এবং আমি এর যামিন।

(٧) قالوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمتم ما جِئنا لِنُفسِدَ في الأرضِ و ما كنا سارقين * قالوا فَما جَزاؤُه إن كنتم كٰذبين * قالوا جَزاؤُه مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهو جَزاؤُه، كذلك نَجْزي الظّٰلمين *

বাক্য বিশ্লেষণ

تالله	কসমের অব্যয় তিনটি। যথা– و الله – بالله – تالله এগুলো কসমকৃত শব্দকে جر প্রদান করে।

ب ও و অব্যয় দু'টি الله এই মহান শব্দের সঙ্গে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ت অব্যয়টি শুধু الله এই মহান শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

কসমের পরবর্তী বাক্যটিকে অর্থাৎ যে বিষয়ে কসম করা হয় তাকে جَوابُ القَسمِ বলে এর শুরুতে لامُ القَسْمِ যুক্ত হয়।

এখানে جواب القسم হচ্ছে لقد علمتم

قسم এর حرف টি উহ্য ফেয়েল أُقْسِمُ এর সাথে متعلق হয়।

ما	এটি أَيُّ شَيْءٍ এর সমার্থক, মুবতাদা হিসাবে رفع এর স্থানে রয়েছে। جزاؤه তার خبر

كنتم كذبين	إن এর شرط আর جواب الشرط উহ্য রয়েছে। বাক্যের রূপ এই– إِنْ كُنتم كٰذِبينَ فَما جَزاءُ السارقِ ؟

إن এর পূর্ববর্তী বাক্যটি جواب الشرط এর প্রতি ইঙ্গিত করছে।

جزاؤه — এটি প্রথম مبتدأ আর من وجد في رحله এ অংশটি صلة ও موصول মিলে দ্বিতীয় مبتدأ আর فهو جزاؤه হচ্ছে তার খবর। তারপর এই বাক্যটি হবে প্রথম মুবতাদার খবর।

من — এটি اسم الموصول তবে তাতে শর্তের অর্থ রয়েছে। وجد في رحله হচ্ছে তার صلة ও شرط

وجد এর نائب الفاعل হচ্ছে সুপ্ত যমীর هو যা صواع এর দিকে ফিরেছে। আর رحله এর যমীর হচ্ছে عائد إلى الموصول

هو جزاؤه হলো جواب الشرط আর ف সম্পর্কে কী জানো বলো।

তরজমা ঃ তারা বললো, আল্লাহর কসম! তোমরা জানো, আমরা 'এলাকায়' ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য আসি নি, আর আমরা চোর নই। তারা বললো, আচ্ছা! যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তাহলে তার (চোরের) কী শাস্তি হবে? তারা বললো, তার শাস্তি এই যে, যার সওয়ারিতে তা পাওয়া যাবে সেই হবে এর বিনিময়, এভাবেই আমরা অনাচারকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

দ্রষ্টব্য ঃ যখন বিনয়ামীনের সওয়ারিতে পাত্রটি পাওয়া গেলো তখন ভাইয়েরা সুর পাল্টে বলা শুরু করলো–

(٨) قَالوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يوسفُ في نَفْسِهِ و لم يُبْدِها لهم قال انتم شَرٌّ مكانًا، و اللّٰهُ اَعْلَمُ بِما تَصِفُون * قالوا يَاَيُّها العزيزُ اِنَّ له أَبًا شَيْخًا كبيرًا فَخُذْ اَحَدَنا مكانَه، اِنَّا نَرٰىك مِنَ المحسنين

শব্দ বিশ্লেষণ

أسر — (গোপন রাখলেন) إسرارًا গোপন রাখা

لم يبد — (প্রকাশ করলেন না) إبداءً প্রকাশ করা। এখানে يبدي ফেয়েলটি لم দ্বারা مجزوم হয়েছে। আর ফেয়েলটি নাকিছ হওয়ার কারণে جزم দেয়া হয়েছে লাম কালিমা حذف করে।

تصفون (বর্ণনা করছো) (ض) وَصْفًا، صِفَةً বর্ণনা করা, আখ্যায়িত করা।

وَصَفَ شَيْئًا কোন কিছুর গুণ বর্ণনা করলো, বিবরণ দিলো।

وَصَفَه بِصِفَةٍ তাকে কোন গুণে আখ্যায়িত করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

إن — এর جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اِنْ يَسْرِقْ فَلَا عَجَبَ

فقد — এই ف হচ্ছে হেতুবাচক (অর্থাৎ যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ ....)

له — এটি ثابت এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর তা أخ এর صفة (শাব্দিক অর্থ– তার জন্য সাব্যস্ত এক ভাই)

من قبل — অর্থাৎ قَبْلَ هذه السَّرِقَةِ (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো)

فأسرها — পূর্ববর্তী কালাম থেকে تُهْمَةً শব্দটি অনুভূত হয়। ها যমীরটি সেই পূর্ববর্তী مفهوم (বা অনুভূত) শব্দটির দিকে ফিরেছে।

مكان — (স্থান, মর্যাদা) এটি شر থেকে تمييز হয়েছে। অর্থাৎ মর্যাদার দিক থেকে তোমরা নিকৃষ্ট।

ما تصفون — এটি صلة ও موصول মিলে ب এর مجرور এর স্থানে এসেছে। ما এর নিজস্ব অর্থ– 'ঐ জিনিস যা' তবে এখানে ما এর স্থানীয় অর্থ– হলো 'দোষ' সুতরাং তরজমা হবে– আল্লাহ অধিক অবগত ঐ দোষ সম্পর্কে যা তোমরা বর্ণনা করছো।

شيخا كبيرا — এ দু'টি أبا এর صفة হয়েছে। বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ তারা বললো, সে যদি চুরি করে থাকে (তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই।) কারণ তার এক ভাই ইতিপূর্বে চুরি করেছে। ইউসুফ এই অপবাদটি গোপন রাখলেন; তাদের সামনে তা প্রকাশ করলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন, মর্যাদায় তোমরা অতি নিকৃষ্ট। আর তোমাদের বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহই অধিক অবগত।

তারা বললো, হে মাননীয়! তার একজন অতিবৃদ্ধ পিতা রয়েছে, সুতরাং আপনি তার স্থানে আমাদের একজনকে গ্রহণ করুন। আমরা আপনাকে সদাচারকারী রূপে দেখতে পাচ্ছি।

দ্রষ্টব্য ঃ কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান

করলেন এবং বিনয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। তখন ভাইদের বড়জন তাদেরকে বললো, আমি আর ফিরে যাবো না, তোমরা ফিরে যাও।

(৯) اِرجعوا إلى اَبِيكم فقولوا يٰاَبانا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ و ما شَهِدْنا اِلَّا بِمَا عَلِمْنا، وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِينَ * وَ اسْأَلِ القريةَ الّتي كنا فيها وَ العِيرَ التي اَقبلنا فيها، و اِنّا لَصٰدِقون *

শব্দ বিশ্লেষণ

ما شهدنا (এ শব্দের আলোচনা পিছনে দেখো, পৃঃ ১৫৭)
حرف النفي এর পরে إلا অব্যয়টি حصر অর্থাৎ বিশিষ্টতা ও সীমাবদ্ধতার অর্থ দান করে। সুতরাং আলোচ্য বাক্যটির শাব্দিক অর্থ হলো, আমরা (তার চুরির বিষয়ে) সাক্ষ্য দেই নি কোন কিছুর ভিত্তিতে, তবে আমাদের জানার ভিত্তিতে। অর্থাৎ আমরা শুধু আমাদের জানার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিয়েছি।

بما علمنا অর্থাৎ بِعِلْمِنا (বিষয়টির ব্যাখ্যা করো)
ما شَهِدْنا এর পর কিছু অংশ উহ্য রয়েছে তা এই–
مَا شَهِدْنا عَليهِ بِالسَّرِقَةِ بِشَيْءٍ (إلّا بِعِلْمِنا)

للغيب এটি حافظين এর সাথে متعلق (আর حافظين শব্দটি عالمين এর সমার্থক।)

القرية এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ وَ اسْأَلْ اَهْلَ القريَةِ

فيها প্রথমটি كان এর খবর موجودين এর সাথে متعلق আর দ্বিতীয়টি أقبلنا এর সাথে متعلق

العير এটি القرية এর উপর معطوف হয়েছে

তরজমা ঃ তোমরা তোমাদের আব্বার কাছে ফিরে যাও এবং বলো, হে আমাদের আব্বা! আপনার পুত্র তো চুরি করেছে। আর আমরা যা জেনেছি তার ভিত্তিতেই শুধু সাক্ষ্য দিয়েছি। আমরা গায়বের বিষয় অবগত ছিলাম

না। (তাহলে হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে নিয়ে যেতাম না।) আপনি ঐ গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যেখানে আমরা ছিলাম, কিংবা ঐ কাফেলাকে জিজ্ঞাসা করুন যাতে করে আমরা এসেছি। আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি।

দ্রষ্টব্য ঃ কিন্তু ইয়াকূব (আঃ) তাদের বক্তব্য গ্রহণ করলেন না, বরং বললেন, আমি ধৈর্যধারণ করবো।

(১০) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّيْ وَ حُزْنِي إِلَى اللّٰهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لا تعلمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

أشكو (আমি অনুযোগ করি) شَكْوًا ও شَكْوٰى (ن) অনুযোগ করা। অভিযোগ করা। (ব্যবহারের নিয়ম)

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তা সরাসরি **مفعول به** এবং যার কাছে অভিযোগ তা إلى অব্যয়যোগে, যেমন–

شَكٰى خَالِدٌ رَاشِدًا إِلىٰ مَاجِدٍ

খালেদ রাশেদের বিরুদ্ধে মাজেদের কাছে অভিযোগ করলো। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কাছে অনুযোগ করা হচ্ছে এবং দুঃখ ও বেদনার বিষয়ে অভিযোগ করা হচ্ছে।

بث চরম দুঃখ যা সহ্য করা কঠিন, ফলে মানুষ তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে ফেলে। অস্থিরতা। حزن দুঃখ, দুশ্চিন্তা।

বাক্য বিশ্লেষণ

إنما সম্পর্কে যা জানো বলো।

و أعلم من الله ما لا تعلمون এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ তিনি বললেন, আমি আল্লাহরই কাছে আমার অস্থিরতা ও দুঃখ বেদনার অনুযোগ করছি, আর আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন বিষয় জানি তা তোমরা জানো না।

দ্রষ্টব্য ঃ ইয়াকুব (আঃ) পুনরায় তাঁর পুত্রদেরকে ইউসুফ (আঃ) ও বিনয়ামীনকে তালাশ করার জন্য মিসরে পাঠালেন।

(١١) فَلَمـا دخَلوا عليه قالوا يـايها العزيز مَسَّـنا و أهـلَنا الضُّـرُّ

শব্দ বিশ্লেষণ

مسنا (আমাদের স্পর্শ করেছে) (س) مَسًّا দেখো, পৃঃ ১৫০

ضر দুরবস্থা।

বাক্য বিশ্লেষণ

اهلنا এটি ضمير منصوب এর উপর معطوف

الضر এটি مس এর فاعل

তরজমা ঃ যখন তারা ইউসুফ-এর কাছে হাজির হলো তখন তারা বললো, হে মাননীয়! আমরা এবং আমাদের পরিবারপরিজন দুরবস্থার শিকার হয়েছি।

(তারা আরো বললো)

(١٢) وَ تَصَدَّقْ علينا اِن اللّٰه يَجْزِي المتصدقين

তরজমা ঃ আর আপনি আমাদেরকে দান করুন। নিশ্চয় আল্লাহ দানকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

(١٣) قـال هَـلْ عَلِمْتُم مـا فَعَلتم بِيوسُـفَ و اَخـيهِ اذ انـتم جُـهلون *

বাক্য বিশ্লেষণ

ما মাওছূল ও ছিলাহ্ মিলে علمتم এর مفعول به আর এখানে একটি مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ هل عَلِمْتُمْ قُبْحَ ما فَعلتُم এখানে عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ قُبْحَ ما فَعلتُموهُ (শাব্দিক অর্থ– ইউসুফের সাথে যে আচরণ তোমরা করেছো তার জঘন্যতা কি তোমরা জানতে পেরেছো?)
এটি ما المصدرِيَّةُ ও হতে পারে। অর্থাৎ قُبْحَ فِعْلِكُمْ তোমাদের আচরণের জঘন্যতা।

و اخيه এর তারকীব বলো।

إذ — পরবর্তী বাক্যটি এর مضاف إليه – পুরো অংশটি فعلتم এর ظرف হয়েছে। তারকীবের দিক থেকে বাক্যটির মূলরূপ এই حِيْنَ جَهْلِكُمْ (তোমাদের মূর্খ থাকার সময়)

তরজমা ঃ তিনি বললেন, যখন তোমরা মূর্খ ছিলে তখন ইউসুফ ও তার ভাইয়ের প্রতি যে আচরণ তোমরা করেছো তার জঘন্যতা কি তোমরা জানতে পেরেছো?

(١٤) قالوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يوسف، قال أنَا يوسُفُ و هذا اخي، قد مَنَّ اللّٰهُ علينا، إِنَّه مَنْ يَتَّقِ و يَصْبِرْ، فَإِن اللّٰهَ لا يُضيع اَجْرَ المحسنين *

বাক্য বিশ্লেষণ

إنك لأنت يوسف এর তারকীব করো।

إنه — এটি ضمير الشأن (এ সম্পর্কে পিছনে দেখো, পৃঃ ১৪৭)
শাব্দিক অর্থ– বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি ....

من — এটি اسم موصول এবং اسم شرط جازم

يتق و يصبر — এটি صلة এবং شرط আর তা من দ্বারা مجزوم হয়েছে।
এখানে جزم এর আলামত হচ্ছে প্রথমটিতে حذف اللام এবং দ্বিতীয়টিতে سكون ছিলা-মাওছূল মিলে মুবতাদা।

فإن الله ... এ বাক্যটি হলো جواب الشرط এবং خبر
ف অব্যয়টি সম্পর্কে কী জানো বলো।

তরজমা ঃ তারা বললো, আপনিই কি ইউসুফ ? তিনি বললেন, আমি ইউসুফ, আর এ আমার ভাই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।
যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ছবর করে আল্লাহ্ এমন নেক আমলকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

(١٥) قالوا تَاللّٰهِ لقد اٰثَرَكَ اللّٰهُ علينا، وَ إِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ * قال

لا تَثْرِيبَ عليكُمُ الْيَوْمَ، يغفِر اللّٰهُ لَكم و هو أَرْحَمُ الرحمين *

শব্দ বিশ্লেষণ

اثـر (অগ্রাধিকার দিয়েছেন) إِيثَارًا (على অব্যয়যোগে) কারো উপর কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া। কোরআনে আছে– يُؤْثِرُونَ (الناسَ) عَلىٰ أَنفُسِهِمْ (মানুষকে) তারা নিজেদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে।

خطئين (ভুলকারী) এটি جمع مذكر اسم الفاعل এর باب سمع থেকে خَطَأً (س) خَطِئَ - يَخْطَأُ - اِخْطَأْ মাছদার ভুল করা। (ভুলকারী خَاطِئَةٌ স্ত্রী خَاطِئٌ)
বাবুল ইফ‘আল থেকে أَخْطَأَ ভুল করেছে। (مُخْطِئٌ ভুলকারী)

تثريب (তিরস্কার) বাবে تفعيل এর মাছদার (ব্যবহার) ثَرَّبَهُ أو عَلَيهِ (অন্যায়ের কারণে) তাকে তিরস্কার করলো

বাক্য বিশ্লেষণ

لقد اثـرك الله علينا এটি جواب القسم আর جواب القسم এর শুরুতে যে لام আসে সেটাকে لام القسم বলে।

إِنْ এটি إِنَّ এর লঘুরূপ। লঘুতার কারণে তা فعل এর শুরুতে আসতে পেরেছে এবং তার আমল রহিত হয়েছে। মূলত ছিলো إِنَّا كُنَّا لَخٰطِئِينَ

خطئين হচ্ছে حرف التوكيد এবং لام হচ্ছে فعل ناقص এর خبر

لا এটি لا النافية للجنس আর تثريب হলো তার اسم আর خبر এই উহ্য شبه الفعل টি তার ثابت

عليكم এটি متعلق হয়েছে উহ্য ثابت এর সাথে।

اليوم এটি উহ্য ثابت এর ظرف

তরজমা ঃ তারা বললো, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। আর অবশ্যই আমরা ভুল করেছিলাম। তিনি বললেন, আজ তোমাদের প্রতি কোন তিরস্কার নেই।

আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন। তিনি তো দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

দ্রষ্টব্য ঃ পুত্রের শোকে কেঁদে কেঁদে ইয়াকুব (আঃ) অন্ধ হয়ে গিয়েছেন, এ কথা জানতে পেরে ইসুফ (আঃ) ভাইদেরকে বললেন–

(١٦) اِذهبوا بِقَميصي هذا فَاَلْقُوه على وَجْهِ اَبي يَأْتِ بصيرًا، وَ اْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُم اَجْمَعِينَ *

বাক্য বিশ্লেষণ

يأت — এই فعل টি مجزوم কেন? এবং جزم এর আলামত কী? আলোচ্য আয়াতে اِتْيانًا মাছদার থেকে দু'টি فعل এসেছে, উভয়ের মাঝে গুণগত কী পার্থক্য রয়েছে, বলো।

بصيرا — এটি حال হয়েছে يأت এর فاعل থেকে। (চক্ষুষ্মান অবস্থায় আসবেন)

اجمعين — এটি اَهْلِكم এর مُؤَكِّد রূপে তার ইরাব (جر) গ্রহণ করেছে।

তরজমা ঃ তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং তা আমার আব্বার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও, তাহলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

দ্রষ্টব্য ঃ যখন কাফেলা ঐ জামা নিয়ে রওয়ানা দিলো এবং কানানের নিকটবর্তী হলো তখন ইয়াকুব (আঃ) বললেন–

(١٧) قَال اَبوهم اِنّي لَاَجِدُ رِيحَ يوسُفَ

তরজমা ঃ তাদের আব্বা বললেন, আমি তো ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

দ্রষ্টব্যঃ পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি পিতা ইয়াকূব (আঃ)-এর স্নেহ-ভালোবাসা কত গভীর ছিলো এটা হলো তার নমুনা।

(١٨) فَلَمَّا أَنْ جاءَ البَشيرُ اَلْقاهُ علىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بصيرًا، قَال اَلَمْ اَقُلْ لكم اِني اعلَم مِنَ اللّٰهِ ما لا تعلمون *

শব্দ বিশ্লেষণ

أن — এই অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত (বা زائدة)

বাক্য বিশ্লেষণ

بصيرا — এটি حال হয়েছে ارتد এর فاعل থেকে।
(শাব্দিক অর্থ– তিনি চক্ষুষ্মান অবস্থায় ফিরলেন)
ارتد কে صار এর সমার্থক ধরা হলে بصيرا হবে তার খবর।
তখন অর্থ হবে– তিনি চক্ষুষ্মান হয়ে গেলেন।
পূর্ববর্তী আয়াতের يأت بصيرا সম্পর্কেও একই কথা।

তরজমা ঃ যখন সুসংবাদদাতা এলো তখন সে জামাটি ইয়াকূবের মুখমণ্ডলের উপর রাখলো, ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তিনি (পুত্রদের লক্ষ্য করে বললেন,) আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি তো আল্লাহর কাছ থেকে এমন বিষয় জানি যা তোমরা জানো না।

(১৯) قالوا يٰـاَبَـانَا اسْـتَـغْـفِرْ لَـنَا ذُنوبَـنا اِنَّـا كُنَّا خَاطِـئِيـنَ، قـال سـوفَ اَسْتَغْـفِرُ لكم رَبِّيْ اِنـه هـو الغـفـور الرحيـم *

তরজমা ঃ তারা বললো, হে আমাদের আব্বা! আপনি আমাদের জন্য আমাদের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অবশ্যই আমরা ভুল করেছিলাম। তিনি বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করবো। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

(২০) فلـما دخـلوا على يـوسُـفَ اٰوٰى اليـه اَبَوَيْـهِ و قـال ادخـلوا مـصـرَ ان شـاءَ اللّٰهُ اٰمـنيـن *

শব্দ বিশ্লেষণ

امـن — (নিরাপদ) এটি باب سمع থেকে اسم الفاعل মাছদার أمنا ও أمَانَةً ও أمَانًا নিরাপদ হওয়া, নিশ্চিন্ত হওয়া।
أمِنَ فُلانًا على أمرٍ অমুককে কোন বিষয়ে বিশ্বাস করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

امـنين — শব্দটি ادخلوا এর فاعل থেকে حال হয়েছে।

أَبَوَيْهِ — এটি أوى এর مفعول به রূপে منصوب এবং مثنى হিসাবে নছবের আলামত হলো ي পূর্ব ফাতহা। মূলতঃ ছিলো أَبَوَيْنِ তবে مضاف হওয়ার কারণে দ্বিবচনের نون পড়ে গেছে।

তরজমা ঃ যখন তারা ইউসুফের সামনে হাজির হলো তখন তিনি আপন পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন। আর বললেন, আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।

(২১) وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهم أَ إِذا كُنَّا تُرابًا أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اولئك الذين كَفَروا بِرَبِّهم وَ اولئكَ الْاَغْلٰلُ في اَعْنَاقِهم وَ اُولئك اَصْحٰبُ النارِ، هم فيها خٰلدون *

শব্দ বিশ্লেষণ

تعجب — (س) عَجَبًا আশ্চর্য হওয়া। অবাক হওয়া। (من অব্যয়যোগে) عَجِبَ مِنْ ذَكَائِهِ তার মেধায় অবাক হলো।

أغلال — غُلٌّ এর বহু। বেড়ী (বন্দীর গলায় বা পায়ে পরানো হয়)

عُنُقٌ — গলা, গর্দান (مذكر কদাচিত مؤنث) বহুবচনে أَعْنَاقٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

تعجب — এটি إن এর شرط আর عجب قولهم হলো جواب الشرط

عجب — এটি মাছদার। বিস্ময়। আশ্চর্য (এখানে عجيب অর্থে ব্যবহৃত) أَمْرٌ عَجَبٌ - قِصَّةٌ عَجَبٌ

قولهم — এটি عجب এর شبه الفعل আর شبه الفاعل ও شبه الفاعل মিলে جواب الشرط হয়ে شبه الجملة

أولئك — প্রথম মুবতাদা الأغلال দ্বিতীয় মুবতাদা في أعناقهم অংশটি ثابتة এর সাথে متعلق এবং তা দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। এই জুমলাটি প্রথম মুবতাদার খবর।

তরজমা ঃ যদি আপনি অবাক হতে চান তাহলে অবাক হওয়ার বিষয় তাদের এই বক্তব্য যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টি লাভ করবো? ওরাই হলো ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের

প্রতিপালকের সঙ্গে কুফুরি করেছে এবং তাদের গর্দানে বেড়ী পরানো হবে এবং ওরাই জাহান্নামী। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

(٢٢) قل مَنْ رَّبُّ السمٰوٰتِ و الأَرْضِ، قُلِ اللّٰهُ، قل اَ فَاتَّخَذْتُم من دونه اولياءَ لا يَمْلِكون لِاَنْفُسِهم نَفْعًا و لا ضَرًّا، قل هل يَسْتَوِى الاَعْمٰى وَ البصير اَمْ هل تَسْتَوِي الظُّلمٰتُ وَ النورُ

বাক্য বিশ্লেষণ

من	মুবতাদা رب السمٰوٰتِ و الأرض খবর।
الله	মুবতাদা, খবর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ رب السمٰوٰت و الأرض
من دونه	এ অংশটি এই উহ্য معدودين এই شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা أوليا থেকে অগ্রবর্তী حال হয়েছে। মূলরূপ এই اتَّخَذْتُم أولياءَ مَعْدُودِينَ مِنْ دُونِه (তোমরা কতিপয় অভিভাবক গ্রহণ করেছো এমন অবস্থায় যে, তারা আল্লাহর 'গায়র' থেকে গণ্য।)

... لا يملكون এই বাক্যটি أولياءَ এর صفة রূপে নছবের স্থানে এসেছে। نفعا و ضرا এ দু'টি لا يملكون এর مفعول به আর لا হচ্ছে অতিরিক্ত, যা ফেয়েলের নাবাচকতাকে তাকীদ করার জন্য এসেছে।

তরজমা ঃ আপনি বলুন, (জিজ্ঞাসা করুন) কে আসমান-যমীনের প্রতিপালক? আপনি বলে দিন, আল্লাহ (আসমান-যমীনের প্রতিপালক) আপনি বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া এমন কতিপয় অভিভাবক গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদেরই উপকার বা ক্ষতির মালিক নয়? আপনি বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, কিংবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হয়!

(٢٣) وَ يقولُ الذين كفَروا لَوْلَا اُنْزِلَ عليه اٰيَةٌ من ربه قل ان الله يُضِل من يشاء و يَهدي اليه مَنْ اَنابَ * الذين اٰمَنوا و تَطْمَئِنُّ قلوبُهم بِذِكْرِ اللّٰهِ، اَلا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ

الْقُلُوْبُ* الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَاٰبٍ*

শব্দ বিশ্লেষণ

أَنَابَ (প্রত্যাবর্তন করলো) إِنَابَةٌ (মাদ্দাহ (نوب) প্রত্যাবর্তন করা, তাওবা করা, বারবার ফিরে আসা। (إلى অব্যয়যোগে)

طوبى . (কল্যাণ)

مآب এটি باب نصر এর মাছদার (أَوْبًا ، إِيَابًا ، مَآبًا) آبَ - يَؤُوْبُ (إلى অব্যয়যোগে) প্রত্যাবর্তন করা। ফিরে আসা।
آبَ إلى اللهِ আল্লাহর কাছে তাওবা করলো। (গোনাহ ছেড়ে) আল্লাহর পথে ফিরে এলো।
حُسْنُ مَآبٍ (শাব্দিক অর্থ– প্রত্যাবর্তনের উত্তমতা) উত্তম প্রত্যাবর্তন।

বাক্য বিশ্লেষণ

من أناب . الذين امنوا আর مفعول به এর يهدي মিলে موصول ও صلة এটি এই অংশটি من اناب থেকে بدل আর ... و تطمئن বাক্যটি امنوا এর উপর معطوف (অর্থাৎ من أناب বলে যাদেরকে বোঝানো হয়েছে الذين امنوا বলে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে, আর দু'টি শব্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই ব্যক্তি বা বস্তু হলে দ্বিতীয়টিকে بدل এবং প্রথমটিকে مبدل منه বলে।
এখানে من এর অর্থগত দিক থেকে أنابوا বলার অবকাশ ছিলো, কিন্তু من এর শব্দগত দিক লক্ষ্য করে أناب বলা হয়েছে। তবে অর্থের দিক লক্ষ্য করে بدل কে বহুবচন আনা হয়েছে

الذين امنوا و عملوا الصلحت এ অংশটি مبتدأ আর طوبى لهم এই বাক্যটি معطوف এর উপর طوبى হচ্ছে حسن مآب আর خبر

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করেছে তারা বলে, কেন তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার উপর (নবুয়তের সত্যতার) কোন নিদর্শন অবতারণ করা হয় না? আপনি বলুন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে গোমরাহ করেন। আর যারা

(আল্লাহর দিকে) রুজু করেছে অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহর যিকির দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে, তাদেরকে তিনি তাঁর দিকে পথপ্রদর্শন করেন। আর শোনো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং উত্তম প্রত্যাবর্তন।

(٢٤) بَلْ زُيِّنَ للذين كفروا مَكْرُهم وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ و مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَما لَه مِنْ هادٍ، لهم عذابٌ في الحَيٰوةِ الدنيا، و لَعَذابُ الاٰخِرَةِ اَشَقُّ و مالهم مِنَ اللّٰهِ مِنْ واقٍ

শব্দ বিশ্লেষণ

صدوا (তাদেরকে রোধ করা হয়েছে) (ن) صَدًّا রোধ করা।
جمع مذكر غائب এর ماضي مجهول

أشق এটি اسمُ التفضيلِ এর ছীগাহ। شاق অর্থ কঠিন, কষ্টকর।
أَشَقُّ অর্থ– অধিকতর কষ্টকর।
(شَقًّا، ن) شَقَّ الأَمْرَ বিষয়টি কঠিন হলো।
شَقَّ عَليهِ তাকে কষ্টে ফেললো।
شَقَّ شَيْئًا কোন কিছুকে খণ্ড করলো।
شَقَّ طَرِيْقًا পথ তৈরী করলো।

وَاقٍ (রক্ষাকারী) اسم الفاعل এর واحد مذكر বহুবচনে وَاقُوْنَ
(ض) وِقَايَةً রক্ষা করা। দেখো, পৃঃ ৩৮

বাক্য বিশ্লেষণ

مكرهم এটি زين এর نائب الفاعل

صدوا এটি زين এর উপর معطوف হয়েছে আর عن السبيل অংশটি صدوا এর সাথে متعلق হয়েছে। السبيل এর ال হচ্ছে مضاف إليه এর পরিবর্তে। অর্থাৎ عَنْ سَبِيلِ الحَقِّ

من এর পরবর্তী বাক্যটি صلة ও شرط আর فعل টি بلا ادغام এবং

মাজযূম وَ مَن يُضْلِلِّ হলে مَعَ الإِدْغَامِ হতো।

এখানে جزم এর علامة হচ্ছে سكون তবে মিলিয়ে পড়ার জন্য লাম কালিমায় كسرة হয়েছে। এখানে عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। صلة ও موصول মিলে মুবতাদা।

فما له من هاد ما অব্যয়টি অতিরিক্ত। من এটি جواب الشرط এবং খবর। হচ্ছে حرف النفي আর هاد হচ্ছে পশ্চাদ্‌বর্তী مبتدأ সুতরাং এটি শব্দগত দিক থেকে مجرور আর অর্থগত দিকে مبتدأ রূপে رفع এর স্থানে রয়েছে। আর له হচ্ছে ثابت এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর।

عذاب এটি موصوف আর في الحيوة الدنيا হচ্ছে ثابت এর সঙ্গে متعلق এবং তা عذاب এর صفة

এটি পশ্চাদ্‌বর্তী مبتدأ আর لهم হচ্ছে উহ্য موجود এর সাথে متعلق এবং অগ্রবর্তী খবর। বাক্যটির মূলরূপ এই–
عَذَابٌ ثَابِتٌ فِي الْحَيٰوةِ الدنيا مَوْجُوْدٌ لهم (পার্থিব জীবনে সাব্যস্ত আযাব তাদের জন্য বিদ্যমান রয়েছে।)

لعذاب الاخرة এটি مبتدأ আর لام হচ্ছে তাকীদের জন্য। أشق হচ্ছে خبر

من واق এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। واق শব্দটি শব্দগতভাবে مجرور আর অর্থগতভাবে مرفوع – কেননা তা পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা। لهم হচ্ছে ثابت এর সাথে متعلق এবং তা খবর, আর من الله হচ্ছে واق এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ আসলে কাফিরদের জন্য তাদের চক্রান্তকে সুন্দররূপে তুলে ধরা হয়েছে। আর তাদেরকে সত্যের পথ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আর যাদেরকে আল্লাহ গোমরাহ করেন তাদের জন্য কোন হেদায়াতকারী নেই। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার জীবনের আযাব। আর আখেরাতের আযাব তো (দুনিয়ার আযাবের চেয়ে) কঠিন। আর তাদের জন্য আল্লাহর কবল থেকে কোন রক্ষাকারী নেই।

أُكُلُهَا دَائِمٌ وَ ظِلُّهَا ، تِلْكَ عُقْبَى الذين اتَّقَوْا وَ عُقْبَى الكٰفرين النارُ ＊

শব্দ বিশ্লেষণ

أكل (ফল) عقبى পরিণতি। প্রতিদান।

বাক্য বিশ্লেষণ

مثل الجنة মুবতাদা, আর صلة ও موصول মিলে الجنة এর صفة আর عائد উহ্য রয়েছে অর্থাৎ وعد بها এখানে খবর উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ– مَثَلُ الجنةِ التي وُعِدَ (بها) المتقون جَنَّةٌ
পরবর্তী বাক্যগুলো উহ্য خبر এর صفة

ظلها এটি মুবতাদা, এর খবর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ وَ ظِلُّهَا دَائِمٌ পূর্ববর্তী খবরটি হলো এর قرينة বা আলামত।

تلك عقبى الذين اتقوا বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার উদাহরণ হলো এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়, যার ফল ও ছায়া হলো চিরস্থায়ী। তা ঐ লোকদের পরিণতি যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আর কাফিরদের পরিণতি হলো জাহান্নাম।

(٢٦) وَ قَدْ مَكَرَ الذين مِنْ قَبْلِهِم فَلِلّٰهِ المكرُ جميعًا ، يعلم ما تَكْسِبُ كلُّ نفسٍ ، و سَيَعلم الكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدارِ و يقول الذين كفروا لستَ مُرْسَلًا ، قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شهيدًا بيني و بينكم ، وَ مَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الكِتٰبِ

শব্দ বিশ্লেষণ

تكسب (অর্জন করে) (ض) كَسْبًا উপার্জন করা। অর্জন করা।
كَسَبَ لِأَهْلِهِ পরিবার পরিজনের জন্য উপার্জন করলো।
كَسَبَ مالاً সম্পদ অর্জন করলো।
كَسَبَ إِثْمًا পাপ করলো।

عقبى الدار আখেরাতের সুপরিণাম।

مكر (চক্রান্ত করলো) (ن) مَكْرًا চক্রান্ত করা।

مَكَرَ اللّٰهُ আল্লাহ চক্রান্তের জবাব দিলেন।

বাক্য বিশ্লেষণ

من قبلهم এটি উহ্য ফেয়েল مَضَوْا বা خَلَوْا এর সাথে متعلق এবং তা صلة (যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে)।

هم দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কার মুশরিকগণ।

مكر এর فاعل নির্ধারণ করো।

كل نفس তারকীবে কী হয়েছে? عائد إلى الموصول কোন্‌টি ?

المكر হচ্ছে পশ্চাদ্‌বর্তী মুবতাদা আর لله হচ্ছে ثابت এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী খবর। বাক্যটির তারকীবগত রূপ এই–

المَكْرُ ثَابِتٌ لِلّٰهِ جمِيعًا

جميعا এটি حال হয়েছে ثابت এর ضمير থেকে।

سيعلم এর উহ্য مفعول فيه রয়েছে। অর্থাৎ يومَ القيامَةِ سَيَعْلَمُ الكفار

لمن عقبى الدار এটি جملة اسمية এবং يعلم এর مفعول به হিসাবে نصب এর স্থানে রয়েছে। বাক্যটির তারকীবগত রূপ এই–

عُقْبٰى الدارِ ثَابِتَةٌ لمن

الذين كفروا দ্বারা মক্কার মুশরিকরা উদ্দেশ্য।

بالله এখানে ب অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং الله এ মহান শব্দটি শব্দগতভাবে مجرور আর অর্থগতভাবে كفى এর فاعل

بينى و بينكم এটি شهيدا এর ظرف আর شهيدًا হচ্ছে كفى এর فاعل থেকে حال

من عندَه علمُ الكتاب এখানে علم الكتاب হচ্ছে পশ্চাদ্‌বর্তী مبتدأ আর عنده হচ্ছে موجود এর ظرف যা অগ্রবর্তী خبر হয়েছে। বাক্যটি من এর صلة আর صلة ও موصول মিলে الله এ মহান শব্দের অর্থগত অবস্থানের উপর معطوف হয়েছে। অর্থাৎ– আল্লাহ যথেষ্ট হবেন এবং যাদের কাছে কিতাবের ইলম রয়েছে তারা

যথেষ্ট হবে। مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে সকল কিতাবী আলিম মুমিন হয়েছেন।

তরজমা ঃ তাদের (মক্কার মুশরিকদের) পূর্বে যারা বিগত হয়েছে তারা (তাদের নবীদের বিরুদ্ধে) চক্রান্ত করেছে। তবে সমস্ত চক্রান্তের ফলাফল তো আল্লাহরই হাতে। প্রতিটি মানুষ (ভালো ও মন্দ) যা কিছু আমল করে তা তিনি জানেন। আর কাফিররা অতিসত্বর জানতে পারবে যে, আখেরাতের উত্তম পরিণতি কাদের জন্য। আর যারা কুফুরি করেছে তারা বলে, তুমি তো রাসূল নও। আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট এবং (যথেষ্ট) ঐ ব্যক্তিরা যাদের কাছে রয়েছে কিতাবের ইলম।

(٢٧) كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ، اللّٰهِ الَّذِيْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ، وَ وَيْلٌ لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِنِ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

العزيز মহাপরাক্রমশালী। الحميد চিরপ্রশংসিত।

يستحبون (পছন্দ করে) اِسْتِحْبَابًا ভালোবাসা। পছন্দ করা।
اِسْتَحَبَّ - يَسْتَحِبُّ - اِسْتَحِبَّ - لا تَسْتَحِبَّ

يبغون (তারা চায়) (ض) بُغْيَةٌ চাওয়া بَغٰى - يَبْغِي

বাক্য বিশ্লেষণ

كتاب এটি উহ্য هذا كتاب অর্থাৎ مبتدأ এর خبر আর انزلناه اليك বাক্যটি كتاب এর صفة হয়ে رفع এর স্থানে রয়েছে।

من الظلمات এটি এবং পরবর্তী হরফুল জরগুলো لتخرج এর সাথে متعلق

النور ও الظلمات এর হচ্ছে ال এর مضاف إليه এর পরিবর্তে, অর্থাৎ

مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ إِلٰى نُوْرِ الإِيْمَانِ

إلى صراطِ العزيزِ الحميدِ এটি إلى النور থেকে بدل হয়েছে।

اللهِ — এই মহান শব্দটি العزيزِ الحميدِ থেকে বদল হয়েছে।
শাব্দিক অর্থ– মহাপরাক্রমশালী চিরপ্রশংসিত-এর পথের দিকে, অর্থাৎ ঐ মহান আল্লাহর পথের দিকে যার জন্য ....

الذي — এর হচ্ছে صلة হচ্ছে لَه ما في السمٰوٰتِ وَ ما في الأرْضِ বাক্যটি। এ বাক্যেও রয়েছে موصول ও صلة যা পশ্চাদ্‌বর্তী مبتدأ হয়েছে। আর له হচ্ছে شبه الفعل এই উহ্য ثابتان এর সাথে متعلق যা অগ্রবর্তী খবর হয়েছে।
في অব্যয় দু'টি কার সাথে متعلق হয়েছে বলো।

ويل — হচ্ছে مبتدأ আর للكافرين হচ্ছে ثابت এর সাথে متعلق যা ويل এর خبر।

من عذاب شديد এখানে من অব্যয়টি হেতুবাচক, যা ويل এর সাথে متعلق

الذين يستحبون এটি الكفرين থেকে بدل

يبغونها عوجا দেখো, পৃঃ ২৪০

তরজমা ঃ এ এমন কিতাব যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায়, মহাপরাক্রমশালী, চিরপ্রশংসিত সত্তার পথের দিকে– অর্থাৎ আল্লাহর পথের দিকে যার জন্য রয়েছে আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছু।

আর কাফিরদের জন্য রয়েছে ধ্বংস, কঠিন আযাবের কারণে, যারা আখেরাতের মোকাবেলায় পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং (মানুষকে) আল্লাহর রাস্তা থেকে বাধা দান করে এবং ঐ পথকে বক্র অবস্থায় (অর্থাৎ নিজেদের খাহেশের অনুগামী অবস্থায়) পেতে চায়। ওরাই চূড়ান্ত ভ্রান্তিতে আছে।

(২৮) وَ لقد أَرْسَلْنا موسٰى بِاٰيٰتِنا أَنْ أَخْرِجْ قومَك مِنَ الظُّلُمٰتِ

إِلَى النورِ وَ ذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللّٰهِ، إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

أيام الله এর অর্থ বিগত বিভিন্ন জাতির উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ আযাবের দিনসমূহ, কিংবা আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামত ও মদদ নাযিলের ঘটনাসমূহ।

صبار অতি ছবরকারী। شكور অতি শোকরকারী। (এ দু'টি হচ্ছে صابر ও شاكر এর অতিশয়ী শব্দ)

বাক্য বিশ্লেষণ

أن এটিকে تَفْسِيرِيَّةٌ (ব্যাখ্যাবাচক) অব্যয় বলে। এটি এমন এক জুমলার পরে আসে যাতে قول এর অর্থ রয়েছে। যেমন- وَنادَيْناه أَنْ يَّاِبْرَاهِيمُ আমি তাকে ডাকলাম, অথাৎ (বললাম) হে ইবরাহীম

أَمَرْتُه أَنِ اتَّبِعْ سُنَّةَ رَسُولِكَ আমি তাকে আদেশ করলাম, অর্থাৎ (বললাম,) তুমি রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণ করো।

وَ نادٰى أَصْحٰبُ النارِ أَصْحٰبَ الجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلينا مِنَ الماءِ জাহান্নামীরা জান্নাতীদের ডাকলো, অর্থাৎ (বললো) তোমরা আমাদেরকে কিছু পানি দান করো।

তরজমা ঃ অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহসহ প্রেরণ করেছি (এই বার্তা দিয়ে) যে, তুমি তোমার কাওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনো, আর তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ বিভিন্ন জাযা ও সাজার ঘটনা দ্বারা উপদেশ দান করো। নিঃসন্দেহে তাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও শোকারগুজার বান্দার জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(٢٩) وَ إِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُروا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَليكُمْ إِذ أَنْجٰكُم مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكم سُوْءَ العَذابِ وَ يُذَبِّحُونَ

اَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي ذٰلِكُم بَلَاءٌ مِن ربكم عَظِيم *

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ — শব্দটির পরিচয় কী? শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে? পরবর্তী বাক্যটির সাথে إذ এর সম্পর্ক কী ? إِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِه এর তারকীবগতরূপ কী হবে? (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১৪ ও ৩৫)

عليكم — এটি نازلةٌ এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা نعمةَ اللهِ থেকে حال হয়েছে।

إذ أنجاكم — এখানে إذ হচ্ছে حين বা وقت এর সমার্থক اسم ظرف – পরবর্তী বাক্যটি তার مضاف إليه মূলরূপ হলো حِيْنَ اَنْجَاكُمْ এটি نازلةٌ এর ظرف (শাব্দিক অর্থ– তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো এমন অবস্থায় যে, তা তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তোমাদেরকে ফিরআউনের খান্দান থেকে নাজাত দেয়ার সময়।)

يسومونكم — পিছনে দেখো, পৃঃ ১৭

ذلكم — পিছনে দেখো, পৃঃ ২২৯

তরজমা ঃ ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন মূসা তার কাওমকে বললেন, তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর অবতীর্ণ নেয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদেরকে ফিরআউনের গোষ্ঠী থেকে নাজাত দিয়েছেন এমন অবস্থায় যে, তারা তোমাদেরকে জঘন্য নির্যাতন করতো এবং তোমাদের পুত্রদেরকে জবাই করতো, আর তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে দাসী বানাতো। আর তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য বিরাট পরীক্ষা ছিলো।

(٣٠) وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكم لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تَأَذَّنَ — (ঘোষণা করলো) تَأَذُّنًا ঘোষণা দেয়া, জানান দেয়া।

اٰذَنَ - يُؤْذِنُ - اٰذْنٌ - اِيذَانًا অবহিত করা। (ব্যবহার দেখো–)
اٰذَنَـهُ شَيْئًا / بِشَيْءٍ তাকে কোন বিষয়ে অবহিত করলো।
জানান দিলো।

তরজমা ঃ ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা দিলেন যে, যদি তোমরা শোকর আদায় করো তাহলে তোমাদেরকে আমি বাড়িয়ে দেবো আর যদি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে আমার আযাব অবশ্যই কঠিন।

(٣١) وَ قَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا، فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ *

শব্দ বিশ্লেষণ

غني অমুখাপেক্ষী। (দেখো, পৃঃ ১৫৮)

বাক্য বিশ্লেষণ

جميعا এটি مجتمعين অর্থে تكفروا এর فاعل থেকে حال হয়েছে।

إن এর جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَضَرَرُ الْكُفْرِ عَائِدٌ عليكم (তাহলে কুফুরির ক্ষতি তোমাদেরই উপর ফিরে আসবে।)

فإن الله এই ف অব্যয়টি হেতুবাচক।

من في الأرض মাওছূল-ছিলাহ মিলে تكفروا এর فاعل এর উপর معطوف আর ফায়েলের যামীরে মুত্তাছিলের উপর عطف করার জন্য তাকে যামীরে মুনফাছিল দ্বারা মুআক্কাদ করতে হয়।

غني এখানে একটি متعلق উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

তরজমা ঃ আর মূসা (তার কাওমকে) বললেন, যদি তোমরা এবং যারা পৃথিবীতে আছে তারা সকলে কুফুরি করো (তাহলে কুফুরির ক্ষতি তোমাদেরই উপর ফিরে আসবে) কারণ আল্লাহ নির্মুখাপেক্ষী; চিরপ্রশংসিত।

بِالبَيِّنٰتِ، فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِي اَفْوَاهِهِم، وَ قَالُوا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَ اِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مما تَدْعُونا اِلَيه مُرِيب

শব্দ বিশ্লেষণ

نَبَأٌ সংবাদ। খবর। বহুবচনে أَنْبَاءٌ

رُدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِي اَفْوَاهِهِم (তারা তাদের হাত তাদের মুখে রাখলো) এটি প্রত্যাখ্যান বা অসন্তোষের ভাবপ্রকাশক।

مريب (সন্দিহানকারী) এটি باب الإفعال থেকে اسم الفاعل

إِرَابَةٌ সন্দেহজনক হওয়া। সন্দিহান করা।

أَرَابَ الرجلُ লোকটি সন্দেহজনক হলো। সন্দিহান হলো।

أَرَابَ الأمرُ বিষয়টি সন্দেহজনক হলো।

أرابه الأمرُ أو الرجلُ বিষয়টি বা লোকটি তাকে সন্দিহান করলো।

رَابَهُ الأمرُ/الرجلُ (ض) বিষয়টি বা লোকটি তাকে সন্দিহান করলো। মাছদার رِيبَةٌ ও رَيْبًا

বাক্য বিশ্লেষণ

من قبلكم এটি مَضَوْا এই উহ্য ফেয়েলের সাথে متعلق এবং তা الذين এর صلة হয়েছে। صلة ও موصول মিলে কী হয়েছে বলো।

قوم نوح ... এটি الذين থেকে بدل হয়েছে। কারণ الذين من قبلكم বলে যাদের কথা বলা হয়েছে তারাই হলো কাওমে নূহ ....

الذين من بعدهم মাওছূল ও ছিলা মিলে مبتدأ আর لايعلمهم হচ্ছে خبر

من بعدهم এটি جاؤوا এই উহ্য ফেয়েলের এর সাথে متعلق

بما ارسلتم به এটি কার সাথে متعلق বলো।

এখানে ما الموصولة এর স্থানীয় অর্থ হলো কিতাবুল্লাহ। (আমরা ঐ কিতাবকে অস্বীকার করলাম যা দিয়ে তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে।)

مما تدعونا إليه এটি شك এর সাথে متعلق

আমরা অবশ্যই সন্দেহে আছি ঐ বিষয়ে যে বিষয়ের প্রতি তুমি আমাদেরকে ডাকছো।

আর مريب হচ্ছে شك এর صفة – উদ্দেশ্য হলো তাকীদ করা।

তরজমা ঃ তোমাদের কাছে কি ঐ লোকদের খবর আসে নি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। অর্থাৎ নূহের কাওম এবং আদ ও ছামূদ কাওম। আর যারা তাদের পরে এসেছে তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের হাত তাদের মুখে রেখে দিয়েছিলো (অর্থাৎ তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।)

আর তারা বলেছিলো, যে কিতাব দিয়ে তোমাদের পাঠানো হয়েছে তা আমরা অস্বীকার করেছি। আর তোমরা যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে ডাকছো সে বিষয়ে আমরা বিরাট সন্দেহে আছি, যা আমাদেরকে সন্দিহান করছে।

(৩৩) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الأَرْضِ، يَدْعُوكم لِيَغْفِرَ لَكُمْ من ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكم اِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى،

শব্দ বিশ্লেষণ

فاطر এটি باب نصر থেকে اسم الفاعل – মাছদার فَطْرًا সৃষ্টি করা।

يؤخركم তোমাদেরকে সুযোগ দেয়ার জন্য।

اجل مسمى নির্ধারিত মেয়াদ।

বাক্য বিশ্লেষণ

شك এটি পশ্চাদ্‌বর্তী مبتدأ আর في الله হচ্ছে ثابت এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق আর তা খবর।

في الله অর্থাৎ في وُجُودِ الله (বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।)

فاطر ... এটি الله এই মহান শব্দটি থেকে بدل

তরজমা ঃ তাদের রাসূলগণ (তাদের কথার জবাবে) বললেন,

আসমান-যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে! তিনি তো তোমাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমানের দিকে ডাকছেন, যেন তিনি তোমাদেরকে মাফ করেন এবং একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেন।

(٣٤) قَالوا اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا، تُرِيدونَ اَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنا فَأْتُونَا بِسُلْطٰنٍ مبينٍ ٭

বাক্য বিশ্লেষণ

مثلنا	এটি بشر এর صفة
ما	হচ্ছে موصول আর পরবর্তী বাক্যটি তার صلة আর عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ما كان يعبدُه اٰباؤُنا এখানে ما দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উপাস্য দেবদেবী।

তরজমা ঃ তারা বললো, তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্যদের থেকে ফিরিয়ে রাখতে চাও, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের উপাসনা করতেন। সুতরাং তোমরা (তোমাদের দাবীর স্বপক্ষে) সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পেশ করো।

(٣٥) قَالَتْ لهم رُسُلُهُمْ اِنْ نحنُ اِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُم وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِه، وَ ما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ، وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنونَ ٭ وَ مَا لَنَا اَنْ لا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدانَا سُبُلَنا، و لَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُونَا، وَ علَى اللهِ فليتوكل المتوكلون ٭

শব্দ বিশ্লেষণ

يمن	(অনুগ্রহ করেন) পিছনে দেখো, পৃঃ ৫৫
اٰذيتم	(তোমরা কষ্ট দিয়েছো) اِيذاءً কষ্ট দেয়া

বাক্য বিশ্লেষণ

على من يشاء এর তারকীব করো এবং عائد إلى الموصول নির্ধারণ করো।

من عباده এটি يشاء এর সাথে متعلق আর তা حال হয়েছে معدودين এর উহ্য مفعول به থেকে।

(শাব্দিক অর্থ– কিন্তু আল্লাহ অনুগ্রহ করেন ঐ ব্যক্তিদের প্রতি যাদেরকে তিনি ইচ্ছা করেন, এমন অবস্থায় যে তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে গণ্য।)

ما كان এটি فعل تام এবং তা ما جاز এর সমার্থক (দেখো, পৃঃ ৭৭)

ان نأتيكم এটি ما كان এর فاعل হয়েছে।

ما لنا ما হলো মুবতাদা, আর لنا (ثابت) হচ্ছে খবর। বাক্যটির মূলরূপ হলো–

أَيُّ عذرٍ ثابتٌ لنا আমাদের জন্য কী ওযর সাব্যস্ত রয়েছে?

أن لا تتوكل এখানে في উহ্য রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যটি أن দ্বারা مصدر হয়ে في এর مجرور এর স্থানে এসেছে। আর في অব্যয়টি পূর্ববর্তী উহ্য ثابت এর সাথে متعلق হয়েছে।

শাব্দিক অর্থ ঃ আমাদের জন্য কী ওযর সাব্যস্ত রয়েছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল না করার ক্ষেত্রে?

و قد هدانا سبلنا এ বাক্যটি نتوكل এর فاعل থেকে حال হয়েছে। نا এই যামীরটি প্রথম مفعول به আর سبلنا দ্বিতীয় مفعول به

على ما اذيتمونا অর্থাৎ عَلٰى إِيذَائِكُمْ إِيَّانَا (আমরা অবশ্যই ছবর করবো আমাদেরকে তোমাদের কষ্ট দেয়ার উপর) على হচ্ছে لنصبرن এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো না? অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের (নাজাতের) পথ দেখিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছো তার উপর অবশ্যই আমরা ছবর করবো। আর তাওয়াক্কুলকারীরা যেন আল্লাহরই উপর তাওয়াক্কুল করে।

(٣٦) و أُدْخِلَ الذين اٰمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تجري من تحتها الاَنْهٰرُ، خٰلدين فيها بِإِذْنِ رَبِّهم، تحيتهم فيها سَلٰمٌ

শব্দ বিশ্লেষণ

تحية সম্ভাষণ। (দেখা সাক্ষাতের সময় কল্যাণ কামনামূলক বাক্য বলা, যেমন অমুসলমানরা বলে সুপ্রভাত! শুভ সন্ধ্যা! শুভরাত্রি! আর আমরা বলি, السلام عليكم। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)
এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামের সম্ভাষণ পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের সম্ভাষণ থেকে শ্রেষ্ঠ।

ادخل (দাখেল করা হবে) এটি বাবুল ইফ'আলের মাযী মাজহূল এর ফেয়েল। তবে এখানে তা মোযারে অর্থে ব্যবহৃত।

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين .... এ অংশটি نائب الفاعل (যা মূলত প্রথম مفعول به ছিলো)।
আর جنت ... এ অংশটি দ্বিতীয় مفعول به

خلدين এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

باذن ربهم এ অংশটি কার সাথে متعلق হয়েছে?

تحيتهم فيها سلام এখানে تحيتهم অংশটি মুবতাদা فيها তার সাথে متعلق আর سلام হচ্ছে খবর।

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় এমন জান্নাতে দাখেল করা হবে যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। তাতে তাদের সম্ভাষণ হবে 'সালাম'।

(٣٧) قُلْ لِعِبَادِيَ الذين اٰمَنُوا يُقِيموا الصَّلٰوةَ و يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قبلِ اَنْ يَأتِيَ يومٌ لابَيْعٌ فيه وَلا خِلٰل

শব্দ বিশ্লেষণ

سرا و علانية শব্দ দু'টির আলোচনা দেখো, পৃঃ ৫৬

خلال — এটি خلة এর বহুবচন। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব। (নিঃস্বার্থ বন্ধু অর্থেও উভয় লিঙ্গে এবং একবচনে ও বহুবচনে ব্যবহৃত)

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين امنوا এখানে صلة ও موصول মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলো?

يقيموا الصلوة এখানে لام الأمر উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ليقيموا (যেন তারা নামায কায়েম করে) পরবর্তী ফেয়েলটি সম্পর্কেও একই কথা।

مما رزقنهم এ অংশটুকুর তাকীব করো।

من قبل أن হরফুল জরটি ينفقوا ফেয়েলের সাথে দ্বিতীয় متعلق হয়েছে। أن এর পরবর্তী বাক্যটি أن দ্বারা مصدر হয়ে قبل এর مضاف إليه অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ إتْيانِ يومٍ (এমন দিন আসার পূর্বে)

لا بيعٌ فيه و لا خِلٰلٌ এ বাক্যটি يوم এর صفة

قل لعبادي الذين امنوا (শাব্দিক অর্থ– আপনি আমার ঐ বান্দাদেরকে বলুন যারা ঈমান এনেছে)

তরজমা ঃ আপনি আমার মুমিন বান্দাদের বলুন, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (আমার রাস্তায়) খরচ করে, এমন দিন আসার পূর্বে যেদিন না কোন বেচা-কেনা থাকবে, না কোন বন্ধুত্ব।

(٣٨) اللّٰهُ الذي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ و الأرضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخْرَجَ به مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لكم وَ سَخَّرَ لكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ في البحرِ بِأَمْرِه، وَ سَخَّر لَكُم الأَنْهٰرَ * وَ سَخَّرَ لَكم الشمسَ وَ القمرَ دائِبَينِ وَ سَخَّر لَكُمُ الليلَ و النهارَ* وَ اٰتٰكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُموه، وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعمةَ اللّٰهِ لا تُحصوها، اِنَّ الْاِنْسانَ لَظَلُومٌ كفار *

শব্দ বিশ্লেষণ

سَخَّرَ (অনুগত করেছেন) تَسْخِيرًا অনুগত করা। সেবায় নিয়োজিত করা।

دَائِب এটি دَأَبَ - يَدْأَبُ - دَأْبًا (ف) থেকে اسم الفاعل

دَأَبَ فِي الْعَمَلِ কাজে আন্তরিক, একাগ্র ও নিয়মিত হলো।

دَأَبَ شَيْئًا কোন কিছুতে লেগে থাকলো।

دَأْبٌ অভ্যাস। دَائِبٌ অভ্যস্ত। একাগ্রভাবে ও সর্বক্ষণ নিয়োজিত

تعدوا (ن) عَدًّا গণনা করা।

لا تحصوا মাছদার إِحصَاءً গুণে শুমার করা। গুণে সংখ্যা বের করা। সংখ্যা আয়ত্ব করা।

ظلوم অতি যালিম। كفار অতি অকৃতজ্ঞ। (শব্দ দু'টি ظالم ও كافر এর অতিশয়ী শব্দ।)

বাক্য বিশ্লেষণ

الله الذي ... এ মহান শব্দটি মুবতাদা, আর পরবর্তী অংশটি খবর।

أنزل এটি معطوف হয়েছে خلق এর উপর। আর أخرج এটি معطوف হয়েছে أنزل এর উপর। سخر সম্পর্কে একই কথা।

من الثمرت হচ্ছে أخرج এর সাথে متعلق এবং رزقا এর بيان বা ব্যাখ্যা। আর رزقا হচ্ছে مفعول به
(শাব্দিক অর্থ– তা দ্বারা তোমাদের জন্য রিযিক বের করেছেন, অর্থাৎ ফলফলাদি।)

دائبين এটি سخر এর مفعول به থেকে حال হয়েছে।
শাব্দিক অর্থ– তিনি সূর্যকে ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, এমন অবস্থায় যে, ঐ দুটি সর্বক্ষণ ও নিয়মিত কাজে নিয়োজিত রয়েছে।)

ما سألتموه মাওছূল ও ছিলাহ মিলে مضاف إليه হয়েছে كل এর। আর তা متعلق এর সাথে اتى টি حرف الجر আর مجرور এর من

إن تعدوا ... পুরো বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আল্লাহ্ ঐ সত্তা যিনি আসমান-যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলফলাদির রিযিক উৎপন্ন করেছেন।

আর জলযানকে তোমাদের অনুগত করেছেন, যেন তা তাঁর আদেশে জলপথে ভেসে চলে। আর তিনি নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

আর তিনি সূর্য-চন্দ্রকে সার্বক্ষণিকভাবে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, আর রাত্র-দিনকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন।

এবং তোমরা যা কিছু চেয়েছো তার প্রতিটি থেকে তোমাদেরকে দান করেছেন। আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত গণনা করতে চাও তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। আসলে মানুষ বড় যালিম, বড় অকৃতজ্ঞ।

(৩৯) رَبَّنَا إِنكَ تعلم ما نُخفي و ما نُعلن، و ما يَخْفَى على اللهِ مِنْ شَيْءٍ في الأَرْضِ وَ لا في السماءِ * الحمدُ لِلّٰهِ الذي وَهَبَ لي عَلَى الْكِبَرِ اسمٰعِيلَ وَ اسْحٰقَ، إنَّ ربي لَسَمِيعُ الدعاءِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

وهب (দান করেছেন) দেখো, পৃঃ ৬৩

كِبَرٌ বার্ধক্য

বাক্য বিশ্লেষণ

ما نخفي و ما نعلن এর তারকীব করো।

من شيء এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং شيء হচ্ছে শব্দগতভাবে مجرور আর অর্থগতভাবে ما يخفى এর فاعل এর من

في الأرض এটি موجود এর সাথে متعلق আর তা شيء এর صفة

و لا في السماء এর তারকীব বলো।

الحمد মুবতাদা, لله (ثابت) খবর।

الذي ... মাওছূল ও ছিলাহ মিলে الله এ মহান শব্দের صفة

عَلَى الْكِبَرِ এটি وَهَبَ এর সাথে দ্বিতীয় متعلق (বার্ধক্য সত্ত্বেও বা বার্ধক্যের অবস্থায়)

(আলোচ্য আয়াতটি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আর অংশ, যা তিনি আল্লাহর ঘর তৈরী করার পর করেছিলেন।

তরজমা ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, আপনি অবশ্যই তা জানেন। আর আল্লাহর কাছে তো আসমান-যমীনের কোন কিছুই গোপন থাকে না।
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বার্ধক্যের অবস্থায় ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক দু'আ শ্রবণকারী।

(٤٠) رَبَّنا اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ للمؤمنين يومَ يقومُ الحِسابُ *

বাক্য বিশ্লেষণ

لوالدي আসলে ছিলো لوالدين + ي এখানে মুযাফ থেকে مثنى এর نون পড়ে গেছে এবং ياء কে ياء এর মাঝে ادغام করা হয়েছে।

يوم এটি اغفر এর ظرف আর পরবর্তী বাক্যটি তার مضاف إليه অর্থাৎ يَوْمَ قِيامِ الحِسَابِ

তরজমা ঃ হে আমার প্রতিপালক! যে দিন আমলের হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আপনি আমাকে এবং আমার মা-বাবাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন।

(٤٢) وَ لا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غافِلًا عَمَّا يعمَلُ الظّٰلمون، إنما يُؤَخِّرُهم لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فيه الأبْصارُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

تشخص (চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে) (ف) شُخُوصًا (ব্যবহার)
شَخَصَ فُلان بَصَرَه/بِبَصَرِه অমুক তার চক্ষুকে বিস্ফারিত করলো। অর্থাৎ ভয়ে বা বিস্ময়ে এমনভাবে চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো যে পলক পড়ে না।

شَخَصَ بَصَرُه তার চক্ষু বিস্ফারিত হলো।

ل এ অব্যয়টি إلى এর সমার্থক।

বাক্য বিশ্লেষণ

عما يعمل الظلمون এর তারকীব করো।

تشخص فيه الأبصار এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ আল্লাহকে যালিমদের কর্মকাণ্ড থেকে গাফেল মনে করো না। তিনি তাদের শুধু অবকাশ দিচ্ছেন ঐ দিন পর্যন্ত যেদিন চক্ষুসমূহ ভয়ে বিস্ফারিত হবে।

(১) إِنَّا نحنُ نَزَّلْنا الذكْرَ وَإِنَّا له لَحٰفِظُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

الذكر আলোচনা, উপদেশ, স্মরণ। এখানে উদ্দেশ্য হলো উপদেশগ্রন্থ, অর্থাৎ কোরআন।

إِنَّا আসলে ছিলো إِنَّنَا একটি نون বিলুপ্ত করে إنا পড়া হয়। إنا এবং إننا তদ্রূপ إني এবং إنني দু'রকম ব্যবহারই রয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

نا হলো إن এর اسم আর نحن এসেছে اسم এর তাকীদের জন্য।

نزلنا الذكر বাক্যটির তারকীব করো এবং আয়াতের তারকীবে বাক্যটির অবস্থান কী বলো।

لحافظون لام অব্যয়টি তাকীদের জন্য। حافظون হচ্ছে إن এর خبر তুমি إن এর اسم টি চিহ্নিত করো। له কার সাথে متعلق বলো। এখানে مِنَ التَّحريفِ এই অংশটি উহ্য রয়েছে। (পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন থেকে হিফাজতকারী)

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আমি কোরআনকে (পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন থেকে) রক্ষা করবো।

ফায়দা ঃ কোরআন আল্লাহর চিরসত্য কালাম, এর অকাট্য প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর কোন শক্তি আজ পর্যন্ত কোরআনের একটি শব্দ, এমনকি একটি হরফও পরিবর্তন করতে পারে নি।

(২) وَلَقَدْ خَلَقْنا الإنْسٰنَ مِنْ صَلْصٰلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، و الجَانَّ خَلَقْنَاه مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ *

শব্দ বিশ্লেষণ

صلصل শুকনো মাটি যা থেকে 'ঠনঠন' আওয়াজ হয়।

حمأ কালো মাটি। مسنون পচা, দুর্গন্ধযুক্ত।

السموم — তপ্ত গরম বাতাস, লুহাওয়া। ভয়ঙ্কর আগুন।

جن — এটি জাতিবাচক শব্দ (اسم جنس)। জ্বিনজাতি। إنس হচ্ছে এর বিপরীত শব্দটি, যার অর্থ– মানব জাতি। উক্ত জাতির একটি সদস্য বোঝানোর জন্য ياء النسبة যোগ করে جِنِّيٌّ এবং إِنْسِيٌّ বলা হয়। বহুবচনে جَانٌّ ও أَنَاسِيٌّ

আর إِنْسَانٌ শব্দটিও জাতিবাচক, তবে একবচনের জন্যেও ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন أُناس

এখানে جان দ্বারা জ্বিনদের আদি পিতা إبليس কে বোঝানো হয়েছে। ইবলিস থেকেই জ্বিনজাতির বংশবিস্তার হয়েছে। যেমন আদম (আঃ) থেকে মানবজাতির বংশবিস্তার হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

من صلصل এটি **متعلق** হয়েছে **خلقنا** এর সাথে।

مسنون — এটি حمأ এর صفة আর مسنون من حمأ হচ্ছে উহ্য **معدود** এর সাথে متعلق এবং তা صلصل এর صفة

(শাব্দিক অর্থ– ঠনঠনে শুষ্ক মাটি থেকে, যা কালো পচা মাটির মধ্য হতে গণ্য)

من قبل — অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ الإنسانِ এখানে من অব্যয়টি অতিরিক্ত।

من نار السموم এটি **متعلق** হয়েছে **خلقنا** এর সাথে।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি পচা কাদা থেকে তৈরী শুকনো ঠনঠনে মাটি দ্বারা। আর (মানুষের) পূর্বে আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিনদের (আদি পিতা ইবলিস)কে ভয়ঙ্কর অগ্নি থেকে।

(٣) وَ اذ قال ربك للملٰئكةِ اني خالِقٌ بشَرًا من صلصال من حَمَاٍ مسنونٍ * فاذا سَوَّيْتُه و نَفَخْتُ فيه مِن رُّوحِي، فَقَعُوا له سٰجدين * فَسَجَدَ الملٰئِكَةُ كلُّهم اَجمعون * الا ابليسَ اَبٰى ان يكونَ مَعَ السّٰجدينَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

بَشَرٌ (একবচনে ও বহুবচনে এবং উভয় লিঙ্গে) মানুষ। (দ্বিবচনে بَشَرانِ)

إذا سويت (যখন সমান করবো) تَسْوِيَةً - يُسَوِّيْ - سَوّى সমান করা। নিখুঁত করা।

نفخت (ফুঁকে দেবো) (ن) نَفْخًا ফোঁকা।

نَفَخَ فيه الروحَ তাতে রূহ ফুঁকে দিলো। প্রবিষ্ট করলো।

قعوا (তোমরা পড়ে যাও) (ف) وُقُوعًا - قَعْ - يَقَعُ - وَقَعَ পড়া, ঘটা, অবস্থিত হওয়া।

وَقَعَتْ هذه الوَاقِعَةُ اليومَ - وَقَعَ عَلَى الأرضِ - تَقَعُ هذه القريَةُ بِجانِبِ جَبَلٍ - وَقَع سَاجِدًا - وَقَعَ على قَدَمَيْهِ

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ সম্পর্কে যা জানো বলো। (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ১৪ ও ৩৫)

خالق এটি إن এর খবর। بَشَرًا হচ্ছে اسم الفاعل এর مفعول به

من صلصل হচ্ছে خالق এর সাথে متعلق

من حَمإٍ مسنونٍ এটি معدود এর সাথে متعلق এবং তা صلصال এর صفة

إذا সম্পর্কে যা জানো বলো এবং সে আলোকে আলোচ্য আয়াতে إذا এর ব্যাখ্যা করো (প্রয়োজনে দেখো, পৃঃ ৮ ও ৩৫)

فقعوا ف হচ্ছে شرط ও جواب الشرط মাঝে সংযোগকারী অব্যয়। আরবীতে এটাকে বলে رابطة

قعوا এটি فعل الأمر আর ساجدين শব্দটি حال হয়েছে قعوا এর فاعل থেকে, আর له হচ্ছে ساجدين এর সাথে متعلق

كل শব্দটি যমীরের দিকে مضاف অবস্থায় পূর্ববর্তী শব্দের مؤكد রূপে আসে। যেমন- قَرَأْتُ الكُتُبَ كُلَّها - قَرَأَ الكتابَ كُلَّه

دَعَتِ المعلمَةُ تِلْميذَاتِها كُلَّهُنَّ - جاءَ التلاميذُ كلُّهم

অতিরিক্ত তাকীদের জন্য أجمعون শব্দটিকে যোগ করা হয়।

كُلُّهم أجمعون - كُلَّهم أجمَعِينَ - كُلِّهم أجمَعِين

أبى (অস্বীকার করলো) (إباءً (ف) দেখো, পৃঃ ১৫

أن يكون এটি فعل تام এবং أن يسجد এর সমার্থক। শাব্দিক অর্থ– সিজদাকারীদের সঙ্গে সিজদা করা প্রত্যাখ্যান করলো।

তরজমা ঃ ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফিরেশতাদেরকে বললেন, নিঃসন্দেহে আমি একজন মানব সৃষ্টি করবো। অতঃপর যখন আমি তাকে নিখুঁতভাবে তৈরী করবো এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যেয়ো। তখন ফিরেশতাগণ সকলে– সকলেই তাকে সিজদা করলো, ইবলিস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের সঙ্গে সিজদা করতে অস্বীকার করলো।

(٤) قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّـٰجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ *

বাক্য বিশ্লেষণ

مالك এটি মুবতাদা ও খবর। মূল এবারত এরূপ أي عذر ثابت لك (তোমার জন্য কোন্ ওযর সাব্যস্ত রয়েছে।)

ألا أن ও لا এর যুক্তরূপ। পরবর্তী বাক্যটি أن দ্বারা মাছদার হয়ে উহ্য হরফুল জর في এর مجرور এর স্থানে এসেছে।

لم اكن لاسجد এটি فعل ناقص তার মাঝে বিদ্যমান أنا যমীর হচ্ছে তার ইসম। আর مريدا (ইচ্ছাকারী) এই উহ্য شبه الفعل টি তার খবর।

اسجد ... এই পুরো বাক্যটি উহ্য أن যোগে مصدر হয়ে ل হরফুল জরের মাজরূর-এর স্থানে এসেছে। তারপর তা مريدا এর সাথে متعلق হয়েছে। বাক্যটির মূলরূপ এই– لَمْ أَكُنْ مُرِيدًا لِسُجُودِ بَشَرٍ ... শাব্দিক অর্থ– আমি এমন মানুষকে সিজদা করার জন্য ইচ্ছাকারী হই নি, যাকে . . . মতলব– আমি এমন মানবকে সিজদা করতে পারি না যাকে আপনি .... দেখো, পৃঃ ১১৪

তরজমা ঃ তিনি বললেন, হে ইবলিস! তোমার কী হয়েছে যে, তুমি

সিজদাকারীদের সঙ্গে সিজদা করছো না? সে বললো, আমি তো এমন মানবকে সিজদা করতে পারি না, যাকে আপনি পচা শুকনো কাদার ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

(٥) قال فَاخْرُجْ منها فَإِنَّكَ رَجِيم * وَإِنَّ عَلَيكَ اللَّعْنَةَ إلى يوم الدين * قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي الى يَوْمِ يَبْعَثُونَ * قال فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إلى يَوْمِ الوَقْتِ المعلوم *

শব্দ বিশ্লেষণ

رجيم (বিতাড়িত) (ن) رَجْمًا

رَجَمَه তাকে পাথর মারলো। তাকে তাড়িয়ে দিলো।

اَنْظِرني (আমাকে অবকাশ দিন) বাবুল ইফ'আল থেকে إِنْظارًا তার اسم المفعول হলো منظر (যাকে অবকাশ দেয়া হয়েছে)

الوقت المعلوم জানা সময়। নির্ধারিত সময়। কেয়ামত।

বাক্য বিশ্লেষণ

فاخرج منها এটি উহ্য شرط এর جواب আর ف হচ্ছে رابطة

মূলরূপ এই- إن لا تسجد لآدم فاخرج منها

منها এই যমীরের مرجع তুমি নির্ধারণ করো।

فإنك رجيم এখানে ف অব্যয়টি হেতুবাচক।

ان عليك اللعنة বাক্যটি তারকীব করো।

إلى يوم الدين এ অংশটি اللعنة মাছদারের সাথে متعلق বাক্যটির মূলরূপ- إن اللعنةَ إلى يوم الدينِ ثَابِتَةٌ عليكَ (শাব্দিক অর্থ- বিচারের দিবস পর্যন্ত অভিশাপ তোমার উপর সাব্যস্ত হবে।)

কিংবা তা ثابتة এর সাথে متعلق (তখন মূলরূপ হবে- إن اللعنةَ ثابِتَةٌ عليكَ إلى يوم الدينِ শাব্দিক অর্থ- অভিশাপ তোমার উপর বিচারের দিবস পর্যন্ত সাব্যস্ত হবে)

إنك من المنظرين এর তারকীব করো।

إلى يوم يبعثون এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ তিনি বললেন, তাহলে তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও। কেননা তুমি বিতাড়িত। আর বিচারের দিবস পর্যন্ত তোমাকে অভিশাপ। সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আমাকে অবকাশ দিন, তাদেরকে পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত। তিনি বললেন, তাহলে তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে গণ্য (অর্থাৎ তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো।)

(٦) قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي لَاُزَيِّنَنَّ لهم في الاَرْضِ وَ لَاُغْوِيَنَّهم اَجْمَعِين * اِلَّا عِبَادَكَ منهم الْمُخْلَصِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

مخلص এটি ইফ'আলের اسم المفعول এর واحد مذكر যাকে আপন করা হয়েছে, এবং নিজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

أَخْلَصَ شَيْئًا কোন কিছুকে খালেছ করলো। নির্ভেজাল করলো। খাঁটি করলো।

أَخْلَصَ لَهُ الْحُبَّ/النصيحَةَ তার জন্য ভালোবাসাকে/উপদেশকে নির্ভেজাল করলো। (তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসলো/ উপদেশ দিলো।

أَخْلَصَ لِلّٰهِ دِيْنَه আল্লাহর জন্য সে তার দ্বীনকে খালেছ করলো। অর্থাৎ রিয়া থেকে মুক্ত করলো।

أَخْلَصَ فُلَانًا অমুককে নিজের জন্য নির্বাচন করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

بما اغويت এর মূলরূপ হলো بِاِغْوَائِكَ (তোমার ভ্রষ্ট করার কারণে)

بما أغويتني এর মূলরূপ হলো بِاِغْوَائِكَ اِيَّايَ (আমাকে তোমার ভ্রষ্ট করার কারণে)

মাছদারকে তার فاعل এর দিকে مضاف করা হয়েছে

بما اغويتني এটি لأزين এর সাথে متعلق হয়েছে।

لازين و لاغوين ফেয়েল দু'টির অবস্থা ব্যাখ্যা করো।

أجمعين হচ্ছে مفعول به এর مؤكد – তাই তা مفعول به এর اعراب গ্রহণ করেছে।

في الأرض এটি متعلق হয়েছে ماكثين এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে. আর তা لا م এর مجرور থেকে حال কারণ তাতে مفعولية (مفعول হওয়ার গুণ) রয়েছে। কারণ لأزيننهم বলা যায়। আর أزين ফেয়েলের مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لأزين لهم المعاصي। (শাব্দিক অর্থ, তাদের জন্য নাফরমানিকে মনোহররূপে তুলে ধরবো তাদের পৃথিবীতে অবস্থান করা অবস্থায়।)

منهم এর তারকীব এখন আলোচনা করা হলো না।

المخلصين এটি عباد এর صفة

তরজমা ঃ হে আমার রাব! যেহেতু আপনি আমাকে ভ্রষ্ট করেছেন সেহেতু আমি পৃথিবীতে তাদের সামনে গোনাহকে মনোহর রূপে তুলে ধরবো এবং তাদের সবাইকে ভ্রষ্ট করে ছাড়বো। তবে তাদের মধ্য হতে আপনার নির্বাচিত বান্দাদেরকে ছাড়া।

(٧) نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرحِيمُ وَإِنَّ عَذَابِي هو العَذَابُ الأَلِيمُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

نبئ (খবর দাও) পিছনে দেখো, পৃঃ ২১৯

أليم (যন্ত্রণাদায়ক) (س) أَلَمًا ব্যথাগ্রস্ত হওয়া। ব্যথিত হওয়া। إِيلامًا ব্যথিত করা। ব্যথা দেয়া। এই বাবের اسم الفاعل হলো مُؤْلِمٌ (ব্যথা দানকারী) আর أَلِيم হচ্ছে তার সমার্থক। تَأَلَّمَ (تألُّمًا) ব্যথিত হলো। أَلَمٌ ব্যথা। বহুবচনে آلام

বাক্য বিশ্লেষণ

عبادي হচ্ছে نبئ এর প্রথম مفعول به আর পরের পুরো অংশটি তার দ্বিতীয় مفعول به

أنا ও هو এই যামীর দু'টি إن এর ইসমকে তাকীদ করার জন্য এসেছে।

তরজমা ঃ আমার বান্দাদেরকে খবর দাও যে, আমিই ক্ষমাকারী, চিরদয়ালু, আর আমার আযাবই যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(٨) وَ نَبِّئْهُم عَنْ ضَيْفِ ابراهيمَ * اِذ دَخَلوا عليهِ فقالوا سَلامًا ، قالَ اِنّا منكم وَجِلُون * قالوا لا تَوْجَلْ اِنّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عليمٍ * قالَ اَبَشَّرْتُموني عَلٰى اَنْ مَسَّنِيَ الكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرون * قالوا بشرنٰك بالحقِّ فلا تكن من القٰنِطِينَ * قال وَ مَن يقنَطُ من رحمَةِ ربه اِلّا الضالُّون* قال فَما خَطْبُكم اَيُّها المرسلون * قَالوا اِنّا اُرْسِلْنا الٰى قَومٍ مُجْرِمِين *

শব্দ বিশ্লেষণ

ضَيْفٌ মেহমান। এটি একবচনে ও বহুবচনে এবং উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত। তবে বহুবচনের আলাদা শব্দ হচ্ছে أَضْيَافٌ - ضُيُوفٌ ও ضِيفَانٌ কোরআনে আছে إِنَّ هَؤُلاءِ ضَيْفِي

وَجِلُون এটি وَجِلٌ এর বহু, অর্থ ভীত, শংকিত।
وَجِلَ - يَوْجَلُ - وَجَلًا (س) ভীত হওয়া। শংকিত হওয়া।

عليم এটি عالم এর অতিশয়ী শব্দ। প্রচুর ইলমের অধিকারী।

مَسَّ (স্পর্শ করেছে) (س) مَسًّا স্পর্শ করা। দেখো, পৃঃ ১৫৪
مَسَّنِيَ الْكِبَرُ বার্ধক্য আমাকে সম্পর্শ করেছে। অর্থাৎ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। مَسَّنِيَ الضَّعْفُ - مَسَّنِيَ الفَقْرُ

القانطين لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَةِ اللّٰهِ (س) قُنوطًا নিরাশ হওয়া।

خَطْبٌ অবস্থা। বিষয়। গুরুতর বিষয় বা বিপদ। বহুবচনে خُطُوبٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ এটি نبئ এর ظرف আর পরবর্তী বাক্যটি তার مضاف إليه অর্থাৎ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضيفِ ابراهيمَ حِيْنَ دُخولِهِمْ عليهِ وَ قَوْلِهِمْ سَلامًا

منكم এটি وجلون এর সাথে متعلق

مسني الكبر বাক্যটি أن অব্যয়যোগে مصدر হয়ে তারপর কী হয়েছে বলো?

على অব্যয়টি কার সাথে متعلق হয়েছে?

শাব্দিক অর্থ– বার্ধক্য আমাকে স্পর্শ করা সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিয়েছো!

بم — এখানে ما হচ্ছে أَيُّ شَيْءٍ এর সমার্থক اسمُ استفهامٍ – এর পূর্বে যখন حرف الجر আসে, আর পরে ذا যুক্ত না হয় তখন الف পড়ে যায়। ذا যুক্ত হলে الف টি বহাল থাকে। যেমন–

عَمَّاذا، عَمَّ – لِمَاذَا، لِمَ – بِمَاذَا، بِمَ

من القانطين এ অংশটি কার সাথে متعلق হয়েছে বলো।

من — এটি مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ এবং اسمُ استفهامٍ এখানে نفي এর অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ لا يَقْنَطُ اَحَدٌ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهٖ اِلَّا الضَّالُّوْنَ

من হচ্ছে مبتدأ আর পরবর্তী বাক্যটি তার خبر

পিছনে একটি আয়াতে আছে وَمَنْ يَغْفِرُ الذنوبَ اِلَّا اللّٰهُ

উপরের আলোকে এই আয়াতটি বিশ্লেষণ করো।

سَلَامًا — এটি উহ্য فعل এর مفعول مطلق অর্থাৎ نُسَلِّمُ سَلَامًا

তরজমা ঃ আর তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের সম্পর্কে খবর দিন, যখন তারা ইবরাহীমের সামনে উপস্থিত হলো এবং সালাম পেশ করলো তখন তিনি বললেন, আমরা তোমাদের কারণে শংকিত। তারা বললো, শংকিত হবেন না। আমরা আপনাকে এক মহাজ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তিনি বললেন, আমার বার্ধক্য সত্ত্বেও কি তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছো? তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছো? তারা বললো, আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিয়েছি। সুতরাং আপনি (আল্লাহর রহমত হতে) নিরাশ হবেন না। তিনি বললেন, ভ্রষ্টরা ছাড়া কে আপন প্রতিপালকের রহমত হতে নিরাশ হয়? তিনি বললেন, যাক, তোমাদের উদ্দেশ্য কী হে প্রেরিতগণ? তারা বললো, নিশ্চয় আমাদেরকে এক অপরাধী কাওমের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে (তাদেরকে আযাব দেয়ার জন্য)।

فَكَانُوا عنها مُعْرِضِينَ * وَ كَانوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اٰمِنِينَ * فَاَخَذَتْهم الصيحَةُ مُصْبِحِينَ * فَما اَغْنٰى عنهم ما كانوا يَكْسِبُونَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

الحجر — মদীনা ও শামের মাঝে অবস্থিত একটি উপত্যকা। সেখানে ছামূদ জাতি বাস করতো। তাদের নবী ছিলেন হযরত ছালেহ (আঃ)। তারা ছালেহ (আঃ)-কে অস্বীকার করেছিলো। কিন্তু একজন রাসূলকে অস্বীকার করা মানে সকল রাসূলকেই অস্বীকার করা। তাই المرسلين বলা হয়েছে।

اٰيٰتِنا — এটি বহুবচন। একবচনে اٰية – মূলতঃ তাদেরকে একটি নিদর্শন দেয়া হয়েছিলো। অর্থাৎ কুদরতী উটনী। কিন্তু তাতে অনেক আশ্চর্য বিষয় ছিলো। যেমন পাহাড় থেকে উটনীর বের হওয়া, এবং গর্ভবতী অবস্থায় বের হওয়া, এবং এত বেশী দুধ দেয়া, যা সবার জন্য যথেষ্ট হতো ইত্যাদি। এ কারণে একবচনের স্থলে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

مُعرِضين — ইফ'আল থেকে اسم الفاعل মাছদার إعراضًا উপেক্ষা করা। এড়িয়ে যাওয়া। (عن অব্যয়যোগে)

ينحتون — বাবে ضرب থেকে نَحْتًا চাঁছা, খোদাই করা।
نَحَتَ الخَشَبَ কাঠ চাঁছা-ছোলা করলো।
نَحَتَ الحَجَرَ পাথর চাঁছলো বা খোদাই করলো।

امنين — (س) থেকে اسم الفاعل দেখো, পৃঃ ২৬৩

صيحة — আওয়াজ। চিৎকার। (ض) صَيْحًا، صِيَاحًا চিৎকার করা।
صَاحَ بِه তাকে চিৎকার করে ডাকলো।
صَاحَ فيه/عليه তার উদ্দেশ্যে গর্জন করলো।

مصبحين — ইফ'আল থেকে اسم الفاعل এর جمع مذكر
أَصْبَحَ সকাল যাপন করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

عنها — এটি معرضين এর সাথে متعلق

كانوا — এটি فعل ناقص তার শেষে যুক্ত واو যমীরটি হচ্ছে তার اسم আর পরবর্তী বাক্যটি তার خبر

من الجبال — এটি ينحتون এর সাথে متعلق

امنين — এটি حال হয়েছে ينحتون এর فاعل থেকে।

مصبحين — এটি কার থেকে حال হয়েছে বলো।

ما أغنى — এর فاعل চিহ্নিত করো।

ما كانوا يكسبون এর তারকীব করো।

তরজমা ঃ 'হিজর'-এর অধিবাসীরা অবশ্যই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিলো। আর আমি তাদেরকে আমার বিভিন্ন নিদর্শন দান করেছিলাম। কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিলো। আর তারা পাহাড় কেটে নিরাপদে বাড়ী তৈরী করতো। অতঃপর এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে ভোর বেলা পাকড়াও করলো। ফলে যে সম্পদ তারা অর্জন করতো তা তাদের কোন কাজে এলো না।

(١٠) وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السّٰجِدِينَ * وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِينُ *

শব্দ বিশ্লেষণ

يضيق — (ض) ضِيْقًا সংকীর্ণ হওয়া। অপ্রসন্ন হওয়া।
ضَاقَ الطريقُ পথটি সংকীর্ণ হলো।
ضَاقَ صَدْرُه তার মন অপ্রসন্ন হলো। ব্যথিত হলো।

يقين — এর মূল অর্থ, নিশ্চিত বিষয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো মৃত্যু। কেননা মৃত্যু হলো সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয়।

বাক্য বিশ্লেষণ

بما يقولون অর্থাৎ بقولهم কিংবা بِمَا يَقُولُونَه এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য কী?

من السجدين এ অংশটি কার সাথে متعلق বলো।

حتى يأتيك اليقين এ অংশটির তারকীব করো এবং তা কার সাথে متعلق হয়েছে বলো। (বাক্যটির মূলরূপ বলো।)

তরজমা ঃ আর আমি অবশ্যই জানি যে, তাদের (উপহাসমূলক) কথার কারণে আপনার অন্তর অপ্রসন্ন (ও ব্যথিত) হয়। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করুন। (তাতে আপনার মন প্রশান্তি লাভ করবে।) আর আপনি মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনার প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন থাকুন।

(١١) اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ، اَفَلا تَذَكَّرُون * وَاِن تَعُدُّوا نعمَةَ اللّٰهِ لا تُحْصُوها، اِن اللّٰهَ لَغَفُورٌ رحيم * و اللّٰهُ يَعلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعلِنُوْنَ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ف — অব্যয়টিকে শুধু সৌন্দর্যের জন্য আনা হয়েছে। এখানে এর আলাদা কোন অর্থ নেই।

من — মাওছূল-ছিলাহ মিলে মুবদাতা। يخلق এর مفعول به উহ্য রয়েছে। আর তা হলো أَشْيَاءَ عظيمَةً

ك — এটি حرف الجر আর صلة ও موصول মিলে مجرور এর স্থানে রয়েছে। আর حرف الجر টি ثابت এর সঙ্গে متعلق যা পূববর্তী মুবতাদার খবর। لايخلق এর পরে شَيْئًا উহ্য রয়েছে।

إن تعدوا — এখানে إن এর شرط ও جواب الشرط চিহ্নিত করো।

তরজমা ঃ আচ্ছা, যিনি (বিরাট বিরাট জিনিস) সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মত যে (কিছুই) সৃষ্টি করতে পারে না? তাহলে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না। আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে চাও তাহলে গণনা করে শেষ করতে পারবে না। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু। আর তোমরা যা কিছু গোপন করো এবং যা কিছু প্রকাশ করো, আল্লাহ তা জানেন।

(١٢) وَ الذين يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لا يَخْلُقُونَ شيئًا و هم يُخْلَقُون، اَمْواتٌ غَيْرُ أحياءٍ، وَ ما يَشعرون أَيَّانَ يُبْعَثُون * إِلٰهكم إِلٰهٌ واحِدٌ، وَ الذين لا يُؤمِنون بالآخِرَة قُلوبُهم مُنْكِرَةٌ و هم مُسْتَكْبِرُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

أيان — এটি متى এর সমার্থক, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে أيان ব্যবহৃত হয়। যেমন এখানে হয়েছে। তদ্রূপ أَيَّانَ يوْمُ القيامةِ

منكر — (অস্বীকারকারী) إِنْكارًا অস্বীকার করা।

مستكبر — (অহংকারকারী) إِسْتِكْبارًا অহংকার করা। বড়ত্ব দেখানো।

বাক্য বিশ্লেষণ

يدعون — واو হচ্ছে فاعل এর যমীর, যা মুশরিকদের দিকে ফিরেছে। আর هم এই উহ্য যমীরটি مفعول به এবং عائد إلى الموصول যমীরটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাতিল উপাস্যের দল।

من دون الله এটি উহ্য معدودين এর সাথে متعلق আর তা يدعون এর উহ্য مفعول به থেকে حال

শাব্দিক অর্থ– আর মুশরিকরা যাদেরকে উপাসনা করে এমন অবস্থায় যে, তারা গায়রুল্লাহ থেকে গণ্য।

موصول ও صلة মিলে مبتدأ আর لا يخلقون হচ্ছে خبر

و هم يخلقون এটি حال হয়েছে لايخلقون এর فاعل থেকে।

أموات — এটি উহ্য মুবতাদা هم এর خبر আর غير أحياء হচ্ছে أموات এর صفة যা তাকীদের উদ্দেশ্যে এসেছে।

أيان — এটি يبعثون এর ظرف الزمان রূপে نصب এর স্থানে এসেছে। এটি مبني على الفتح (প্রশ্ন-শব্দ সর্বদা অগ্রবর্তী অবস্থান দাবী করে, তাই এখানে ظرف কে ফেয়েল থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে)

الذين لا يؤمنون بالاخرة এ অংশটি মুবতাদা, খবর কোনটি বলো।

و هم مستكبرون এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ আর তারা আল্লাহ ছাড়া যাঁদের উপাসনা করে তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়। তারা মৃত, জীবিত নয় (অর্থাৎ তারা জড়পদার্থ)। তারা (উপাস্যরা) জানে না যে কখন তাদেরকে (উপাসক মুশরিকদেরকে) পুনর্জীবিত করা হবে।

আর তোমাদের ইলাহ হচ্ছেন, এক ইলাহ। আর যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না, তাদের হৃদয় হলো (সত্যকে) অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকার প্রদর্শনকারী।

(١٣) وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فَمِنهم مَنْ هَدَى اللّٰهُ و منهم مَنْ حَقَّتْ (أي وَجَبَتْ) عليه الضَّلٰلَةُ، فَسِيروا في الأَرْضِ فَانْظُروا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذِّبين، إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهم فَإِنَّ اللّٰهَ لا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ وَ مَا لهم من نٰصِرين *

শব্দ বিশ্লেষণ

أن — এটি حرف التفسير বা ব্যাখ্যাবাচক অব্যয়। এটি এমন ফেয়েলের পরে আসে যাতে قول এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন أمرتُ راشدًا أَن اذْهَبْ إلى المسجدِ আমি রাশেদকে আদেশ করলাম যে, মসজিদে যাও। أمر এর মাঝে قول এর অর্থ রয়েছে। আর পরবর্তী أن দ্বারা أمر এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে بعثنا এর মাঝে قول এর অর্থ রয়েছে। কেননা কোন বাণী বা বার্তা ছাড়া রাসূলকে পাঠানো হয় না। পরবর্তী أن দ্বারা সেই বাণী ও বার্তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(এটি হরফুল মাছদার নয়, যা مضارع কে নছব দান করে।)

اجتنبوا (পরিহার করো, বর্জন করো) اِجْتِنَابًا (সরাসরি مفعول به)

تحرص (ض) حِرْصًا লোভ করা। আগ্রহী হওয়া (على অব্যয়যোগে)

حَرَصَ عَلَى الْعِلْمِ - حَرَصَ عَلَى الْمَالِ

বাক্য বিশ্লেষণ

الطاغوت এটি اجتنبوا এর مفعول به

هدى এর مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ هداه الله من এটি পশ্চাদবর্তী مبتدأ আর منهم হচ্ছে উহ্য خبر এর সাথে متعلق - অর্থাৎ مَنْ هَدَاه اللّٰهُ مَعْدُوْدٌ منهم (আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেছেন সে তাদের মধ্য হতে গণ্য।)

فسيروا ف অব্যয়টি হচ্ছে رابطة যা شرط ও جواب الشرط এর মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করে। এখানে شرط উহ্য রয়েছে। আর তা হলো إِنْ أَرَدْتُم الْبُرْهَانَ فَسِيْرُوا

كيف (এর তারকীব দেখো, পৃঃ ৮৪)

تحرص ... হচ্ছে شرط এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَإِنَّكَ لا تَقْدِرُ عَلٰى ذلك

فإن এখানে ف অব্যয়টি কারণবাচক।

نصرين এটি শব্দগতভাবে অতিরিক্ত من দ্বারা مجرور আর অর্থগতভাবে ما এর পশ্চাদবর্তী اسم রূপে مرفوع এর স্থানে রয়েছে।

لهم এটি متعلق হয়েছে ما এর অগ্রবর্তী খবর موجودون এর সাথে। বাক্যটির মূলরূপ- ما نَاصِرُوْنَ مَوْجُوْدِيْنَ لهم
খবর অগ্রবর্তী হলে ما কোন আমল করে না।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছি, এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো। অতঃপর তাদের মধ্য হতে একদলকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন, আর তাদের মধ্য হতে একদলের উপর ভ্রষ্টতা অবশ্যসাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর (যদি তোমরা প্রমাণ দেখতে চাও) তাহলে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো, (রাসূলকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কেমন পরিণতি হয়েছিলো।

যদি আপনি তাদের হেদায়াতের প্রতি আগ্রহী হন (তাহলে আপনি তা পারবেন না।) কেননা আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে তিনি হেদায়াত দান করেন না। আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(١٤) تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لهم الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُم * فَهُوَ وَلِيُّهُم اليومَ و لهم عَذابٌ اَلِيم

বাক্য বিশ্লেষণ

ت	এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ২৭৭
ارسلنا	ফেয়েলটির مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ رسلا
من قبلك	এটি موجودين এর সাথে متعلق আর তা امم এর صفة (আপনার পূর্বে বিদ্যমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে)

তরজমা ঃ আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি আপনার পূর্ববর্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট বিভিন্ন রাসূল প্রেরণ করেছি। কিন্তু শয়তান তাদের সামনে তাদের কর্মকাণ্ডকে মনোহর রূপে তুলে ধরেছে। (তাই তারা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে।) আজ (দুনিয়াতে) সে-ই তাদের বন্ধু! কিন্তু (আখেরাতে) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(١٥) وَ اللّٰه اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الاَرْضَ بعدَ مَوْتِها ، ان في ذلك لآيَةً لِقَومٍ يَسْمَعون *

বাক্য বিশ্লেষণ

و الله انزلَ مِنَ السماء ماء	এখানে مبتدأ কে فاعل এ রূপান্তরিত করো।
بعدَ موتها	এটি ظرف হয়েছে احيا ফেয়েলের।
لاية	এর তারকীব বলো এবং ان এর خبر চিহ্নিত করো।
لقوم	এটি نافعة এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা اية এর আর صفة হচ্ছে قوم এর صفة আর يسمعون এর مفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ النصيحة। يسمعون শাব্দিক অর্থ– নিঃসন্দেহে তাতে এমন নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে যা ঐ সম্প্রদায়ের জন্য উপকারী যারা উপদেশ শ্রবণ করে।

তরজমাঃ আর আল্লাহ মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং পৃথিবীর প্রাণহীন হওয়ার পর পৃথিবীকে তা দ্বারা জীবন দান করেন। নিঃসন্দেহে তাতে উপদেশ শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(١٦) وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ اُمَّهَاتِكُم لا تعلَمون شيئًا و جَعَلَ لكُمُ السَّمْعَ و الْاَبْصارَ و الافئِدَةَ، لعلكم تشكرون

বাক্য বিশ্লেষণ

بطون এটি بطن এর বহু, পেট, উদর, গর্ভ।

أفئدة এটি فؤاد এর বহুবচন। হৃদয়। অন্তর।

বাক্য বিশ্লেষণ

لا تعلمون شيئا এ বাক্যটি حال হয়েছে أخرج এর مفعول به থেকে।

তরজমা ঃ আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের গর্ভ থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তোমাদেরকে তিনি কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দান করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

(١٧) فَإنْ تَوَلَّوْا فَإنَّما عليك البَلاغُ المبين * يَعرِفون نعمةَ اللّٰهِ ثم يُنْكِرونَها وَ اَكْثَرُهم الكٰفِرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

إن تولوا (যদি তারা ফিরে যায়) تَوَلّٰى عَنِ الحَقِّ সত্য থেকে ফিরে গেলো। সত্যকে বর্জন করলো। (দেখো, পৃঃ ১৩১)

বাক্য বিশ্লেষণ

تولوا এটি إن এর شرط এখানে جواب الشرط উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ فلا ضَرَرَ عليك (তাহলে আপনার কোন ক্ষতি নেই।)

فانما এখানে ف অব্যয়টি হেতুবাচক।

البلاغ المبين হচ্ছে পশ্চাদ্বর্তী مبتدأ

عليك এ অংশটি واجب এর সাথে متعلق এবং তা অগ্রবর্তী خبر

الكفرون এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ আর যদি তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে আপনার কোন ক্ষতি নেই।) কেননা আপনার কর্তব্য তো শুধু স্পষ্টরূপে বার্তা পৌঁছে দেয়া। তারা আল্লাহর নেয়ামত চেনে, তারপর তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই কাফের (থেকে যাবে)।

(১৮) وَ اِذا رَاَ الذين ظَلَمُوا العَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عنهم العذابُ وَ لا هم ينظرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

لا يخفف ও لا ينظرون দেখো, যথাক্রমে পৃঃ ৩২

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين ظلموا এ অংশটি فاعل আর العذاب হচ্ছে مفعول به

اذا আলোচ্য আয়াতের আলোকে اذا কে ব্যাখ্যা করো।

لا يخفف হচ্ছে جواب الشرط আর عنهم তার সাথে متعلق

তরজমা ঃ যারা (শিরক করার মাধ্যমে নিজেদের উপর) অবিচার করেছে তারা যখন (জাহান্নামের) আযাব দেখতে পাবে তখন তাদের থেকে আযাবকে লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে না।

(১৯) وَ اِذا رَاَ الذين اَشْرَكُوا شُرَكائَهم قالوا رَبَّنا هٰؤلاءِ شُرَكاؤُنا الذين كُنَّا نَدعوا مِنْ دُونِك. فَاَلْقَوْا اليهم القولَ اِنَّكم لَكٰذِبون *

বাক্য বিশ্লেষণ

شركاؤنا এটি موصوف আর موصول ও صلة মিলে তার صفة

ندعو এর مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ندعوهم

من دونك এটি معدودين এর সাথে متعلق যা ندعو এর مفعول به থেকে حال (যাদেরকে আমরা ডাকতাম এমন অবস্থায় যে, তারা আপনার 'গায়র' থেকে গণ্য।)

اذا এর شرط ও جواب الشرط কোনটি এবং اذا কার ظرف ?

বাক্যের মূলরূপ এই–

قالَ الذين أَشْرَكُوا عِنْدَ رُؤْيَتِهِمْ شُرَكاءَهُمْ....

তরজমা ঃ যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক সাব্যস্ত করেছে তারা যখন তাদের 'শরীক'দেরকে দেখবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই তো আমাদের 'শরীক' যাদেরকে আমরা আপনার পরিবর্তে ডাকতাম। তখন তারা তাদের দিকে এ কথা ছুঁড়ে দেবে যে, তোমরা তো মিথ্যাবাদী।

(٢٠) الذين كفَروا و صَدُّوا عَنْ سبيلِ اللّٰه زِدْنٰهُمْ عذابًا فوقَ العذابِ بما كانوا يُفْسِدُون *

শব্দ বিশ্লেষণ

صدوا এ শব্দটি পিছনে দেখো, পৃঃ ১১৪

زدنهم এ শব্দটি পিছনে দেখো, পৃঃ ৭

বাক্য বিশ্লেষণ

এখানে مبتدأ ও خبر চিহ্নিত করো।

فوق العذاب এটি موجودا এর ظرف এবং তা عذابا এর صفة

ما এটি حرف المصدر অর্থাৎ بإفسادهم আর ب অব্যয়টি زدنا এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ যারা কুফুরি করে এবং (মানুষকে) আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখে তাদেরকে আমি আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেবো তাদের ফাসাদ সৃষ্টি করার কারণে।

(٢١) اِنَّ اللّٰهَ يأمُرُ بالعَدْلِ وَ الإحسانِ وَ اِيْتاىِٔ ذي القُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ المنكَرِ وَ الْبَغْيِ، يَعِظُكم لعلكم تَذكرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

قَرَابَةٌ ও قُرْبٰى শব্দ দু'টোর অর্থ নিকটাত্মীয়তা।

ذُو الْقُرْبٰى অর্থ নিকটাত্মীয়

أَعْطَيْتَ ذا القُرْبٰى - أَحْسِن إلىٰ ذِي القُرْبٰى

بَغْيٌ — অনাচার, স্বেচ্ছাচার, অবাধ্যতা।

تذكرون — মূলত ছিলো تتذكرون একটি ت হযফ করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

إيتاء — মাছদারকে তার مفعول به এর দিকে مضاف করা হয়েছে।

ينهى — ফেয়েলটি কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন ন্যায়পরতার এবং সদাচারের এবং নিকটাত্মীয়কে দান করার, আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা এবং অন্যায় কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যেন তোমরা স্মরণ রাখো।

(২২) إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هو خيرٌ لكم ان كنتم تعلمون * مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللّٰهِ باقٍ *

শব্দ বিশ্লেষণ

ينفد — (ফুরিয়ে যাবে) (س) نَفَادًا
نَفِدَ صَبْرُه - نَفِدَ زادُه - نَفِدَ مالُه

إنما — এটি ما الكافّة নয়, বরং ما الموصولة সুতরাং হস্তলিপির নিয়মে তা বিযুক্তরূপে লেখার কথা। কিন্তু কোরআন শরীফে যুক্তরূপে লেখা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

عند الله — এটি ظرف المكان এর موجود আর তার মাঝে বিদ্যমান هو যমীরটি হলো شبه الفاعل এটি صلة আর موصول ও صلة মিলে إن এর اسم।

هو — এটি مبتدأ আর خير হলো خبر আর لكم হচ্ছে خير এর সাথে متعلق আর বাক্যটি إن এর خبر

ما عندكم ينفد বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে যা (পুরস্কার) আছে তা তোমাদের

জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পারো। যা তোমাদের কাছে আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর যা আল্লাহর কাছে আছে তা বাকী থাকবে।

(২৩) وَ إذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ من الشَّيْطٰنِ الرجيم * اِنَّه ليس له سُلْطٰنٌ على الذين اٰمَنُوا وَ عَلٰى رَبِّهم يَتَوكلون * اِنَّما سُلْطانُه على الذين يَتَوَلَّوْنَه و الذين هم بِرَبِّهم يُشْرِكون *

শব্দ বিশ্লেষণ

استعذ (আশ্রয় গ্রহণ করো) اِسْتِعَاذَةً আশ্রয় গ্রহণ করা।
اِسْتَعَاذَ بِهٖ এবং تَعَوَّذَ بِهٖ এবং عَاذَ بِهٖ এগুলো সমার্থক।

বাক্য বিশ্লেষণ

إذا — এর ظرف ও شرط جواب الشرط নির্ধারণ করো। إذا শব্দটি কার ظرف الزمان হয়েছে বলো। বাক্যটির মূলরূপটি কী বলো।

إنه — مرجع ছাড়া এই যামীরটির নাম কি? কী প্রয়োজনে তা এখানে এসেছে। (দেখো, পৃঃ ১৪৭)

على الذين — অব্যয়টি سلطان এর সাথে متعلق

على ربهم — এটি يتوكلون এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ আর যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।
নিঃসন্দেহে তার কোন ক্ষমতা নেই ঐ লোকদের উপর যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আপন প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। তার ক্ষমতা হলো শুধু ঐ লোকদের উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আর যারা আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করে।

(২৪) ان الذين لا يؤمنون بِاٰيٰتِ الله لا يَهْدِيهم اللّٰهُ و لهم عذاب اليم * اِنَّما يَفْتَرِى الكَذِبَ الذين لا يؤمنون بِاٰيٰتِ الله، و اولٰئك هم الكٰذبون *

يفترى এর فاعل চিহ্নিত করো।

ما الكافة কে সরিয়ে বাক্যটি বলো।

তরজমা ঃ যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করে না তাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

তারাই শুধু মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে পারে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করে না। আর তারাই হলো মিথ্যাবাদী।

(٢٥) أُولـئك الـذين طَـبَعَ اللّٰهُ على قُـلوبـهم و سَـمْـعِـهم و اَبـصـارِهم، وَ اولـئك هم الـغٰـفلون * لا جَرَمَ اَنَّـهم في الاٰخِرَةِ هم الـخٰسـرون *

শব্দ বিশ্লেষণ

طَبَعَ (মোহর মেরেছেন) (ف) طَبْعًا، طِباعَةٌ ছাপানো, অঙ্কিত করা।

طَبَعَ الـكِتابَ বই ছাপলো।

طَبَعَ فُلانًا على شَيْءٍ অমুককে কোন কিছুতে অভ্যস্ত করলো।

طَبَعَ اللهُ على قَلْبِه আল্লাহ তার কলবে মোহর মেরে দিয়েছেন

বাক্য বিশ্লেষণ

لا جرم — এটি لا النافيةُ لِلْجِنْسِ এবং جرم হচ্ছে তার اسم এবং مبنيٌّ عَلَى الفَتْحِ উহ্য ثابت হলো তার خبر

أنّ — এটি الحرف المشبه بالفعل আর هم হচ্ছে তার ইসম।

في الاخرة — এটি الخاسرون এর সাথে متعلق

هم — এটি إن এর ইসমকে তাকীদ করার জন্য এসেছে।

الخاسرون — এটি أن এর خبر

أن এর পূর্বে হরফুল জর في উহ্য রয়েছে, যা لا النافية এর উহ্য খবর ثابت এর সাথে متعلق হয়েছে

أن যেহেতু তার পরবর্তী জুমলাকে مصدر এ রূপান্তরিত করে সেহেতু চূড়ান্তভাবে বাক্যটির মূলরূপ হবে এই–

لا جَرَمَ ثَابِتٌ فِي خُسْرانِهِم فِي الآخِرَةِ

আখেরাতে তাদের ক্ষতিগ্রস্ততায় কোন সন্দেহ সাব্যস্ত নেই।

তরজমা ঃ ওরাই হলো ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরে এবং কর্ণে এবং চক্ষে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। আর ওরাই হলো গাফেল। কোন সন্দেহ নেই যে, আখেরাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(٢٦) وَ اِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُم بينَهم يومَ القِيٰمَةِ فيما كانوا فيه يَخْتَلِفون * اُدْعُ إلى سبيلِ ربك بِالحِكْمَةِ وَ الموعِظَةِ الحَسَنَةِ و جادِلْهُمْ بِالَّتِي هي أَحْسَنُ، اِنَّ رَبَّكَ هو أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيله وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالمهتدين *

শব্দ বিশ্লেষণ

يحكم (ফায়ছালা করবেন) পিছনে দেখো, পৃঃ ১৩০

موعظة উপদেশ। বহুবচনে مواعظ (যে কথা বা কাজ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়) وَعْظًا ও عِظَةً (ض) উপদেশ দেয়া।
وَعَظَه فَاتَّعَظَ তাকে উপদেশ দিলো, আর সে উপদেশ গ্রহণ করলো। মূলতঃ ছিলো اِوْتَعَظَ - يَوْتَعِظُ - اِوْتِعاظًا

বাক্য বিশ্লেষণ

... فيما كانوا ... পিছনে দেখো, পৃঃ ২৫

بالطريقة التي ... এটি উহ্য موصوف এর صفة অর্থাৎ التي هي احسن

أعلم এটি اسم التفضيل আর بمن ضل عن سبيله হচ্ছে তার সাথে متعلق - এ অংশটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক তাদের মাঝে ফায়সালা করবেন ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো।

আপনি আপন প্রতিপালকের পথে দাওয়াত দিন হিকমত (ও প্রজ্ঞা) দ্বারা এবং উত্তম উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকই অধিক অবগত ঐ লোক সম্পর্কে যে তাঁর (আপন প্রতিপালকের) পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং তিনিই অধিক অবগত হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে।

বাক্য বিশ্লেষণ

ثابت এই উহ্য شـه الفعـل টি হচ্ছে إن এর خبر আর مع হচ্ছে ثابت এর ظرف المكان

مضاف إليه ও موصول ও صلة মিলে مع এর

و الذين هم محسنون এর তারকীব করো। এবং এ অংশটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ লোকদের সঙ্গে রয়েছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা নেক আমল করে।

(١) إِنَّ هـذا القُرْآنَ يَهْدِي للتي هي أَقْـوَمُ و يُبَشِّـرُ المؤمـنين الـذين يعمَـلون الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لهم أَجْـرًا كبيـرًا ، وَ أَنَّ الـذين لا يُـؤْمِـنون بالآخِـرَةِ أَعْـتَدْنـا لـهم عـذابًـا ألـيـمًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

أقـوم   এটি اسم التـفـضـيـل এর صيغـة সঠিকতম, নির্ভুলতম।
أعـتـدنا   মূলত أَعْـدَدْنَا মাছদার إِعْـدادًا প্রস্তুত করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

هذا القران এখানে ها হচ্ছে حرف التـنـبيه সতর্কীকরণ বা দৃষ্টি আকর্ষণের অব্যয়। ذا হচ্ছে اسم الإشـارة আর القرآن হচ্ছে তা থেকে بـدل কেননা ذا এর مشـار إليه এবং কোরআন অভিন্ন। আর দু'টি শব্দের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন বস্তু হলে প্রথমটিকে مبدل منه এবং দ্বিতীয়টিকে بـدل বলে।

ذا এখানে إن এর اسم হয়ে نصب এর স্থানে রয়েছে। আর القران শব্দটি إن এর اسم থেকে بـدل হয়ে نصب গ্রহণ করেছে।

اسم الإشارة এর পরে ال যুক্ত প্রতিটি مشـار إليه এর একই তারকীব হবে। সুতরাং এখন তুমি ذلك الكتاب لا ريبَ فيه এর তারকীব করো।

ل এর পরে موصوف উহ্য রয়েছে। আর صلة ও موصول মিলে উহ্য موصوف এর صفة হবে। মূলরূপ এই– لِلطَّرِيقَةِ التى هي أَقْـوَمُ

يـبشـر মাওছূল ও ছিলাহ মিলে يـبشـر এর مفعول به
সুসংবাদের বিষয়টি সাধারণ ইসম হলে তা 'উক্ত' (مذكور) হরফুলজর দ্বারা মাজরূর হয়। যেমন–
بَشِّـرِ المؤمنين بِالجَنَّةِ / بِأَجْرٍ كبيرٍ / بِدُخولِ الجَنَّةِ

পক্ষান্তরে সুসংবাদের বিষয়টি أن দ্বারা মাছদার হলে তা 'অনুক্ত'
(محذوف) হরফুলজরের মাজরূর-এর স্থানে আসে। যেমন–
بَشِّرِ المؤمنين أَنَّ لهم جَنَّةً / أَنَّ لهم أَجْراً كبيرًا / أَنَّهُمْ
يَدخلون الجنةَ
أَنَّ لهم أجرًا كبيرًا এর তারকীব–
أن হচ্ছে حرف المصدر এবং الحرف المشبه بالفعل
أجرا كبيرا হচ্ছে أن এর পশ্চাদ্‌বর্তী ইসম।
لهم এ অংশটি ثابت এই উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে متعلق
আর شبه الفعل এর মাঝে বিদ্যমান هو যামীর হচ্ছে তার شبه
الفاعل যার مرجع হচ্ছে أجرا
شبه الفعل - شبه الفاعل ও متعلق মিলে أن এর অগ্রবর্তী খবর।
أن যেহেতু حرف المصدر সেহেতু তা পরবর্তী জুমলাটিকে
মাছদারে রূপান্তরিত করবে। মূলরূপ হবে এই–
بَشِّرِ المؤمنين بِثُبوتِ أَجْرٍ كبيرٍ لهم
.... و أن الذين এ অংশটির পূর্ণ তারকীব করো।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে এ কোরআন এমন তরীকার দিকে পথ প্রদর্শন করে যা সঠিকতম এবং তা নেক আমলকারী মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান এবং (মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করে) যে, যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

(٢) وَ جَعَلْنا الليلَ و النهارَ أيَتَيْنِ فَمَحَوْنا أيَةَ الليلِ و جَعَلْنا أيَةَ النهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَّبِّكم و لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَ الحِسَابِ، وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناه تَفْصِيلاً*

শব্দ বিশ্লেষণ

محونا (মুছে দিয়েছি, অন্ধকার করে দিয়েছি) (ن) مَحْوًا মুছে ফেলা।

مبصرة (আলোকিত) দেখো, পৃঃ ২৩৬

لتبتغوا (তোমরা তালাশ করার জন্য) اِبْتِغَاءً চাওয়া, সন্ধান করা।

سَنَة বহুবচনে سِنُوْنَ ও سَنَوَاتٌ বছর।

فصلنا (বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।)

فَصَّلَ أَمْراً تَفْصِيلًا কোন বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ايتين এটি جعلنا এর দ্বিতীয় مفعول به

مبصرة এটি পরবর্তী جعلنا এর দ্বিতীয় مفعول به

لتبتغوا এখানে ل অব্যয়টি حرف الجر পরবর্তী বাক্যটি উহ্য أن দ্বারা مصدر হয়ে جر এর স্থানে এসেছে। حرف الجر ও مجرور মিলে جعلنا এর সাথে متعلق

من ربكم এটি نازلا বা حاصلا এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق এবং তা فضلا এর صفة

শাব্দিক অর্থ– যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ বা প্রাপ্ত অনুগ্রহ তালাশ করো।

তরজমা ঃ আর আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন বানিয়েছি। অতঃপর রাতের নিদর্শনকে আমি অন্ধকার করেছি আর দিনের নিদর্শনকে আলোকিত করেছি, যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো এবং যেন তোমরা জানতে পারো বছরসমূহের গণনা এবং হিসাব। আর আমি প্রতিটি বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

(٣) مَنْ كَانَ يُرِيد العاجِلَةَ عَجَّلْنا له فيها ما نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيد ثم جَعَلْنا له جهنَّمَ يَصْلٰها مذمومًا مدحورًا ، وَ مَنْ ارادَ الاٰخِرَةَ وَ سَعٰى لها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاولئك كان سَعْيُهم مشكورًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

العاجلة (س) عَجَلاً তাড়াতাড়ি করা। তাড়াহুড়া করা। (إلى)

অব্যযোগে) দ্রুত গমন করা। কোরআন শরীফে আছে–
وَعَجِلْتُ إليك رَبِّ لِتَرْضَى (হে আমার প্রতিপালক! আমি
আপনার সমীপে দ্রুত এসেছি, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।)
عَاجِلَة (م) عاجِل হচ্ছে اسم الفاعل
العاجلة দুনিয়া।
تَعْجِيلاً আগেভাগে প্রদান করা। তাড়াতাড়ি দেয়া।

يصلى (ঝলসিত হবে) দেখো, পৃঃ ৯২

مذموم এটি اسم المفعول বাবে نصر – মাছদার مَذَمَّةٌ ও ذَمًّا
তিরস্কার করা, নিন্দা করা।
مَذْمُومٌ যাকে নিন্দা বা তিরস্কার করা হয়। তিরস্কৃত, নিন্দিত,
নিন্দনীয়। عَمَلٌ مذمومٌ নিন্দনীয় কাজ।

مدحور (বিতাড়িত) (ف) دَحْرًا ও دُحُورًا দূর করা, বিতাড়িত করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

من এটি اسم الموصول তবে তাতে شرط এর অর্থ রয়েছে এবং তা
যথাক্ষেত্রে جزم দান করে, যেমন– مَنْ يَجْتَهِدْ يَنْجَحْ
كان يريد العاجلة এ বাক্যটি صلة এবং شرط
صلة ও موصول মিলে মুবতাদা হয়ে رفع এর স্থানে রয়েছে।

عجلنا ... এ বাক্যটি جواب الشرط এবং خبر

فيها যমীরটির مرجع চিহ্নিত করো।

ما نشاء মাওছূল ও ছিলাহ মিলে عجلنا এর مفعول به – তুমি عائد إلى
الموصول নির্ধারণ করো।

لمن نريد এ অংশটুকুর পূর্ণ তারকীব করো এবং عائد إلى الموصول
নির্ধারণ করো। لمن نريد অংশটি له থেকে بدل হয়েছে।

يصلها এটি له এর যমীর থেকে حال হয়েছে কিংবা তা جهنم এর صفة
হয়েছে। উভয় তারকীবের শাব্দিক অর্থ–
(ক) তারপর আমরা তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করবো এমন
অবস্থায় যে, সে তাতে ঝলসে যাবে।

(খ) এমন জাহান্নাম নির্ধারণ করবো যাতে সে ঝলসে যাবে।

مذموما مدحورا এ দু'টি حال হয়েছে يصلى এর فاعل থেকে।

من أراد মাওছূলের পরবর্তী দু'টি فعل হচ্ছে شرط এবং صلة – আর موصول ও صلة মিলে হয়েছে مبتدأ

ف এটি رابطة – এখানে جواب الشرط এর পূর্বে رابطة যুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক কেন বলো।

اولئك ... এ বাক্যটি جواب الشرط এবং خبر

اولئك হচ্ছে مبتدأ আর كان سعيهم مشكورا এই বাক্যটি হচ্ছে خبر – তুমি বাক্যটির তারকীব করো।

و هو مؤمن এ বাক্যটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ যে ব্যক্তি ইহকাল কামনা করে তাকে আমি ইহকালে দিয়ে দেই, যতটুকু ইচ্ছা করি, যার জন্য ইচ্ছা করি। তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি, যাতে সে ঝলসাতে থাকবে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়। আর যে পরকাল কামনা করে এবং তার জন্য পূর্ণরূপে চেষ্টা করে তাদের চেষ্টাই স্বীকৃত (ও পুরস্কৃত) হবে।

(٤) وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاه وَ بِالوالِدَيْنِ احسانًا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ اَحَدُهُما اَوْ كِلاهما فَلا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ و لا تَنْهَرْهما، وَ قُلْ لَهما قَوْلًا كريما * وَ اخْفِضْ لَهما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُل رَّبِّ ارْحَمْهُما كَمَا رَبَّيٰنِي صغيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يبلغن (ن) بُلُوغًا পৌঁছা। (পৌঁছার স্থানটি) সরাসরি مفعول به রূপে ব্যবহৃত হবে। যেমন, بَلَغَ الولدُ العاشِرَةَ مِنْ عُمُرِهِ- بَلَغْتُ المدينَةَ

كبر বার্ধক্য। বড়ত্ব। (س) كِبَرًا বড় হওয়া। বুড়ো হওয়া। كَبِرَ الرجلُ/الحيوانُ বুড়ো হলো।

كَبِرَ الوَلَدُ/العِجْلُ ছেলেটি/বাছুরটি বড় হলো।
أَكْبَرَ شَيْئًا কোন কিছুকে বড় মনে করলো।
أَكْبَرَ فُلَانًا অমুককে গুণে বা যোগ্যতায় বিরাট মনে করলো।
কোরআনে আছে–
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ নারীরা যখন ইউসুফ (আঃ)-কে দেখলো, তখন (রূপে ও গুণে) তাকে বিরাট মনে করলো।

أف — বিরক্তি প্রকাশক শব্দ। উফ্।

لا تنهرهما — (তাদেরকে কটু কথা বলো না) (ف) نَهْرًا ধমকানো। কটু/রূঢ় কথা বলা।

اخفض — (অবনত করো) (ض) خَفْضًا অবনত করা, হ্রাস করা।
خَفَضَ الكَلِمَةَ শব্দটিকে جر দান করলো।
خَفَضَ الثَّمَنَ মূল্য হ্রাস করলো।
خَفَضَ الصَّوْتَ স্বর নীচু/কোমল করলো।

جناح — ডানা। جَنَاحَانِ দু'টি ডানা। جَنَاحَا الطَّائِرِ পাখীর ডানাদ্বয়।
كَسَرَ جَنَاحَيِ الطَّائِرِ - اِنْكَسَرَ جَنَاحَا الطَّائِرِ -
يَطِيرُ الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ
جَنَاحُ الذُّلِّ বিনয়ের ডানা।
خَفَضَ فُلَانٌ جَنَاحَهُ لِفُلَانٍ অমুক অমুকের প্রতি কোমল ও সদয় হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

ألا — এটি ব্যাখ্যাবাচক أن ও নিষেধবাচক لا এর যুক্তরূপ। এই أن হচ্ছে حرف التفسير – এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ ৩২২

لا تعبدوا — এটি فعل النهي এখানে مفعول به উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ–
لا تعبدوا أحدا

بالوالدين — এটি متعلق হয়েছে أحسنوا এই উহ্য ফেয়েলের সাথে, আর إحسانا হচ্ছে উক্ত উহ্য ফেয়েলের مفعول مطلق
মাছদারটি দ্বারাই আমরা এখানে فعل টির উপস্থিতি অনুধাবন

করতে পেরেছি। সুতরাং মাছদারটি হলো উহ্য ও অনুক্ত ফেয়েলটির قرينة বা আলামত।

إما এটি إِنِ الشَّرْطِيَّةُ এবং ما এর যুক্তরূপ। এই ما অতিরিক্ত, এসেছে তাকীদ এর জন্য। এ কারণেই فعل এর শুরুতে তাকীদের ل না থাকা সত্ত্বেও তার পরে نونُ التوكيدِ যুক্ত হয়েছে।

عندك এটি يبلغن এর مفعول فيه আর الكبر হচ্ছে তার مفعول به

أحدهما এটি يبلغن এর فاعل আর كلاهما হচ্ছে أو অব্যয়যোগে فاعل এর উপর معطوف

كِلا শব্দটির অর্থ, উভয়। এটি اسم ظاهر এর দিকে مضاف হলে مبني রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন جاءَ كِلا الرجلينِ লোক দু'টির উভয়ে এসেছে। دعوتُ كِلا الرجلَينِ লোক দু'টির উভয়কে ডেকেছি। سَلِّمْ عَلىٰ كِلَا الرجلَينِ লোক দু'টির উভয়কে সালাম দাও।

পক্ষান্তরে كلا শব্দটি যমীরের দিকে مضاف হলে معرب রূপে ব্যবহৃত হয় এবং مثنى এর إعراب গ্রহণ করে। যেমন-

سَلِّمْ على كِلَيْهِما - دَعَوتُ كِلَيهِما - جاءَ كِلَاهُما

يبلغن عندك ... এ বাক্যটি شرط আর لا تقل لهم হচ্ছে جواب الشرط আর ف হচ্ছে رابطة (এখানে رابطة আবশ্যক কেন বলো)

قولا كريما এর তারকীব বলো।

مِن الرحمة এখানে من অব্যয়টি হেতুবাচক।

كما এটি حرف الجر ও حرف المصدر অর্থাৎ كَتَرْبِيَتِهِمَا إِيَّايَ

শাব্দিক অর্থ- তাদেরকে করুণা করুন, আমাকে তাদের প্রতিপালন করার মত।

صغيرا এর তারকীব বলো।

তরজমা ঃ তোমার প্রতিপালক ফায়ছালা করেছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া কারো ইবাদত করো না, আর মা-বাবার সঙ্গে অবশ্যই সদাচার করো। যদি তাদের একজন বা উভয়ে তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে

তাদেরকে উফ্ শব্দটিও বলো না, তাদেরকে কটু কথা বলো না; বরং তাদেরকে কোমল (আদবপূর্ণ) কথা বলো।

আর সদয়তার কারণে তাদের প্রতি নম্রতার (ও বিনয়ের) ডানা নত করে দাও। (অর্থাৎ তাদের প্রতি সদয় ও বিনয়নম্র আচরণ করো) আর বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন যেমন তারা ছোট অবস্থায় আমাকে লালন-পালন করেছেন।

(٥) وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا * اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا * رَبُّكُمْ اَعْلَمُ فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا

শব্দ বিশ্লেষণ

ابن السبيل শাব্দিক অর্থ- পথের পুত্র। মতলব- পথিক, মুসাফির।

أواب ^টি اب এর অতিশয়ী শব্দ। বেশী বেশী তাওবাকারী।

(ن) أَوْبًا، مَآبًا (إلى) অব্যয়যোগে) প্রত্যাবর্তন করা।

آبَ إِلى اللهِ আল্লাহর কাছে তাওবা করলো।

تبذيرا অপচয় করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

ربكم أعلم بما في نفوسكم বাক্যটির তারকীব করো।

ما এর নিজস্ব অর্থ এবং স্থানীয় অর্থ অনুযায়ী শাব্দিক তরজমা করো। ما এর স্থানীয় অর্থটি তুমি কী দ্বারা বুঝতে পেরেছো?

إن تكونوا صالحين এ অংশটি إن এর شرط আর ف হচ্ছে رابطة আর إنه كان للأوابين غفورا হচ্ছে جواب الشرط এখানে رابطة বাধ্যতামূলক কেন বলো।

للأوابين এ অংশটি كان এর খবর غفورا এর সাথে متعلق

ات এই ফেয়েলের দু'টি مفعول به চিহ্নিত করো।

ذا القربى পিছনে দেখো, পৃঃ ৩২৫

المسكين কার উপর معطوف হয়েছে বলো।

تبذيرا এর তারকীব বলো। لا تبذر এর مفعول به হচ্ছে مالك যা এখানে উহ্য রয়েছে।

لربه এটি كفورا এর সাথে متعلق আর তা كافر এর অতিশয়ী শব্দ

তরজমা ঃ আর তুমি নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য হক প্রদান করো এবং মিসকীন ও মুসাফিরকে (তাদের প্রাপ্য হক প্রদান করো) আর (তোমার সম্পদকে) তুমি আপচয় করো না। কেননা অপচয়কারীরা হলো শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি কুফুরি করেছিলো।
তোমার প্রতিপালক তোমাদের অন্তরের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অধিক অবগত। যদি তোমরা সৎ হও তাহলে তিনি তাওবাকারীদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল।

(٦) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرزقَ لمن يشاء و يَقْدِرُ، إنه كانَ بِعِبادِه خبيرًا بصيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

يبسط (প্রসারিত করেন) (ن) بَسْطًا পিছনে দেখো, পৃঃ ১১৯

يقدر (সংকুচিত করেন) (ض) قَدْرًا
قَدَرَ اللّٰه الرزقَ عليه আল্লাহ তার রিযিক সংকুচিত করলেন।
قَدَرَ شَيْئًا কোন কিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করলো।
قَدَرَ فَلانًا অমুককে সম্মান করলো, কদর করলো।
কোরআনে আছে- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه আর তারা আল্লাহর কদর করে নি, তাঁর কদরের হক অনুযায়ী।

বাক্য বিশ্লেষণ

لمن يشاء এখানে عائد إلى الموصول চিহ্নিত করো। حرف الجر ও مجرور কার সাথে متعلق হয়েছে বলো।

يقدر এখানে على من يشاء এই متعلق টি উহ্য রয়েছে এবং পূর্ববর্তী لمن يشاء অংশটি হচ্ছে তার قرينة বা আলামত।

তরজমা ঃ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য

রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন তার জন্য (রিযিক) সংকোচিত করে দেন। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত এবং (তাদের সব বিষয়) অবলোকনকারী।

(٧) وَ لا تَقْتُلُوا اَوْلادَكم خَشْيَةَ اِمْلاقٍ * نحنُ نَرْزُقُهم و اِيَّاكُم، اِنَّ قَتْلَهم كانَ خِطْأً كبيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

إملاق দারিদ্র্য। أملق الرجل দরিদ্র হলো।

خِطْءٌ পাপ, বহুবচনে أَخْطَاءٌ আর خَطِيئَةٌ বহুবচনে خَطَايَا পাপ।
خَطَأٌ ভুল। অনিচ্ছাকৃত ভুল। বহুবচনে أَخْطَاءٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

خشية إملاق এটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول له (দেখো, পৃঃ ৪৩)

هم (প্রথমটি) এটি ফেয়েলের সঙ্গে যুক্ত যামীরে মানছূব। আর كم হচ্ছে ফেয়েল থেকে বিযুক্ত যামীরে মানছূব। তাই তার শুরুতে إيا যুক্ত হয়েছে। এটি هم এর উপর معطوف

তরজমা ঃ আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমরাই তাদেরকে রিযিক দান করি এবং তোমাদেরকেও । নিঃসন্দেহে তাদেরকে হত্যা করা বিরাট পাপ।

দ্রষ্টব্য ঃ আরবের লোকেরা এত নিষ্ঠুর ছিলো যে, তারা অভাবের ভয়ে তাদের সন্তানদের মেরে ফেলতো। তাই আল্লাহ বলছেন যে, তোমাদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে রিযিক তো আমি দান করি। রিযিকের মালিক তো কোন মানুষ নয়, স্বয়ং আমি, সুতরাং তোমরা এমন জঘন্য পাপ করো না।

(٨) وَ قُلْ لعبادي يَقُولوا التي هي أَحْسَنُ، اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بينهم، اِنَّ الشيطٰنَ كان للإنسانِ عَدُوًّا مبينا ، ربُّكم أعلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُم اَوْاِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكم وَ ما ارسلناك

শব্দ বিশ্লেষণ

ينزغ (কোন্দল ও ফাসাদ সৃষ্টি করে) (ف) نَزْغًا

وَكِيلٌ প্রতিনিধি, অভিভাবক (এখানে এটিই উদ্দেশ্য) বহু وُكَلاءُ

لعبادي এখানে মুমিন বান্দাগণ উদ্দেশ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

يقولوا এটা مجزوم হয়েছে جواب الامر হওয়ার কারণে।

التى মাওছূল-ছিলাহ মিলে صفة হয়েছে উহ্য الكلمة এর।

بين শব্দটি ينزغ এর ظرف المكان রূপে منصوب হয়েছে।

وكيلا শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ (হে নবী!) আপনি আমার মুমিন বান্দাদেরকে বলুন যেন, তারা (পরস্পরের আলোচনার সময়) এমন শব্দ ব্যবহার করে যা অধিক উত্তম। শয়তান তাদের মাঝে কোন্দল ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদের প্রতি করুণা করেন, আর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে আযাব দান করেন। আর (হে নবী!) আপনাকে আমি তাদের (কাফিরদের) উপর অভিভাবক রূপে প্রেরণ করি নি।

(٩) وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بعضَ النَّبِيّٖنَ على بعضٍ وَ اٰتَيْنا داودَ زبورًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

فضلنا (শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি) تفضيلا (على অব্যয়যোগে) শ্রেষ্ঠত্ব দান করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

الأرض এটি معطوف হয়েছে السموت এর উপর। আর حرف الجر ও مجرور মিলে উহ্য موجود এর সাথে متعلق হয়েছে। আর شبه الجملة টি موصول এর صلة হয়েছে। তারপরের তারকীবটুকু তুমি বলো।

তরজমা ঃ আর আপনার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে অধিক অবগত যারা আসমানে ও যমীনে বিদ্যমান রয়েছে। আর অবশ্যই আমি নবীদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আমি দাউদকে যাবূর দান করেছি।

(١٠) و اذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس، قال ءاسجد لمن خلقت طينا

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ সম্পর্কে কী জানো ? পুরো বাক্যটির মূলরূপটি বের করো।

طينا অর্থাৎ مِنْ طِينٍ এটি مَنصوبٌ بِنَزْعِ الخَافِضِ দেখো, পৃঃ ১৯২

তরজমা ঃ ঐ সময়কে স্মরণ করো যখন আমি ফিরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন তারা সিজদা করলো ইবলিস ছড়া। সে বললো, আমি কি সিজদা করবো ঐ সৃষ্টিকে যাকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন?

(١١) وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِيْ ادَمَ و حَمَلْنٰهم في البَرِّ و البحرِ و رَزَقْنٰهم مِنَ الطيبٰتِ و فَضَّلْنٰهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلًا

শব্দ বিশ্লেষণ

كرمنا (মর্যাদা দান করেছি) تكريمًا মর্যাদা/শ্রেষ্ঠত্ব দান করা।

حملنا (বাহন দান করেছি) (ض) حَمْلًا বহন করা।

حَمَل شَيْئًا কোন কিছু বহন করলো।

حَمَلَ حِمْلًا عَلٰى ظَهْرِ الدابَّةِ পশুর উপর বোঝা চাপালো।

حَمَلَ عليه তার উপর হামলা করলো (على অব্যয়যোগে)

حَمَل فُلانًا অমুককে আরোহণের জন্য বাহন দিলো।

بَنِي ادَمَ (আদমের সন্তানদেরকে) ابن এর বহুবচন দু'টি بَنُونَ ও أَبْنَاءٌ

এটি مضاف হলে نون পড়ে যায়। যেমন– بَنُو آدَمَ

اِنْتَشَرَ بَنُو آدَمَ في الأرضِ – كَرَّمَ اللّٰهُ بَنِيْ آدَمَ

يُرِيدُ الشيطانُ أن ينتقِمَ مِنْ بَنِي آدمَ

বাক্য বিশ্লেষণ

من الطيبات এটি رزقنا এর সাথে متعلق

على كثير এটি فضلنا এর সাথে متعلق

ممن خلقنا মাওছূল ও ছিলাহ মিলে মাজরূরের স্থানে এসেছে। حرف الجر ও
صفة মিলে معدود এর সাথে متعلق এবং তা كثير এর مجرور
আর عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ خلقناه (من এর
শব্দগত দিক থেকে) কিংবা خلقناهم (من এর অর্থগত দিক
থেকে)
শাব্দিক অর্থ– আর তাদেরকে আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এমন
অনেকের উপর যারা ঐ সকল সৃষ্টিজীবের মধ্য হতে গণ্য
যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি।

تفضيلا এর তারকীব তুমি বলো।

তরজমা ঃ অবশ্যই বনী আদমকে আমি মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদেরকে আমি বাহন দান করেছি এবং উত্তম খাদ্যসমূহ হতে তাদেরকে আমি রিযিক দান করেছি এবং যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্য হতে অনেকের উপর তাদেরকে আমি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

(১২) يومَ نَدعو كُلَّ أُناسٍ بِإمَامِهِمْ، فَمَنْ أُوْتِيَ كتابَه بِيَمِيْنِه * فاولئك يَقْرَؤُوْنَ كِتٰبَهم وَ لا يُظْلَمون فتيلًا * وَ مَنْ كانَ في هذه اَعْمٰى فهو في الاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَ أَضَلُّ سبيلًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

أناس এটা الناس এর মূলরূপ। أُناسٌ এর শুরুতে যখন ال যুক্ত হয় তখন ফা-কালিমাকে অর্থাৎ همزة কে ফেলে দেয়া হয়। أناس বা الناس হচ্ছে إنسان এর اسم جمع – মানুষের দল।

إمام মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার কিতাব। কোরআনে আছে وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبين এবং প্রতিটি জিনিসকে

আমি একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি।

فتيلا — খেজুরের দানার লম্বা ফাটল (সামান্য পরিমাণ) সলতে। পাকানো সুতা।

বাক্য বিশ্লেষণ

يوم — এটি أُذْكُر এই উহ্য فعل এর مفعول به আর পরবর্তী বাক্যটি أُذْكُرْ يومَ دَعْوَتِنا كُلَّ أُناسٍ মূলরূপ – مضاف إليه এর يوم শাব্দিক অর্থ– প্রত্যেক মানুষকে আমাদের ডাক দেয়ার দিনটিকে স্মরণ করো।

بإمامهم — এটি ندعو এর সাথে متعلق

اوتي كتابه ... এ বাক্যটি شرط ও صلة মাওছূল-ছিলাহ্ মিলে মুবতাদা فاولئك يقرؤون বাক্যটি جواب الشرط ও খবর।
شرط কেন مفرد এবং جواب الشرط কেন جمع হলো? আবার পরবর্তীতে شرط ও جواب الشرط দু'টোই কেন مفرد হলো?

فتيلا — এটি উহ্য مفعول مطلق অর্থাৎ ظلما এর صفة হয়েছে এবং এজন্য এটাকে نائب عن المصدر বলা হয়।

سبيلا — এটি أضل এই شبه الفعل এর شبه الفاعل থেকে تمييز রূপে মানছূব।

তরজমা : ঐ দিনটি স্মরণ করো যেদিন আমি প্রত্যেক মানুষকে তাদের আমলনামাসহ ডাকবো। অতঃপর যাদেরকে তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে, তারা (আনন্দের সাথে) তাদের আমলনামা পড়ে দেখবে। আর তাদের উপর বিন্দু পরিমাণ জুলুম করা হবে না।
আর যারা দুনিয়াতে (অন্তর্চক্ষুর দিক থেকে) অন্ধ ছিলো আখেরাতে তারা অন্ধই হবে এবং অধিক পথভ্রষ্ট হবে।

(١٣) وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَ ما أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا *

বাক্য বিশ্লেষণ

من أمر ربي — এটি ثابتة এর সাথে متعلق – আর তা পূর্ববর্তী মুবতাদার

খবর (روح শব্দটি مؤنث)

اوتيتم — এটি نائب الفاعل ও তার فعل مجهول

একটি জরুরী কথা– মূল ফেয়েলটি হচ্ছে أوتي আর ت হচ্ছে ফেয়েলের সঙ্গে যুক্ত نائب الفاعل এর যামীর আর م হচ্ছে نائب الفاعل জমা হওয়ার আলামত। এভাবে মা'রূফ বা মাজহূল-এর মূল ফেয়েল কিন্তু একটি, অর্থাৎ فعل বা فعل তদ্রূপ يفعل বা يفعل পরবর্তীতে এর শেষে فاعل বা نائب الفاعل এর বিভিন্ন যমীর যুক্ত হয়। সামনে এ বিষয়টি আরো আলোচনা হবে। ইনশাআল্লাহ।

من العلم — এটি اوتيم এর সাথে متعلق আর قليلا হচ্ছে مفعول به

তরজমা ঃ তারা আপনাকে রূহ (এর হাকীকত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আপনি বলুন, রূহ হলো আমার প্রতিপালকের আদেশবিশেষ। আর তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে। (সুতরাং রূহ-এর হাকীকত বোঝা মানবের সাধ্য নয়।)

(١٤) قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَ الجِنُّ على أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذا القُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِه وَ لَوْ كانَ بَعْضُهم لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

শব্দ বিশ্লেষণ

ظهيرا — (এক ও বহু) সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। দ্বিবচনে ظهيران

বাক্য বিশ্লেষণ

هذا — ها ও ذا এর পরিচয় কী ? القران এর তারকীব কী ?

مثل هذا القران এটি مضاف إليه ও مضاف মিলে ب হরফুল জরের মাজরূর।

ب অব্যয়টি এখানে تعدية এর জন্য (অর্থাৎ لازم কে متعدى বানানোর জন্য)

بمثل هذا القران — এ অংশটি يأتون এর সঙ্গে متعلق আর এ বাক্যটি أن দ্বারা مصدر হয়ে على এর مجرور এর স্থানে এসেছে। على

অব্যয়টি কার সাথে متعلق বলো।

لبعض এ অংশটি ظهيرا এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ আপনি বলুন, মানবজাতি ও জ্বিনজাতি যদি একত্রিত হয় এই উদ্দেশ্যে যে, তারা এই কোআনের নমুনা পেশ করবে, তারা তার নমুনা পেশ করতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়। (যদিও তাদের কতিপয় কতিপয়ের সাহায্যকারী হয়।)

(১৫) وَ ما مَنَعَ النَاسَ أن يُؤْمِنوا اِذْ جاءَهم الهُدٰى إلَّا أَنْ قالوا اَ بَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا * قُلْ لَوْ كانَ في الاَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنا عليهم مِنَ السماءِ مَلَكًا رسولًا* قل كَفٰى باللهِ شهيدًا بيني و بينَكم، اِنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا *

শব্দ বিশ্লেষণ

مطمئنين (নিশ্চিন্ত অবস্থায়) اسم الفاعل এর جمع مذكر এটি حال হিসাবে منصوب হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

منع এর فاعل সামনে আসছে। الناس হলো منع এর مفعول به

يؤمنوا এটি أنْ দ্বারা مصدر হয়ে উহ্য হরফুল জর من এর مجرور এর স্থানে এসেছে। আর তা متعلق হয়েছে منع এর সঙ্গে। أن قالوا এ অংশটি منع এর فاعل

মূলরূপ এই- ... وَما مَنَعَ الناسَ مِنْ اِيمَانِهم شيءٌ إلا قَوْلُهم

মানুষকে তাদের ঈমান গ্রহণ করা থেকে কোন কিছু বাধা দেয়নি, তাদের এই উক্তিটুকু ছাড়া (অর্থাৎ এই উক্তিটুকুই শুধু বাধা দিয়েছে।)

إذ جاءهم الهدى বাক্যটির মূলরূপ- حِيْنَ مَجِيْئِهِمُ الْهُدٰى

إلا এটি حرفُ الاسْتِثْنَاءِ (ব্যতিক্রমাণ-অব্যয়) এর পূর্ববর্তী

লফযটিকে مستثنى منه এবং পরবর্তী লফযকে مُسْتَثْنًى বলে।

৮। এ কথা বোঝায় যে, পূর্ববর্তীর উপর যে বিষয় আরোপ করা হয়েছে, পরবর্তীকে তা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন– حَضَرَ الأَصْدِقَاءُ إلا راشدًا (বন্ধুরা এসেছে রাশেদ ছাড়া) এখানে বন্ধুদের উপর حُضُور বা উপস্থিতির বিষয়টি আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু راشد কে তা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বন্ধুরা উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু রাশেদ উপস্থিত হয়নি। তদ্রূপ– مَا حَضَرَ الأَصْدِقَاءُ إِلَّا راشدًا (বন্ধুরা উপস্থিত হয়নি রাশেদ ছাড়া) এখানে বন্ধুদের উপর عَدَمُ الحُضُورِ বা অনুপস্থিতির বিষয়টি আরোপ করা হয়েছে, আর তা থেকে রাশেদকে বাদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বন্ধুরা উপস্থিত হয়নি কিন্তু রাশেদ উপস্থিত হয়েছে।

আগে বলা হয়েছে যে, حَرْفُ النَّفْيِ এর পরে إلا আসলে তা حصر (বা সীমাবদ্ধতা) প্রকাশ করে। যেমন– مَا مَنَعَكَ مِنَ الجِهَادِ شَيْءٌ إِلَّا الْجُبْنُ। তোমাকে জিহাদ থেকে কোন কিছু বাধা দেয়নি ভীরুতা ছাড়া। অর্থাৎ ভীরুতাই শুধু বাধা দিয়েছে। অর্থাৎ বাধা দেয়ার বিষয়টি ভীরুতার মাঝেই সীমাবদ্ধ।

এবার আলোচ্য আয়াতে দেখো, এখানে إلا অব্যয়টি النفي -এর পরে এসে এ কথা বুঝিয়েছে যে, লোকদের এ উক্তিটিই তাদেরকে ঈমান আনা থেকে বাধা দিয়েছে, অন্য কিছু নয়।

এটি بعث এর مفعول به আর بشرا হচ্ছে مفعول به থেকে অগ্রবর্তী حال

ذو الحال নাকেরাহ হলে حال বাধ্যতামূলকভাবে অগ্রবর্তী হয়।

(শাব্দিক অর্থ–) আল্লাহ্ কি একজন রাসূলকে প্রেরণ করেছেন মানুষ অবস্থায় (বা এমন অবস্থায় যে তিনি মানুষ)।

তরজমা হবে এরূপ– আল্লাহ্ কি একজন মানুষকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন।

ملئكة   হচ্ছে كان এর পশ্চাদ্‌বর্তী ইসম। পরবর্তী বাক্যটি তার صفة

في الأرض   এ অংশটি كان এর অগ্রবর্তী খবর ساكنين এর সাথে متعلق যা এখানে উহ্য রয়েছে। পুরো বাক্যটির মূলরূপ এই–

لَوْ كانَ مَلٰئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّيْنَ، سَاكِنِينَ في الأَرْضِ

যদি নিশ্চিন্তে বিচরণকারী একদল ফিরেশতা পৃথিবীতে বসবাসকারী হতো .....

كفى بالله شهيدا بيني و بينكم এর তারকীব করো। (দেখো, পৃঃ ২৯৩)

بعباده   এ অংশটি خبيرا ও بصيرا এর সাথে متعلق

তরজমা ঃ মানুষের কাছে যখন হেদায়াত এসেছে তখন তাদের ঈমান গ্রহণ করা থেকে শুধু তাদের এ উক্তিটিই বাধা দিয়েছে যে, আল্লাহ্‌ কি একজন মানুষকে রাসূল করে পাঠালেন, (ফিরেশতাকে রাসূল করে পাঠালেন না কেন ?) আপনি বলুন, পৃথিবীতে যদি একদল ফিরেশতা নিশ্চিন্তে বিচরণ করতো তাহলে তাদের জন্য অবশ্যই আমি একজন ফিরেশতাকে আসমান থেকে নাযিল করতাম।

আপনি বলুন, আমার মাঝে এবং তোমাদের মাঝে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের বিষয়ে অবগত, অবলোকনকারী।

(١٦) وَ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَ بُكْمًا وَ صُمًّا، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُم سَعِيرًا ·

শব্দ বিশ্লেষণ

عُمْيٌ   অন্ধ, أَعْمٰى এর বহু। بُكْمٌ বোবা, أَبْكَمُ এর বহু।
صُمٌّ বধির, أَصَمُّ এর বহু

مَأْوَاهُم   (তাদের আশ্রয় স্থল বা ঠিকানা) عَلى وزنِ مَفْعَلٌ
মূলরূপ مأوِي – ছরফের নিয়মে তাতে পরিবর্তন এসেছে।

خبت   (নিভুনিভু হলো) (ن) خَبَتِ النارُ, خَبْوًا ও خُبُوًّا

سعير   আগুন। আগুনের লেলিহান শিখা।

من يهد الله এখানে يهد ফেয়েলটি شرط রূপে মাজযূম হয়েছে এবং جزم এর আলামত রূপে লাম কালিমাকে হযফ করা হয়েছে।

(ي)هو المهتد এ বাক্যটি جواب الشرط হয়েছে, আর ف হলো বাধ্যতামূলক رابطة

(ي)المهتد খবর রূপে مرفوع – আর লাম কালিমা ياء এর মাঝে সুপ্ত যাম্মাহ হচ্ছে رفع এর আলামত। ياء কে নিয়মের বাইরে حذف করা হয়েছে।

من يضلل فلن ... ফেয়েলটি شرط রূপে মাজযূম, পরবর্তী বাক্যটি جواب الشرط

لهم এটি تجد এর সাথে متعلق

أولياء এটি تجد এর مفعول به আর من دونه অংশটি معدودين এর সাথে متعلق আর তা أولياء এর صفة

শাব্দিক অর্থ, তাদের জন্য তুমি এমন অভিভাবকদল পাবে না যারা আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য।

على وجوههم এ অংশটি ماشين এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق যা نحشر এর مفعول به থেকে حال হয়েছে।

শাব্দিক অর্থ– আর তাদেরকে আমি একত্র করবো এমন অবস্থায় যে, তারা তাদের চেহরার উপর ভর দিয়ে চলবে।

عميا ... এটি এবং পরবর্তী শব্দ দু'টি نحشر এর مفعول به থেকে حال অর্থাৎ এখানে মোট চারটি حال

مأواهم جهنم বাক্যটির তারকীব করো।

كلما এ সম্পর্কে দেখো, পৃঃ

خبت এর মাঝে সুপ্ত যমীর هي ফিরেছে جهنم এর দিকে।

هم এটি زدنا এর প্রথম مفعول به আর سعيرا হচ্ছে দ্বিতীয় مفعول به

তরজমা ঃ আর আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি আল্লাহর মোকাবেলায় কোন অভিভাবক পাবে না।

আর কেয়ামতের দিন তাদেরকে আমি একত্র করবো তাদের মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ ও মুক ও বধির অবস্থায়। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। যখনই জাহান্নামের আগুন নিভুনিভু হবে, তখনই তাদেরকে আমি আগুন আরো বাড়িয়ে দেবো।

(١٧) ذلك جَزَآؤُهم بِأَنَّهُمْ كَفَروا بِاٰيٰتِنا وَ قالوا أَ إِذا كُنا عِظٰمًا و رُفٰتًا أَءِ نّا لَمَبْعُوثونَ خَلْقًا جديدًا ·

শব্দ বিশ্লেষণ

عِظٰمًا এটি عَظْمٌ এর বহুবচন, হাড়, অস্থি।

رُفَاتٌ যে কোন ভাঙ্গা জিনিসের গুঁড়ো ও টুকরো টুকরো অংশ।

বাক্য বিশ্লেষণ

ذلك এটি مبتدأ রূপে رفع এর স্থানে এসেছে। পিছনের আয়াতে عذاب শব্দটি مفهوم (অনুভূত) হয়। ذلك দ্বারা সেই অনুভূত عذاب এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। جزاؤهم খবর।

أن পরবর্তী বাক্যটি أن দ্বারা مصدر হয়ে ب এর مجرور এর স্থানে এসেছে এবং جزاء মাছদারের সাথে متعلق হয়েছে। মূলরূপ এই- ذلك جَزاؤُهُمْ بِكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِنا وَ قَوْلِهم ...

إذا এটি একই সাথে اسم ظرف ও اسم شرط সুতরাং পরবর্তী বাক্য مضاف إليه এবং شرط এর إذا হচ্ছে كنا عظاما و رفاتا মূলরূপ হলো حِيْنَ كَوْنِنَا عِظامًا وَ رُفاتًا

إذا এর جواب الشرط উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ-

أَ إِذا كُنَّا عِظامًا وَ رُفاتًا نُبْعَثُ مِنْ جَدِيدٍ পরবর্তী বাক্য ... أَ إِنَّا لَمبعوثون হচ্ছে উহ্য جواب الشرط এর ব্যাখ্যা।

আর إذا শব্দটি جواب الشرط এর ظرف রূপে نصب এর স্থানে রয়েছে। মূলরূপ এই-

أَ نُبْعَثُ مِنْ جَدِيدٍ حِيْنَ كَوْنِنا عِظامًا وَ رُفاتًا

আমরা কি অস্থি ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় নতুনভাবে সৃষ্টি হবো।

خلقا	এটি اسم المفعول مفعول مطلق হয়েছে থেকে। কারণ مبعوثون হচ্ছে مخلوقون এর সমার্থক।

তরজমা ঃ সেটা হলো তাদের প্রতিদান, এই কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে আর বলেছে যে, যখন আমরা অস্থি হয়ে যাবো এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবো তখন কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হবো।

(١٨) الحَمْدُ لِلّٰهِ الذي أَنْزَلَ على عَبْدِهِ الكِتٰبَ و لم يَجْعَلْ له عِوَجًا ۔

বাক্য বিশ্লেষণ

عوج	বক্রতা, অসরলতা। এটি يجعل -এর مفعول به এবং له তার সাথে متعلق পুরো বাক্যটি أنزل এর উপর معطوف

الذي	এর صلة নির্ধারণ করো। আর صلة ও موصول মিলে তারকীবে কী হয়েছে বলো।

الحمد	এর খবর নির্ধারণ করো। হরফুল জর ও মাজরূর মিলে কার সাথে متعلق হয়েছে বলো।

তরজমা ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেন নি।

(١٩) نحنُ نَقُصُّ عليك نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَبِّهِمْ و زِدْنٰهم هُدًى ۔

শব্দ বিশ্লেষণ

نقص	(ن) قَصَصًا বর্ণনা করা।
قَصَّ القِصَّةَ কাহিনী বর্ণনা করলো।
قَصَّ عَلَيهِ القِصَّةَ তাকে কাহিনী শোনালো।

فِتْيَةٌ	(তরুনদল) এটি فَتًى এর বহু, আরেকটি বহুবচন فِتْيَانٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

بالحق	এটি شبه الفعل এই উহ্য مُتَمَسِّكِينَ হয়েছে متعلق এর

সঙ্গে। تَمَسَّكَ - يَتَمَسَّكُ - تَمَسُّكًا অর্থ– আকড়ে ধরা।
(ب অব্যয়যোগে) تَمَسَّكَ بِالْحَقِّ সত্যকে আকড়ে ধরলো।
(শাব্দিক অর্থ– আপনাকে আমি তাদের ঘটনা শোনাবো সত্যকে আকড়ে ধরা অবস্থায়।)

أمنوا بربهم এ বাক্যটি فتية এর صفة হয়েছে, আর পরবর্তী বাক্যটি এর উপর معطوف হয়েছে।

هدى এটি زدنا এর দ্বিতীয় مفعول به আর هم হচ্ছে প্রথম مفعول به

তরজমা ঃ (আছহাবে কাহফের ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন,) আমি আপনাকে তাদের ঘটনা সত্য সত্য বর্ণনা করে শোনাবো। নিঃসন্দেহে তারা ছিলো এমন এক যুবকদল যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিলো, আর আমি তাদেরকে হেদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

(٢٠) وَ رَبَطْنَا على قُلُوبِهِمْ إذ قاموا فَقَالوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الارضِ لن ندعُوَ مِنْ دُونِه إِلٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا

শব্দ বিশ্লেষণ

ربطنا (ن) رَبْطًا বাঁধা। সংযুক্ত করা। সুদৃঢ় করা। (ব্যবহার দেখো)
رَبَطَ شَيْئًا بِشَيْءٍ কোন কিছু দ্বারা কোন কিছু বাঁধলো।
رَبَطَ بينَ شَيْئَيْنِ দু'টি জিনিসের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করলো।
تَرْبُطُ بَيْنَنَا رَابِطَةُ الإِسْلَامِ ইসলামের বন্ধন আমাদের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করছে।
رَبَطَ اللّٰهُ على قَلْبِه আল্লাহ তার হৃদয়কে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন।

شططا এটি قَوْلًا এই উহ্য مفعول مطلق এর صفة অর্থাৎ قلنا قولا
شططا এর অর্থ হলো– قلنا قولا بَعِيْدًا عَنِ الحق আমরা এমন কথা বললাম যা সত্য থেকে দূরবর্তী।

বাক্য বিশ্লেষণ

إذ এখানে এটি ربطنا এর ظرف রূপে نصب এর স্থানে এসেছে। তবে مبني على السكون হওয়ার কারণে نصب গ্রহণ করেনি।

قالوا বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের উপর معطوف হয়েছে। মূলরূপ এই- وَ رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوبِهِم حِيْنَ قِيَامِهِم وَ قَوْلِهِم ...

الـه — এটি لن ندعو এর مفعول به

من دونه — এ অংশটি معدودا এর সঙ্গে متعلق আর তাপরবর্তী مفعول به থেকে حال পিছনে বলা হয়েছে যে, ذو الحال নাকিরাহ হলে حال কে অগ্রবর্তী করা আবশ্যক।

শাব্দিক অর্থ- আমরা কোন ইলাহকে কিছুতেই ডাকবো না এমন অবস্থায় যে, সে আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য।

لقد قلنا — এর পূর্বে إِنْ دَعَوْنَاهُ فَوَ اللّٰهِ এই অংশটি উহ্য রয়েছে। সুতরাং ل হচ্ছে لام القسم আর قد قلنا হচ্ছে جواب القسم

তরজমা ঃ আর আমি তাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম (ঐ সময়) যখন তারা দাঁড়ালো এবং বললো, আমাদের প্রতিপালক হলেন, আসমানের এবং যমীনের প্রতিপালক। আমরা তাকে ছাড়া কোন ইলাহকে কিছুতেই ডাকবো না। (যদি কোন ইলাহকে ডাকি, তাহলে আল্লাহর কসম) ঃ তখন অন্যায় কথা বলবো।

(٢١) هٰؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اٰلِهَةً، لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

শব্দ বিশ্লেষণ

الـهـة — এটি اله এর বহুবচন, উপাস্য।

اتى بسلطان — প্রমাণ পেশ করলো। إِتْيَانًا মানে আসা, কিন্তু ب অব্যয় যোগে অর্থ হয় আনা। اَلْبَاءُ هُنَا لِلتَّعْدِيَةِ

বাক্য বিশ্লেষণ

هولاء — মুবতাদা, قومنا তার থেকে بدل (শাব্দিক অর্থ- এরা অর্থাৎ আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা) পরবর্তী বাক্যটি খবর

الـهـة — এটি اتخذوا এর مفعول به

من دونه — এ অংশটি معدودين এই উহ্য شبه الفعل এর সাথে متعلق আর তা مفعول به থেকে অগ্রবর্তী حال

শাব্দিক অর্থ– এরা অর্থাৎ আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কতিপয় ইলাহ গ্রহণ করেছে, এমন অবস্থায় যে তারা আল্লাহর গায়র থেকে গণ্য।

عليهم — এখানে مضاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ على عبادتهم আর على ও ب অব্যয়টি يأتون এর সাথে متعلق

بسلطان — এটি يأتون এর সাথে متعلق

من افترى على الله كذبا এর তারকীব বলো।

তরজমা ঃ এরা, আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন ইলাহকে গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের ইবাদতের স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না। সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাদের চেয়ে অধিক জালিম কে হবে?

(٢٢) إن الذين اٰمَنُوا و عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ إنّا لا نُضيع اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا، اولئك لهم جَنّٰتُ عَدْنٍ تجري من تحتهم الاَنْهارُ

শব্দ বিশ্লেষণ

أحسن عملا (আমলকে উত্তম করেছে)

جنت عدن (পিছনে দেখো, পৃঃ ২১৫)

বাক্য বিশ্লেষণ

الذين ... — মাওছূল ও ছিলাহ মিলে إن এর ইসম। তার খবর হচ্ছে سَنُجازيهم উহ্য বাক্যটি। (তাদেরকে অবশ্যই আমি উত্তম প্রতিদান দেবো।) পরবর্তী বাক্যটি উহ্য খবরের হেতু।

من أحسن عملا ছিলাহ-মাওছূল মিলে مضاف إليه আর مضاف ও مضاف إليه মিলে কী হয়েছে বলো।

عملا — এটি أحسن এর مفعول به (আমলকে উত্তম করেছে, অর্থাৎ উত্তম আমল করেছে।)

أولئك — মুবতাদা, لهم جنات عدن বাক্যটি তা প্রথম খবর। تجري من

تحتهم الانـهار এই বাক্যটি তার দ্বিতীয় খবর। যদি من تحتها বলা হতো
তাহলে বাক্যটি جنات عدن এর ছিফাত হতো।

তরজমা ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে (তাদেরকে আমি অবশ্যই উত্তম প্রতিদান দেবো। (কেননা) আমি ঐ লোকদের প্রতিদান নষ্ট করি না যারা উত্তম আমল করে।
তাদেরই জন্য রয়েছে স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাদের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ।

(٢٣) المالُ وَ البَنُونَ زِيْـنَةُ الحَيٰـوةِ الـدنيـا و الـبٰـقِيٰـتُ الـصّٰـلِـحٰـتُ خيـرٌ عِنْـدَ ربـك ثـوابًا و خـيـرٌ اَمـلًا

শব্দ বিশ্লেষণ

بـنـون এটি ابن এর বহুবচন। আরেকটি বহুবচন হলো أبـنـاء

البـقـيـت الصلحت এমন সব নেক আমল যা আখেরাতের জন্য বাকি থাকে।

الحيـوة الدنـيا (পিছনে দেখো, পৃঃ ৩৮)

أَمَلٌ আশা, প্রত্যাশা। বহুবচনে آمال – (ن) أَمْـلًا আশা করা।
أَمَـلَ شَـيْـئًا কোন কিছু আশা করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

المال و البنون এটি معطوف عليه ও معطوف মিলে মুবতাদা আর زيـنـة الحيـوة الدنيا তার খবর।

الـبـاقـيات মুবতাদা, الصالحات তার صفـة আর خيـر হচ্ছে شبـه الفعل আর عنـد ربك তার ظـرف এ অংশটি খবর।

ثـوابا ও أمـلا শব্দ দু'টি تمييز

তরজমা ঃ ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি হলো পার্থিব জীবনের শোভা। আর স্থায়ী নেক আমলসমূহ আপনার প্রতিপালকের নিকট ছাওয়াবের দিক থেকে উত্তম এবং প্রত্যাশা হিসাবে উত্তম।

(٢٤) وَ يَـوْمَ نُسَـيِّرُ الجِـبـالَ و تَـرَى الاَرْضَ بارِزَةً، و حَشَـرْنٰـهم فلـم نُـغـادِرْ منهم اَحَدًا .

শব্দ বিশ্লেষণ

نسير (আমি চালিত করবো) تَسْيِيْرًا চালিত করা।

بارزة (প্রকাশিত) (ن) بُرُوزًا প্রকাশ পাওয়া।

لم نغادر (ছাড়িনি) مُغَادَرَةً ছাড়া, ত্যাগ করা।

غَادَرَه তাকে ছেড়ে দিলো। غَادَرَ البِلَادَ দেশ ত্যাগ করলো।

বাক্য বিশ্লেষণ

بارزة এটি حال হয়েছে ترى এর مفعول به থেকে।

يوم এটি منصوب হওয়ার কারণ বলো। তারকীবে পরবর্তী বাক্যটির অবস্থান বলো। তারকীবগত দিক থেকে বাক্যটির মূলরূপ এই-

اُذْكُرْ يومَ تَسْيِيْرِنَا الجبالَ وَ رُؤْيَتِكَ الأَرْضَ بارِزَةً

আমি পাহাড়সমূহকে চালিত করার এবং তুমি যমীনকে প্রকাশিত অবস্থায় দেখার দিনটিকে স্মরণ করো।

তরজমা ঃ আর ঐ দিনটিকে স্মরণ করো যখন আমি পাহাড়গুলোকে চালিত করবো আর তুমি পৃথিবীকে দেখতে পাবে খোলা অবস্থায়। আর আমি তাদেরকে একত্র করবো, তাদের কাউকে ছেড়ে দেবো না।

(২৫) وَ عُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا .

শব্দ বিশ্লেষণ

عرضوا (তাদেরকে পেশ করা হলো) দেখো, পৃঃ ২৩৯

صف কাতার, সারি। বহুবচনে صفوف

(ن) صَفًّا কাতার করে দাঁড়ানো। কাতার করে দাঁড় করানো।

صَفَّ القومُ লোকেরা কাতার করে দাঁড়ালো।

صَفَّ القومَ লোকদেরকে কাতার করে দাঁড় করালো।

أول مرة প্রথমবার।

زعمتم (তোমরা ধারণা করেছো) (ن) زَعْمًا দেখো, পৃঃ ১৪৮

مَوْعِدًا ওয়াদাকৃত সময় বা স্থান, প্রতিশ্রুত সময় বা স্থান।

বাক্য বিশ্লেষণ

عرضوا — এখানে عرض হচ্ছে মূল ফেয়েল। এর শেষে যুক্ত الواو হচ্ছে نائب الفاعل বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায় যখন نائب الفاعل এর যামীরটি হরফুল জর যোগে ব্যবহৃত হয়। যেমন, قِيْلَ لهم - قِيْلَ لكم - قِيْلَ لها - قِيْلَ له ইত্যাদি।

صَفًّا — মাছদারটি এখানে اسم المفعول অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ عرضوا مَصْفُوفِيْنَ তাদেরকে কাতারবদ্ধ করে পেশ করা হবে।

তরজমা ঃ আর তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে পেশ করা হবে (এবং তাদেরকে বলা হবে) তোমরা আমার কাছে এসে গেছো যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। অথচ তোমরা তো মনে করতে যে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় কিছুতেই নির্ধারণ করবো না।

(٢٦) وَ تِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنٰهم لَمَّا ظَلَمُوا و جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۔

শব্দ বিশ্লেষণ

مهلك — বাবে ضرب থেকে مَهْلِكًا ও هَلاكًا ধ্বংস হওয়া।

موعد — প্রতিশ্রুত সময় বা স্থান।

বাক্য বিশ্লেষণ

تلك — মূল হচ্ছে اسم الاشارة হচ্ছে تي এর সাথে لام যুক্ত হয়েছে দূরবর্তিতা বোঝানোর জন্য। এখন দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে ياء পড়ে গেছে। ك হচ্ছে خطاب (সম্বোধন)-এর যমীর।

القرى তারকীবে কী হয়েছে বলো। (দেখো, পৃঃ ৩৩৩)

تلك القرى মুবতাদা أهلكناهم খবর

لما — এটি أهلكنا এর ظرف রূপে نصب এর স্থানে রয়েছে। পরবর্তী বাক্যটি এর مضاف إليه - মূলরূপ হলো أَهْلَكْنَاهم حِيْنَ ظُلْمِهِمْ

جعلنا لمهلكهم موعدا বাক্যটির তারকীব করো।

তরজমা ঃ আর ঐ জনপদগুলোকে আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা (কুফুরি করার মাধ্যমে নিজেদের উপর) জুলুম করেছে। আর তাদের ধ্বংসের জন্য আমি একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণ করেছিলাম।

(٢٧) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۔

শব্দ বিশ্লেষণ

جاوزا — (তারা দু'জন অতিক্রম করলেন) مُجَاوَزَةٌ، جِوَازًا
جَاوَزَ الطَّرِيْقَ/الْحَدَّ রাস্তা বা সীমা অতিক্রম করলো বা পিছনে ফেলে এলো।

لقينا — (আমরা ভোগ করেছি বা সম্মুখীন হয়েছি) لِقَاءً (س)
لَقِيَ فُلَانًا অমুকের সাথে সাক্ষাৎ করলো। (مَعَ فُلَانٍ নয়)
لَقِيْتُ شَيْئًا আমি কোন কিছুর সম্মুখীন হলাম।

نصب — ক্লান্তি ও শ্রান্তি।

বাক্য বিশ্লেষণ

لما — তারকীবগত দিক থেকে বাক্যটির মূলরূপ এই–
قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا .... حِيْنَ مُجَاوَزَتِهِمَا

جاوزا — এর مفعول به উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ جَاوَزَا ذلك المَكَانَ

سفرنا — এটি من এর مجرور আর هذا হচ্ছে তার থেকে بدل

বিশেষ কথা ঃ মূসা (আঃ) আল্লাহর হুকুমে তাঁর শিষ্য ইউশা (আঃ)-কে সঙ্গে করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা খিযির (আঃ)-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন। সেই সফরের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন।

তরজমা ঃ যখন তারা ঐ স্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, তখন তিনি তার তরুণ (শিষ্য)-কে বললেন, আমাদের দুপুরের খাবার আনো, আমাদের এই সফরে আমরা বেশ ক্লান্তি ও শ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছি।

(২৯) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا *

বাক্য বিশ্লেষণ

من عبادنا এটি উহ্য معدودا এর সাথে متعلق আর তা عبدا এর صفة
শাব্দিক অর্থ– তারা দু'জন আমার বান্দাদের মধ্য হতে গণ্য এক বান্দাকে পেলো।

اتيناه এ বাক্যটি عبدا এর দ্বিতীয় صفة

رحمة এটি اتينا এর দিতীয় مفعول به আর من عندنا হচ্ছে তার সাথে متعلق

علمنه من لدنا علمًا এ বাক্যটির তারকীব তুমি নিজে করো।

•

তরজমা ঃ তারা দু'জন আমার বান্দাদের মধ্য হতে এক বান্দাকে পেলো, যাকে আমি আমার পক্ষ হতে রহমত দান করেছি এবং যাকে আমার পক্ষ হতে ইলম দান করেছি।

تم الجزء الأول من الطريق إلى القرآن
بفضل الله تعالى وعونه